কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র

———:০:———

(ভূতপূর্ব্ব সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে।

শ্রীহারাণচন্দ্র সার্ব্বভৌম দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল শ্রাবণ মাস।

কলিকাতা, মুক্তারাম বাবুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫টাকা।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

———:০:———

(ভূতপূর্ব্ব সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে।

শ্রীহারাণচন্দ্র সার্ব্বভৌম দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল শ্রাবণ মাস।

কলিকাতা মুক্তাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।

কল্পদ্রুম।

স্বস্তিবাচন।

" স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু।"

যে কোন কার্য্য হউক, তাহার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সংকল্প চাই। জগদীশ্বর জগতের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে " জগতের কিরূপ আকার হইবে এবং কি প্রণালীতে ও কি উপাদানে উহা নির্ম্মিত হইবে " এ সংকল্প করিয়াছিলেন। " মনসা সংকল্পয়তি বাচা অভিলপতি কর্ম্মণাচোপপাদয়তি। " মনে সংকল্প করিতে বাক্যে ব্যক্ত করিতে ও কর্ম্মে উপপন্ন করিতে হয়। আমরা অনেক দিন অবধি সঙ্কল্প করিয়াছি, কল্পদ্রুম নামে একখানি মাসিকপত্র প্রণয়ন করিব। এই ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে আমরা তাহার প্রতিষ্ঠা করিলাম। কিন্তু আমাদিগের বড় একটী চিন্তা হইতেছে, কতকগুলি নরভূত আছে, পাছে তাহারা কল্পদ্রুমের বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব পাঠকগণ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা স্বস্তি স্বস্তি বলুন, নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সেই সঙ্কল্পিত বিষয়টী সুসিদ্ধ হউক।

ভূতাপসারণ।

" শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি " মঙ্গলকার্য্যের বিঘ্ন অনেক। এই কারণে পূর্ব্বাচার্য্যেরা কোন মঙ্গল কার্য্যের আরম্ভকালে ভূতাপসারণ করিতেন। আমরাও দেখিতেছি, সংকল্পিত কল্পদ্রুমের বিঘ্নকারক অনেকগুলি ভূত আছে, সেগুলির অপসারণ একান্ত আবশ্যক। পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ভূতগুলি কে? পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রথমে সেই ভূতগুলির গণনা করা যাইতেছে। এরূপ কতকগুলি মূর্ত্তিমান গর্ব্ব-ভূত মহামহোপাধ্যায় আছেন, যে কোন গ্রন্থ হউক বা সাময়িকপত্র হউক, তাহার উদ্দেশ্য কি তাঁহারা তাহা বুঝেন না, গ্রন্থ বা পত্রের গুণ দোষ পরীক্ষা করা

দূরে থাকুক, তাহার ভিতরে কি আছে পাত উল্টাইয়াও দেখেন না, অথচ সিদ্ধান্ত করিয়া লন, উক্ত গ্রন্থ বা পত্র কোন কাজেরই হয় নাই। কেবল এই সিদ্ধান্ত করা নয়, দ্বারে দ্বারে এই কথা রটনা করিয়াও বেড়ান হয়। যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা প্রথম ভূত। দ্বিতীয় ভূতগুলি বড় ঈর্ষ্যান্বিত। পাছে আপনাদিগের মহিমার হানি হয় এই শঙ্কায় নূতন গ্রন্থ হউক, আর সাময়িক পত্র হউক, তাঁহারা তাহার কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় ভূতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। তাঁহাদিগের কোন প্রকার স্বার্থ লাভ নাই, অথচ গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র দেখিলে তাহার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্র হন। মহাবীর অর্জ্জুন বৈরনির্যাতনার্থী হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যখন তপস্যা করিতে গেলেন, সেই সময়ে মুক নামে এক দানব তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ শূকর বেশ ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করে। অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া নানাপ্রকার তর্ক আরম্ভ করিলেন, তাহার মধ্যে একটী তর্ক এই:—

"মুনিরস্মি নিরাগসঃ কুতোমে ভয়মিত্যেষ ন ভূতয়েঽভিমানঃ।
পরবৃদ্ধিষু বদ্ধমৎসরাণাং কিমিব হ্যস্তি দুরাত্মনামলঙ্ঘ্যং॥"

আমি মুনি, কাহার কোন অপকার করি নাই, আমার ভয় কি? এ জ্ঞান মঙ্গলের নয়। যাহারা পরের উন্নতি দেখিয়া তাহার শুভদ্বেষী হয়, তাদৃশ দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

অর্জ্জুন যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, আমাদিগের বর্ণিত ভূতগুলি সেই দল-প্রবিষ্ট। চতুর্থ ভূতগুলি বড় আত্মাভিমানী। তাঁহারা পরের তিল প্রমাণ দোষ দেখিলে তাহা তাল প্রমাণ করিয়া মহা আমোদ করিয়া থাকেন। সেই সময়ে তাঁহাদিগের মনে অভিমান স্ফীত হইয়া উঠে এবং মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হয় "আমাদের মত বড় লোক আর নাই।" পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম প্রভৃতি আরো কতকগুলি ভূত আছেন, রাজদণ্ড তাঁহাদিগের হস্তগত, তাঁহারা সাময়িক পত্রগুলিকে কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কণ্টক জ্ঞান করিবার কারণ এই, তাঁহারা নিজে দোষী। কেহ ঘুস খাইয়া ধরা পড়িয়াছেন; কেবল উৎকোচগ্রাহী নন, বিষম মাতাল ও লম্পট, তিনি কর্ত্তা হইয়াছেন, সাময়িকপত্রগুলি পাছে তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দেয় এই শঙ্কা। এ প্রকার গুণধ পুরু-ষকে যিনি কর্ত্তা করিয়াছেন, তিনি এক ভূত, আর সেই গুণধর পুরুষ নিলজ্জ

হইয়া কর্ত্তা হইতে গিয়াছেন, অতএব তিনিও এক ভূত। ষষ্ঠ, বড় চমৎকার স্বভাবের ভূত। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ রাত্রিকালে পঞ্চ মকার জাগাইয়া থাকেন। কাহার বা হস্তে প্রতিবেশি কুলবধূদিগের মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি হয়। দিবসে বিচারাসনে বসিয়া তাঁহাদিগের প্রতাপের সীমা থাকে না। তাঁহাদিগের দণ্ডের এমনি তীক্ষ্ণধার যে ছুঁতে মাছি কাটিয়া যায়। ন্যায়পর বলিয়া পরিচয় দিবার তখন ঘটা দেখে কে? কিন্তু রাত্রিকালে সেই সেই মহাপুরুষের বাসগৃহে ন্যায়পরতা ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির সপিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে। সপ্তম ভূতগুলিকে গো-ভূত বলিলে হয়। তাঁহাদিগের অন্য বিদ্যা যত থাকুক না থাকুক, উপরিপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষের চিত্তারাধনা বিদ্যাটী বিলক্ষণ আছে। তাঁহারা যেদিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতি ধরেন। উপরের কর্ত্তা যদি দয়ালু হইলেন, সে ভূতগুলির মুখে দয়াস্রোত বহিতে আরম্ভ হইল, কিছু দিন পরে যদি সেই দয়ালু কর্ত্তা পদান্তরে গেলেন, তৎপদে যদি কোন নিষ্ঠুর কর্ত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ভূতগুলির দয়া নিষ্ঠুরতার বেশ ধারণ করিল। নবম ভূত, বড় বাহাদুর, অথবা বড় বেহায়া বলিলেও হয়। তাঁহারা অবলীলাক্রমে লোকের উপর অত্যাচার করেন, আবার সেই অত্যাচারকে অত্যাচার নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা পান। তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জার উদয় হয় না। প্রত্যুত আপনাদিগকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করেন। কল্পদ্রুমের বিঘ্নকারক এইরূপ অনেক ভূত আছেন। পাঠকগণ আমাদিগের সহিত——

"বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে ভূতাবিঘ্নকারকাঃ॥
বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রাঃ যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈঃ ময়া নিরস্তাবিদিশঃ প্রয়াস্তু॥"

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ভূতগুলির অপসারণ করুন, অন্যথা কল্পদ্রুমের মঙ্গল নাই। উপসংহারে পাঠকগণকে আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, ইংরাজী পড়িয়া যে কতকগুলি ভূত হইয়াছেন, শ্বেত সর্ষপ ছড়াইয়া বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে গঙ্গা পার করিয়া দিন, তাহা না করিলে আপনারাও নির্ব্বিঘ্নে কল্পদ্রুম পাঠ করিতে পারিবেন না, আমরাও সুচারুরূপে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না।

মঙ্গলাচরণ।

আর্য্যদিগের মঙ্গলাচরণের যে প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, এরূপ আস্তিক জাতি পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। সঙ্কটাবহ ও দুরূহ কার্য্যের কথা দূরে থাকুক, কেহ গ্রামান্তরে কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেলেও যাত্রাকালে গণেশকে প্রণাম ও হরিস্মরণ না করিয়া পাদক্ষেপ করেন না। যে কোন কার্য্য হউক, তাহার প্রারম্ভে কোন হিন্দুই আপন অভীষ্ট দেবতার পূজা প্রণাম স্মরণ বা নামোচ্চারণ না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। কার্য্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা এদেশের শিষ্টাচার। কেবল শিষ্টাচার নয়, এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন, মঙ্গলাচরণে গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতিবন্ধক যে বিঘ্ন থাকে, তাহার নাশ হয়। আমরা সেই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের চিরাচরিত আচার পরম্পরার অনুবর্ত্তী হইয়া কল্পদ্রুমের বিঘ্ননাশ কামনা করিয়া কেবল যে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নয়, যিনি আমাদের পুরুষপরম্পরাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় আমরা শরীর ধারণে সমর্থ হইয়া স্বয়ং নানা মঙ্গল ভোগ করিতেছি এবং জগতকেও কল্যাণপরম্পরা ভোগ করিতে দেখিতেছি, এবং যাঁহার প্রসাদে আজ আমরা অপরিসীম আনন্দসহকারে এই মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি ; যাঁহার মহিমা ক্ষুদ্র বনলতা হইতে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয় এবং সামান্য খদ্যোতিকা হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলে সুন্দররূপ ব্যক্ত রহিয়াছে ; যিনি আশ্চর্য্য কৌশলে অখণ্ড বিধি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এই ভূমণ্ডলকে পালন করিতেছেন, শুভকার্য্যের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ ও প্রণাম করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এই আশ্চর্য্য বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। যে বিশ্বের কীট পতঙ্গ মনুষ্য পশ্বাদি সকলই অদ্ভুত। যে বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহাতেই মোহ উপস্থিত হয়। এই আকাশে মেঘ নাই, জলের নিমিত্ত লোকে হাহাকার করিতেছে, দু দিন পরেই আবার জগৎ ভাসিয়া গেল। মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ যাঁহাকে জানিতে না পারিয়া কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ বৈষ্ণব কেহ খ্রীষ্টান কেহ বৌদ্ধ হইতেছেন, শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ-

রুকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া আমরা কল্পদ্রুমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা এই, তিনি যেন আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করেন।

প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা, প্রতিপাদ্য।

প্রয়োজন—এই কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিল, এবং কিছু দিন লীলা খেলা করিয়া কালের লীলাচলে লীন হইল। যে কয়খানি জীবিত আছে, তদ্দ্বারা কোন উন্নতি সাধন হইতেছে না এমত নহে, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও তাহাতে প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সেগুলিও এক্ষণে অর্ণবের তুমুল তরঙ্গে কদলী ভেলা স্বরূপ হইয়াছে। তাহা না হইলেও কল্পদ্রুম প্রচারের প্রয়োজন আছে, ইহার উদ্দেশ্য নূতন ও মহৎ। পতিত মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকেও মর্ত্তাভূমে আসিতে হইয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই মনুষ্যের উপকারার্থ কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

১। এদেশে এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা এদেশের কোন বিষয় জানেন না, তাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া তাহার এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন যে আর কিছু তাঁহাদিগের ভাল লাগে না; সুতরাং আমাদিগের কিছু আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করেন না; কাজে কাজেই আমাদিগের কিছুই নাই, তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জনই কল্পদ্রুম প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন। সে ভ্রমভঞ্জন করিতে গেলে আমাদিগের যে সকল বিষয় আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার পর্য্যালোচনা এবং আমাদিগের শাস্ত্রে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার সার সঙ্কলন এবং যে উদ্দেশ্যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, যত দূর সম্ভব তাহার বিচার করা ও তাহার উপকারিতা উপযোগিতা ও সারবত্তা প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে।

২। দিন দিন আমাদের মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, শিরাতে শোণিত স্রোত জমিয়া যাইতেছে, দেহে চেতনা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; বিশেষতঃ বিবিধ দৈব দুর্ব্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, রোগ, শোক প্রভৃতি আমাদিগের শরীরের গ্রন্থি সকলের হৃত্রানুস্যূত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে; অচিরেই যে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি ভীষণ শ্মশানভূমি হইয়া উঠিবে

সে বিষয়ে বড় সংশয় হইতেছে না। আমরা ভাবিয়া থাকি আমাদের বেশ উন্নতি হইতেছে; সেটী আমাদের ভ্রম। দিন দিন আমাদের কিরূপ অধোগতি হইতেছে, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। আর আমরা যে কখন মনুষ্য সমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইব এ আশা থাকে না। ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করা এই পত্রিকা প্রকাশের অন্যতর প্রয়োজন। যাহাতে হৃদয়ে তেজের সঞ্চার হয়, আমরা নবজীবনে সঞ্জীবিত হই, শিরায় শিরায় অত্যুষ্ণ শোণিত ধারা শতগুণ তেজে প্রবাহিত হয়, তাহার ঔষধ উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কল্পবৃক্ষ ভিন্ন সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ করা আর কাহার সাধ্য নয়, এই জন্য কল্পদ্রুমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন। দিন দিন বাঙ্গলা ভাষা এরূপ বিকৃত আকৃতি ধারণ করিতেছে, যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনকার বাঙ্গালা না বাঙ্গালা না ইংরাজী না হিন্দি। যাঁহার যেরূপে লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি সেইরূপেই লিখিতেছেন। ভাষার উন্নতি না হইলে কোন জাতির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব বাঙ্গালা ভাষাকে একটি বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাষারূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও কল্পদ্রুম প্রণয়নের অন্যতর প্রয়োজন। অন্য ভাষা নিরপেক্ষ হইয়া কেবল বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করিয়া লোকে বিদ্বান ও জ্ঞানী হইতে পারেন না। ইহার কারণ বাঙ্গালা ভাষা আজিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি পড়িয়া যেরূপ জ্ঞান ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, কেবল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সেরূপ হয়না। যাহাতে কেবল বাঙ্গালা পড়িয়া সেইরূপ জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা জন্মে, ইহারও চেষ্টা পাওয়া কল্পদ্রুম প্রণয়নের তৃতীয় প্রয়োজন।

৪। বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, এরূপ লেখকের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প। কতকগুলি প্রকৃত লেখক প্রস্তুত করাও কল্পদ্রুমের অপর উদ্দেশ্য। ফল কথা ভারতের মঙ্গলের জন্যই কল্পদ্রুমের সৃষ্টি।

প্রতিজ্ঞা।—কল্পদ্রুম আটপেজী ফর্ম্মার আকারে প্রতি মাসে প্রকাশ হইবে। ইহাতে কাহারও গ্লানিকর কোনরূপ প্রবন্ধ বা প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইবে না। গ্রন্থ সমালোচনা করা যাইবে, কিন্তু কাহারও কোন দোষ ধরিয়া পরিহাস বা বিদ্রূপ করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ ও অপমানিত করা হইবে না।

আমরা এক এক খানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহার তাৎপর্য্য পাঠকগণের গোচর করিতে যত্নবান হইব।

প্রতিপাদ্য। যে সকল বিষয়ে স্বদেশের, স্বজাতির ও পৃথিবীর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, তত্তৎবিষয়ক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি কোন বিষয়ই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা প্রদর্শন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বাক্যাড়ম্বর জড়িত পরিহাসপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রস্তাব ও প্রবন্ধে পত্রিকাখানিকে পূর্ণ করাও আমাদের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে আমাদের মনোবৃত্তি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ওজস্বিতা তেজস্বিতা অধ্যবসায়শীলতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ এবং সাহস উৎসাহ হৃদয়ে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, পরস্পরে সদ্ভাব ও একতা জন্মে, এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার জন্যই সবিশেষ যত্ন থাকিবে। তবে যাঁহারা বৃক্ষ অঙ্কুরিত না হইতে দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ ফল প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা মনোমত ফল লাভে অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু কালে যে এই কল্পবৃক্ষ স্বর্গের কল্পবৃক্ষের ন্যায় বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রদান করিবে, সে আশা আছে। এক্ষণে মহোদয় পাঠকগণ কৃপাদৃষ্টি দানে ইহাকে বর্দ্ধিত করেন, এই আমাদের অভিলাষ।

আর্য্যগণের কৃতি ও কীর্ত্তি।

অনেকে সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনা করিয়া বিষয় বিভব তালুক মুলুক জমীদারী প্রভৃতি রাখিয়া যান। সন্তানাদির অযোগ্যতাদি দোষে সেই বিষয় বিভব অনেকের হয় ত অনেক পুরুষ ভোগ হয় না; কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ আমাদের ভোগের নিমিত্ত এমনি অদ্ভুত অমূল্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে আমরা প্রতি পদে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছি, তথাপি তাহা যায় যায় করিয়াও যাইতেছে না। সে সম্পত্তি নশ্বর ভূসম্পত্তি বা অর্থসম্পত্তি নয়—আর্য্যগণের জ্ঞানসম্পত্তি। দুঃখের বিষয় এই, আর্য্যগণের কতকগুলি কুলধর গুণপুত্র সে সম্পত্তির কোন সন্ধানই রাখেন না। অনেকে বিশেষতঃ ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে যাহাঁদিগের আদর নাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন " পূর্ব্বকার আর্য্যগণ কিছুই জানিতেন না, কেবল দ্বিপদ পশু ছিলেন, তাঁহাদিগের ঔরসে জন্মিয়া কেবল ইংরাজী অধ্যয়নের

বলে আমরা মানুষ হইয়াছি।" পূর্ব্বকার আর্য্যেরা যে কৃতি ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলি ঐ কুলধরদিগের গোচর করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। সামান্যতঃ আজ আমরা কেবল কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবি শ্রীহর্ষ নলরাজার বর্ণনাবসরে এক স্থলে লিখিয়াছেন——

"অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈর্দশাশ্চতস্রঃ প্রণয়ন্নুপাধিভিঃ।
চতুর্দ্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃ স্বয়ং ন বেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দ্দশস্বয়ং॥"

নল রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন।

আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে :——

"অমুষ্য বিদ্যা রসনাগ্রনর্ত্তকী ত্রয়ীব নীতাঙ্গগুণেন বিস্তরং।
অগাহিতাষ্টাদশতাং জিগীষয়া নবদ্বয়দ্বীপপৃথগ্জয়শ্রিয়াম্।"

নল রাজা অষ্টাদশ বিদ্যা জানিতেন।

তখনকার রাজারাও এইরূপ নানা বিদ্যা জানিতেন, আর যাঁহাদিগের কেবল বিদ্যাই ব্যবসার ছিল, তাঁহারা যে কত জানিতেন, আর পৃথিবীর উপকারার্থ যে কত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বিদ্যা কি, এস্থলে সামান্যতঃ তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল।

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥"

শিক্ষা কল্পাদি ছয় অঙ্গ, ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাং নিচয়শ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদইষ্যতে।

শিক্ষাগ্রন্থ, কল্পগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ গ্রন্থ এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র এই চারিটী লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে।

আর্য্যগণের কতকগুলি কুলধর পুত্র এগুলিতে অবজ্ঞা করেন বটে কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের পণ্ডিতেরা ইহা লইয়া কত আন্দোলন করিতেছেন এবং হিন্দুজাতির কত গৌরব করিতেছেন।

বেদই হিন্দুজাতির প্রধান কীর্ত্তি। বেদ বেদান্তাদি পাঠ করিলে আর্য্যগণ যে কতদূর সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনাই যে তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রমাণ, এরূপ নয়, তাঁহারা যেরূপ তর্কশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। এরূপ তর্কশক্তি প্রয়োগ ও এক ঈশ্বরজ্ঞান অসভ্যের হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদ যে কত কাল রচিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই কারণে বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের যে কাল নিরূপণ ও সময় বিভাগ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত সংহিতা, রামায়ণ মহাভারত ন্যায়াদিদর্শন, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি যে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদের ভাষা ও রচনার-তারতম্য করিলে বেদের ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়। যে মনুকে আমরা আদি ব্যবস্থাপক বলিয়া স্থির করিতেছি, তিনি কত কালের লোক, তাঁহার রচিত সংহিতাই বা কত দিনের, তাহাই যখন স্থির হইতেছে না, তখন তাঁহার বহু পূর্ব্বকার রচিতবেদ যে কত কালের তাহা যে স্থির হইবে তাহা সম্ভাবিত নহে। বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বেদের ভাষাও যে ভারতবর্ষে এক কালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া ভাষান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। এ পরিবর্ত্ত এক দিনে বা দশ দিনে হইবার নহে। বেদ যে কত কালের ইহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। অদ্য আমরা বেদের আলোচনায় বিরত হইয়া মনু ও মনুসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মনু ও মনুসংহিতা।

মনু যে কত কালের লোক তাহাও আমাদিগের নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি আমাদিগের আদি পুরুষ; তাঁহার নাম হইতেই আমরা মানব নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে বহুকাল পূর্ব্বের লোক সে বিষয়ে সংশয় নাই। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন মনুসংহিতা খ্রীষ্টের ৮৮০ বৎসর পূর্ব্বের এবং বেদ তাহার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত। এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও পরস্পর মত স্থির নয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার আরও পূর্ব্বে মনুসংহিতা ও বেদসংহিতা রচিত হইয়াছে।

তাঁহাদিগের যখন মতদ্বৈধ্য নাই, তখন তাঁহাদিগের বাক্য যে প্রামাণিক নয় তদ্দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন মনুসংহিতার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ বিরচিত হয়, কিন্তু ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে মনুর নাম শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আছে "মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।" মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ঔষধ। যে মনুর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হইল, সেই মনুর নাম বেদে কিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন:—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥"

মনু বেদের অনুবাদ করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই প্রাধান্য। যে স্মৃতি মনুস্মৃতির বিপরীত তাহা প্রশস্ত নয়। তর্ক ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সেই পর্য্যন্ত শোভা পায়, যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনু দৃষ্টিপথে পতিত না হন। মহাভারতকার লিখিয়াছেন:—

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

পুরাণ, মনুক্তধর্ম্ম, সাঙ্গবেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র এই চারিটী আজ্ঞাসিদ্ধ, অর্থাৎ এই চারি শাস্ত্র যা বলিবেন, লোককে তাহাই করিতে হইবে। বিরোধী তর্ক দ্বারা তাহার অন্যথা করা হইবে না।

মনু যে সকলের প্রাচীন, এই সকল শাস্ত্রের দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপ সপ্রমাণ হইতেছে।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ"

ইত্যাদি বচনের দ্বারাও জানা যাইতেছে মনু সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী। অনেকে বলেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা কাহার জীবনচরিত লিখেন নাই, কালনির্ণায়ক কোন গ্রন্থও লিখিয়া যান নাই, এটী তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার কাজ হয় নাই। এটী যে কিরূপ কাজ ও ইহাতে জগতের যে কি মহোপকার লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে ভাবগ্রহও ছিল না। বুদ্ধির অধিক মার্জ্জনা ও জ্ঞানের অধিক উদয় না হইলে এ সকল বিষয় মানুষের বুদ্ধিপথে উদিত

হয় না। এতাবতা তাঁহাদিগের এই কথা বলা অভিপ্রেত যে প্রাচীন আর্য্যেরা তাদৃশ জ্ঞানসম্পত্তি ও সুসভ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন আর্য্যেরা কালনির্ণায়ক গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই বলিয়া যাঁহারা এইরূপ নিন্দাবাদ করেন, তাঁহারা নিজেরই বুদ্ধির অল্পতা হেতু আচার্য্যদিগের শৈলী বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই এই প্রলাপ বাক্য কহিয়া থাকেন। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের একটী মহৎ অভিসন্ধি ছিল। যাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য মানুষ যদি আমাদিগের এ সংস্কার জন্মে, তাহা হইলে নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালনে আমাদিগের ইচ্ছা ও যত্ন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। আর তাঁহারা ঈশ্বরসন্তান, তাঁহাদিগের উপদিষ্ট শাস্ত্রে আর ঈশ্বরোপদিষ্ট বাক্যে ভেদ নাই, যদি এ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের বাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা করিয়া তদনুসারী আচরণ করিব, সে বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু সেই শাস্ত্রোপদেষ্টাদিগের প্রাদুর্ভাব কাল যদি নির্ণীত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প। মনু ব্রহ্মার পুত্র, তিনি যা বলিয়াছেন, আমাদিগের হিতার্থই বলিয়াছেন; অতএব তাঁহার বাক্যে বিচিকিৎসা করা উচিত নয়, লোকে এই বিবেচনা করে বলিয়াই তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রে ভক্তি করিয়া তিনি যা বলিয়াছেন নির্ব্বিকার চিত্তে তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ এরূপ লিখিতেন, মনু রামশরণের পৌত্র, রামচরণের পুত্র, মুখুটি গাঁই ১২৩০ সালে ভদ্রেশ্বরে জন্মিয়াছেন, তাহা হইলে লোকের মনুর প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহা কখনই হইত না এবং তিনি আমাদিগের মাননীয় ভগবান মহর্ষি মনু না হইয়া রামমনু হইয়া উঠিতেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের মহামহিমশালী অবিজ্ঞেয় পদার্থ হওয়া চাই। তাহা না হইলে তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া উঠিত। খ্রীষ্ট একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহার জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া পুজিত হইয়া থাকেন। আমাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপকেরা ইহাঁদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহারা ঈশ্বরের পুত্র, দ্বিতীয়, তাঁহাদিগের উৎপত্তি কাল স্থির নাই। যাহা হউক, মনু কোন্ কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সে চেষ্টায়

বিরত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রণীত সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ক্রমে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনুর প্রথম শ্লোক এইঃ—

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্॥

ভগবান মনু বিষয়ান্তর চিন্তাশূন্য হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহর্ষিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি অভ্যাগত ঋষিগণকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার প্রতিপূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন।

এই শ্লোকটী পাঠ করিবামাত্র মনোমধ্যে একটী মহৎ ভাবের উদয় হয়। আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিতমুখমণ্ডল লম্বকূর্চ্চ সৌম্য-মূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ মহর্ষিগণ নৈমিষারণ্যে ফলপুষ্পোপশোভিত আশ্রম বৃক্ষের সুশী-তল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিতচিন্তা করিতেছেন; বেদ বিভাগ ও তাহার সদর্থ চিন্তা করিতেছেন; বেদ অনন্তর ভাবী মানবগণের দুর্ব্বোধ হইতেছে দেখিয়া তাহার অর্থ লইয়া সংহিতা রচনা করিতেছেন। পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অর্থ লাভ হইবে, লোকে বাহবা দিবে বা কেহ পুরস্কার দিবে, তাঁহাদিগের সে আশা নাই। কিসে জগতের মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই যেন আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই অরণ্য মধ্যে লইয়া গিয়াছে। মন স্থির না হইলে উচ্চ ভাব মনে আইসে না, এই ভাবিয়া তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিয়াছেন। বোধ হয় ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের এরূপ হিতচিন্তা কোন জাতির কোন ব্যক্তি কখন করেন নাই। এরূপ মহাত্মাদিগের নাম শ্রবণমাত্র যাহার হৃদয়কন্দরের নিভৃত প্রদেশ হইতে ভক্তিভাব স্বয়ং উচ্ছলিত হইয়া না উঠে, সে মূঢ় সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা বিষয়ে যে একটী গল্প আছে এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত হইলঃ—

ব্রহ্মা আপনি তাঁহার ব্যবস্থা বিষয়ে মনুকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেন। প্রথমে এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক ছিল। মনু এই গ্রন্থ রচনা ও পরিচ্ছেদ অধ্যায় প্রভৃতিতে বিভক্ত করিয়া নারদকে দেখিতে দেন। নারদ মনুষ্যের মঙ্গলার্থ গ্রন্থখানি সংক্ষেপ করিয়া দ্বাদশসহস্র শ্লোকে শেষ করিয়া ভৃগুনন্দন সুমতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু সুমতি পরিশেষে চারি সহস্র শ্লোকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাহাই এক্ষণে প্রচলিত আছে।

১৮৭৮ রের ৯ আইন।

প্রাচীন কালেও গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার বিষয়ে বিধি নিষেধ ছিল কি না?

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রাচ্য ভাষায় যে সমস্ত সংবাদপত্র পুস্তক এবং পত্রিকাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে বা হইবে, তাহার সুনিয়মার্থ বা দমনার্থ সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৯ আইন নামে যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা লইয়া যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহার উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া আন্দোলন করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের অভিপ্রেত নয়, প্রাচীন কালেও এ প্রকার বিধি নিষেধ ছিল কি না, তাহার প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা আজ তদ্বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অতি প্রাচীন কালে ব্যবস্থাপকগণ সমাজরক্ষার্থ যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত কঠোর ও পক্ষপাতদূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ভারত গ্রীস ও রোম প্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ বিরল নয়। লাইকরগস প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের মতে সামান্য চৌর্য্যাদি অপরাধেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন বা প্রাণদণ্ডাদি অবিহিত ছিল না। অধিকাংশ বিষয়েই সমদর্শিতা উদারতা বা অপক্ষপাতিতা প্রদর্শিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণকে অত্যুচ্চ পদে আরোহিত করা ও শূদ্রকে একবারে অতল সাগরে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলকে তুল্যরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মনু সে ঔদার্য্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তৎকালের ব্যবস্থাপকদিগের বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না বলিয়া হউক অথবা তদানীন্তন সমাজ মার্জ্জিত-বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত বিধির যোগ্য হয় নাই এই ভ্রান্তি প্রভাবেই হউক, অনেক নিষ্ঠুর বিধি প্রণীত ও অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সক্রেতিস্ এই নিষ্ঠুরতা ও অনুদারতার মহিমায় হেমলক পানে মানবজীবনের লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং গালিলিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নীরবে গম্ভীরভাবে জগতের কার্য্য কারণ চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর নিয়ম ব্যব-

স্থাপিত হইত। গ্রীস ও রোমাদি নগরের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সমধিক ঔদার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ কঠোর নিয়মের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই গ্রন্থ প্রণয়ন ও নিয়মব্যবস্থাপনের ভার ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রভুত্বের পরিসীমা ছিল না। এ সম্বন্ধে কেহই তাঁহাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কাহারই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজাকেও তাঁহাদিগের শাসন অনুসারে চলিতে হইত। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদিই ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এই অবিসম্বাদিত আধিপত্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। লব্ধশক্তি গর্ব্বিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ অনিচ্ছা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এই অনিচ্ছা নিবন্ধনই তাঁহারা স্বমতবিরোধী গ্রন্থলেখকদিগের রাজদ্বারে দণ্ডবিধান করিতেন না। তাঁহারা এ পথে না গিয়া স্বয়ং বিরুদ্ধবাদী চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের অনাদৃত করিয়া অপ্রচলিত করিবার চেষ্টাকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন। এই চেষ্টা হইতেই বোধ হয় দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পাঠে ইহার বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে এথেন্স নগরই বিদ্যা বুদ্ধি মনস্বিতা ও তেজস্বিতাদি গুণ দ্বারা অন্যান্য নগরের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। আমরা এই এথেন্সে দেখিতে পাই, দুই প্রকারের লেখা মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। এক, প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী; অপর, ব্যক্তি বিশেষের গ্লানিকর। সুপ্রসিদ্ধ প্রোতাগোরাসের গ্রন্থ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রোতাগোরাস কোন একটী বিষয় লিখিতে গিয়া প্রথমেই কহিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ঐশ্বরিক তত্ত্বে এইরূপ অনভিজ্ঞতার অপরাধে খ্রীঃ পূঃ ৪১১ অব্দে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার গ্রন্থ অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীকৃত হয়। ২য় শ্রেণীর গ্রন্থ—কতকগুলি সংযোগান্ত নাটক

এই সকল গ্রন্থে (১)। জীবিত ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র অতি জঘন্য ভাবে অভিনীত হইত। এজন্য আইন অনুসারে ইহার অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। অভিনয় নিষিদ্ধ হইলেও গ্রন্থগুলি পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই ছিল। উহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় নাই। লোকে এই সকল নাটক অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পাইত। প্লেতো অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে এই জঘন্য শ্রেণীর এক খানি জঘন্যতম নাটক পাঠ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এণ্টিয়কের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, গ্রন্থকার ও ধর্ম্মপ্রচারক ক্রাইসস্তোম্ অকুণ্ঠিতভাবে প্লেতোর অনুমোদিত ঐ নাটকের অধ্যয়নার্থ বহু রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এথেন্সবাসিরা এইরূপে স্বরাজ্য প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী ও ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থাদি প্রচারের আংশিক নিষেধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের দুর্নীতিবিধায়ক গ্রন্থাদির প্রতি তাহারা তাদৃশ কঠোর ভাব প্রদর্শন করে নাই। এপিকিউরিয়দিগের (২) ভোগতৃষ্ণা, সাইরি-

(১) বিয়োগান্ত নাটকের বহু পরে এথেন্সে সংযোগান্ত নাটকের গৌরব হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সে একজনও এই বিষয়ের প্রধান কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। মাগমেস, ক্রেতেস, ক্রাতিনস্ প্রভৃতি কাব্যের কবি খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আরিস্তোফেনেসের কাব্য খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে লিখিত হয়। এই সকল কবির প্রণীত সংযোগান্ত নাটক গ্রীসে অভিনীত হইত।

(২) এপিকিউরস্ খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মনে করিতেন, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দেবদেবীগণও পরমাণুর সমষ্টি। তাঁহারা সর্ব্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। এই সুখ স্বচ্ছন্দের হানি হয় বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীর বিষয়ে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। মিল্টন উল্লেখ করিয়াছেন, শারীরিক সুখ ও অযত্ন সম্ভূত স্বচ্ছন্দই এপিকিউরসের সার ধর্ম্ম। এপিকিউরসের মতাবলম্বীদিগকে "এপিকিউরিয়স" কহে।

সাইরীনবাসী আরিস্তিপাস্ "সাইরিনেয়িক" সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মতে শারীরিক সুখ সম্ভোগ লজ্জাকর নহে। কিন্তু যখন তখন উহা পরিত্যাগ করিতে না পারাই অত্যন্ত লজ্জাকর। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়ই

নেয়িকদিগের দৈহিক সুখেচ্ছা ও সাইনিকদিগের অসামাজিক দুরাচার দমনে এথেনীয়দিগের কঠোর বিধি প্রয়োজিত হইত কি না, ইতিহাস তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া আছে। পুরাবৃত্তের এই তুষ্ণীম্ভাব দর্শনে বোধ হয়, পূর্ব্বে এথেন্স নগরেও এই সকল সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত ও অশ্রদ্ধেয় মতের সমর্থক গ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল।

স্পার্টা শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে এথেন্সের ন্যায় উন্নত ছিল না। স্পার্টাবাসিরা কেবল সামরিক কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। অসামান্য বীরত্ব অলৌকিক সাহস অতুল রণশিক্ষায় স্পার্টা আজ পর্য্যন্ত বীর সমাজের বরণীয় হইয়া আছে। এই সমর ব্যবসায়ই স্পার্টাবাসিদিগকে শাস্ত্রানুশীলনে একরূপ বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলন চেষ্টাও ইহাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে শোভিত করিতে সমর্থ হয় নাই। লাইকর্গাস নিজে বিদ্বান বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যার মর্য্যাদা-রক্ষক ছিলেন। তিনিই প্রথমে হোমরের মহাকাব্য আয়োনিয়া হইতে গ্রীসে আনিয়া প্রণালীবদ্ধ করেন; এবং তিনিই প্রথমে স্পার্টাবাসিদিগের যুদ্ধোন্মত্ত কঠোর হৃদয়কে সুমধুর সঙ্গীতের আলোচনায় মৃদুল ও সভ্যতার নিয়মে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে থেলস নামে একজন কবিকে ক্রীট দ্বীপ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়া দেন। লাইকর্গসের ঈদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও স্পার্টাবাসিরা আপনাদের চিরাচরিত কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাদৃশ আসক্ত ছিল না। সুতরাং স্পার্টায় গ্রন্থাদি প্রচার সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম ব্যবস্থাপনের আবশ্যকতা হয় নাই। স্পার্টার লোকেরা একবার

সমভাবে মানবজাতির সুখোৎপাদনে সমর্থ। আরিস্তিপাস খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এথেন্সবাসী আন্দিস্থিনিস নামে সক্রেতিসের একজন শিষ্য "সাইনিক" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এথেন্স নগরে "সাইনোসারগস" নামে একটী বিদ্যা-লয় ছিল। আন্দিস্থিনিস এই বিদ্যালয়ে বিদেশিনীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। "সাইনোসার্গস" বিদ্যালয় হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম "সাইনিক" হয়। কেহ কেহ বলেন কুক্কুরের আচারের ন্যায় ইহাদের রীতি পদ্ধতি ছিল; এই জন্য ইহাদিগকে "সাইনিক" বলিত। "সাইনিক" দিগের মত ও ষ্টোয়িকদিগের মত প্রায় এক প্রকার।

আর্কিয়োলোকাস নামে একজন কবিকে আপনাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করে। আর্কিয়োলোকাস যে সমস্ত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্পার্টাবাসিদিগের সামরিক সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কারণে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতার অশ্লীলতা দোষই তাঁহার নির্ব্বাসন কারণ। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, স্পার্টা সমাজে ধর্ম্মনীতির বন্ধন তাদৃশ দৃঢ়তর ছিল না। ইউরিপাইদিস নামে একজন কবি স্পার্টার সমস্ত স্ত্রীকে অসতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই (৩)। যে সমাজের ধর্ম্মনীতি এমন শিথিল, সে সমাজে কোন কবির রচিত কবিতার কোন স্থলে দূষিত ভাব ছিল বলিয়া যে তাঁহার নির্ব্বাসনরূপ গুরুতর দণ্ড হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, গ্রীস দেশে যে প্রকারের লেখা আইনে নিষিদ্ধ ও দণ্ডার্হ ছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। রোমে এ বিষয়ে কিরূপ বিধি নিষেধ ছিল, তাহা এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে। কয়েক শতাব্দী কাল রোমেও বিদ্যা-চর্চ্চার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বীররস প্রথম প্রথম স্পার্টাবাসিদিগের ন্যায় রোমকদিগকেও উন্মাদিত করিয়াছিল। স্পার্টা ও রোমের আভ্যন্তরীণ সমাজ প্রথমে এক উপাদানেই নির্ম্মিত হয়। এক দিকেই

---

(৩) ইউরিপাইদিস স্বপ্রণীত কাব্যে এই ভাবে স্পার্টার স্ত্রীলোকদিগের বর্ণনা করিয়াছেন :——

"দেখাতে সাহস বীর্য্য যুবকের দলে,
আলয় ছাড়িয়া তারা মিলিত সকলে,
বায়ুবেগে তনুবাস উড়িয়া যাইত
ক্রীড়া কালে চারু অঙ্গ উলঙ্গ হইত।"

এই লজ্জাহীনতার বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্পার্টার মহিলাগণের মধ্যে তাদৃশ সতীত্ব গৌরব ছিল না।

গ্রোট সাহেব লিখিয়াছেন, স্পার্টানিবাসিনীগণ পুরুষদিগের ন্যায় মল্ল যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা একটী আলগা "টিউনিক" (গাত্রা-বরণ বিশেষ) মাত্র পরিধান করিত। তজ্জন্য তাহাদের হস্ত পদাদি দেখা যাইত। Vide grote's History of Greece, II 509.

উভয়ের গতি হয়, উভয়েই অসীম সাহস অসামান্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে প্রতিবেশবাসীদিগের সহিত সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া রণকণ্ডূর বিনোদন করে। ক্রমে জ্ঞানের ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে রোমে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে নিবিড় তেজ সংগ্রহ করে এবং এথেন্সের অনুকূলতায় সম্প্রসারিত হইয়া পরিশেষে অপ্রতিহত বেগে সমস্ত রোমরাজ্য আলোকিত করিয়া তুলে। রোমকেরা প্রথমে আপনাদের প্রসিদ্ধ "দ্বাদশ ধারা" নামক (৪) আইন ও যাজক সমাজ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র ও রীতিপদ্ধতির শিক্ষালাভ করে। এই দ্বাদশ ধারা ও যাজক সমাজ ভিন্ন আর কেহই রোমের শিক্ষাগুরু ছিল না। পরে খ্রীঃ পূঃ ১৫৫ অব্দে এথেন্স হইতে দুই জন রাজদূত রাজকার্য্য উপলক্ষে রোমে উপনীত হন। বিদ্যা ও নানা বিষয়ে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। রোমীয় যুবকগণ এত দিন সঙ্কুচিত জ্ঞানের যে সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত জ্ঞানের প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হইবার অভিলাষী হইয়া ইহাঁদের নিকটে গমন করিল এবং অভূতপূর্ব্ব আনন্দসহকারে ইহাঁদের নিকটে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই দূত দ্বয়ের অন্যতরের নাম কারনিদিস। কারনিদিস বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া রোমে অদৃষ্টচর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার উর্জ্জস্বল বাগ্মিতা রোমীয় যুবকদিগের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ সঞ্চারিত করিল এবং উহারা একাগ্রচিত্তে বিজ্ঞান ও অন্য অন্য শাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। এই কাণ্ড দর্শন করিয়া কেটোর হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, কারনিদিস বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া রোমীয়দিগের হৃদয়ে যেরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে রোমকদিগের সমরানুরাগ শীঘ্র

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৪৫৪ অব্দে গ্রীসীয় আইন শিক্ষার জন্য তিন ব্যক্তি রোম হইতে গ্রীস দেশে প্রেরিত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪৫২ অব্দে তাঁহারা রোমে প্রত্যাগত হইলে দশ ব্যক্তিকে লইয়া একটী সভা করা হয়। এই সভার সভ্যদিগকে "দিসেম্বির" বলা হইত) ইহারাই আইন প্রণয়নে নিয়োজিত হন। ইঁহাদিগের বিধিবদ্ধ আইন দ্বাদশ ধারা নামে প্রসিদ্ধ। এই আইন প্রণয়ন খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সম্পন্ন হয়।

রোম নগরে যাজকদিগের একটী সমাজ ছিল। এই সমাজ সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের উপর আধিপত্য করিতেন।

জন্মিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত দূতের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনি আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিল। দূতের প্রথম বক্তৃতা যখন লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইল, তখন আর কেটো স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে সেনেট সভায় উপস্থিত হইয়া দূতকে রোম হইতে দূরীভূত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সিপিও প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান সভ্য এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া বিদ্যার সম্মানরক্ষা করিলেন। শেষে কেটো স্বয়ংই বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে নেবিয়স এবং প্লতাস বহুবিধ নাটক রচনা করিয়া উহার তরঙ্গে রোমকে প্লাবিত করিয়া তুলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালীতে সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। পরে নেবিয়স যখন তীব্র শ্লেষ পরিপূর্ণ কবিতা রচনা ও তাহার প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে গ্লানির নিষেধক আইন করিবার প্রয়োজন হইল। নেবিয়স স্বপ্রণীত কবিতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রোমীয় সম্রাট অগস্তসের সময়েও নিন্দাপূর্ণ গ্রন্থ সকল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং তৎপ্রণেতা গ্রন্থকারেরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এথেন্সের ন্যায় রোমেও দেবদ্বেষী ও নরনিন্দক গ্রন্থকারদিগকে বিলক্ষণ রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট অন্য কোন গ্রন্থের দোষের বিচার করিতেন না। সুতরাং এথেন্সের ন্যায় রোমেও দুর্নীতির পরিপোষক ও উৎসাহদায়ক গ্রন্থ সকল স্বচ্ছন্দে প্রণীত ও প্রচারিত হইত। রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রচার সম্বন্ধে রোমের সাধারণতন্ত্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। লিবির ইতিহাস যদিও রোমের রাজসংসারের এক দলের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তথাপি সেই দলের অধিনেতা অক্টেবিয়স্ সীজর উক্ত গ্রন্থের প্রচার রহিত করেন নাই। ইহার পর অক্টেবিয়স সীজর রাজপদে সমাসীন হইয়া ওবিদ নামক একজন কবিকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন। লোকে তখন মনে করিয়াছিল, 'ওবিদ একখানি অশ্লীল কাব্য প্রণয়ন করাতে তাঁহার এই নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। কিন্তু অন্যে অন্যে এই নির্ব্বাসনের অন্য অন্য কারণের নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটি এই, অগস্তসের কন্যার সহিত ওবিদের প্রণয় জন্মিয়াছিল, তাহাতেই সম্রাট কুপিত হইয়া তাঁহাকে দেশান্তর

করিয়া দেন। ওবিদ স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনাক্রমে একখানি গোপনীয় সরকারী কাগজ দেখিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। রোমে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া এক নায়ক তন্ত্রের সৃষ্টি হইলে পর গ্রন্থকারদিগের উপরে অনেক অত্যাচার হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে অসৎ গ্রন্থের যত দমন হউক না হউক, সৎ গ্রন্থের বিলক্ষণ অনিষ্ট, তম্মূলক রোমের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও প্রথম প্রথম গ্রন্থকারদিগের উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মান্ধতা অতিশয় বলবতী ছিল। তদানীন্তন খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের হৃদয় কুসংস্কারে এমনি আচ্ছন্ন হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রচারণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যে কেমন অনৌদার্য্যের কাজ তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী গ্রন্থসকল একটী নির্দ্দিষ্ট সভার পরীক্ষিত হইয়া দগ্ধাহ হইত। যাবৎ এই সভা পুস্তকপরীক্ষা না করিতেন, তাবৎ কোন সম্রাট কোন পুস্তক দগ্ধ অথবা তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল খ্রীষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের বিষয়েই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে ধর্ম্মান্ধতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজে যখন সভা হয়, তখন ধর্ম্মজাযকগণকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রি পল কহিয়া গিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রিসভা কোন্ কোন্ গ্রন্থ অসৎ কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; তাহার পর সেই সকল গ্রন্থের অনুশীলন পাঠকের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর রোমের পোপেরা যখন রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়েও প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন যে সকল সন্দর্ভ বা প্রবন্ধের প্রতি তাঁহারা কোন প্রকার আপত্তি করিতেন, তৎসমুদয়ই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। পঞ্চম মার্টিনের শাসন কাল পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল নিঃশেষিত প্রায় করিয়া তুলে। পঞ্চম, মার্টিন যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত করেন, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, কেবল যে খ্রীষ্টীয় মতবিরোধী গ্রন্থের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ নয়, যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহাদিগকেও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করা হইত। স্পেনের গ্রন্থশাসনী সভার সহিত ট্রেণ্ট নগরের বিখ্যাত সভার যাবৎ

সংগ্রহ না হইয়াছিল, তাবৎ দশম লিও ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চম মার্টিনের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে টেণ্টে গ্রন্থ শাসনী সভার অধিবেশন হয়। চতুর্থ পায়স এই সময়ে রোমে পোপের পদে সমাসীন ছিলেন। এই সভা পুস্তকাদির সম্বন্ধে দশটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই দশ নিয়মই পোপ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ সমুদয় পুস্তকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুস্তক পরীক্ষকদিগের অনুমোদিত হইবে, তৎসমুদায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে দেওয়া যাইবে। পরীক্ষক সমাজ যে সকল গ্রন্থের অনুমোদন না করিবেন তাহা প্রকাশ হইতে দেওয়া হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থ সকলের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইত। এই তালিকা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে সর্ব্বাংশে দূষিত গ্রন্থাবলীর নাম, অপর অংশে সংশোধনোপযোগী গ্রন্থের নাম লিখিত হইত। এই সমস্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপন ও প্রচারণের সম্বন্ধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। টেণ্টের গ্রন্থশাসনী সভার একটী তালিকা ছিল এবং ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ পল একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬১ জন মুদ্রাকর এই তালিকায় লিখিত নিষিদ্ধ পুস্তকের মুদ্রণ অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন এবং তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রস্থ সমুদয় পুস্তকের প্রচার প্রতিষিদ্ধ হয়। পঞ্চম পায়সের শাসন সময়েও এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকে। পঞ্চম পায়স নিতান্ত নিষ্ঠুরস্বভাব ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি পুস্তক প্রচারাদি সম্বন্ধে তীব্রতর নিয়ম ব্যবস্থাপনে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। পঞ্চম পায়সের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থার তীব্রতা ও কঠোরতা কিয়দংশে তিরোহিত হইয়া আইসে (৫)।

এইরূপে রোমের ধর্ম্মান্ধ পোপেরা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁহাদের অপরিসীম ক্ষমতা, অবিচলিত তীব্রতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতা তাঁহাদের হৃদয়কে কঠোরতর করিয়া তুলে, বিচার শক্তিকে কলুষিত করিয়া রাখে, বিবেক বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং উদারতাকে দুরপনেয় কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। তাঁহারা ধর্ম্ম জগতের অদ্বিতীয় বিধাতা হইয়াও অধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সারস্বতী শক্তির অপ্রতিহত প্রতিপোষক হইয়াও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ

(৫) Hallam's Literature of Europe Vol; II, 264;

শতাব্দীতে দ্বিতীয় অসরিয়স নবম গ্রেগরী এবং চতুর্থ ইনোসেণ্ট প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী গ্রন্থ সমূহের বিচারার্থ যে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ট্রেণ্টের সভা যে নিয়মাবলী করেন, তাহা পোপের শাসিত সমস্ত রাজ্যে ভাষার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। পোপেরা প্রতিষিদ্ধ পুস্তক সমূহের যে তালিকার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। তালিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হয়; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের শব্দার্থ ও ভাবগত সৌসাদৃশ্য না থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের তালিকাগুলি পরস্পর বিপরীত মতের পরিপোষক হইয়া উঠে। নিদারলাণ্ডের গ্রন্থশাসন সভার প্রধান অধ্যক্ষ নিজের গ্রন্থ সমূহের নাম রোমের প্রতিষিদ্ধ পুস্তকাবলীর তালিকায় দর্শন করিয়া এবং নেপল্‌সের গ্রন্থ পরীক্ষক স্পেনের তালিকা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। শেষোক্ত ব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই তালিকা কখন মাদ্রিদে মুদ্রিত হয় নাই। এইরূপে পরীক্ষক সমাজের অব্যবস্থিততায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদি গ্রন্থের নিতান্ত শোচনীয় দশা সংঘটিত হয়। রোমের এই কঠোর শাসনের মধ্যেও দুই একটী প্রদেশে পুস্তকাদি প্রচার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদারভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ইহার উদাহরণ স্থলে বিনিসের নামোল্লেখ করিতেছি। বিনিসে সকলেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইত। রোমের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এ স্বাধীনতার বিলোপে সক্ষম হয় নাই।

প্রস্তাবটী দীর্ঘ বলিয়া বারান্তরে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কে তুমি ?

" গভীরা যামিনী কে তুমি কামিনী
বসে একাকিনী এ ভীম শ্মশানে ?
আরক্ত বদন আরক্ত নয়ন
এক মনে কিবা দেখিছ বিমানে ?
শরীর কমলে হুতাশন জ্বলে
লুঠিছে ভূতলে অঞ্চল চঞ্চল !
করে খরশান শাণিত কৃপাণ
ভুজঙ্গ ভীষণ জড়িত কমল !

কল্পদ্রুম ।

ললাট ফলকে ঝলকে ঝলকে
উঠিছে পাবক—উর্দ্ধশির কেশ !
দংশিছ দশন সঘনে সঘন
দেখিনি কখন হেন ভীম বেশ !”

“আমারে. কে তুমি, কিছুই বল না।”
সুগম্ভীর স্বরে বলিল ললনা।
বাসনা যদ্যপি বাঁচিয়া থাকিতে
মম পাশ হতে পলাও ত্বরিতে।
অসিতে হৃদয় করিয়া বিদার
রক্ত ধারা পান করিব তোমার।”
বলি উচ্চ হাসি বিদ্যুৎ বিনাশি
লাগিলা নাচিতে আনন্দে কামিনী।
করি টল টল গগন ভূতল
কাঁপিয়া সঘনে উঠিল অমনি।
ছুটিল তখন অপূর্ব্ব কিরণ
জ্বলিতে লাগিল সকলি পাবকে।
সাগর অম্বরে কানন ভূধরে
খেলিল দামিনী স্তবকে স্তবকে।

চারি দিক হতে আপনা আপনি
ঘোর রবে করি বিদীর্ণ অমনি
শূন্য ধরাতল, নিনাদ উঠিল ;—
তুরী ভেরী শঙ্খ দামামা বাজিল।
নাচিল অচল নাচিল সচল,
উঠিল কল্লোলি জলধির জল।
মত্তমেঘমালা গগন ঢাকিল ;
ধ্রুবপদে নাচি দামিনী হাঁকিল।
পাহাড় পর্ব্বতে ঘন সংঘর্ষণ ;
অনন্ত আবর্ত্তে ঘূরে গ্রহগণ !

গাইল কিন্নরী দুন্দুভি বাজায়ে
অদ্ভুত ভাবেতে ভুবন মাতায়ে !—

"কেঁদনা কেদনা কমললোচনা ;
নয়নের জল মাটিতে ফেল না।
গিরির ভিতরে অনল যেমন
মনে রাখ যত মনের বেদন।
সময় হইলে পাষাণ ফাটিয়া
ভীম ভাবে যাবে আপনি ছুটিয়া।
বসিয়া শ্মশানে শবের আসনে
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদয় জীবনে
স্বহস্তে কাটিয়া আপন মস্তক
ভুবনে, ভাবিনি ! লাগাও চমক !
ভুজঙ্গ দশনে হৃদয় চিরিয়া
শোণিতের স্রোত বাহির করিয়া
বিন্দু বিন্দু ফেল মাটির উপরে
সুধাবৃষ্টি হবে বিদগ্ধ অন্তরে !
জ্বলন্ত অনল শিখায় ভীষণ—
পরি কর, সতি ! সমাধি সাধন।"

অমনি কামিনী উন্মাদিনী প্রায়
কাটিলা মস্তক কৃপাণের ঘায়।
বাম করে মুণ্ড করিয়া ধারণ
কপালে সে রক্ত করিয়া গ্রহণ
ঢালিতে লাগিলা করাল বদনে !
পাগলিনীসম মরণ জীবনে !
আবার রাখিয়া স্কন্ধের উপর
অট্টহাসে আলো করিলা অম্বর !
চমক লাগিল ত্রিলোকের লোকে।
কে কোথা এমন দেখেছে ভূলোকে ?

করিলেন পুনঃ হৃদয় বিদার
ছুটিল সবেগে শোণিতের ধার!
পাষাণ ভেদিয়া শোণিত ছুটিল—
রূপে সৌদামনী মলিন হইল!
জলধির জল ফুটিতে লাগিল!
নিয়তি যেখানে পাষাণ ভবনে
বসে আছে একা আপনার মনে
তীর হেন তার হৃদয়ে বিঁধিল;
ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল
সতীপদতলে! মেলিয়া নয়ন
কোথা হেন শোভা দেখ বিশ্বজন।

আর এক বিন্দু মাটিতে তখনি
হইল পতিত, জনমি অমনি
ভীম কায় এক ভীম অবতার
করে কাল অসি, হুঙ্কার ঝঙ্কার
করে, মহাদর্পে কহিলা বামায়,—
"পুত্র আমি তব, কি আজ্ঞা আমায়?
কি কার্য্য জননি! হইবে সাধিতে?
গিরি উপাড়িতে? সাগর শুষিতে?
সমূলে ব্রহ্মাণ্ড করি উৎপাটন
অথবা, জননি! করিব রোপণ
নূতন জগৎ?—" ভীষণ হাসিয়া
উত্তরিলা বামা এতেক শুনিয়া:—
"পতিহীনা আমি—অভাগী রমণী
মম পুত্র যদি তুমি বীরমণি—
আনি দেহ মম পতিরে এখনি।
কান্তারে কান্তারে নগরে নগরে
জলে স্থলে বৃক্ষে অর্ণব ভূধরে

পাতালে গহ্বরে বৈকুণ্ঠ কৈলাসে
তন্ন তন্ন করে অনন্ত আকাশে
দেখ দেখ কোথা আছেন সে জন,
আন এই স্থানে করিয়া যতন।

"চিনিবে কি করে?—শুন তবে বলি
একে একে তুমি দেখহ সকলি;
যথায় তাঁহারে দেখিতে পাইবে
দেখিলে অমনি চিনিতে পারিবে!
শুন বলি তবু কিঞ্চিৎ লক্ষণ,—
অনলের তেজ রবির কিরণ
বায়ুর প্রতাপ ফণির গরল,
পাষাণ প্রতিমা রেখেছে ঢাকিয়া;
লহরে লহরে শিহরে শিহরে
খেলিতেছে গায় তড়িৎ নাচিয়া!
করেতে কুলিশ ভীম খাঁড়া ঢাল,
মস্তকে মুকুট কিরণ ভয়াল!
পশু পক্ষী নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
পদতলে তাঁর নত চরাচর।
বীর রস মাখি বীর রসে ভাসি
হাসিছেন পতি সুমধুর হাসি!
ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে ফিরালে নয়ন
প্রলয় সলিলে মগন ভুবন।
যাও বীরবর করি পর্য্যটন
পৃথিবী পাতাল জলধি গগন
সত্বর তাঁহারে আন মম পাশ
শোণিতের তেজ করিয়া প্রকাশ।
যদি বাধা সাধে দেয় কোন জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর বাসব শমন

ছিঁড়ি মুণ্ড তার ফেলিবে তখনি,—
যাও বাছাধন—যাও বীরমণি।

"খাও কিছু, বৎস! শুন রে আবার;
কি দিব খাইতে? কি আছে আমার?
উদর পূরিয়া কর তবে পান
শোণিতের ধারা।" বলিয়া কৃপাণ
আঘাতিলা পুনঃ হৃদয়ে আপন
ছুটিল শোণিত করিয়া গর্জ্জন।
গিরি হতে যথা অগ্নি উদ্গীরণ!
নারিলা সে বেগ করিতে ধারণ
ভীম কায় সেই ভীম অবতার।
চলিলা ভাসিয়া—একি চমৎকার!
রক্তধারা যত ভূতলে পড়িল
কোটি কোটি তায় বীর জনমিল
হুঙ্কার ঝঙ্কার করি ভয়ঙ্কর;
বর্ম্ম চর্ম্মে আঁটা সর্ব্ব কলেবর।
কিরণে কিরণে মিশিয়া মিশিয়া
ছুটিল চৌদিকে হাসিয়া হাসিয়া;—
অনল আসারে ভাসিল সংসার;
উঠিল ব্রহ্মাণ্ডে ঘোর হাহাকার!
তার মাঝে বামা চল সৌদামনী
নাচিতে নাচিতে ছুটিল অমনি!
জলদের কোলে ভারত নন্দন
ভারতরমণী নাচিছে কেমন?

—•••—

যোগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

ভাগীরথীতটে।

Alas ! it is a delusion all :
The future cheats us from afar,
Nor can we be what we recall,
Nor dare we think on what we are. Byron.

সুবর্ণপুর একটী প্রাচীন নগর। সুরতরঙ্গিণী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া নিরন্তর মধুর কুল কুল স্বরে সাগরোদ্দেশে গমন করিতেছেন। কূলের উপরেই শ্রেণীবদ্ধ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিভূষিত সুরম্য অট্টালিকারাজি। অপর কূলে নিম, বকুল, অশ্বথ, কদম্ব, আম্র, তাল ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট। সেই বৃক্ষ শ্রেণীর কি অপূর্ব্ব শোভা! একবার তাহার উপর দৃষ্টি পড়িলে নয়ন যুগলকে আর ফিরাইতে পারা যাইত না। পথিকেরা পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সেই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত। গঙ্গাশীকরবাহী সুস্নিগ্ধ সমীরণ, নবমুকুলিত কিসলয়রাজির মৃদুল হিল্লোল, পত্রের তর তর মধুর নিনাদ, বিবিধ বিহঙ্গমের ললিত কাকলী, ভাগীরথীর কুলু কুলু সুধাময় স্বর এবং জলতরঙ্গের সুখের নৃত্য তাহাদের হৃদয়, মন, শরীর, নেত্র ও কর্ণকে অপূর্ব্ব সুখ সলিলে সমভাবে অভিষিক্ত করিত। কেনই না করিবে? প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এই স্থানের কি রমণীয় ভাব! গঙ্গা সাগরসঙ্গমার্থ ব্যগ্র হইয়া যেন তদভিমুখে ছুটিতেছেন; তরঙ্গমালা রঙ্গে তাহার বক্ষের উপর ক্রীড়া করিতেছে, বিকসিত বিবিধ পদ্ম কোকনদ প্রভৃতি জলকুসুমসকল সমীরণহিল্লোলে যেন নৃত্য করিতেছে; তাহার উপরে প্রভাতকালীন সূর্য্য-দেবের মধুর রশ্মি পতিত হইয়াছে, কি বিচিত্র রমণীয়তা! ব্রাহ্মণগণ অবগা-

স্তন করিতেছেন, উচ্চতর বেদধ্বনিতে গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। সহরটি যার পর নাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সুপ্রশস্ত রাস্তা সকলের দুই পার্শ্বে নিম ও শিরীষ বৃক্ষ শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ফোয়ারা। উভয় পার্শ্বেই সমোচ্চ অট্টালিকারাজি। অধিক কি পূর্ব্বকালে ইহার সুখ সমৃদ্ধি দর্শন করিলে হৈমকিরীটিনী সৌধরাজিবিভূষিত লঙ্কাপুরীর হৃদয়েও ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইত। কিন্তু যে কাল, পূর্ণিমার পূর্ণশশধরকে দুরন্ত রাহুর গ্রাসে নিক্ষেপ করে, যাহার প্রভাবে বসন্তের ললিত মালতী ও মকরন্দময় অরবিন্দ-রাজি শুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে ইন্দ্রালয় দৈত্যালয় হয় এবং বাসর গৃহে বধূর বৈধব্য হয়; সেই সর্ব্ব সংহারক কাল সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য কবলিত করিয়াছে। এক্ষণে সেই স্বর্গ তুল্য সুখস্থান শ্মশানভূমি! অনাথের আর্ত্তনাদ, বিধবার অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস এবং মাতৃহীন অবোধ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি দিক্‌মণ্ডল আকুল করিতেছে!

গঙ্গার উপরেই একটী বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শন করিলে হৃদয় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভাবে পুলকিত হইয়া উঠে এবং ভারতের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল একে একে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তখন আত্মগরিমা এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আর স্থান প্রাপ্ত না হইয়া উছলিয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের এই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ আর তখন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় না। সেই অট্টালিকার চারিদিকে চারিটি তোরণ, চতুষ্পার্শ্বে অত্যোচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর, মধ্যে একটী রমণীয় কুসুম উদ্যান, একটী বৃহৎ সরোবর। সেই কুসুম উদ্যানের মধুরতা, সুস্নিগ্ধতা, রমণীয়তা ও সৌন্দর্য্য আনন্দময় নন্দনকাননকে গঞ্জনা প্রদান করে। সেই সরোবরের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, হরিত বিবিধ বিচিত্র বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত চারিটি ঘাট; স্বচ্ছ সলিলে নানা জাতি জলজন্তু ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। শতদল আদি জলপুষ্প সর্ব্বদা বিকশিত, ভ্রমর ভ্রমরী গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতে করিতে মধু পান করিতেছে। এই উদ্যানটি অন্তঃপুরনিবাসিনী প্রমদাদিগের প্রমোদ উদ্যান। ভাগীরথী-নীর-বাহী বিবিধ জলযন্ত্র এই উদ্যানের উর্ব্বরতা ও সৌন্দর্য্যের সংবর্দ্ধন করে। পূর্ব্ব দিকে একটী ঘাট, ঘাটের উপরেই দুটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানরাজি নিজের সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়া অহঙ্কার ভরে যেন ভাগীরথীর পবিত্র

সলিল পদে দলিত করিতেছে। পতিতপাবনী সুরধুনী তাহাতেও আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছেন না। মহতের এইরূপ প্রকৃতিই বটে. তিনি চঞ্চল মারুতহিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া মৃদু হাসিয়া আপনার মহিমার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই যেন সেই গর্ব্বিত সোপানমালার চরণ চুম্বন করিতেছেন, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছেন " ইহাতে আমার অপমান নাই। " বাস্তবিক সুবর্ণ যে অবস্থাতেই থাকুক, তাহার মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই। দেবতাদিগের যদি এরূপ স্বভাব না হইবে, তবে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন, ভক্তি করিবেন ? ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, অসুরেই শোভা পায়।

চৈত্রমাস। দিবা অবসান প্রায়। আদিত্য ইতি পূর্ব্বে ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকশিখা সদৃশ কিরণরাশি বর্ষণ করিয়া বসুমতীকে দগ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু হায়! এক্ষণে তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে অন্ধকারকে তিনি স্ববীর্য্যে দূরীকৃত করিয়া মহীরাজ্যে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া প্রমত্ত পবনতাড়িত নিবিড় নীরদপুঞ্জের ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! সূর্য্যদেব ভীত হইয়া পশ্চিম সাগরের শরণাগত হইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার আর সে তেজ নাই, সে প্রতাপ নাই। সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল আকাশে দুই একটী ভাঙা ভাঙা মেঘ, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব শোভা! বিহঙ্গগণ কলরব ভরে গগনমণ্ডল আনন্দিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেছে, রাখাল সকল গরুর পাল লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে অংশুমালী অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু যাহারা মহানুভব তাঁহারা কখন মহত্বহীন হন না। এই অন্তিম দশাতেও ভাস্করের সহাস্য প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দরসে পরিপ্লুত হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা মৃত্যুকে নিগ্রহ মনে করেন ? সত্যই কি সূর্য্যদেব চিরকালের জন্য কালকবলে কবলিত হইলেন ? আর কি সর্ব্বরী প্রভাত হইবে না ? আর কি সেই প্রভাকরের প্রসন্ন পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া নয়নযুগল পুলকিত হইবে না ? তাহা নহে। কেবল অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশ্বরচয়িতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আদেশে তিনি প্রত্যহ এইরূপ অনন্ত গগনমার্গে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু হায়! তাহাতেও

মনুষ্যের চৈতন্য হয় না। দিবাকর মনুষ্যকে বলিয়া দিতেছেন " তোমা-দিগের চির দিন সমান যাইবে না ; অতএব ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্বকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। আমি অদৃশ্য হইলাম ; কিন্তু একেবারে আমার ধ্বংস হইল না। আমি সর্ব্বকালই এক ভাবে এক স্থানে অবস্থিত আছি। অতএব আমার মত মরিতে প্রয়াস পাও।" বাস্তবিক মনুষ্য নশ্বর জীব নহে ; মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ও তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব বিরাজমান। ঈশ্বরের পরই মনুষ্য পূজনীয়। আত্মার কখন ধ্বংস নাই। যে যে উপকরণে দেহের নির্ম্মাণ, সেই সেই উপকরণে আত্মার সৃষ্টি হয় নাই।

আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং অবিনশ্বর। সূর্য্য অদৃশ্য হইল কিন্তু তাহার ধ্বংস হইল না। শরীরের পতন হইল, আত্মার ধ্বংস হইল না। বিভাবরী অবসান হইলে যেরূপ সূর্য্যদেব উদয় হন, মৃত্যুর পর আত্মাও সেইরূপ এই মৃন্ময় আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগামী হন। মহামহাপণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মৃত্যুর পর আত্মা অধোগামী বা ঊর্দ্ধগামী হইয়া নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করেন এবং অনেকেও ভয়ঙ্কর যমপুরীর সৃজন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য বলিতে পারি না। এ সিদ্ধান্ত যেরূপ হউক, যদি কেহ ইহার প্রতিবাদী হন, তিনি উপহাসাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। আত্মা যে অধোগামী হয়, ইহা দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত। আত্মা কি? আত্মা সামান্য উপকরণে নির্ম্মিত নহে। আত্মায় ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান ; সুতরাং আত্মা পবিত্র, নির্ম্মল, নিরাকার, জ্যোতিঃস্বরূপ। অমৃত বিষ হইতে পারে, তুষার অগ্নি হইতে পারে, কিন্তু আত্মা অপবিত্র হইতে পারে না। আত্মার অধোগতি হইলে একপ্রকার ঈশ্বরেরই অধোগতি হইল ; এবং আত্মার অধোগতি হইলে ঊর্দ্ধগতি কাহার হইবে। অতএব মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়া যেমন কেন কার্য্য করুন না, মৃত্যুর পর আত্মার যে ঊর্দ্ধগতিই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আত্মা ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ; মৃত্যুর পর সেই জ্যোতি ঈশ্বরেই মিশিয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সুশীতল মলয় বায়ু সৌরভ ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। সুনীল আকাশে একটী দুটী করিয়া নক্ষত্র

মণিমালায় খচিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে ক্রমে সুধাকরও দর্শন দিলেন। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখ দেখিয়া কুমুদিনী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; ঘোম্‌টা খুলিয়া যেন মৃদু মধুর হাস্যে তাঁহার সম্ভাষণ করিল এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া গঙ্গার তরঙ্গহিল্লোলে যেন নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতির মুখে আর হাসি ধরে না। উপরে অনন্ত গগনে অনন্ত নক্ষত্রমালা হাস্য করিতেছে, স্থলে তরু লতা প্রফুল্ল কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া হাসিতেছে, জলে কুমুদিনীর হাসি; সমস্ত জগতই হাসি মাখা। আবার এদিকে রসিক মলয় পবনের রসিকতা দেখে কে? তিনি আদরে মাতিয়া হাসিয়া হাসিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছেন; একবার এ ফুলটীর মুখ একবার ও ফুলটীর মুখচুম্বন করিতেছেন। কখন মালতীকে কখন বা মাধবীকে আলিঙ্গন করিতেছেন; আবার বকুলের নবীন মুকুলে মধুপান করিতেছেন; পরিমল ছড়াইয়া ভূমণ্ডল আমোদিত করিতেছেন, কখন মধুর স্বরে গান করিতেছেন। মলয় সমীরণের আনন্দ দেখিয়া কেহই স্থির নহে। সকলেই যেন আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বিষ্ণুপাদপদ্মনিঃসৃতা ভাগীরথী তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। নির্ম্মল চন্দ্রিকাজাল সেই নৈশ লহরীমালায় সুস্নিগ্ধভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসময়ে অচেতন সচেতন পৃথিবীর সকলেই আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতেছে। একটী চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালিকা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে একাকিনী সেই তটিনীকূলে উপবিষ্টা, যেন কত চিন্তানিমগ্না। বালিকাটী যার পর নাই সুন্দরী; কিন্তু সেই সুধাংশু গঞ্জিত মুখমণ্ডলকে এক্ষণে নিবিড় কুজ্‌ঝটিকাজাল আচ্ছন্ন করিয়াছে। শরীরের প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই; দুই হস্তে দুই গাছি বালা ভিন্ন সমস্ত অঙ্গে আর আভরণ নাই। পরিধান একখানি অর্দ্ধমলিন বস্ত্র। নবজলধরনিভ সুদীর্ঘ কেশকলাপ আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে ঝুলিতেছে, নিবিড় কৃষ্ণ অলকাগুলি অঙ্গে ও গণ্ডে পতিত রহিয়াছে, বায়ুভরে কখন বা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লকমলে যেন ভ্রমরগণ বসিয়া মধুপান করিতেছে, সুধাকরের কররাশি তাহাতে পতিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যকে অধিকতর রমণীয় করিয়াছে। মনের

জীবন বাড়বানল জ্বলিতেছে, জগতের কোন সামগ্রীই তাঁহার নয়নে সুন্দর বোধ হয় না। সুতরাং প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ আনন্দে জগৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতেছে না। তিনি সুকোমল করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া নীরবে উপবিষ্টা হইয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন জীবাত্মা দেহ বাস পরিত্যাগ করিয়াছে। আহা কি বিচিত্র শোভা! অভিনব রূপ, রস, গুণ গন্ধময় কোন অপূর্ব্ব পদার্থে বিধি যেন ভক্তির প্রতিমাটিকে নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। সেই অর্দ্ধবিষাদিত অরুমলিন অর্দ্ধপ্রসন্ন বদনমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভা! কোন্ পাষাণ-হৃদয় সেই মুখকমলের মধুর পবিত্র ভাব দর্শনে বিগলিত না হয়?

বালিকা গাঢ় চিন্তামগ্ন। এই নবীন বয়সে এই নবীন হৃদয়ে এত কিসের ভাবনা! তাঁহার চিন্তার সীমা নাই। তিনি বড় অভাগিনী। এই পৃথিবীতে তাঁহার আর সুখের কিছুই নাই। অস্ফুট অভিনব পদ্ম অকালেই দলিত হইয়াছে। তাঁহার চিরবর্দ্ধিত আশালতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এক গাছি তৃণের ন্যায় তিনি অপার সাগর-সলিলে ভাসিতেছেন—ডুবু ডুবু হইতেছেন অথচ একেবারে ডুবিয়া যাইতেছেন না। তাঁহার আশা নাই, ভরসা নাই—জগৎ তিমিরার্ণবে নিমগ্ন। তিনি চিন্তাই করিতেছেন; কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই; সন্ধ্যা হইয়াছে জ্ঞান নাই। নয়নযুগল অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত, দৃষ্টি ভূতলে নিবদ্ধ। শরীর এককালে নিস্পন্দ, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটী অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস দেহে প্রাণ আছে বলিয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "হা ভগবন! দুঃখিনীর অদৃষ্টে কি এত দুঃখ লিখিয়াছিলে?" আর কথা নাই—নিস্তব্ধ ও নীরব। "পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন অবশ্যই মহাপাপ তাহাতে আর সন্দেহ কি?" অতি মৃদুস্বরে তিনি আবার বলিলেন। "তবে একজনকে মন, প্রাণ, দেহ—এই দেহে যা কিছু পবিত্র আছে সকলই সমর্পণ করিয়াছি, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া অন্য একজনকে আবার পতিরূপে বরণ ও গ্রহণ করিলে কি পাপ নাই? প্রাণ পরিত্যাগ করিব, বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারিব না। ইহা হইতে আর পাপ কি? সকল মনুষ্যের সমান মন নয়; সকল বৃক্ষের

সমান ফল নয়, সকল সাগরের জল লবণাক্ত নয়; তবে সকল কার্য্যের পাপও কখন সমান নয়। কোন্ পাপটী গুরুতর? পিতামাতার কি ভুল হইতে পারে না? বিশেষতঃ সকল কার্য্যই যে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া করিতে হইবে, তাহাই বা কি? কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন তাঁহাদের অবাধ্য হই নাই। কখন হইব বোধ হয় না। তবে একটী কার্য্যে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে ধর্ম্মলোপ কর্ম্মলোপ ও জন্ম বৃথা হইতেছে। একটীবার অবাধ্য হইতে হইল। বিবাহ মনুষ্য জীবনের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। এই ঘটনার গভীর গর্ভে নবদম্পতীর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিহিত। ভালবাসা ও প্রণয় লোকের কথায় হয় না। অনুরোধে কেহ কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারে না। ভালবাসার সহিত বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। অল্প লোকেই ভালবাসিতে জানে ও জানিয়া ভাল বাসিতে পারে। বিষম বিষময় ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ভাল বাসা বা প্রণয় নহে। লম্পট কি ভাল বাসিতে জানে। রামচন্দ্র সীতাকে ভাল বাসিতেন এবং সীতাও রামকে ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসাই ভালবাসা। আমি প্রিয়কুমারকে ভাল বাসি, প্রিয়কুমারও আমাকে ভাল বাসেন। কই তিনি ত তাহা আমাকে একদিনও বলেন নাই? ভালবাসা ফুটিয়া বলিতে হয় না। ভালবাসা কি পাপ? যাহা হউক, বিবাহ কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। আমি যাহাকে জন্মে দেখি নাই—সে কাল কি সুন্দর অবগত নহি—তাহার সহিত সহবাসে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? যদি আমাদের মনোমিলন না ঘটিল, তখন কি আমাদিগকে চিরজীবন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হইবে না? মা আমায় বলিলেন বাছা তুমি প্রিয়কুমারকে ভাল বাসিও না, ভালবাসা কি পদার্থ তা মা জানেন না; জানিলে কি তাঁহার দুঃখিনী তনয়াকে অকূল পাথারে ভাসাইতে চাহিতেন? তিনি দেখা দিতে মানা করিলেন, আমি দেখা দিলাম না; কিন্তু অন্তরে যে সেই সুন্দর মূর্ত্তি সর্ব্বদা জাগিতেছে, তা মুদ্রিত করে কে? সে মোহন মূর্ত্তি যে হৃদয়ের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, ইহারেই বা না দেখি কেমন করিয়া? আমিও যে সেও সেই! তবে কি দর্পণে স্বীয় মুখ দেখিব না? প্রাণের সহিত প্রিয়কুমার মিশিয়া গিয়াছে প্রাণত্যাগ করিলেও নিস্তার কই? বিধাতা আমার কপালে অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন।" এই বলিয়া বালিকা নীরব হইলেন।

আর একটী বালিকা তথায় আসিল। "সখি! তুমি কি ভাবিয়া ভাবিয়া শরীরটাকে মাটি করিতেছ? ধীরে ধীরে মধুর স্বরে সেই বালিকা এইকটী কথা বলিল। প্রথম বালিকার চৈতন্য হইল, চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "কে সুশীলা?—রাত্রি হইয়াছে দেখিতেছি।"

তখন সুশীলা আবার কহিল "সখি! ভেবে ভেবে তুমি কি শরীরটাকে মাটি করিবে? মা তোমাকে না দেখিয়া কত কাতর হইয়াছেন; আর তোমার কি একটু ভয় নাই, একলা এখানে বসিয়া রহিয়াছ?"

"সুশীলা! তুমি বালিকা তাই এ কথা বলিতেছ।" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালিকা উত্তর করিল। "মা কি আমাকে না দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? সুশীলা, এ তোমার মিথ্যা কথা। মা আমাকে না দেখিলে ভাল থাকেন।" "তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?" সুশীলা বলিল। "চল আর এখানে থাকিও না।"

বালিকা উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে একবার চকিতের ন্যায় চাহিলেন। স্বভাবের প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় একটু শীতল হইল। মাতঃ গঙ্গে! প্রণাম করি, দুঃখিনীকে দয়া করিও।" এই কথা বলিয়া সুশীলার সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

যোগিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক বালিকা।

" Oh Love! No inhabitant of earth there art
An unseen seraph
The mind hath made thee, " Childe Harald.

পাঠক! বালিকাটী কে, জানিবার জন্য একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আপনার কৌতূহল এখনই পরিতৃপ্ত হইবে। ইনি রঘুনাথের একমাত্র কন্যা—অন্ধের যষ্টি। রঘুনাথ এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, বিস্তৃত জমিদারী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইনিই সেই স্বর্ণকিরীটিনী অট্টালিকার অধিকারী। বৃদ্ধ বয়সের কন্যা, বড় আদরের ধন। তাই কন্যার নাম প্রিয়-

তমা রাখিয়াছিলেন। প্রিয়তমার মাতার নাম সুমতি। পিতামাতা প্রিয়তমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। রঘুনাথকে সংসারের যে প্রধান অসুখ তাহা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার দুই তিনটী পুত্র উপযুক্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে এই কন্যারত্ন লাভ করিয়া উহার বিমল মুখ কমল দর্শনে সেই দুর্নিবার পুত্রশোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছেন।

একদা প্রাতঃকালে রঘুনাথ বাটীর বাহির হইতেছেন, দেখিলেন একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছে। শিশুর সুশোভন চন্দ্রানন দর্শন করিয়া সহসা তাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নাম কি এবং কেমন করিয়াই বা সে সেখানে আসিল। শিশু কিছুই বলিতে পারিল না। অতঃপর তিনি তাহাকে সুমতির নিকট লইয়া গেলেন এবং আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন "আমাদের পুত্র নাই, বোধ হয় ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া সেই দুস্তর শোকসাগর হইতে আজ উদ্ধার করিলেন, ইহাকে গৃহে রাখিয়া লালন পালন করিলে হয় না?" মা বিনা পুত্রের যত্ন এ জগতে আর কে জানিতে পারে? সুমতি সেই অনাথ শিশুকে অঙ্কে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন, কত আদর করিলেন, কত কথা কহিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই শিশু তাঁহার গৃহে সেই অবধি প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সুমতি ও রঘুনাথ তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা তখন এক বৎসরের। সুতরাং সেই শিশু প্রিয়তমার অপেক্ষা চারি বৎসরের বড়। শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে উভয়ে বাড়িতে লাগিল। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুমতি ও রঘুনাথের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। বালক বালিকা সর্ব্বদা একত্র থাকে, একত্র বেড়ায়, একত্র খেলা করে। এইরূপে সুখে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুমতি আদর করিয়া শিশুর নাম প্রিয়কুমার রাখিলেন।

প্রিয়কুমারকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বিদ্যালয়ে অতি মনোনিবেশপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বাটীতে প্রিয়-তমাকে পড়াইতে লাগিলেন, অসামান্য অধ্যবসায় ও অসামান্য যত্ন থাকাতে তিনি স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

শৈশব হইতে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, একত্র পাঠ, এইরূপ সর্ব্বদা একত্র থাকাতে উভয়ের প্রতি উভয়ের আন্তরিক ভালবাসা জন্মিল। এমন কি এক দণ্ড কেহ কাহাকে না দেখিলে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিত।

শিশু দুটী অবসর পাইলেই ভাগীরথী তীরে সেই উদ্যানস্থিত সোপানে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিত, গঙ্গার ঢেউ গণিত; কখন নাচিত, কখন বা গান করিত। এই পবিত্র কোমল শৈশব হইতেই তাহারা পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিল। এই পবিত্র কোমল শৈশবই যেন পরস্পরের মনকে পরস্পরের মনে মিশাইতে শিখাইল। বাস্তবিক কোমল বস্তুতে কোমল বস্তুই মিশিয়া যায়। এই সরল শৈশব সময়ে তাহারা কেবল যে ভাল বাসিতে শিখিল এরূপ নয়, বিচ্ছেদের যাতনাও জানিতে পারিল। বয়োবৃদ্ধিসহকারে শৈশবের সেই পবিত্র ভালবাসা গাঢ়তর হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিল। তখন তাহাদের সেই ভালবাসা আর ভালবাসা রহিল না, তখন তাহা প্রণয়ের ভালবাসা হইল। শৈশব হইতেই উভয়ের মন, উভয়ের প্রাণ, উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে একবারে এক হইয়া গেল।

তাহারা প্রত্যহ দিনান্তে সেই সুরম্য কুসুম উদ্যানে আসিয়া করে করে বন্ধনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিত, কখন গান করিত, কখন নৃত্য করিত। প্রফুল্ল কুসুমে মালা গাঁথিয়া পরিত। প্রণয়ে যে আবার কখন দুঃখ হয়, ভাল বাসিলে পাপ হয় এ ভাব কখন তাহাদের হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তাহারা জানিত এবং সর্ব্বদা ভাবিত প্রণয়ে দুঃখ নাই, ভালবাসায় পাপ নাই এবং সুখে কখন বিচ্ছেদ নাই। তাহারা সেই সুরম্য সুবাসিত কুসুম উদ্যানে—সেই নির্জ্জন স্থানে দুই জনে দুটি অভিনব অপরিস্ফুট কুসুমের ন্যায় নবমুকুলিত বকুলতলায় বসিয়া থাকিত, এবং সতৃষ্ণভাবে উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিত। তাহাদের সুখ উভয়ের নয়নে উভয়ের বদনে এবং উভয়ের কথায়। এক জন হাসিলে অন্য জন অমনি হাসিত। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তাহারা শৈশব হইতেই উভয়ে উভয়কে নাম ধরিয়া ডাকিত। যদিও তাহারা ভাই ভগিনীর মত প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং ভাই ভগিনীর ন্যায়

উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিত ; কিন্তু কালক্রমে সেই ভালবাসা আরও গভীর-তর হইয়া পবিত্র প্রণয়ের আকার ধারণ করিল। তাহাদের এই ভালবাসা অতি বিশুদ্ধ——তাহারা জানিত এই রূপে ভালবাসিতে হয়। তাহাদের এই ভালবাসায় শঠতা ছিল না, ছলনা ছিল না——তাহা সরলতায় পরিপূর্ণ। তাহারা এইরূপ ভালবাসিয়া চির সুখী হইবে, ইহাই জানিত, ভালবাসায় যে দুঃখ আছে, প্রণয়ে যে বিচ্ছেদ আছে, তাহারা স্বপ্নেও কখন এমন ভাবে নাই।

কিন্তু কুটিল বিধির বিধি এরূপ নয়, ভাল বাসিয়া সুখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে ও সীতাগত প্রাণ মহারাজ রামচ-ন্দ্রকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাদের ভাগ্যেও বিধাতা সুখ লিখেন নাই। উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ দর্শনে রঘুনাথের বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি অসীম ধন সম্পত্তির অধিকারী এবং তাঁহার মান সম্ভ্রম ভুবনব্যাপী। বিশেষতঃ কোন সুপ্রসিদ্ধ বংশে তাঁহার উৎপত্তি, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও প্রিয়তমার পরিণয় কার্য্য কখন তিনি এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন না। স্মরণ থাকিলেও প্রিয়কুমার কখন আপনার কোনরূপ পরিচয় দেন নাই, কিম্বা তিনি কে তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহা হউক, অনেক সময়ে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াও রঘুনাথ কখন ইচ্ছানুরূপ কোন উত্তর প্রাপ্ত হন নাই, প্রিয়তমাকে প্রিয়কুমারের হস্তে অর্পণ করা উচিত কি না ? এ কথা তিনি অনেকবার মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং আত্মীয়দিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই এ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করেন নাই। আবার অকলঙ্ক কুল পাছে কলঙ্কিত হয়, এই আশঙ্কা দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। যাহাতে সত্বর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, সেই বিষয়ে যত্নশীল হইলেন।

যোগিনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাসরে বিধবা।

" Canst thou forget what tears that momemt fell, "
When, warm in youth, I bade the world farewell.

Pope,

সুমতির স্নেহ, প্রিয়কুমারের প্রতি আরও গাঢ়তর। বিশেষতঃ প্রিয়কুমারের স্বভাব এরূপ ধীর, পবিত্র, ব্যবহার অমায়িক এবং মুখমণ্ডলের এরূপ একটী মোহিনী শক্তি ছিল যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দেখুক, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। চুম্বক পাথর যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করে, তাঁহার সেই বদনকমলের মধুর ভাব সেইরূপ লোকহৃদয়কে আকর্ষণ করিত। সেই মুখে সর্ব্বদাই যেন হাসি লাগিয়া ছিল। সুতরাং তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সুমতির একান্ত বাসনা ছিল, তিনি প্রিয়কুমারের হস্তে প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে অর্পণ করেন। রঘুনাথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করা সুসাধ্য মনে করেন নাই। এক দিবস সুমতি অনেক করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হইল না। " সুমতি তুমি বৃথা অনুরোধ করিতেছ " রঘুনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, আমি জানি প্রিয়কুমারের মত সুবোধ সুশীল ও বিদ্যানুরাগী বালক জগতে দুর্লভ। আমার কি সাধ নয় এরূপ সৎ পাত্রে কন্যা দান করি? কিন্তু আমি তেমন তপস্যা করি নাই। আর তুমিও বিবেচনা করিয়া দেখ এক জন অজ্ঞাতকুলশীল বালককে কন্যাদান করিয়া কিরূপে কুল দূষিত করিব।"

সুমতি প্রিয়কুমারকে প্রাণাধিক পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন; সেই প্রিয়কুমার তাঁহার জামাতা হইবে, ইহার অপেক্ষা তাঁহার আর সুখের বিষয় কি? কিন্তু যখন লোকাপবাদ ভয়ে ইচ্ছা থাকিতেও রঘুনাথ এ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন না, তখন তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। বাস্ত-

বিক এক জন অজ্ঞাতকুলশীল বালকের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে। রঘুনাথ মূর্খ নন, তিনি কিরূপে এ কাজ করিতে পারেন, সুমতি শেষে তাহা বুঝিলেন।

ভালবাসা একটী পবিত্র পদার্থ। ভালবাসা পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। যাঁহারা ভালবাসিতে জানি বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা ভালবাসার কিছুই জানেন না। প্রণয় সেই ভালবাসার সারভাগ। প্রণয় কখন বিকৃত হইবার নহে। প্রণয় হৃদয়নিহিত পরমাত্মার পদনিঃসৃত একবিন্দু অমৃত। সেই এক বিন্দু ক্রমে ক্রমে গভীর আকার ধারণ করিতে থাকে। সমুদ্র শোষণ করা যাইতে পারে, ভূধররাজ হিমালয়কে উৎপাটন করা যাইতে পারে এবং স্বভাবের গতিরোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রণয়ের গতিরোধ করা যায় না; বাসবকরচ্যুত বজ্রের লক্ষ্য ব্যর্থ করা বরং সম্ভব, প্রণয়ের লক্ষ্য ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। সকল সামগ্রীতেই অরুচি জন্মে, কিন্তু ভালবাসিয়া অরুচি জন্মে না; ভালবাসা অসীম, অতল, অনন্ত ও অদ্ভুত পদার্থ। যতই ভাল বাসি, ততই ভাল বাসিতে শিখি। সকল প্রকার সাধই মিটিতে পারে, ভাল বাসার সাধ মিটিবার নহে। যত ভাল বাসি, ততই ভাল বাসিতে সাধ হয়, ততই ভাল বাসি। ভাল বাসার শেষ নাই। বস্তু যত কেন সুন্দর হউক না, যত কেন মাধুর্য্য থাকুক না, উপর্য্যুপরি দুই তিন বার দেখিলে আর তাহা দেখিতে সাধ হয় না; আর তাহা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারে না, হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া আর তাহা অন্তরাত্মাকে উন্মাদিত করিতে পারে না। কিন্তু যাহাকে ভাল বাসি তাহাকে দেখিয়া পরিতৃপ্তি জন্মে না; বার বার দেখিয়াও দেখিতে সাধ হয়। নয়ন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। যত বার দেখি তত বারই নূতন বোধ হয়; তত বারই নয়ন বিমল আনন্দ উপভোগ করে, আবার দেখিতে চায়; শত বার দেখিয়াও দেখিবার তৃষ্ণা নির্ব্বাণ হয় না।

প্রিয়তমার ভাল বাসা প্রিয় কুমারের দিকে ধাবমান, কে ইহার গতি রোধ করিবে? ইহাদিগের ভাল বাসা শৈশবের সেই এক বিন্দু ভাল বাসা হইতে এক্ষণে গভীর অতল সিন্ধু প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আগ্নেয় গিরির গভীরতম গহ্বর মধ্যে অগ্নিময় ধাতুদ্রব যেরূপ ঘূর্ণিত হয়, প্রণয়

এবং সেই আবর্ত্তে পড়িয়া যেমন তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিবরও চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের হৃদয়েও সেইরূপ ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত; এ আবর্ত্তে কোন কথা স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এক এক বার তরঙ্গিত হইয়া উচ্ছলিত হইবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু উচ্ছলিত হইতেছে না। প্রণয়সূচক কোন কথাই এ পর্য্যন্ত কেহ মুখ হইতে নির্গত করে নাই; আকার ইঙ্গিতেই উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইতেছিল। তাহারা মনে করিত একবার ফুটিয়া বলি 'আমি তোমায় বড় ভাল বাসি' কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিত না। কেন পারিত না, পাঠক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।

যখন সুমতি বুঝিলেন এ বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ নয়, কিসে কুলগৌরব উজ্জ্বল থাকিবে এবং আরো উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখন তাঁহার চিন্তা অন্য দিকে ধাবমান হইল। রমণীহৃদয় রমণীই উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিলেন প্রিয়তমা আর বালিকা নহে; তিনি এক্ষণে মহাসন্ধিস্থলে। নবযৌবনের সমাগমে অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমা প্রিয়কুমারের প্রতি অনুরাগিণী এবং এই অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাও বেশ বুঝিলেন। তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। যাহাতে তনয়ার পরিণয়-ব্যাপার সত্বর সম্পন্ন হয়, রঘুনাথকে তিনি সে বিষয়ে তৎপর হইতে কহিলেন এবং সুকুমারী কুমারীকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! দেখ তোমাকে কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা বলি নাই, আজ আমি তোমাকে একটী কথা বলিব। দেখ তুমি এক্ষণে নিতান্ত বালিকা নহ এবং প্রিয়কুমারও নিতান্ত বালক নহে, অতএব আর তোমাদের এক সঙ্গে বেড়ান বা এক সঙ্গে থাকা ভাল দেখায় না। ইহাতে লোকে নিন্দা করিতে পারে। এখন অবধি তুমি সুশীলার সঙ্গে বেড়াইবে।" সুশীলা প্রিয়তমার সখী।

জননীর এই কথাগুলি প্রিয়তমার বজ্রপাত সদৃশ বোধ হইল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "তবে তাই করিব" বলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে রঘুনাথ প্রিয়তমার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চম্পক নগরের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাতাপসিংহের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। প্রিয়তমার বিবাহ হইবে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল, সকলেরই বদনমণ্ডলে আনন্দ হাস্য করিতে লাগিল।

শৈশবসহচর ও শৈশবসহচরী প্রিয়কুমার ও প্রিয়তমার মনের ভাব সহৃদয় পাঠক! এই সময়ে একবার ভাবিয়া দেখুন। প্রিয়কুমার স্বপ্নেও ভাবেন নাই প্রিয়তমা তাঁহার হইবে না। যখন দুই তিন দিন সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাঁহাকে দেখা দিলেন না, যখন তিনি তাঁহার বিবাহের কথা শুনিলেন, আবার যখন রঘুনাথ তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রিয়তমার আশা পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; তখন তাঁহার হৃদয় আর দুর্বিষহ শোকবেগ ধারণ করিতে পারিল না। এই বিশ্বসংসার তিনি শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রিয়তমাকে অন্যে লইয়া যাইবে, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহা তিনি কখন দেখিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া এক দিবস রজনীতে তিনি সেই বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। এই তাঁহাদের দুঃখের সূত্রপাত। প্রিয়তমা এই সকল বিষয় একাকিনী সেই ভাগীরথী-তীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। যাঁহাকে তিনি অতি যত্নে ও অতি আদরে শৈশব হইতে হৃদয়পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সেই প্রাণের পাখী শিকল কাটিয়া হৃদয় ভগ্ন করিয়া উড়িয়া গিয়াছে! যে প্রভাকরের প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়া হৃদয়কমল বিকসিত হইত, আজ তাহা অস্তগত হইয়াছে। প্রিয়তমার কোমল হৃদয়ে আজ আঘাত লাগিয়াছে।

প্রাতঃকালে যখন শুনিলেন প্রিয়কুমার কোথা গিয়াছে—পলাইয়া গিয়াছে; তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন প্রিয়কুমার কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে লাগিল, প্রিয়কুমার আসিলেন না, তাঁহার হৃদয় তত আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একাকিনী আপনার গৃহে বসিয়া কত কাঁদিলেন; সুগতি অনেক বুঝাইলেন—তিনি বুঝিলেন না। জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। গৃহে থাকিতে পারিলেন না। "বাসরেই বিধবা হইলাম" ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গার কূলে গিয়া বসিলেন।

—:•:—

কল্পদ্রুম।

বঙ্গসমাজবিপ্লব ও ইহার পরিণাম।

বিপ্লবের ফল বড় ভয়ঙ্কর। ফল ভয়ঙ্কর বলিয়া শব্দটীও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শব্দটী শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে হৃদয় উদ্বেজিত হইয়া উঠে। প্রজারা বিপক্ষ হইয়া বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উন্মূলনার্থ অভ্যুত্থিত হইয়াছে, এ সংবাদ শুনিলে রণমদমত্ত কতকগুলি লোকের হৃদয় আনন্দে উল্লাসিত হয় বটে কিন্তু শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের হৃদয় আতঙ্কে একান্ত আকুল হয়। জগতে শান্তিপ্রিয় লোকই অধিক। তাহারা শান্তিসুখে বঞ্চিত হইবে কেবল এই মাত্র শঙ্কা নয়; স্বার্থহানিরও বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই স্বার্থহানি এক প্রকারে হয় না। ধন প্রাণ ও স্ত্রীলোকের মান সম্ভ্রম পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য সকলে যে যে সময়ে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই সেই সময়েই এই বীভৎস কাণ্ড হইয়াছে। প্রাচীন রোমে যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটিয়াছিল? মেরিয়স ও সল্লার অধিকার সময়ের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। ফ্রান্সে যে কয়েকবার বিপ্লব ঘটিল, তাহারও ফল অতি শোচনীয়। রবস্পিয়র প্রভৃতি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড না করিয়াছিল? ভারতবর্ষে সে দিন যে সিপাহিবিদ্রোহ হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট করিয়াছে, আজও তাহার প্রতীকার হইল না। রাজপুরুষগণের ভারতবাসিদিগের প্রতি যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, আজও তাহা দূরগত হইল না। আর সমুদায় অনিষ্ট অপেক্ষা এটী গুরুতর। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি ও সমাজবিপ্লবও জগতের মহা অপকারক। ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়া কতস্থানে যে কত শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়াছে এবং নিরপরাধ বালক বালিকা বৃদ্ধ ও বনিতার প্রাণ হরণ ও কত সতীর সতীত্বরত্ন হরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্র ও ধর্ম্মাদিবিপ্লবের সহিত ভারতের রাষ্ট্রধর্ম্মাদিবিপ্লবের বহু ইতর বিশেষ আছে। ইউরোপের রাষ্ট্রাদিবিপ্লবে যেমন মহৎ অনিষ্ট হইয়াছে, তেমন এক একটী এমন ইষ্ট হইয়াছে যে সে ক্ষতিপূরণ করিয়া মহোপকার করিয়া দিয়াছে। পেট্রিসিয় ও প্লিবিয়দলের পরস্পর বিরোধে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে রোমের মহা অভ্যুদয় লাভ হইয়াছিল। উহাই রোমকে দিগ্বিজয়ী করে। উহাই

রোমকে জগতের অধীশ্বরী করিয়া তুলে। উহার প্রভাবেই কেবল প্রতিবেশ-বাসিরা নয়, দুরস্থ রাজগণও কিঙ্করবেশে রোমের পদসেবা করিয়াছিল। ক্রম-ওয়েল হইতে যে মহাবিপ্লব ঘটনা হয়, তাহা ইংলণ্ডের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ের কারণ হইয়াছিল। লুথার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটান, তাহা কেবল ইউরোপ খণ্ডের নয়, জগতের মঙ্গলের কারণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটনার ফল এরূপ হয় না; বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। ভারতে অনেক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, এরূপ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস পাঠ করিলে অন্য অন্য দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্ত সংবাদ পাওয়া যায়, ভারতে সে প্রকার সংবাদ শ্রুতিগোচর হয় না। টারকুইনস স্থপর্ব্বস অত্যাচরী হইলেন, রোমকেরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিল, এবং একনায়কতন্ত্র বিলুপ্ত করিয়া সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডের রাজারা যে প্রকার যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস পাইতেন, ক্রমওয়েল হইতে তাহা রহিত হইয়া গেল। অতঃপর রাজারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কখন এরূপ ঘটনা হয় নাই। এখানে অনেক প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু যে একনায়কতন্ত্র, সেই একনায়কতন্ত্র চিরবিরাজমান আছে। ঐ একনায়কতন্ত্র একের হস্ত হইতে অপরের হস্তগত হইয়াছে এই মাত্র। রাজ্যে সাধারণের স্বামিত্বলাভ দূরে থাকুক, বরং এরূপ ঘটনা হইয়াছে, এক দয়ালু রাজার রাজ্য অপর নিষ্ঠুর রাজার হস্তগত হইয়া প্রজাগণকে যার পর নাই জ্বালাতন করিয়াছে। ধর্ম্মময় রঘু দিলীপ যুধিষ্ঠির রামচন্দ্রাদির রাজ্য তৈমুর জেঙ্গিস সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির হস্তগত হইয়া কি অসুখ উৎপাদন না করিয়াছিল।

আমরা যে সকল মুসলমান রাজার নাম করিলাম, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বল আর অসভ্য বল, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের সভ্যতম ইংরাজ রাজারাও একনায়কতন্ত্রের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের ইংলণ্ডে যথেচ্ছাচারিতা করিবার সুবিধা নাই, এইখানে সেই সাধ মিটাইয়া লইতেছেন। তাঁহারা যদি বর্ত্তমান ভারতীয় শাসনপ্রণালীকে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর অঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়া উহার তদনুরূপ পরিবর্ত্ত করেন, এবং ভারতীয় প্রজাগণকে উহার অন্তর্নিবেশিত করিয়া লন, ইংলণ্ড

ও ভারত উভয়েরই মহোপকার লাভ হয় সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি, আমাদিগের এ সংস্কার থাকে না, ইংলণ্ডও আমাদিগকে পর ভাবিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এই, ভারতের অদৃষ্টদোষে তাহা ঘটিতেছে না।

ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধেও ইউরোপে যে প্রকার শুভ ফলের উদয় হইয়াছে, ভারতে সেরূপ হয় নাই। লুথারের প্রযত্নে ইউরোপে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইতে অনেকগুলি অতি উপাদেয় মহাফললাভ হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিকধর্ম্ম পূর্ব্বে ভ্রমপ্রমাদ ও উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারাদি দোষে আচ্ছন্ন হইয়া মলিন ও কলুষিত হইয়াছিল, লুথারের প্রতিপাদিত বিপ্লব তাহাকে অনেক মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তুলিল। প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্ম অতি উন্নত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ঘটনা। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ ব্রাহ্ম প্রভৃতি অনেক প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু কোনটী প্রকৃত উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি তুল্যাবস্থ, সকল গুলিই উপধর্ম্মদূষিত, এগুলির উন্নতির দিকে গতি না হইয়া উন্নত পথকে একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু তাহার মূল নাই। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরে অনুস্যূত নয়, ঈশ্বর যে ধর্ম্মের মূল নন, তাহা কখন জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় না। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং তাহাও ফলোপধায়ী হইল না। অনুমান হয়, তিনি বেদোক্ত ধর্ম্মকেই মার্জ্জিত করিয়া বঙ্গদেশে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সে অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উহাকে যুক্তির ধর্ম্ম করিয়া তুলিলেন, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এক সম্প্রদায় নূতন কর্ম্মপদ্ধতি ও নূতন মন্ত্র রচনা করিলেন, তাঁহারা মনে ভাবিলেন প্রচলিত ধর্ম্মকে মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া তুলিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রমে সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। উপধর্ম্মের মূল যে কর্ম্মকাণ্ড, তাহা অবিকল রহিল, কেবল উহা রূপান্তর ধারণ করিল এই মাত্র। কিন্তু রামমোহন রায়ের এ উদ্দেশ্য ছিল, কোন ক্রমেই এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন

করিয়া সংকলিত ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। মীমাংসকেরা জ্ঞানকাণ্ডকেই প্রধান পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" গীতাকারও লিখিয়াছেন জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য অবিসম্বাদিতরূপে সকল গ্রন্থকারেই স্বীকার করিয়াছেন। রামমোহন রায় সেই বেদমূলক জ্ঞানকাণ্ডকেই ভারতের ধর্ম্ম করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু ভারতের বিষম দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মদিগের যে দুটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সম্প্রদায়ই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্যপথের পথিক হইতে পারেন নাই। আমরা প্রধান ও প্রথম সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, দ্বিতীয় সম্প্রদায় নাস্তিক না হউন, উহার কাছাকাছি গিয়া থাকেন।

আমরা উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং অনেকে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেহই মার্জ্জিত উন্নত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের সহিত সমাজ এরূপ গাঢ়বদ্ধ যে একের বিপ্লবে অপরের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কেহ উন্নত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন নাই বলিয়া সম্প্রতি বঙ্গসমাজে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্ত শোচনীয়। সমাজ এ অবস্থায় থাকিলে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে, ওদিকে অবলম্বনের ভাল সামগ্রী নাই, সুতরাং ক্রমে যথেচ্ছাচারিতারই বৃদ্ধি হইতেছে। যে সমাজে স্বৈরীচার প্রবল হয়, তাহা কখন বদ্ধমূল থাকে না।

পরিবর্ত্ত করা কালের কর্ম্ম। কাল দিন দিন আমাদিগের সমাজের বিষম পরিবর্ত্ত করিতেছে। পরিবর্ত্তের অবস্থা অতি সঙ্কট ও সংশয়াবহ। পরিবর্ত্তের সময়ে প্রায়ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ঋতুসন্ধি ও বয়ঃসন্ধি তাহার প্রধান প্রমাণ। মানুষ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় উপনীত হইয়া যে পর্য্যন্ত আপনার ধাতুকে সেই অবস্থার ভাবের সহিত সুসমন্বিত করিয়া তুলিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত অনিষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদিগের বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ঘটিতেছে না। ইহা পূর্ব্ব অবস্থাকে পরি-

ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু একটী উৎকৃষ্ট পর অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় সাগরতরঙ্গে পড়িয়া ঘূর্ণমান হইতেছে। ভাল আশ্রয় পাইতেছে না; কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে দিন দিন সুশিক্ষিতদলের অনেকের স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিতেছে, সুতরাং তাঁহাদিগের আর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনে রুচি হইতেছে না। ওদিকে বর্ত্তমান ধর্ম্মও তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। যে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এমন একটী ধর্ম্ম চাই যে বর্ত্তমান রুচির অনুগত হয়, কিন্তু সেটী বিদেশী বা নূতন হইলে চলিবে না। বিদেশী ধর্ম্মে লোকের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না, নূতন ধর্ম্মেও কাহার আস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান রুচির অনুগত বেদমূলক একটী বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আবশ্যক। এরূপ একটী আমাদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম আছে। লোকের উপেক্ষা দোষে কেবল সেটী অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। সে ধর্ম্ম আমাদিগের বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড। উহারই কেবল বহুলভাবে প্রচার ও আলোচনা প্রবর্ত্তন আবশ্যক। যদি বল, তাহা করিতে গেলে অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। যে পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হয়, হউক, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে ইষ্ট বিনা অনিষ্ট ঘটিবে না।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে এরূপ পরিবর্ত্তন চেষ্টা কখন হয় নাই এরূপ নয়। পূর্ব্বে হিন্দুরা সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমনাদি করিতেন। কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া ইহার নিষেধ করেন। সমুদ্রপথে দেশদেশান্তরে গমন করিলে এবং নানা দেশের আচার ব্যবহারাদি দর্শন করিলে পাছে বুদ্ধির বিপরীত ভাব হইয়া স্বধর্ম্মে অনাদর জন্মে, এই শঙ্কা করিয়া বোধ হয় তাঁহারা ঐরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যে যুক্তি ভাবিয়া তাঁহারা নিষেধ করুন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবর্ত্ত করা যে পণ্ডিতদিগের রীতি ছিল, এতদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ইহা যদি সপ্রমাণ হইল, যাহাঁরা দেশের রুচি ও ভাব পরিবর্ত্ত বুঝিতে পারিতেছেন, যাহাঁদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, যাহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিতে আত্মোন্নতি ও দেশের উন্নতি জ্ঞান করেন, উহার অবনতিতে আপনার অবনতি ও দেশের অবনতি

বিবেচনা করেন, তাদৃশ বিজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদবিহিত জ্ঞানকাণ্ডেরই কেবল আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া দিন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবন্ধক। মন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডে নিত্য লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরচিন্তা, তাহা করিতে অবসর পায় না। সুতরাং যিনি আমাদিগের একমাত্র চিন্তনীয়, তিনি দূরে পড়িয়া থাকেন, আর যে সকল বিষয় চিন্তনীয় নয়, তাহা লইয়াই বৃথা জীবন ক্ষেপণ করা হয়। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ যে একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি ও একের অবনতিতে অপরের অবনতি হয়। যদি আমাদিগের ধর্ম্ম উন্নত হইয়া উঠে, সমাজও যে উন্নত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এখন যে প্রকার কালপরিবর্ত্ত হইয়াছে, এখন আর ধর্ম্মের সহিত বৈষয়িক কার্য্যের সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। বৈষয়িক কার্য্য যুক্তি ও ব্যবহারানুসারেই সম্পাদিত হইবে। আমাদিগের ঈশ্বরোপাসনার এই পদ্ধতি হওয়া উচিত, জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদক শ্রুতিগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া নিত্য অধীত হইবে, আত্মার দর্শন মনন ও নিদিধ্যাসন করা হইবে এবং বেদমাতা গায়ত্রীর পাঠ ও তাহার অর্থের অনুধ্যান করা হইবে। গায়ত্রীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা। আমরা ব্রাহ্মদিগকেও অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করুন। একটী মৌলিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে তাঁহারা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যুক্তির ধর্ম্ম, হয় উপধর্ম্মে না হয় নাস্তিকতাতে পর্য্যবসিত হয়। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে স্বল্পকাল মধ্যে এ উভয়েরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, আধুনিক ধর্ম্মে তাঁহাদিগের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্র।

(আর্য্য—ইউরোপীয়)

অনন্ত রত্নপ্রসূ ভারত ভূমিতে যাহা নাই, অন্যত্র তাহা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতভূমি পৃথিবীর প্রতিকৃতি। সুতরাং পৃথিবীর সমুদায় পদার্থই এখানে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদায় বস্তুর একত্র

সমাবেশ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে গ্রীস ও রোমের বাল্যাবস্থা, নবোন্নত ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স প্রভৃতি মনুষ্যাকৃতি পাশবাত্মার বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থান যখন গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময় অবধি ভারত পৃথিবীর ভাবী মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত ছিল। ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের শিল্প, ভারতের নীতি যে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত সুসভ্য জাতির সভ্যতার আদর্শ, আর্য্যগণ স্পর্দ্ধা সহকারে এখনও বারম্বার এ কথা বলিতে পারেন। একজন খ্যাতনামা কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ—

" সভ্যতার রঙ্গভূমে কল্পনা উদ্যানে,
বিদ্যার বিনোদ বনে সর্ব্ব অগ্রসর,—
ছিল যেই জাতিশ্রেষ্ঠ, সঙ্গীতে বিজ্ঞানে
অনুপম অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর,
শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্য্যে যার ছিল না সোসর।
শিশু গ্রীস, শিশু রোম, যার তুলনায়।
সে দিনের ইংলণ্ডের কি ছার বড়াই!
ভারতে দর্শন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত;
কুরুরক্তে কুরুক্ষেত্র করে কলুষিত।
সিজারের নেত্রপথে হয়নি পতিত।
অসভ্য ইংলণ্ড, এবে অদৃষ্ট এমন,
সে ভারত রসাতলে হয়েছে পতিত।" (নবীনচন্দ্র সেন)

এক সময়ে যাঁহারা পৃথিবীর পূজ্যতম ছিলেন, এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী অবনত মস্তকে যাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; এক সময়ে সমস্ত জগতের উপর যাঁহাদের শাণিত অসি বিদ্যুৎ বেগে ক্রীড়া করিয়া আসিয়াছে, সে জাতি আজ কোথায়। এক জন প্রসিদ্ধ কবি বলেনঃ—

" সৌভাগ্য কিরণ জালে, উহারাই কোন কালে;
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন,
*　　*　　*　　*　　*
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন,
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন। (হেমচন্দ্র)

কালচক্রের ভয়ঙ্কর আবর্ত্তনে সেই অত্যুন্নত হিন্দু জাতি আজ পৃথিবীর সমস্ত জাতির হীন হইয়াছে। সেই জাতিই এখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বজ্রাহত শাখাপল্লবহীন বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অকাতরে চতুর্দ্দিকের ব্যঙ্গ বাক্য শ্রবণ করিতেছে। ভাবী অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে অত্যাচারীর পদ সেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতেছে। কি দুঃখের কথা!! যে ভারতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর স্থিতি, তথায় কলস্বনে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে! বরুণদেব যে দেশের জলদাতা, তথাকার লোক পিপাসায় আকুল! অন্নপূর্ণা যে দেশের অধিষ্ঠাত্রী, তথায় অন্নাভাব! ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি যে দেশের যোদ্ধা, তথাকার লোক রণভীরু! রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে দেশের রাজা, তথাকার প্রজার হাহাকার ধ্বনি! দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী যে দেশের সাধ্বী রমণী, সে দেশে আজ বেশ্যার পূজা। কর্ণ দধীচি প্রভৃতি যে দেশের দাতা, সে দেশের মনুষ্য আজ কেবল আত্মসুখে নির্ব্বৃত! বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি যে দেশের কবি, সে দেশের কবি আজ উপহাসের উপমা স্থল!

পূর্ব্বে যাহা ছিল কাল চক্রের আবর্ত্তনে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও দর্শন বিজ্ঞান গণিতের লুপ্তপ্রায় রেখা স্থানে স্থানে বিরাজমান রহিয়াছে, যত্নের অভাবে সেগুলিও প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন আর গত শোচনা বিফল। গত শোচনা না করিয়া যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, ক্রমে মনোমধ্যে তিনটী প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে।

১। আমাদের অনন্ত রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার কিরূপে শূন্য হইল?

২। আমাদের হৃতসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের উপায় কি নাই?

৩। ইহার জন্য পরকীয় সাহায্যের আবশ্যকতা আছে কি না? যদি আবশ্যকতা থাকে, সে সাহায্য কিরূপ?

এ প্রশ্নগুলির উত্তর দান করিতে গেলে অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহাতে বিরত হইয়া একৈকক্রমে এক একটী বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। অদ্য আয়ুর্ব্বেদ আমাদিগের লক্ষ্য। আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ কি? ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায় কি? কি কারণে দেশীয় চিকিৎসার অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল? ইত্যাদি বর্ণন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও তৎপ্রচার।

ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। আয়ুর্ব্বেদ, অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ। মনুষ্য সমাজে বেদ প্রচার হইবার পর যে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নয়। বেদ বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই আয়ুর্ব্বেদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে বটে; কিন্তু মূলের বিষয়ে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারসম্বন্ধে দুইখানি প্রসিদ্ধ সংহিতাতে দুটী প্রসিদ্ধ মত আছে। একখানি সুশ্রুত নামক প্রসিদ্ধ ঋষি, প্রণীত, সুশ্রুত সংহিতা। অপর চরক মুনি সংগৃহীত চরকসংহিতা। উভয় গ্রন্থই অতি প্রাচীন এবং পণ্ডিতগণের নিকটে বহুসমাদৃত। উভয়গ্রন্থই প্রায় সমকালবর্ত্তী। সুশ্রুত ও তাঁহার মতাবলম্বী আর পাঁচ জনের প্রত্যে-কের প্রণীতই এক এক খানি সংহিতা ছিল। আবার এদিকে চরক ও তাঁহার মতাবলম্বী দশ জনের প্রত্যেকেই এক এক খানি সংহিতারচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার লিখিত প্রমাণ আছে; কিন্তু ভারতের অদৃষ্টবৈগুণ্যে ঐ সপ্তদশ খানি সংহিতার মধ্যে পনর খানি কালের অনন্তশয্যায় শয়ন করি-য়াছে। এক্ষণে সুশ্রুত ও চরক ভিন্ন অন্য কোন মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বকালে যোগনিরত ঋষিগণের অসুস্থতানিবন্ধন তপোবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মুখ হইতে নিম্নলিখিত মহামন্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যথা—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোজীবিতস্য চ।
চরক সংহিতা। দীর্ঘজীবিতীয়াধ্যায়"
১৩। ১৪ শ্লোকাংশ। (১)

আরোগ্য, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রধান মূল। রোগ তাহার, মঙ্গ-লের ও জীবনের নাশকর্ত্তা।

এই মহামন্ত্র সাধনই আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের মূল। চরকসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—

"দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজউপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপাবুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরং॥

---

(১) সুশ্রুতেও এইরূপ ভাবার্থবোধক শ্লোকের অভাব নাই।

ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহ কেবলং।
ঋষিপ্রোক্তোভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥"

ইন্দ্রকে সকলের রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া উগ্রতপা ভরদ্বাজ মুনি দীর্ঘায়ু লাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রথম দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মা-কর্তৃক যথাকথিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নিকটে অশ্বিনীকুমারদ্বয় শিক্ষা করেন। অশ্বিনীকুমার হইতে দেবরাজ ইন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই জন্য ইন্দ্রের নিকট ভরদ্বাজ মুনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সুশ্রুতের মতেও ঐরূপে ইন্দ্রের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পর তাঁহার নিকট হইতে ধন্বন্তরি শিক্ষা করেন। ধন্বন্তরির নিকট সুশ্রুত অধ্যয়ন করিয়া জগতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া সংজ্ঞার্থ। এই বিশেষ বিষের পক্ষে এই সংজ্ঞার উপযোগিতা। অন্যান্য স্বয়ংজাত জ্বরের বিষ হইতে ইহার বিভিন্নতা। মূল পদার্থ। ম্যালেরিয়ার স্থান ও উৎপত্তি। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের বায়ু। ম্যালেরিয়ার উপর উচ্চতার প্রভাব। ইহার সংক্রামকতা। মনুষ্যদেহে ইহার ক্রিয়া। নীচ জন্তুর উপর ইহার প্রভাব। এতজ্জনিত পীড়াসমূহ। ম্যালেরিয়া ধ্বংস।

ম্যালেরিয়া শব্দটী আজ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল শব্দ শুনা নয়, ম্যালেরিয়া জনিত পীড়া ভোগ করে নাই এরূপ লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইহা বঙ্গদেশকে একপ্রকার খাক করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হইতে এত অনিষ্ট, সেই পাপ ম্যালেরিয়া পদার্থ কি? তাহার নিদানই বা কি? তাহার প্রতিকারের উপায় আছে কি না? এ সময়ে এ সকলের আলোচনা অসাময়িক হইতেছে না। আমাদিগের প্রণীত এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া যথোচিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যদি এক ব্যক্তিও এই পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলেও মনে হইবে কিছু কাজ হইল। এই ভাবিয়া আমরা অন্য অন্য প্রস্তাব পরি-

ত্যাগ করিয়াও কল্পদ্রুমের প্রথম খণ্ডেই এই প্রস্তাবটীর আরম্ভ করিলাম। অনূপ নিম্নভূমির জলা মৃত্তিকা হইতে একরূপ বাষ্প উদ্গত হয়। বিগলিত ঔদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে ঐ বাষ্পের জন্ম। রাসায়নিক বিসমাস দ্বারা (chemical analysis) উহাতে কার্বনিক্ এসিড্, নাইট্রোজেন্ এবং কার্বিউরেটেড্ হাইড্রোজেন্ উপলব্ধি হইয়াছে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে লানসিসাই নামক একজন ইটালীয় পণ্ডিত ঐ বাষ্পকে মার্শ মায়স্‌ম নামে নির্দ্দেশ করেন। জলামৃত্তিকায় এই রোগোৎপাদক বিষের অধিক প্রাচুর্ভাব, এজন্য উক্ত সুধীবর উহাকে এ প্রকার নাম দিয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ দোষান্বিত বায়ু। (ম্যালা মন্দ, এরিয়া বায়ু)।

আমরা কিন্তু এই বিষের যথার্থ প্রকৃতি সম্যক্‌রূপ অবগত নহি; সুতরাং ইহার উপযুক্ত নামকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জলা মৃত্তিকা ভিন্ন পরিষ্কার শুষ্ক স্থানেও আমরা ম্যালেরিয়ার বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাই। বর্দ্ধমান এবং বীরভূম প্রদেশে সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাচুর্ভূত হইলে আমরা দেখিয়াছি কি শুষ্ক সুবিস্তীর্ণ পরিষ্কার উচ্চ ভূমি, কি ঋজু তরুরাজি সমাকীর্ণ আর্দ্র নিম্ন স্থল, ম্যালেরিয়া তুল্য ভাবে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছিল। বাস্তবিক আমাদিগের নিম্ন বঙ্গভূমির মৃত্তিকা চিরকাল আর্দ্র এবং অধিকাংশ পল্লীই নিবিড় বনে পরিবৃত। বর্ষাকালের জল বহির্গত হইবার উত্তম নরদামা পল্লীগ্রামে নাই। সুতরাং প্রতি বৎসর রাশি রাশি পত্রাদি গলিত হইয়া থাকে। এ প্রকার আর্দ্রতা ও গলিত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলেও, যে ম্যালেরিয়া এক্ষণে আমাদিগের জীবনতন্তুর সূত্রানুসূত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাদিগকে হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ করিতেছে, বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে সেই ম্যালেরিয়া নামের বিন্দু বিসর্গও আমরা অবগত ছিলাম না। ইহাতে বিবেচনা হয় আর্দ্রতা ও গলিতপদার্থ ভিন্ন আরও কিছু বিষোৎপাদক বস্তু আছে।

যেমন পুত্রের সম্বন্ধে জন্মদাতার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কতকগুলি পীড়ার সম্বন্ধে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব আছে। অতএব কোন্ ব্যাধিগুলি ম্যালেরিয়া সম্ভূত এবং কোন্ সময়ে দেশ ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ হয়, ইহা কার্য্যতঃ আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইলেও বাক্যে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ডাক্তার পার্কস্ কহেন যে, কোন স্থানের জল বায়ু

অস্বাস্থ্যকর হইলে সামান্যতঃ তাহাকে ম্যালেরিয়াপ্রধান কহিতে পারা যায়। যখন কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর হয়, এককালে বহুসংখ্যক লোক পীড়িত হইতে থাকে এবং ব্যাধিসমস্ত পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য দেহকে বারম্বার আক্রমণ করে, তৎকালে সেই দেশকে ম্যালেরিয়াপূর্ণ এবং সেই সকল পীড়াকে ম্যালেরিয়াজনিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়াজনিত সমস্ত ব্যাধিই সপর্য্যায়নিয়মাধীন।

সকল প্রকার জ্বরেরই কারণ এক একটী বিশেষ বিষ। বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে জ্বরের বিষয় বিবৃত হইবে, ম্যালেরিয়া তাহার মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ম্যালেরিয়া বিষ অন্য স্বয়ংস্রাত জ্বরের বিষ হইতে কি প্রকার বিভিন্ন ইহা হৃদ্গত হওয়া সুকঠিন। রোগোৎপাদক বাহ্যবিষয়ক কারণগুলি কিরূপ পদার্থ, তাহাদিগের প্রকৃতিই বা কিরূপ এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকার ক্রিয়া করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে, তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ। একমাত্র ম্যালেরিয়া হইতে কত প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুত্রাপি প্রচণ্ড বা ঈষৎ মস্তক বেদনা, কোথাও উদরাময়, কোন স্থলে প্রবল জ্বর এই বিষের ফল স্বরূপ দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত ডাক্তার গুডিব্ প্রফেসর্ মেক্লিন্‌কে বলেন যে কলিকাতা রাজধানীতে তিনি যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে রক্তাতিসার (Dysentery) এবং স্বল্পবিরামজ্বর (Remittent Fever) সর্ব্বদা এ প্রকার তুল্য লক্ষণাক্রান্ত দৃষ্ট হয় যে রোগনির্ণয়কালে তিনি কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন, তাহা বলিবার নহে। কি জন্য যে ম্যালেরিয়া এক ব্যক্তির দেহে উদরাময় এবং অপরের দেহে জ্বর উৎপাদন করে, এতদনুধাবনে আমরা সমর্থ নহি। যাহা হউক, ম্যালেরিয়ার এই একটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যেসমস্ত রোগ এই বিষে উদ্ভূত হয়, তাহা সপর্য্যায় নিয়মাবদ্ধ। পরন্তু টাইফএড্, টাইফস্, সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বরের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভিন্ন ভিন্ন জ্বরোৎপাদক বিষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

পুষ্টিজনক আহারীয় দ্রব্যের অভাব এবং নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালন শূন্য অপ্রশস্ত গৃহমধ্যে বহুজনের একত্র বাসনিবন্ধন নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ু টাইফস্ জ্বরের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

আলু উৎপন্ন হয় নাই, সেই হেতু পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্য না পাইয়া বহুসংখ্যক লোক এই জ্বরে পীড়িত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের পরেও এই জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ইহার প্রভাব অতিশয় প্রবল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত খণ্ডে এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এই জ্বর সর্ব্বদা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। দরিদ্রদিগের স্বচ্ছন্দবাসোপযোগী প্রশস্ত গৃহ নাই এবং খাদ্য সামগ্রীও মিলে না এইহেতু এই ব্যাধি সর্ব্বদা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

১৭৫৬ খ্রীষ্ট অব্দে ২১ এ জুন মাসে কলিকাতায় অন্ধকূপে যে সমস্ত লোক আবদ্ধ থাকে, তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন পর দিবস জীবিত ছিল। অতঃপর ইহাদিগের অনেকেও টাইফস্ জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কারখানাবাটী এবং তার মধ্যে বিস্তর লোক একত্র সমবেত হয় বলিয়া এই পীড়ার তথায় সবিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। লিবরপুল্ এবং গ্লাস্গোর গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্নরূপে নির্ম্মিত হইত, এজন্য টাইফস্ জ্বরের সর্ব্বদা প্রাদুর্ভাব হইত। ১৮৫১ খ্রীষ্ট অব্দে পার্লেমেণ্ট সভা তাহার প্রতিবিধান করেন, এইহেতু পীড়ার অনেক লাঘব হইয়াছে।

এই জ্বর অত্যন্ত সংক্রামক। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহা পিউট্রিড্ পেষ্টিলেন্সিয়াল, জেল, জাহাজ ও হাঁসপাতাল জ্বর নামে নির্দ্দেশিত হয়। অনন্তর ডাক্তার সাবেজ্ ইহার টাইফস্ জ্বর নাম দেন। প্রাচীনকালে হিপ্পোক্রেটিস্ একরূপ চৈতন্যহারক ব্যাধির এই নাম করণ করিয়াছিলেন।

টাইফএড্ জ্বর, সকল অবস্থার লোককেই আক্রমণ করিয়া থাকে। কি হতভাগ্য দীন হীন দরিদ্র ব্যক্তি কি অতুল সম্পত্তিশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ পাপ জ্বরের হস্ত হইতে কাহারও কোনক্রমে অব্যাহতি নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ আল্বার্ট এই পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৮৪১ ও ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্স রাজ্যে টাইফএড জ্বরে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে তদ্দেশীয় বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিকৃত পানীয় জল, অপরিষ্কৃত পল্বলের বাষ্প, দূষিত পুরীষের দুর্গন্ধ এ জ্বরের প্রধান কারণ। ডাক্তার উইলিয়ম বাড্ কহেন, টাইফএড জ্বরাক্রান্ত রোগীর বিষ্ঠার সংস্রবে উহার বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। ডাক্তার মার্চিসন বলেন দুর্গন্ধ নরদামার বিগলিত পদার্থ হইতে এই বিষ

উদ্ভূত হয়। যে প্রণালীতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে ম্যালেরিয়া এবং টাইফএড জ্বরের বিষ একই পদার্থ। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর ও টাইফএড জ্বর বোধ হয় একজাতীয় ব্যাধি। ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ এবং প্রাদুর্ভাবের সময় সর্ব্বত্র একরূপ। চার্লস মেয়ো বিস্তর অনুসন্ধানের পর বলিয়াছেন, পাটোমাকের সেনাগণের সবিরাম জ্বরে টাইফএড জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। গাত্রে আরক্তিম কণ্ডু, উদরাময়, সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিসকলের প্রদাহ তিনি বিশেষরূপে দেখিয়াছেন। ফ্রান্সে টাইফএড জ্বরের প্রাক্কালে অনেক স্থলে সবিরাম জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ট্রোসো বলেন, ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে টাইফএড জ্বর প্রথমাবস্থায় সবিরাম জ্বরের ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ডাক্তার ডেবিস কতকগুলি সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের চরমকালে সমস্ত টাইফএড লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। ইটালির প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কেসোরেটি বলেন, তিনি সবিরাম জ্বরাক্রান্ত রোগীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পাকস্থলীর বিকৃতভাব দর্শন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ফ্লিণ্ট্ কহেন আমেরিকার কোন কোন খণ্ডে ম্যালেরিয়ার প্রভাবজনিত প্রকৃত টাইফএড জ্বর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিত, এমন কি সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বর হইতে উহাকে ভিন্ন বলিয়া নির্ব্বাচন করা যাইত না। বফেলো ও লুবিলি নগরে তিনি স্বয়ং এপ্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। সবিরাম জ্বর ও টাইফএড জ্বরের পরস্পর যে নিকট সম্বন্ধ আছে, ডাক্তার হার্লি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহেন সবিরাম জ্বরের সঙ্গে টাইফএড জ্বরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই উভয় জ্বরের একতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী প্রত্যক্ষ কারণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

১। বিগলিত পদার্থোদ্ভূত দূষিত বায়ু উভয় জ্বরের কারণ।

২। উভয় জ্বরই শরৎ ও গ্রীষ্মকালে কিয়ৎপরিমাণে প্রবল হয়।

৩। উভয় জ্বরেই প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহাদের গুণেরও একরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বরের সঙ্কটাবস্থায় টাইফএড লক্ষণ এবং টাইফএড জ্বরের সহজ অবস্থায় সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৫। পীড়া যদি কঠিন হয়, উভয়েরই স্থায়িত্বকাল একরূপ।

৬। উভয় প্রকার জ্বরেরই পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

বিগলিত পদার্থপূর্ণ দুর্গন্ধময় হ্রদ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই টাইফএড জ্বরের কারণ। পরিস্কৃত শুষ্ক স্থানেও যদি ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে টাইফএড জ্বর উৎপন্ন হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতাদি সমাকীর্ণ নিম্ন জলাসৃত্তিকার ঐ সকল গলিত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের জঙ্গলাদি কর্ত্তন ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিয়া দিলেও দুর্গন্ধ নরদামা থাকিলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের স্থলে টাইফএড জ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকে। বোধ হয় যদি গুল্মাদি উৎপাটন ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নরদমা, পানীয় জল ও আবাস গৃহ সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাহা হইলে টাইফএড জ্বর এককালে নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া পদার্থ কি, তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের বিস্তর অনুশীলন করিয়াছেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন জান্তব ও ঔদ্ভিজ্জ পদার্থ বিগলিত হইয়া এক প্রকার বিষময় বাষ্প উৎপাদন করে। কিন্তু এই বিষের উৎপাদন বিষয়ে মৃত্তিকারও উপযোগিতা আছে। যে কোন মৃত্তিকা হউক, ঐ সকল গলিত দ্রব্য সঞ্চিত থাকিলেই যে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হয় এরূপ নহে, যে মৃত্তিকায় যে গুণ থাকিলে অধিক পরিমাণে রস আকৃষ্ট হয়, সেই স্থানই ম্যালেরিয়ার উৎপাদক।

ডাক্তার সালিসবারি অনেক পরীক্ষার পর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পালমেলি নামক উদ্ভিজ্জের কণা অথবা বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর উদ্ভূত হয়। মেলেরিয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির লালা ও মূত্রে অনুবীক্ষণ দ্বারা ঐ পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। মেলেরিয়া পরিশূন্য সুস্থ স্থানে লাল ও প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ওরূপ পদার্থ উপলব্ধ হয় নাই। পাল্‌মেলি মণ্ডিত ভূমির উপরিভাগের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সুস্থদেশে আনয়ন করিয়া একটী গবাক্ষদ্বারে সংস্থাপন পূর্ব্বক দুইজন যুবাপুরুষকে সেই গৃহ মধ্যে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। একজন দ্বাদশ দিবসে এবং অপর ব্যক্তি

চতুর্দ্দশ দিবসে জ্বরাক্রান্ত হয়। তৎকালে সেই পরিবারের অন্যান্য সকলে সুস্থকায় ছিল। এই ফলপুষ্পবিহীন অসামান্য উদ্ভিজ্জ অন্ননালী হইতে শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত হইতে পারে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের আমেরিকান জর্ণাল অব মেডিকাল সাএন্সেস নামক পত্রিকায় এই বিষয় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ডাক্তার মিচেল এবং ডাক্তার রিচার্ডসন বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া মুক্তসংশয় হইয়া সালিসবারির মতের পোষকতা করিয়াছেন। জলামৃত্তিকায় বর্ষা ও শরৎকালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এবং শুষ্ক স্থানে গ্রীষ্মকালে উহার অসদ্ভাব দেখিয়া উক্ত মত সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রফেসর সালিসবারি স্থির করিয়াছেন কষ্টিক লাইম দ্বারা ঐ উদ্ভিদ বিনষ্ট হইতে পারে।

ডাক্তার মেটকাফ বলেন, নিম্ন জলাভূমিতেই মেলেরিয়ার প্রভাব অধিক। ৬০ ডিগ্রীর ন্যূন সন্তাপে উহার বিক্রম বৃদ্ধি পায় না এবং ৩২ ডিগ্রী সন্তাপে ইহার তেজ হ্রাস হয়। পৃথিবীর মধ্যভাগে ও সমুদ্রকূলে ইহা অতিশয় প্রবল। বৃহদ্বৃক্ষ ও উচ্চ তরুরাজি সমাকীর্ণ গহন এই বিষের বেগ প্রতিরোধ করিয়া থাকে। বায়ুর স্রোতে ইহা দুই তিন ক্রোশ নীত হইয়া থাকে। যদি কোন সুস্থ স্থানের মৃত্তিকা খনন করা যায়, সেখান হইতেও ইহা উদ্ভূত হয়। ইহা বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত ও নীত হইয়া সুস্থস্থানের জলে মিশ্রিত হয় দেখা গিয়াছে।

যে স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতায় সমাচ্ছন্ন, যেখানে ভগ্নশাখা, পতিত পত্র, কীট ও পতঙ্গাদি জমিয়া থাকে, যেখানকার মৃত্তিকা সরস এবং বর্ষার জল উত্তমরূপ নির্গত হয় না, সেই স্থানে ঐ সমস্ত দ্রব্য পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে। আমাদিগের দেশের তত্ত্বদর্শী প্রাচীন ঋষিগণও পীড়ার এইরূপ কারণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অত্রিপুত্র ভগবান পুনর্ব্বসু প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিতেছেন, হে সৌম্য! যে স্থান তৃণ, উলু ও নিবিড় লতাসমূহে সমাকীর্ণ, নষ্ট শস্যের আলয়, যে স্থান বিকৃত গন্ধ ও অধিক ক্লেদাশ্রয় এবং মশক মক্ষিকাদিতে পরিপূর্ণ ও যে স্থান কুজ্ঝটিকাযুক্ত বায়ুতে পূর্ণ, সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর।

পচা উদ্ভিজ্জাদি যে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে গঙ্গানদীর এবং পুষ্করিণী ও পল্বলাদির জলে,

চীনদেশে নীল ও পীত নদ, আফ্রিকার বায়স ও অরেঞ্জ নদ এবং আমেরিকায় আমেজন ও ওরিনোকো নদের জলে প্রতিবৎসর বৃক্ষাদি পচিয়া এই বিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। চীনরাজ্যে হংকং দ্বীপ কেবল গ্রেনাইট প্রস্তরময়। প্রস্তরের খনি খনন করিবার পূর্ব্বে তথায় ম্যালেরিয়ার কোন কথাই ছিল না। গৃহ নির্ম্মাণ জন্য প্রস্তর খনন আরম্ভ করিবার পর অবধি তথায় প্রবল সাংঘাতিক স্বল্পবিরাম জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। সেখানকার মৃত্তিকায় ১০০ ভাগের মধ্যে ২ ভাগেরও ন্যূন জান্তব পদার্থ আছে। ডাক্তার ফ্রিডেল বলেন, গ্রেনাইট অতিশয় জলশোষক পদার্থ উহা সর্ব্বদা অধিক আর্দ্র থাকে বলিয়া উহাতে একরূপ ফাঙ্গাস জন্মিয়া থাকে। ঐ ফাঙ্গাস পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। রেনল্ড মার্টিন বিবেচনা করেন মৃত্তিকায় লৌহমল মিশ্রিত থাকাতে হংকং-দ্বীপ; আরাকান ও আফ্রিকার পশ্চিমকূল অতি অস্বাস্থ্যকর। আফ্রিকার পশ্চিমকূলস্থ সমুদ্র জলের অতি আশ্চর্য্য অপকারিতা শক্তি আছে। জাহাজের তলায় যে তামামোড়া আছে, তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন তত্রত্য আগ্নেয় পদার্থই এই ঘটনার কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল চিরকালই সুস্থ স্থান। কৃষিকর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ খাল খনন করাতে এক্ষণে অনেক স্থলে ম্যালেরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পর্ব্বতের তরাই সর্ব্বত্র অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। জলামৃত্তিকাই হউক অথবা তৃণশূন্য বালুকাময় মরুভূমি হউক, নিম্নে দৈহিক পদার্থ সঞ্চিত থাকিলে উহা পচিয়া মেলেরিয়া বিস্তার করে। কিন্তু এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই, যে কোন স্থানে হউক কেবল দৈহিক ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত থাকিলেই যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। ঐ সকল দ্রব্য পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হওয়া চাই। আর্দ্রতা ও সন্তাপ ব্যতিরেকে ঐ সকল পদার্থ পচে না। এই কারণে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, বর্ষার জলে ও সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল পদার্থ পচিয়া শরৎকালে ম্যালেরিয়া বিস্তার করিয়া থাকে। ডাক্তার পেন মেথেও ইলিয়ট ও কর্ণাল হেগ প্রভৃতি হুগলী মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের জ্বরের নিদান নির্ণয় সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন (১) রাজা দিগম্বর মিত্র মেলেরিয়ার যে কারণ অনুমান করেন এবং প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী ডাক্তার ওল্ডহাম ইহার যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)

(১) Dr Hunter's Gazetteer. Vols. 3 & 4.

(২) C, w, Oldham's what is malaria ?

সেগুলি একত্র করিয়া যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যিনি যে ভাবে মত প্রকাশ করুন, সকলের মতেই ম্যালেরিয়ার একই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে যে স্থানে ম্যালেরিয়া প্রবল ছিল ও অদ্যাপি যে যে স্থানে উহা বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মেলেরিয়ার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায়। ৩০০ বৎসর গত হইল মালদহে অতিশয় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। উক্ত নগর বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সন্নিহিত জনপদের জল বহির্গত হইতে পারিত না, তাহাতেই ঐ জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল (৩)। মিরট প্রদেশে ১৮৬৫ অব্দের পর অবধি উক্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ডাক্তার ময়ার কহেন সুন্দররূপে জলনির্গম না হওয়াতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে (৪)। মজঃফরপুরে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার বাড়াবাড়ি হয়। খাল খনন ইহার প্রধান হেতু বলিয়া এক্ষণে স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ঐ খাল খননের পুর্ব্বেও ঐ অঞ্চলে ঐ জ্বরে মহামারী হয়। ১৮১৭ ও ও ১৮৪৩ খ্রীঃঅব্দের ম্যালেরিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে যার'পর নাই কষ্ট দিয়াছে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের জ্বরের কারণানুসন্ধানকারী মহোদয়েরা স্থির করিয়াছেন যে, দূষিত পানীয় জল পান ও প্রাচীন ভরাট নদীর জল নির্গমের অভাবই এই জ্বরের হেতু।

রাসায়নিকেরা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিয়া উহাতে জলীয় বাষ্প, কার্বনিক এসিড্, এবং কোন কোন স্থলে সাল্ফিউরেটেড্ হাইড্রো-জেন্ দর্শন করিয়াছেন। ডাক্তার পার্কস্ কার্বিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কদাচিৎ কেবল হাইড্রোজেন্ ও এমোনিয়া এবং ফাস্ফোরেটেড্ হাইড্রো-জেন্ বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার ঔদ্ভিদ পরমাণু, কীটাণু, জলকীট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কটানুরূপ কীট দৃষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বত্র নিম্নভূমিতেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রভাব এবং মৃত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার মেকলে বলেন ইটালিতে কারখানা মধ্যে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা প্রায় ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু যাহারা ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে,

(৩) Digambar Mitter's Epedemic Fever of Bengal.

(৪) Atkinson's Gazetteer Vol, 3.

তাহারা বারম্বার ম্যালেরিয়া জনিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে। লারোষ কহেন ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিবন্ধন ইহা মৃত্তিকা সন্নিধানে থাকে; এবং শৈত্যদ্বারা ঘনীভূত হইয়া রাত্রিকালের বায়ুতে অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। এই জন্য উচ্চ স্থানে বাস, উচ্চাসনে শয়ন ও উপবেশন করিলে এবং রাত্রিকালের, সন্ধ্যার ও প্রত্যূষের বায়ুসেবন পরিত্যাগ করিলে, দেহে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। ডাক্তার পার্কস্ অনুমান করেন, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ৫০০ ফিট্ এবং উষ্ণপ্রধান দেশে ১০০০ হইতে ১৫,০০ ফিট্ উর্দ্ধে এ বিষ উঠিতে পারে। কিন্তু ৫০০০ ফিটের উর্দ্ধেও অনেকে ইহার প্রভাব দেখিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া জনিত বিষ যে সংক্রামক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুস্থ ব্যক্তি যদি সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির শয্যায় শয়ন করে স্বল্পদিবসের মধ্যেই জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। গৃহমধ্যে দুর্গন্ধ লালার আঘ্রাণে সবল ও সুস্থ ব্যক্তির জ্বর হইতে দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ এ কথা বলিতে পারেন তত্তৎ স্থলের দূষিত বায়ুই ঐ জ্বরের কারণ, তদুত্তরে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, দূষিত বায়ুই যদি কারণ হইল, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পীড়া হইল না কেন? দূষিত বাষ্প যে নানাবিধ ব্যাধির কারণ, তাহা দেহতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব যখন ঐ সকলস্থলে জ্বরদূষিত বায়ু সেবন করিয়া জ্বর রোগ উৎপন্ন হইল, তখন উক্ত জ্বরের সংক্রামকতাই যে তাহার কারণ তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ম্যালেরিয়াবিষ মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইলে নানাপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কাহারও ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা, মস্তকঘূর্ণন, হস্ত পদ ও পৃষ্ঠদেশের পেশিমণ্ডলের অসুখানুভব, হস্ত পদের গ্রন্থিতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বেদনানুভব, পরিশ্রমে অনুৎসাহ, ভোজনে অনিচ্ছা, সমুদায় অঙ্গের শৈথিল্যভাব, মধ্যে মধ্যে ললাটদেশে বেদনাবোধ, রাত্রিকালে সুচারু নিদ্রার অভাব, কোষ্ঠের অশুদ্ধি, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবের স্বল্পতা প্রভৃতি নানরূপ উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন শরীর মধ্যে এককালে অধিক বিষ প্রবেশ করিলে জলবৎ বিরেচন এবং আহারীয় দ্রব্যের পিত্তসহ বমন হইয়া রোগী বিষভোজীর ন্যায় বিবশভাবে শয্যাশায়ী হয়।

কখন কখন ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে ছাগ, মেষ, মহিষ, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকেও ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে দেখা যায় না। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পশুদিগের শরীর মধ্যে মধ্যে কম্পিত হয়, আহারে এককালে অনিচ্ছা জন্মে এবং প্লীহা বাড়িয়া উঠে, তাহাতে তাহাদিগকে পঞ্চত্ব পাইতে দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব। অনেকবার সেখানকার বন্য পশুগণ এককালে বিনষ্ট হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া বিবিধ দুঃসাধ্য রোগের প্রসূতিস্বরূপ। সবিরাম ও স্বল্প-বিরামজ্বর, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, উদরাময়, স্নায়ু ও শিরঃশূল, বাতবেদনা, রক্তাতিসার প্রভৃতি পীড়া সমূহও এই বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার আর এক মহৎ দোষ এই ইহা একবার শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপোৎপাদিকা শক্তি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য বায়ুর সামান্যরূপ পরিবর্ত্তনেই দেহ রোগগ্রস্ত হয়। ফলতঃ শরীর একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এই প্রবাদ বাক্যটীকে অযর্থ করিয়া তুলে। যাবৎ প্রকৃত ম্যালেরিয়া পদার্থের নিদান নিরূপিত না হইতেছে, তাবৎ এই পাপ বিষ বিনাশের প্রকৃত উপায় কি, তাহাও নির্ণীত হইতেছে না। তবে যে যে কারণ গুলিকে আপাততঃ ম্যালেরিয়ার উৎপাদক বলিয়া স্থির করা হইয়াছে সেগুলির নিরাকরণ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া বিধেয়। বাসগ্রামগুলিকে সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। যে যে গুল্ম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তন্নিম্নে প্রায়ই রসসঞ্চার হয় তাহাতে বায়ুকে দূষিত করিয়া তুলে, সেই দূষিত বায়ু সঞ্চারিত হইয়া পীড়ার উৎপাদন করে, এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতা গুল্মাদির অঙ্কুরণ কালে তাহার উন্মূলন করা কর্ত্তব্য। লোকালয় মধ্যে বৃষ্টির জল যেন জমিয়া না থাকে এবং পচা দ্রব্য, পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় পল্বল যেন কিছুতেই না থাকিতে পায়। আবাস গৃহ গুলি যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার রাখিতে হইবে। শয়ন ও উপবেশন স্থানগুলি মৃত্তিকা ছাড়িয়া যত উচ্চ হইবে ততই মঙ্গল। গৃহমধ্যে ও গ্রামের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করা উচিত। উপসংহারে বক্তব্য এই, স্বাস্থ্যরক্ষার এইরূপ যে সমস্ত উপায় ও নিয়ম আছে, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী

হইলে অনেক অংশে ম্যালেরিয়া জনিত ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও তাহার ইতিবৃত্ত।

বিজ্ঞানপ্রভাবে জগতের যে কত অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় মহোপকার লাভ হইয়াছে, গণনা করিয়া তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবযান, কামান, বারুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষণ অবলোকন করিতেছি, সে সমুদয়ই বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল। সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রুমের একটী প্রধান আলোচনীয় বিষয়। কল্পদ্রুম পাঠকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া কোন কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের মনের বাঞ্ছা। অদ্য দুই একটী বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। বারুদ। বারুদ অথবা বারুদের ন্যায় কোন পদার্থ বহুকালাবধি জনসমাজে পরিজ্ঞাত আছে। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে জেণ্টুর নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। তাহাতে উক্ত আছে হিন্দুস্থানবাসিরা বহুকাল পূর্ব্বে বারুদের বিষয় জানিতেন। নবম শতাব্দীতে মার্কস গ্রিক্স দুই প্রকার বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উভয়েরই উপাদানঃ—এক সের অঙ্গার, অর্দ্ধসের গন্ধক, এবং ৩ সের সোরা, এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই তাহা প্রস্তুত হইত।

ইহার তিন শতাব্দী পরে ফ্রায়ার বেকন বারুদ প্রস্তুত করেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ও কার্য্যপ্রণালী জনসমাজে প্রচার করিয়া দেন। ১৩৮০ খ্রীঃঅব্দে ভিনিসবাসীরা বারুদ লইয়া জিনোইজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সার্ভাণ্টিসের ডনকুইকসোটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মিল্টনের প্যারাডাইজ্ লষ্ট, ডিনসুইফটের গলিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও মার্চ্চিষ্টনের নেপিয়রে বারুদের বিষয় দৃষ্ট হয়। সার আইজাক নিউটন প্রভৃতি পূর্ব্বকালের বিখ্যাত পণ্ডিতগণও বারুদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বারুদ বহুকাল অবধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

২। কামান। কামানের প্রথম সৃষ্টি কবে হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ১২১৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কেহ কামানের বিষয় জানিতেন ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ অব্দে জঙ্গিস খাঁ যখন ভারত আক্রমণ করেন,

তিনি কামানের ন্যায় কার্য্যকারী এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত নলে বারুদ পুরিয়া কতকগুলি মনুষ্য হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাতার বা চীনবাসীরা কামানের বিষয় জানিত না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনদেশীয় মুর বা আরবীয়েরা বারুদ ও কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। আবু আবদালা প্রণীত ক্রণিকা ডি এস্পানা নামক গ্রন্থে কামানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণাডাধিপ যখন এলিকান্ট অবরোধ করেন, তৎকালে কামানের ন্যায় এক পদার্থ মধ্যে বারুদ ও গুলি পুরিয়া দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিয়াছিলেন। ১৩৪২-৪৩খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টাইলের রাজা একাদশ এলেঞ্জো আলজিরিয়া আক্রমণকালে রণস্থলে বন্দুক ও বারুদ লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা হিউম, ক্রেসির ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনাবসরে উল্লেখ করিয়াছেন ৩য় এড্ওয়ার্ড কামানের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষেই কেবল কামান ছিল, ফরাসি পক্ষে ছিল না। * কিন্তু এই যুদ্ধের সমকালীন গ্রন্থকর্ত্তা ফ্রাইসার্ট এই কাণ্ড স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে ইতিহাস লিখিয়া যান এবং উভয় পক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের যে তালিকা দেন, তাহাতে কামানের কথার উল্লেখ নাই। হিউমের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে টমাস নামে এক ব্যক্তি ঐ যুদ্ধের বর্ণন সময়ে অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের নাম করিয়াছেন কিন্তু কামানের প্রসঙ্গ করেন নাই।

১৪০০ খ্রীঃ অব্দে এক প্রকার কামান প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি লিস-বন নগরের ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জুইলিয়াডা ব্যারার দুর্গে আছে। ইহা ২০ ফুট ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ, ইহা হইতে ১০ এক মণ দশ সের ওজনের গোলা নিক্ষেপ করা যায়। ইহার ডলফিন, রিং বা তলা কিছুই নাই। ইহা এক অদ্ভুত প্রকারের কামান এবং এক নূতন ধাতুনির্ম্মিত। ইহার উপরে ভারতবর্ষীয় অক্ষরে কিছু লেখা আছে। কি লেখা আছে ও কোন্ ভাষায় আছে, তাহা পড়া যায় না।

পূর্ব্বকার লৌহনির্ম্মিত একটী কামান লণ্ডন টাউয়ারে, ২ টী উলউইচে, এবং একটী লিসবন নগরের ভাণ্ডারে অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী এলিজাবেথের পকেট পিস্তল ছিল। ডেভিল নামে একটী কামান ফরাসি দেশের বইলিডক নামক স্থানে আছে। মাউন্টসমেগ নামক একটী ৮০ পাউণ্ডের কামান এডিনবরা নগরে ছিল। অলিভার ক্রমওয়েল এক প্রকার ৪০ পাউণ্ডের কামান লইয়া যুদ্ধ করেন, তাহা গ্রপসায়ারের অন্তর্গত টং দুর্গে ছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে কামান নিতান্ত আধুনিক নয়।

কল্পদ্রুম।

১৮৭৮ রের ৯ আইন।

প্রাচীন কালে গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার বিষয়ে বিধি নিষেধ ছিল কি না?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডেও পুস্তকাদি প্রচার সম্বন্ধে নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন এথেন্স ও রোমের ন্যায় ইংলণ্ডও গ্রন্থ-সংহার-বিষয়ে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। অষ্টম হেনরীর রাজত্ব সময়ে সকল প্রকার গ্রন্থই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে ক্যাথলিক গ্রন্থ সমূহ, মেরীর শাসন সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট গ্রন্থাবলী, এলিজাবেথের আধিপত্য সময়ে রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ এবং প্রথম জেম্‌স ও তাঁহার পুত্রদিগের প্রভুত্বকালে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থসকল দগ্ধ করা হয়। এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ প্রকাশকের প্রতি অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি একজন গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন! (কারণ গ্রন্থকার ঐ হাত দিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন) এবং অন্য একজন গ্রন্থকর্ত্তার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দেন।*

প্রথম চার্লসের সময় ইংলণ্ডে পুস্তক মুদ্রণের অনুমোদন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে পরীক্ষকগণ যে সকল পুস্তক দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সে সমুদায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। এই সময়ে ইংলণ্ডে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত আরম্ভ হয়, ঘাতকের কঠোর কুঠারাঘাতে প্রথম চার্লস মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং ষ্টুয়ার্ট বংশীয়ের রাজত্বের উচ্ছেদ হইয়া সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব সময়ে পুস্তকাদির প্রচার ও মুদ্রণকার্য্যে লোকের স্বাধীনতা হয়। কবিকেশরী মিল্টন তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হন। তাঁহার উত্তেজনা, তাঁহার যুক্তি ধারা, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার লিপি চাতুরী ইংলণ্ডীয়দিগের হৃদয়কে অতিশয় আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তদানীন্তন পুস্তক পরীক্ষক মাবটের হৃদয়ে

---

* D' Israeli's " curiousities of literature."

এমন উদার ভাব সঞ্চারিত হইল যে মাবট স্বকার্য্য পরিত্যাগার্থী হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজের অধিনায়ক ক্রমওয়েলের নিকট আবেদন করিলেন। এই জন্য কিছু কাল পুস্তকাদি পরীক্ষার সম্বন্ধে কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। কালক্রমে সাধারণতন্ত্রের বিলয় হইল, কালক্রমে ষ্টুয়ার্ট বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইল। দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের রাজপদে সমাসীন হইলে, এই পরীক্ষার সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয়। এই নিয়ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকের পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ২০ জনকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। ইহারা যথানিয়মে জামিন দিয়া মুদ্রণকার্য্য সম্পাদন করিত। লণ্ডন, ইয়র্ক, এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন স্থানে পুস্তক মুদ্রণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। অননুমোদিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মুদ্রাকর প্রভৃতির উপর কঠোর দণ্ড প্রযোজিত হইত। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত এই আইন তিন বৎসর কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহার পর আবার দুইবার এই আইন অনুসারে কার্য্য হয়। আইন প্রচলিত হইলে পর সার রজার ষ্ট্রেঞ্জ নামে এক জন বিখ্যাত পুস্তকলেখক পুস্তক পরীক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ইহাঁর সূক্ষ্ম পরীক্ষার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ইনি মিল্টনের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যের দুই এক পঁক্তিরও দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন। †

এই পরীক্ষা-প্রণালী তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই তৃতীয় উইলিয়মের শাসন কালেই ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে ইংলণ্ডের উদার শাসনপ্রণালীর গুণে ও উদার মতের প্রতিপোষক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় উক্ত বিধি বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রাযন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের এই স্বাধীনতা ইংলণ্ডের উদার রাজনীতির একটী প্রধান ফল। এই স্বাধীনতার গুণে সকল প্রকার পুস্তক, সকল প্রকার সংবাদপত্র ও সকল প্রকার সাময়িকপত্র মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ড এই স্বাধীনতার বলে অনেক বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিয়া মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তীব্র তেজে নিজ গৌরব প্রকাশ করিতেছে এবং সুসভ্য জাতির সমক্ষে আপনার

† Hallam's constitutional History of England, vol. II 167-169.

সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে এত উন্নত হইয়া সমাজের বাকযন্ত্র রূপে পরিণত হইতে পারিত না। চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা একখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা রোম নগর নির্ম্মাণের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্রখানিকেই পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ পত্রের আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্টের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে রোমে " একটাডায়ারনা " নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয় (১)। এই সংবাদপত্রে রোমের সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইত (২)। কিন্তু মুদ্রা-যন্ত্রের অভাবে খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাময়িকপত্রের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। খ্রীষ্টের পরে ইতালীতে যে সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হয়, তাহার নাম "নোটি জি স্ক্রিটি," ইহা প্রতিমাসে বেনিস নগর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর বেনিসে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে "গেজেট" (৩) নামে আর একখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে গেজেটের বহুলপ্রচার হইবে এই শঙ্কা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার মুদ্রণকার্য্য স্থগিত রাখেন। সুতরাং "গেজেট " " নোটি জি স্ক্রিটির " ন্যায় হস্তলিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এ সকল সংবাদপত্রের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। ইংলণ্ডে

(১) Grant's Newspaper Press. Its origin—Progress—and present position, I. 2—6.

(২) এই সংবাদপত্রস্থিত সংবাদের একটী নমুনা দেওয়া যাইতেছে। রোম নির্ম্মাণের ৫৮৫ বৎসর পরে এপ্রেল মাসে এক্টাডায়ার্ণায় এই সংবাদটী লিখিত হয়:—" সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোলাটাইন পর্ব্বতের এক অংশে বজ্রপাত হইয়া একটী ওক বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্গার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ সীমায় দাঙ্গা হয়, তাহাতে একজন বিশ্রামগৃহরক্ষক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। মাংস-বিক্রয়িগণ ওবারসিয়ারের অপরীক্ষিত মাংস বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া মাজি-ষ্ট্রেট তার্ডিনিয়স তাহাদের জরিমানা করিয়াছেন। এই জরিমানার টাকা তেলাস দেবীর মন্দির সংলগ্ন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) একরূপ মুদ্রার নাম " গেজেটা " একটী " গেজেটা " দিলেই লোকে সংবাদপত্র পড়িতে পাইত। এজন্য " গেজেটা " মুদ্রার নামানুসারে সংবাদপত্রের নাম " গেজেট " হয়।

মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার আধিপত্য সময়ে "লণ্ডন গেজেট" "অবজারবেটর" প্রভৃতি নামে যে সমস্ত সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ও বিনিসীয় গেজেটের অনুরূপ ছিল। ফলতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অভাবে কোন সাময়িক পত্রই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। পরে কালের পরিবর্ত্তনশীল লহরীলীলার প্রভাবে সভ্যতা ও উদারতা যখন মানব সমাজে পরিপুষ্ট হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপন করিল, সেই সময় অবধি সংবাদ পত্রের উন্নতি ও তন্নিবন্ধন সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হইল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সভ্যতার ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতেও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা হয়। যে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত প্রতাপ বিশাল বারিধি লঙ্ঘন করিয়া, সমুন্নত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, ভয়াবহ অরণ্য অতিবাহন করিয়া সকল স্থানে আপনার স্বাধীনতার বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছে, সেই ইংলণ্ডের প্রতাপ প্রথমে ধীরে ধীরে ভারতের একদেশে প্রবেশ করিয়া নীরবে গতি প্রসারিত করে এবং বাধা প্রভাবে প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া শেষে ভারতের সমস্ত অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া আপনার অসীম ক্ষমতা বিকাশিত করিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নবীন উপাদানে নবীনতর করিয়া তুলিয়াছে। আজ যে উন্নতির তরঙ্গ ভারতের চারি দিকে নৃত্য করিতেছে, সেই উন্নতির মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। অন্য কোন সভ্যদেশের সভ্য গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা সপ্রমাণ করিবার এমন আর ছুটী দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায় না। যে ইংরেজ এক সময়ে সামান্য বণিক বেশে আসিয়া কয়েকটী সম্মোহন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নির্জ্জীব ভারতের দুর্ব্বল পদে পরাধীনতার দুর্ব্বহ লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছেন, সেই ইংরেজই অন্য সময়ে সংবাদপত্রে উৎসাহ দান ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া ভারতের অক্ষয় ও অনন্ত আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন এবং আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইংরেজের কৃত এই মহোপকার কখন ভুলিতে পারিব না এবং কখন তাঁহাদের এই উপকারের অসম্মাননা বা অগৌরব করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিব না। আবার এই ১৮৭৮ অব্দে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র লইয়া লার্ড লিটনের

অধিকারে যে এক অযশস্কর কাণ্ড করা হইয়া গেল, তাহাও আমরা কখন বিস্মৃত হইব না।

—:০:—

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

জগতের সৃষ্টিপ্রকরণ লইয়া চিরকাল নানা মতামত ও বহু বাদ বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। নাস্তিকেরা বলে জগৎ সৃষ্ট নয়, কেহ ইহার কর্ত্তা নাই, অনাদি অনন্ত কাল জগৎ এইরূপই আছে। আস্তিকদিগের সম্প্রদায় অনেক। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অগ্রে তাঁহাদিগের কয়েকটী মতের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের প্রধান অবলম্বনীয় মনুর মত শেষে বর্ণিত হইতেছে।

বৈদান্তিকেরা বলেন, পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি। তাহার পর পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে, তাহা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। ক্ষিত্যপ্তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে প্রথমে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ করিয়া, তাহার পর প্রত্যেকের প্রথম অর্দ্ধভাগকে দুই আনা করিয়া চারি চারি ভাগ করা হয়, তাহার পর প্রত্যেকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই দুই আনা অংশ যোগ করিয়া পঞ্চীকরণ হইয়াছে। পৃথিবীকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হউক। সূক্ষ্ম পৃথিবীকে প্রথমে দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ (আট আনা) স্বতন্ত্র রাখিয়া আর এক ভাগকে দুই আনা করিয়া চারি ভাগ করিয়া, অগ্নি বায়ু জল আকাশেরও এইরূপ ভাগ করিয়া শেষে অগ্নির দুই আনা বায়ুর দুই আনা, জলের দুই আনা ও আকাশের দুই আনা এই আট আনা লইয়া পৃথিবীর যে অখণ্ড অর্দ্ধ অংশ আট আনা আছে, তাহাতে যোগ করিয়া স্থূল পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূল জলাদির উৎপত্তি বিষয়েও এইরূপ নিয়ম। (১) পৃথিবীর প্রথম অর্দ্ধকে

(১) তস্মাদেতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। শ্রুতিঃ, পঞ্চীকরণন্তু। আকাশাদিপঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা

দুই আনা করিয়া যে চারি ভাগ করা আছে, সেই চারি ভাগ অপর চারি ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধে সংযোজিত করিয়া প্রত্যেক স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রত্যেক ভূতে অপর চারি ভূতের এক এক অংশ যোগ করিয়া যাঁহারা জগৎ সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনে এই যুক্তির উদয় হইয়াছিল, ঈশ্বর যদি এরূপে সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে একের গুণ অপরে কখন সংক্রামিত হইত না। যথা একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। কিন্তু বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দুটী গুণ হইল। তাহার দুটী গুণ হইবার কারণ এই, সে আকাশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব জনকের গুণ যে শব্দ তাহা পাইল, আর স্পর্শ তাহার স্বাভাবিক গুণ হইল। এইরূপ অগ্নির গুণ শব্দ স্পর্শরূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস; পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হইয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেক ভূতের অংশ আছে বলিয়াই সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গুণ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

নৈয়ায়িকেরা পরমাণুবাদী। তাঁহাদিগের মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ, প্রলয় কালে পৃথিবীর ধ্বংস হইল, ইহার অর্থ এই, পার্থিব পরমাণুগুলির বিশ্লেষ হইয়া গেল, কিন্তু পরমাণুগুলির ধ্বংস হইল না, সেগুলি আকাশে লীন হইয়া রহিল। আবার যখন ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়,সেই পরমাণু গুলির সংযোগ হইয়া স্থূল পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। ঐরূপ প্রলয়কালে বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, জলীয় পরমাণু সকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, জগদীশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়। তাহাতেই স্থূল বায়ু, স্থূল অগ্নি ও স্থূল জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা যাহাকে পরমাণু বলেন, তাহা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের মতে পরমাণু দ্ব্যণুক এসরেণু ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। গবাক্ষ দিয়া গৃহ মধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে তাহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু নয়নগোচর হয়, তাহার নাম এসরেণু। ইহাদিগের মতটী যে কেমন যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সপ্রমাণ করিবার

সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চ ভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং। তদুক্তং দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে। ইতি বেদান্তসারঃ।

নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কোন একটী দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণগুলি একত্র করিলেই ইহাদিগের সৃষ্টির যুক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গ্রীসের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লেতোর মতের সহিত নৈয়ায়িক মতের কতক সাদৃশ্য আছে। তিনি বলেন, ঈশ্বর এরূপ এক পদার্থ হইতে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহার আকৃতি গুণ বা জাতি নাই, কিন্তু তাহাতে যে বস্তু উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা করা যায়, তাহাই উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ পদার্থ নিত্য, তাহার উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। এপিকিউরসের মতেও পরমাণু জগতের কারণ। তিনি বলেন পরমাণু নিত্য পদার্থ, তাহার ধ্বংস নাই।

কোরাণে ও বাইবলে যে প্রকার সৃষ্টি প্রকরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে। বাইবলের মতে ছয় দিনে সৃষ্টি কার্য্য সমাপ্ত হয়; কোরাণের মতেও সৃষ্টি সমাপ্ত করিতে ছয় দিন লাগে। কোরাণে আছে, ঈশ্বর প্রথম দুই দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি, মনুষ্যের উপকারার্থ তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে পর্ব্বত বৃক্ষ নদী ও গো মেষ মহিষাদির সৃষ্টি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসে সপ্ত সর্গ সৃষ্টি করেন। পৃথিবীও সাতটী। হিন্দুশাস্ত্রেও চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ণিত হইয়াছে। সর্গ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অন্ধকার ছিল। ষষ্ঠ দিবসের শেষ ভাগে আদমের সৃষ্টি হয়। সাতটী সর্গ ও সাতটী পৃথিবী উপরে উপরে আছে। পৃথিবী গোলাকার। উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পাঁচ শত বৎসর লাগে। পৃথিবী ও সর্গগুলির পরস্পর দূরতারও এই পরিমাণ। মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

বাইবলের মত এই, ঈশ্বর প্রথমে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর তখন আকার ছিল না, উহা অন্ধকারময় শূন্যগর্ভ ছিল। তাহার পর ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি ও দিবারাত্রির বিভাগ করিয়া দিলেন এবং জল একত্র করিয়া সাগর মহাসাগরাদি করিলেন।

জীব জন্তু তরু গুল্মাদি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের ক্রমে উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতএব জগৎ যে এ নিয়মের বহির্ভূত ইহা সম্ভাবিত নয়। এই যুক্তি ধরিয়া বোধ হয় আস্তিক সম্প্রদায় মাত্রে জগতের ক্রমভাবিত সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী হউক, অমনি গোল পূর্ণাবয়ব নিরেট পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এরূপে

জগৎ সৃষ্টি হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্তৃত্ব অংশে যেন সঙ্কোচ সঙ্কোচ বোধ হয়। বোধ হয় যেন কতক নাস্তিক মতের পোষকতা হইল। নাস্তিকেরা পৃথিবীর ঐরূপ নিত্য বিদ্যমান আকারের কথাই বলিয়া থাকে। এ অংশে হিন্দু দর্শনকারেরা সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। বৈদান্তিক ও পৌরাণিকেরা যেরূপে পৃথিব্যাদির সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের তাহার কর্তৃত্ব অংশে কিছুমাত্র দ্বৈধ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। মহর্ষি মনু আবার যে প্রকারে জগৎ সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও পৃথিব্যাদির উৎপত্তিক্রমটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুর লিখিত সৃষ্টিক্রম বর্ণনার অবসর উপস্থিত। পাঠক একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, মহর্ষিগণ ভগবান মনুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন কল্পদ্রুমের প্রথম সংখ্যায় এই মাত্র লিখিত হইয়াছে। যে কথা বলিলেন, তাহা এই :——

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি। ২॥"

আপনি জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, অতএব আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই সমুদায় মূল বর্ণের এবং অম্বষ্ঠ ক্ষত্তৃ করণাদি অনুলোম ও বিলোমজাত সঙ্কর জাতি সকলের যাহার যে ধর্ম্ম, তাহা জাতকর্ম্ম নামধেয়াদি ক্রমে বলিবার যোগ্য, ঐ সকল ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন।

মুনিগণ ভগবান মনুকে মূল বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ও সঙ্কর জাতি অম্বষ্ঠ করণাদির যাবতীয় ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, মনু যদি এ কথা বলেন আমি সে সকল জানি না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রশ্ন করাই বিফল হয়। এই আশঙ্কায় তাঁহারা কহিতেছেন :——

"ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো। ৩॥"

অসংখ্য শাখা প্রশাখা থাকাতে যে বেদের সীমা হয় না, মীমাংসা ন্যায়াদির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে যে বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ জানিতে পারা যায় না, সেই প্রত্যক্ষ শ্রুত স্মৃত্যাদ্যনুমেয় অপৌরুষেয় বেদের [illegible]ষ্টের অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ও তত্ত্ব ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদ্য অর্থ আপনি জানেন।

যাবতীয় ধর্ম্ম যে বেদমূলক, ইহাও প্রতিপন্ন হইল।

"সতৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজামহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্চ্য তান্ সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি। ৪ ॥"

মহাত্মা মহর্ষিগণ ভক্তি শ্রদ্ধাতি সহকারে প্রণাম করিয়া বর্ণধর্ম্ম বলিবার অনুরোধ করিলে পর তত্ত্বদর্শী মহর্ষি মনু তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনারা শুনুন।

"আসিদীদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। ৫ ॥"

এই জগৎ তমোভূত ছিল। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শাব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ আছে, ইহার অন্যতর কোন প্রমাণ দ্বারা জানিবার উপায় ছিল না, প্রসুপ্তের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল।

ঋষিরা ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মনু জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তাহার বর্ণন আরম্ভ করিলেন। উত্তরটী আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, অসঙ্গত হয় নাই। যত আস্তিক সম্প্রদায় আছেন, মনুকে সকলের গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরপ্রতি-পাদন সমুদায় আস্তিক সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগৎকর্তৃত্ব দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি হয়। এই জগৎ ও এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়ই ঈশ্বর সৃষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া সুন্দররূপে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা মনুর অভি প্রেত। অগ্রে মনুষ্য সৃষ্টি না হইলে তাহার ধর্ম্ম বলা সঙ্গত হয় না; এই কারণে যেরূপে মনুষ্য সৃষ্টি হইল, মনু তাহার আদি হইতে আরম্ভ করিলেন।

মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ প্রধান টীকাকার কুল্লূকভট্ট উল্লিখিত সংশয়ের যেরূপে অপনোদন করিয়াছেন, তাহা এই—তিনি বলেন ব্রহ্মপ্রতিপাদন পরম-ধর্ম্ম, মনু ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নে সেই পরম ধর্ম্মের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব তাঁহার প্রদত্ত উত্তর অসঙ্গত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান যে পরম ধর্ম্ম, কুল্লূক ভট্ট যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসাদির বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ। ৬ ॥"

তাহার পর স্বয়ং অব্যক্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অন্ধকার নাশ করিয়া সূক্ষ্মভূত অব্যক্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদাদি মহাভূত প্রভৃতিকে ব্যক্ত করিয়া

প্রকাশিত হইলেন। কুল্লূক ভট্ট বলেন পরমাত্মা প্রকৃতিকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবদ্গীতায় আছে—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং॥"

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কুল্লূক ভট্ট তমঃ শব্দে প্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন।

———ঃ০ঃ———

কালের কুটিল গতি।

"Snatch from the ashes of your sires
The embers of their former fires ;
And he who in the battle expires.
Will add to theirs a name of fear."

Byron.

অস্ত গেল দিনমণি যামিনী আইল;
তিমির অর্ণবে এই জগত ডুবিল।
ভবের এ ভাব দেখে চিত্ত মাঝে একে একে
উদিত কত যে চিন্তা! আপনা ভুলিয়া
এ কথা কহিব কায় আমিও নিমেষে হায়
চিন্তার সাগর মাঝে গেলাম ডুবিয়া!
কেন এই ত্রিভুবন রবি শশী গ্রহগণ?
নিরমিল কোন্ জন? কিম্বা কতকাল?
পূর্ব্বের সে কত ভাব মনমাঝে আবির্ভাব
প্রকাণ্ড এ মানচিত্র উজ্জ্বল ভয়াল!

হা কাল! তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে?
কার ভাগ্যে কি বা ঘটে কে জানে সংসারে।
বাসরে বিধবা বধূ গ্রাসে রাহু পূর্ণ বিধু
দলিত পঙ্কজ বন দ্বিরদ চরণে!
হায় রে তুষারভাব দীপ্ত হুতাশনে!

ত্রিদিবে দানব বাস কমলার উপবাস
ধর্ম্মের লাঞ্ছনা নিত্য অধর্ম্মের জয়!
ভেকে হেরে ফণিরাজ বিকলহৃদয়!

এই দিবাকর কর করি বিতরণ
হাসাতে ছিলেন হাসি অখিল ভুবন।
সে তপন ডুবে গেল! আঁধার রজনী এল
পরিল প্রকৃতি সতী মলিন বসন!
সকলি চঞ্চল ভবে হে ভাই তোমরা তবে
জড় প্রায় কেন আজ নিদ্রায় বিহ্বল?
উঠহ বসন পর প্রতিজ্ঞা পালন কর
ছিঁড়ে ফেল হুহুঙ্কারে চরণ শৃঙ্খল।
যে জন সতত কয় কভু ফিরাবার নয়
কুটিল কালের গতি, দেখাও তাহারে
কালের মুখেতে কালী প্রতিজ্ঞার বলে ঢালি
ফিরায়ে কালের গতি কৃপাণ প্রহারে।
সবে বীর অবতার বীর বংশ অলঙ্কার
এ ভাবে অভাব করি বীরত্বের ভাবে
অবশ অলস প্রায় নিদ্রায় সময় যায়
এখনো নিশ্চিন্ত কেন? প্রচণ্ড প্রভাবে
হুঙ্কার ঝঙ্কার করে কাঁপাইয়া চরাচরে
ইন্দ্রকরচ্যুত মত্ত দম্ভোলির প্রায়
অট্টহাস হাসি রঙ্গে হর্ষবিস্ফারিত অঙ্গে
রুদ্রতালে ধ্রুবপদে নাচি মহাকায়
প্রচণ্ড প্রভার ঘটা শত সৌদামিনী ছটা
প্রকাশি চমকি বিশ্ব সাহসের ভরে
প্রতিজ্ঞা ভূষণ পরে সাহস সহায় করে
কালের সহিত কর সম্ভাষ সাদরে!
বীর হয়ে যেই জনে অদৃষ্ট ভাবিয়া মনে
জড় প্রায় নিদ্রা যায় সে অতি অধম!

বীর হয়ে বাহুবলে নামিয়া কালের জলে
ফিরাতে অদৃষ্ট গতি যদ্যপি অক্ষম
বৃথাই বীরত্ব তার বৃথাই বিক্রম!
কঠিন কুলিশ ঘায় ঘর্ষিয়া ললাট হায়
উঠাও বিধির লেখা রেখা সমুদায়!—
দেখাও জগতে সব হয় প্রতিজ্ঞায়।

কুটিল কালের গতি! অদৃষ্ট কঠিন অতি
কিভাবে কখন থাকে বুঝা নাহি যায়।
মনুষ্য ভাবেন আমি হলেম ব্রহ্মাণ্ড স্বামী
অদৃষ্ট টানিয়া তায় অতলে ফেলায়!
হা অদৃষ্ট হায় হায়! মনুষ্য পতঙ্গ প্রায়
দীপ শিখা দেখি ধায়—শেষে কি উৎপাত!
কুটিল কালের স্রোতে অকালে নিপাত!
এই সেই রোম ভীম পদ দম্ভে যার
কাঁপিত মেদিনী ব্যোম অম্বুধি কান্তার!
যার বীর পুত্রচয় ত্রিভুবন কৈল জয়
সাহস উৎসাহে ভাসি ধরিয়া কৃপাণ।
একছত্র ধরাতলে কৈল যেই ভুজবলে
সুদৃঢ় সংকল্প চিত্ত পাষাণ সমান
অটল অচল ছিল শতসিন্ধু উত্তরিল
সর্ব্বত্র বিজয় ধ্বজা কৌতুকে উড়ায়।
অর্ণব কি মরুস্থল সব কৈল পদতল
উজ্জ্বল রোমের নাম অচল চূড়ায়।
এই সেই পুরী রোম কাঁপিত মেদিনী ব্যোম
প্রচণ্ড প্রতাপে যার—এই সেই রোম!
ক্ষীণ দীন মৃত প্রায় ধরা শয্যাগত হায়!
প্রহারে চরণ শিরে করিয়া বিক্রম
বনের বানর আর শৃগাল অধম!
নাহি তেজ নাহি দর্প হীনপ্রাণ কালসর্প

পতিত—ভেকের পদে হতেছে দলিত !
এই সেই পুরী রোম যার দর্পে সিন্ধু ব্যোম
মেদনী অটবী গিরি সতত কাঁপিত ;—
প্রভাহীন প্রভাকর ধূলায় লুণ্ঠিত !

সাগর-মেখলা কটি মণ্ডিত যাহার
এই সে গিরিস জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার !
বৃহস্পতি সপ্ত জন এই স্থানে জন্ম লন,—
যশের ধ্বনিতে কত ধ্বনিত ধরণী !
সাহিত্য বিজ্ঞান আর ব্যাকরণ অলঙ্কার
নিহিত ভূগর্ভে ছিল, কবি চূড়ামণি
হোমর গম্ভীর স্বরে সপ্তমেতে তান পূরে
গাইলা বাজায়ে ভেরী এই খানে বসি—
এই সে গিরিস জ্ঞান-রত্নের আরসী !
এই সে গিরিস যার নাম শুনে ত্রিসংসার
কাঁপিত ভূকম্পে যেন ! প্রবীণ নেষ্টর
উলিসিস সক্রেতিস মেনেলস আকিলিস
জনমিল এই স্থানে যত বীরবর ;
সুদৃঢ় সংকল্প করি এক পথ ধ্যানে ধরি
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি করিয়া প্রচার
অসামান্য সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য বীর্য্য তেজস্বিতা
স্বজাতি-প্রিয়তা সহ-অনুভূতি আর
সংগ্রাম সাগরে ভাসি অসংখ্য অরাতি নাশি
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি সুধাংশুমণ্ডলে ;—
এই সে গিরিস আজ লুণ্ঠিত ভূতলে !
রুক্ষকেশ ক্ষীণ দীন মুখচন্দ্র বিমলিন
বৈশ্বানর তেজোহীন ভস্মমাখা কায় ;
অধম যবন দলে মহাদম্ভে পদে দলে
ধরিছে জীবন হায় পর প্রতীক্ষায়,—
এই সে গিরিস আজ লুণ্ঠিত ধূলায় !

এই সে মদিনা-মক্কা-মুসল্মান দেশ—
মহম্মদ মদ যথা বিদিত বিশেষ !
এক পথ লক্ষ্য করি অসি ধনু শর ধরি
উন্মত্ত সংহার বেশে ভ্রমিয়া ভুবনে
প্রচারিয়া ভুজবল কাঁপাইয়া ধরাতল
স্বমতে আনিলা এই বিশ্ববাসী জনে।
হায় সেই মুসল্মান আজি হীন মন প্রাণ
বিষহীন ফণিপ্রায় কাঁদিয়া আকুল—
তুরস্ক সুল্‌তান আজ রুষের পুতুল !

এই সেই আর্য্য ভূমি পবিত্র ভবন
বিকাশিত বেদ বিধি সাহিত্য দর্শন
হায় রে যথায় কালে !— মণ্ডিত ময়ূখজালে
শোভিতেন জিনি সূর্য্য রূপে নিরন্তর ;
বিবিধ রত্নের খনি— জ্ঞানী গুণী শূরমণি
জন্মিল যাঁহার গর্ভে তেজে প্রভাকর।
পবনে তাড়িত হায় পাবক প্লাবন প্রায়
রুদ্ররূপে ভাসি যাঁরা সংগ্রাম সাগরে
উদ্দীপনা সুরাপানে উৎসাহিত করি প্রাণে
কৃপাণ প্রহারে ধ্বংসি অরাতি নিকরে
রাজেশ্বরী সাজে হায় সাজায়ে আনন্দে মায়
বসাইলা রত্নাসনে দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত ;
মস্তকে মুকুট কিবা রবি শশী জিনি বিভা
কর্ণেতে কুণ্ডল চারু সুধাংশু লাঞ্ছিত ;
ভ্রূকুটী ভঙ্গীতে যাঁর কাঁপিত এ ত্রিসংসার
অংশুহীন অশুমালী লুকাত তামসে ;
ধ্বনিত ধরণী যাঁর সুবিমল যশে ;—

বীর রসে পূরে তান গাইল গভীর গান
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরী গভীর নিস্বনে

এখানে বাল্মীকি ঋষি একান্তে কান্তারে বসি,
রচিলা শোকেতে শ্লোক ক্রৌঞ্চের নিধনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অতল কি তলাতল
হেথায় বসিয়া ব্যাস করিলা মন্থন;
সুরাসুরে ঘোর রণ এই স্থানে সংঘটন,—
পরাস্ত মানিয়া সবে অর্চ্চিলা চরণ।
মহোল্লাসে ছাড়ি হয় এখানে পাণ্ডবচয়
ভুবন করিলা জয় ভীম ভুজবলে।
ভীম ভীম অবতার অর্জ্জুন দোসর তার
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন এই স্থলে।
এই খানে কালিদাস বাল্মীকি মিহির ব্যাস
কবি কাব্য অলঙ্কার সব এই স্থানে।
ভাবত ভুবনে শ্রেষ্ঠ ভারতী বাখানে।

এই সেই আর্য্য ভূমি পবিত্র ভবন—
আমরা সকলে সেই আর্য্যের নন্দন!
হায় রে পূর্ব্বের কথা স্মরি হৃদে পাই ব্যথা
অকূল সাগরে হয় মানস মগন!
চেতনা বিলুপ্ত হয় দেখি বিশ্ব তমোময়
অন্তর-অন্তর পুড়ে কাল হুতাশনে।
অন্তর অনলে হায় যদ্যপি জ্বলিয়া যায়
নহে কিন্তু ভস্মসাৎ! হায় রে কেমনে
দিব আজ পরিচয় আর্য্য ভূমি স্বর্ণময়
এই সেই—এই সব আর্য্যের নন্দন?
এই সেই হিমালয় বিন্ধ্য ঘাট গিরিচয়
হস্তিনা অযোধ্যাপুরী—মগধ ভুবন?
কালিন্দী কাবেরী গঙ্গা পতিত পাবনী রঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু কৃষ্ণা আদি গোদাবরী!
এই সে নৈমিষারণ্য হায় রে ভুবনে ধন্য;
এই সে কানন যথা বীরেন্দ্র কেশরী

গাণ্ডিবী গাণ্ডিব ধরে যুঝিলা বিক্রম ভরে
ভুবন-ভাবন ভব মহেশ্বর সনে!
হায় রে কেমনে কব এই সব সেই সব
এই সে ভারত ভূমি বিদিত ভুবনে!—
লুকাত ইহাঁর তেজে ভাস্কর গগনে।

বিচিত্র কালের লীলা—নিয়তির খেলা!
মনুষ্য অর্ণব কোলে কদলীর ভেলা!
সুধাংশু ভাস্কর ভাতি নিবেছে সুখের বাতি
করাল বদনে কাল গ্রাসিয়াছে সব!
উত্তাল তরঙ্গে মেলি প্রলয় পবনে খেলি
গিলেছে ভূধর রাজে গভীর অর্ণব!
প্রবল কালের জলে একে একে গেছে চলে
অমূল্য রতন যত ফিরিবে না আর!
ভিখারিণী রাজরাণী রাজধানী অরণ্যানী
ধূলায় লুণ্ঠিত মণিমুকুট তাঁহার।
বীর বংশ অবতংস চন্দ্রসূর্য্য সুর অংশ
শৌর্য্য বীর্য্যশালী সব আর্য্যের সন্তান
ফকির শরীর ধরে উদর পোষণ তরে
মুষ্টি ভিক্ষা তরে ফিরে দীন ম্রিয়মাণ!
শুধুমাত্র আছে নাম এই সেই আর্য্য ধাম
কালের প্রভাব কত করিতে প্রচার!—
তেজোহীন অগ্নি আজ আর্য্যের কুমার!

———:•:———

যোগিনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাগ্‌লী।

> " But I am pestilence ; hither and thither
> I flit about that I may slay and smother ;
> All lips that I have kissed surely wither."
>
> Shelly.

বেলা প্রায় দশটা। স্থবর্ণপুরে রঘুনাথের বাটীর সম্মুখে কিয়দ্দূরে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া গোল করিতেছে, এবং ক্রমাগত চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতেছে। দুটি যুবক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উভয়েরই বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের মধ্যে। এক জন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; অপর জন গৌরবর্ণ। লোকের গোল দেখিয়া তাহারা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল " ওখানে কি ? " " পাগ্‌লী এসেছে " এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তিও সেই দলে মিশিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া শ্যামবর্ণ যুবা কহিল " চল আমরাও গিয়া দেখি। " তাহারাও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল একটী বৃদ্ধা নাচিতেছে ও গান করিতেছে। ইহাকেই লোকে পাগ্‌লী বলে। পাগলী দিব্য গৌরাঙ্গী। মস্তকে লম্বা লম্বা জটা, অবশিষ্ট কেশকলাপ পৃষ্ঠের উপর ঝুলিতেছে। হস্তে এক গাছি দীর্ঘ যষ্টি। কণ্ঠদেশে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা। কটিতে এক খানি অর্দ্ধমলিন জীর্ণ বস্ত্র। পাগ্‌লীকে সকলেই ভাল বাসে। বস্তুতঃ পাগ্‌লীর মুখমণ্ডলের এরূপ মোহন ভাব যে তাহা অনায়াসে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং তাহাকে দেখিলে সামান্য রমণী বলিয়া বোধ হয় না। পাগ্‌লী পাগলের ন্যায় নৃত্য করে, গান করে; কিন্তু সুস্থির চিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে পাগ্‌লী পাগল নহে। পাগ্‌লী আপনার গুণে লোকের মনের উপর এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে পাগ্‌লীকে দেখিলেই তাহারা স্ব স্ব কার্য্য ভুলিয়া যায় এবং তাহাকে লইয়া কৌতুক করিতে থাকে।

পাগ্‌লী কখন হা হা করিয়া হাসিতেছে, কখন কটিতে হস্ত দিয়া নাচিতেছে, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছে এবং সমস্ত লোকে এক ভাবে তাহার সেই রঙ্গ দেখিতেছে।

দেখলাম আমি গোকুল ধামে
বসে রাধা শ্যামের বামে।
এই হল মা ভবে এসে—
হা হা হা—
এই বেলা মন নাও রে হেসে
ধর্‌বে কালে যখন চুলে ছাড়্‌বে নাকো বাবার নামে।

পাগলী নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে এই গীতটী গাইতে গাইতে ছুটিল। কিছু দূরে যাইয়া আবার ফিরিল।

রাজার রাণী ভিখারিণী
দেখ্‌বি যদি আয়।
পাগল বেশে দেশে দেশে
ভ্রমে পেটের দায়।—

তুড়ি দিতে দিতে নাচিতে নাচিতে পাগ্‌লী আবার গান আরম্ভ করিল।

কালের গতি বৃন্দে দূতী
বোলব কি তোমারে।
রবির অস্ত! জগৎ ন্যস্ত
জলের উপরে।
সদাই চঞ্চল ঘুর্‌চে কেবল
যেমন চাকা খানা।
পরাণ কাঁদে দারুণ খেদে
মন মানে না মানা।
তাক্ তুড় তুড় তাক্ তুড় তুড়
ডাকে গুড় গুড় ডাকে গুড় গুড়
নবীন মেঘের মালা
রাজ কুমারী বনচারী
কালের এমনি খেলা।
যায় না মায়ের জ্বালা।

পাগ্‌লীর গান শেষ হইল। ঝুলি হইতে এক ছড়া মালা বাহির করিয়া জপ করিতে লাগিল এবং বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল। কোন কোন লোক দুই একটী করিয়া পয়সা দিতে গেল; কিন্তু পাগ্‌লী পয়সা লইল না।

তাঁহার পাতে কাজ কি আছে বল?
আমার ধন আমায় দিবি সে ধনে কি ফল?
যে তপনে, দেখে গগনে, বলগো আমায় চন্দ্রাননে
মেলে পত্র নবীন নেত্র ফুটবে হৃদ্‌ কমল
মায়ের সুত গুণ যুত হোস্‌ যদিগো তোরা যত
আন্‌গো তারে বিনয় করি মকর গঙ্গাজল।

এই গানটি গাইতে গাইতে পাগ্‌লী আবার ছুটিল। "ক্ষেপি, শোন্‌ বলি" বীণাবিনিন্দিত অতি মধুর স্বরে তাহার মধ্য হইতে একটী বালিকা ডাকিল। সেই শ্যামবর্ণ যুবার শ্রবণ বিবরে এই কথা কয়টী যেন অমৃত ধারা ঢালিয়া দিল। সুধা মনোবেদনা নিবারণ করে, তাপিত হৃদয় শীতল করে; কিন্তু এই সুধাস্পর্শে তাঁহার হৃদয় জলিয়া উঠিল। দুরন্ত কন্দর্প যেন সদর্পে একেবারেই সুশাণিত পাঁচটী পুষ্পবাণ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। এই ভূমণ্ডল কি বিচিত্র স্থান! এই মনুষ্য কি বিচিত্র জন্তু এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা! কামিনীকণ্ঠবিনিঃসৃত সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণে কাহার হৃদয় হয় ত বিমল আনন্দ সলিলে অভিষিক্ত হইল; এবং কাহার বা হুতাশনে দগ্ধ হইল। শরদিন্দুর হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শনে কেহ বা আনন্দে বিহ্বল হইল; কাহার বা অন্তঃকরণের নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোন্‌ মনুষ্য কিসে সুখী হয়, ইহা কে জানিতে পারে? আমি যাঁহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করি, অন্যে হয় ত তাঁহাকে পাপিষ্ঠ পামর বলিয়া ঘৃণা করে। পৃথিবীতে দুটি মনুষ্য এক প্রকৃতির নাই। শাস্ত্রে মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; ঈশ্বরের পরই মনুষ্য পূজনীয়। মনুষ্য এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঈশ্বর এই মনুষ্যকেই কেবল জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি দেবোচিত গুণ সমূহে ভূষিত করিয়াছেন। মনুষ্য এই সকল গুণের অনুরূপ কিরূপ কাজ করেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কার্য্যের স্বাধীনতা দিয়াছেন। যাহা

ইচ্ছা মনুষ্য করিতে পারিবে—তাহা দুষ্কর্ম্মই হউক বা সৎকর্ম্মই হউক তিনি তাহাতে বাধা দেন না। জানিয়া শুনিয়া যখন মনুষ্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রতিবন্ধক ঘটাইবার প্রয়োজন কি? যদ্যপি মনুষ্য জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিবার জন্য অন্ধ হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, দিউক, পরে ইহার বিচার হইবে, ইহাই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য। তিনি মানুষকে পদ দিয়াছেন চলিবার জন্য, হস্ত দিয়াছেন কার্য্য করিবার জন্য, শ্রবণ দিয়াছেন শুনিবার জন্য, মুখ দিয়াছেন আহার করিবার জন্য; যদ্যপি মনুষ্য পা থাকিতে উঠিল না, হস্ত থাকিতে কার্য্য করিল না, কর্ণ থাকিতে শ্রবণ করিল না এবং মুখ থাকিতে আহার করিল না, কেবল "জীব দিয়াছেন যিনি খাইতে দিবেন তিনি" এই কথা ভাবিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিল, পরমেশ্বরের কখন সেই পাপিষ্ঠ পামরের প্রতি দয়া হয় না। এইরূপ তিনি ধন দিয়া মান দিয়া, সম্পদ দিয়া মনুষ্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহারা জন্মান্তরে সুখরাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত কি না।

মানুষ আপনার দোষে আপনাকে অসুখী করিয়া থাকে। যত দিন মনুষ্য ঈশ্বর দত্ত এই সকল সদ্‌গুণের উত্তমরূপ পরিচয় দিতে না শিখিবে, ততদিন পৃথিবী রক্তস্রোতে ও পাপস্রোতে প্লাবিত হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুটি পথ। প্রথমটির কয়টি সোপান কিছু ক্লেশকর, কিন্তু চরমে অনন্ত সুখ শান্তি; দ্বিতীয়টির প্রথম কয়টি সোপান মসৃণ ও মোহকর; কিন্তু শেষে অনন্ত নরক যন্ত্রণা। আমাদের শ্যামবর্ণ যুবা যুবতীর মধুর স্বরে একেবারে বাতুল হইয়া উঠিল।

সেই যুবতী আবার বলিল "ওক্ষেপি চল্‌না আমাদের বাড়ী চল্, তোরে ভাত খেতে দিব।" কিন্তু পাগ্‌লী সে কথায় কর্ণপাত করিল না, এই গানটি গাইতে গাইতে ছুটিল,—

কেউ এস না আমার পাশে।
কাল হলাহল আমার শ্বাসে॥
অনল জ্বলে আমার গায়
জগৎ তায় পুড়ে যায়—
সর্ব্বনাশ তার বাতাসে॥
কেউ এস না আমার পাশে।

পাগলী অদৃশ্য হইল। দর্শকেরা স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে গেল। কেবল সেই দুটি যুবা রহিল। সকলে চলিয়া গেলে শ্যামবর্ণ যুবা তাহার সহচরকে কহিল "বিজয়! দেখেছ?"

বিজয় একটু হাসিয়া কহিল "যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিয়াছে।"

প্রথম যুবা। "তবে এখন কর্ত্তব্য কি?"

বিজয়। "কর্ত্তব্য শিকার করা। কিন্তু এই হরিণী কোন্ বনে বাস করে জান?"

প্রথম যুবা। তা জানি না; চল দেখি কোন্ বনে প্রবেশ করে।

এই বলিয়া সেই যুবাদ্বয় কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল এবং অনন্যমনে যাইতে যাইতে দেখিল, সেই যুবতী রঘুনাথের বাটীতে প্রবেশ করিল।

বিজয় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। "এত বড় দীর্ঘনিশ্বাস যে?" প্রথম যুবা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"এটা কি আশ্চর্য্য দেখ্‌লে নাকি? বিজয় উত্তর করিল। "আশ্চর্য্য বই কি।"

"কেন? তুমি কি এ মৃগশাবকটী শিকার করা সহজ ভাবিয়াছ?"

"তা বই কি?"

"সে তোমার ভ্রম। এটী সিংহ শাবক। এ কাজ এক প্রকার অসাধ্য সাধন।"

"আমি তাহা মানি না। যে ব্যক্তি মায়ের কোল হইতে শিশু সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহার পক্ষে একটা বালিকাকে চুরী করা কিছু কঠিন কার্য্য নহে। তবে শীঘ্র আর বিলম্ব; কষ্টে আর সহজে। অনেক কষ্ট না করিলে সুখ লাভ হয় না, তাহা তুমি জান? কোন বিষয়েই ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই; চেষ্টা করে দেখ সফল হও ভাল, না হও ক্ষতি কি?"

বিজয়। তা বেশ; কিন্তু এখন চল, বেলাও অধিক হইয়াছে; আহারান্তে মনোরথ সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

প্রথম যুবা। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে আবার তারে পুনঃ প্রজ্বলিত করিতে

হইলে অনেক কাঠ খড় আবশ্যক করে। তুমি কি এই অগ্নিকে নিবাইয়া দিতে চাও?

বিজয়। সুরেন! তুমি সকল কাজেই ভারি ব্যস্ত। এ সকল কার্য্য কি সহজেই সম্পন্ন হয়? বিশেষতঃ রঘুনাথ একজন ভয়ানক ধূর্ত্ত ও চতুর লোক। তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া এই কামিনীকে হরণ করা বড় কঠিন কার্য্য। আবার দুরন্ত কৃতান্ত দূত সদৃশ চারিদিকে প্রহরী। তা এখন চল। উতলা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।" কৃষ্ণবর্ণ যুবার নাম সুরেন্দ্র। এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "তবে চল।" এই বলিয়া উভয়ে চলিয়া গেল। পাঠক বুঝিয়াছেন ঐ যুবতী প্রিয়তমা।

যোগিনী

পঞ্চম অধ্যায়।

দুই বন্ধু।

" Day chases night, and night the day
But no relief to me convey. " Duncombe.

একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর মরুমাঝে একটী বটবৃক্ষ ও একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একটী সন্ন্যাসী বাস করে। বটবৃক্ষতলে একটী ফোয়ারা, পথিকগণ পথশ্রামে ক্লান্ত হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করে।

বেলা দুই প্রহর। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মস্তকের উপর হইতে প্রদীপ্ত পাবকরাশি সদৃশ কিরণরাশি বিকীরণ করিয়া বসুমতীকে দগ্ধ করিতেছেন। সমীরণ ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছেন—কদাচিৎ সেই বটতরুর দুই একটী পত্র ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। এক একবার পাপীয়া কখন বা বউ কথা কও পাখী সেই নিবিড় বট শাখার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছে। মায়াবিনী মরীচিকা, তটিনী, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি বিবিধ নয়নমনোমোহকর সামগ্রীর সৃষ্টি করিয়া মধুর হাস্য হাসিতেছে। তৃষ্ণাতুর পথিকগণ এই মায়াবিনীর মায়ায় পড়িয়া অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সেই প্রান্তরে—সেই সুশীতল বটচ্ছায়ায় এই মধ্যাহ্ন সময়ে একটী যুবা-পুরুষ বসিয়া আছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৮। ১৯ বৎসর হইবে। গঠন দোহারা গৌরবর্ণ. মুখমণ্ডলের ভাব অতি রমণীয়, প্রসন্ন ও ঈষদ্ হাসি হাসি অথচ অল্প বিষণ্ণ বিষণ্ণ। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন প্রসিদ্ধ কুল অলংকৃত করিয়াছেন। যে যে গুণ থাকিলে পুরুষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাঁহার সে সমস্ত গুণের কোনটীরও অভাব ছিল না। এই মাত্রই তিনি যেন রৌদ্র হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; ললাট ঘর্ম্মাক্ত ও ঈষদ্ লোহিত এবং ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে।

অতঃপর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "যখন হৃদয় গুমে গুমে পুড়িতে থাকে, সুশীতল সলিল তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে না; তবে জলপানে ফল কি? শরীরে চন্দন লেপন করিলে মর্ম্মপীড়া নিবারণ হয় না; যখন ভুজঙ্গ হৃদয়ের অভ্যন্তরে বসিয়া তীব্র বিষ-দন্ত দ্বারা অন্তরাত্মাকে দংশন করিতে থাকে, বাহিরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সে জ্বালা জুড়ায় না।—নয়ন বৃথা বার বার সতৃষ্ণভাবে ঐ জলাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ! এ তৃষ্ণা জলতৃষ্ণা নহে; এ দুঃখ শারীরিক দুঃখ নহে। এ বেদনা মর্ম্মবেদনা। জলে এ তৃষ্ণার শান্তি হয় না, ঔষধে এ বেদনা দূর হয় না।—হৃদয়! বিদীর্ণ হও না, ভয় করিতেছ কেন? প্রাণ! বহির্গত হও না, মায়া করিতেছ কেন? এই হৃদয়পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিতে না পারিলে তোমার নিস্তার নাই।"

এইরূপ অনেকক্ষণ বিলাপ করিয়া তিনি নীরব রহিলেন, পরে সেই ফোয়ারা হইতে সুশীতল জল পান করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিলেন। পথ-শ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অবিলম্বে নিদ্রাদেবী তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত বিশাল নয়নযুগল অধিকার করিলেন, তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি যুবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এই জন্যই নিদ্রার নাম ভবতাপনিবারিণী। নিদ্রা যদি দরিদ্রদিগের প্রতি এরূপ অনুকম্পা না করিতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবী কি ভয়ঙ্কর স্থান হইত! কেবল অর্থহীন মনুষ্য দরিদ্র নহে। দরিদ্র শব্দের গভীর অর্থ। দূরদর্শী পণ্ডিত চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণই এই শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্যকরূপ বোধগম্য করিতে সক্ষম।

কি ধনী কি নির্ধন কি রাজা কি প্রজা সামান্যতঃ সকলেই দরিদ্র। যিনি জ্ঞান ধনে ধনী না হন, তিনিই দরিদ্র। কৃপণের ধন আছে, কিন্তু সে ধন ব্যয় করিতে পারে না, সুতরাং লক্ষপতি কৃপণও দরিদ্র। যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্বের নিরূপণে অসমর্থ, তাঁহারাই দরিদ্র। রবির উদয় অস্ত যাঁহার চক্ষে উদয় অস্ত মাত্র, ঋতুর পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন মাত্র, এবং স্বভাবের সমস্ত কার্য্যই যাঁহার চক্ষে কার্য্য মাত্র, তিনিই দরিদ্র। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের অধিপতি ধনী নহেন। সুখে, শোকে, বিপদে ও সম্পদে, যাঁহার কখন চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, তিনিই ধনী ও তিনিই সুখী। ভীষণ মশান, ভীষণ শ্মশান, ভয়ঙ্কর মরুভূমি, রমণীয় কুসুম উদ্যান, উন্নত শৈলশিখর, গভীর পাতাল, বিজন অটবী, সুরম্য জনস্থান, এবং কি সুন্দর কি কুৎসিত জগতের সমস্ত বস্তুই যাঁহার হৃদয়ে সমভাবে সমান আনন্দ উৎপাদন ও লোচনদ্বয়কে পুলকিত করে, তিনিই ধনী ও তিনিই সুখী। নিদাঘের প্রচণ্ড প্রতাপ, প্রাবৃটের অজস্র বর্ষণ, শরদের প্রসন্ন ভাব, শিশিরের হিমানী; শীতের করাল বেশ এবং মধুমাসের মধুমাখা হাসি যিনি সমভাবে উপভোগ করিতে সমর্থ, তিনিই ধনী। যাঁহার প্রকৃতি জগতের প্রকৃতির সঙ্গে মিশিতে পারে, তিনিই ধনী। কি জাগরণে কি নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সকল সময়েই বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার নিদ্রার প্রয়োজন কেবল শরীর রক্ষার জন্য। যাহারা নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিদ্রা সেই নিদারুণ মর্ম্মবেদনার শান্তির জন্য। জন্ম হইলেই মৃত্যু অপরিহার্য্য, এ কথা সকলেই জানেন; জগতে মৃত্যুর যেমন স্থিরতা আছে, কোন বস্তুরই তেমন স্থিরতা নাই। মরিব, এটী নিশ্চিত। কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ কেহ বুঝেন না, অথবা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। যিনি বিশ্বসংসারের মোহমায়ায় মুগ্ধ নহেন, বিষয় সুখের বশীভূত নহেন, আশার সেবক নহেন, ইন্দ্রিয়ের উপাসক নহেন, তিনি সকল অবস্থাতেই সমান সুখী, এবং তিনিই ধনী। লোকের ঘোর কুসংস্কার ধনীর পদে পদে বিপদ; কিন্তু সুস্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যিনি অকিঞ্চিৎকর নশ্বর ধনে ধনী, তাঁহারই পদে পদে বিপদ, কিন্তু যিনি জ্ঞানধনে ধনী, তাঁহার আদৌ কোন বিপদ নাই। তিনি সর্ব্বদা নিরাপদ। তাঁহার শত্রু নাই। তাঁহার কোন দুরাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার কোন প্রকার চিন্তাও নাই;

যেমন ইন্ধন মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া অল্পকালেই তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, চিন্তাও অজ্ঞাতভাবে সেইরূপ হৃদয়কে ভগ্ন করিতে থাকে চিন্তা যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, তিনিই যথার্থ সুখী। যিনি জ্ঞান ধনে ধনী, তাঁহার একমাত্র চিন্তা আছে। সে চিন্তা পবিত্র, বিশুদ্ধ ও গম্ভীর। সে চিন্তা ঈশ্বর চিন্তা। এই চিন্তা নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন মনুষ্যহৃদয়কে সুপ্রখর রবি-কিরণে আলোকিত করে এবং এই চিন্তা মনুষ্যকে সকল প্রকার সদ্‌গুণে ভূষিত করে। কিসে রাজত্ব রক্ষা হইবে— প্রভুত্ব অখণ্ড থাকিবে, রাজার এই দারুণ চিন্তা যিনি জ্ঞান ধনে ধনী তাঁহার হৃদয়কে আকুল করে না; কিসে মান সম্ভ্রম অক্ষত থাকিবে, মানীর এই চিন্তা তাঁহাকে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায় না; এই অতুল ধনসম্পত্তি এই বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার কোথায় রাখিব, সম্পত্তিশালীর এই দুশ্চিন্তা তাঁহার নিকট গমন করিতে পায় না; কি করিয়া সংসার যাত্রা সচ্ছন্দরূপে নির্ব্বাহ করিব, কি করিয়া এই অপোগণ্ড সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিব, দরিদ্রের এই সাংসারিক চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে না এবং তিনি উপযুক্ত পুত্রবিয়োগেও অভিভূত হন না। তিনি জানেন সংসারের এইরূপ নিয়ম। সুতরাং তাঁহার নিদ্রার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহারা জ্ঞানধনে বঞ্চিত, তাদৃশ দরিদ্র ব্যক্তি-দিগের উপরেই নিদ্রাদেবীর সবিশেষ অনুগ্রহ থাকা আবশ্যক। যদি সেই সকল দরিদ্রের প্রতি নিদ্রার তাদৃশ দয়া না থাকিত, তাহা হইলে কি সংসার অকালে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত না? সংসারে অসুখী কে? ঐ সকল ব্যক্তিই বাস্তবিক অসুখী। উহারা সহস্র সহস্র সুখসাধন উপায় অন্বেষণ করিয়াও সুখী হইতে পারে না। সুখ আপনার মনে। সুখের অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিলে সুখের দর্শন পাওয়া যায় না। সুখ ধর্ম্মানু-ষ্ঠানে। যাঁহারা ন্যায় পথে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ, তাঁহারাই সুখী এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিই ধনী।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি যুবকের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। দেখুন, এই ব্যক্তি এইমাত্র আপনাকে কত ধিক্কার দিতেছিল, বিশ্বসংসার বিষপূর্ণ দেখিতেছিল, এখন কি তাহার সেই সকলের কণামাত্রও স্মরণ আছে?

ঐ সময়ে এক যুবক অশ্বারোহণে দ্রুতগমনে সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপ

স্থিত হইল। সেই শব্দে পথিকের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই, ক্ষুধার অত্যন্ত উদ্রেক হইল। হঠাৎ নবাগত যুবকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; তিনি অমনি মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু অশ্বারোহী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং "কে প্রিয়কুমার!" এই কথা বলিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ ও অশ্বকে বটবৃক্ষে বন্ধন করিয়া প্রিয়কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়! তোমার এ দুরবস্থা কেন?" প্রিয়কুমার উত্তর দিলেন না। অশ্রুধারা নয়নযুগল হইতে নির্গত হয় হয়, কিন্তু একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস তাহা নয়নেই শুকাইয়া দিল। সহসা কে যেন তাঁহাকে কহিল "প্রিয়কুমার সাবধান হও; ধৈর্য্যাবলম্বন কর চিত্তবেগ সংবরণ কর।" প্রিয়কুমারের চৈতন্য হইল। তিনি বহুযত্নে মনের বেগ সংবরণ করিলেন। মস্তক অবনত হইয়া রহিল।

নবাগত যুবা তাঁহার চিবুক ধরিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু আনন্দ আজ নিরানন্দে ভাসিতেছে,—সেই হাসিমাখা মুখে হাসি নাই, সেই নীলোজ্জ্বল বিশাল নয়ন যুগলের সে অপূর্ব্ব শোভা নাই। যুবা অতি-শয় অধীর হইয়া উঠিল এবং কাতরভাবে মধুরস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! একেবারেই কি স্বভাবের এত পরিবর্ত্ত হইল? কি জন্য তোমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, শীঘ্র বল, আমার হৃদয় অতিশয় আকুল হইয়া উঠিতেছে।

প্রিয়কুমার সমাগত যুবকের আগ্রহে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তমাকে ভুলিলেন এবং মনোবেদনাকে বিদায় দিলেন। বিবেচক লোকের কোন বিষয়ে একান্ত অভিভূত হওয়া বিধেয় হয় না। যখন নিশ্চয়ই জানিতেছি এ রোগের প্রতিকার নাই, যখন জানিতেছি এ জ্বালা জুড়াইবার অন্যের শক্তি নাই, তখন একান্ত অধীর হওয়া নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া সেই জ্বালার নিবারণের চেষ্টা পাওয়া বিজ্ঞের উচিত। প্রকাশ করিয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু এমন অবস্থায় চিত্তবেগ সংবরণ করা সহজ কাজ নয়। বর্ষাকালে হিমাদ্রিশিখর হইতে যখন প্রচণ্ডবেগে সলিলরাশি পতিত হয় এবং প্রবল প্রতাপে ভূধর অঙ্গ চূর্ণ করিয়া সদর্পে দ্রুত পদে ধাবমান হয়, সম্মুখে যদি বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড তাহার

গতিরোধ করে, তখন যেমন সেই সলিলরাশি সেই প্রস্তর খণ্ডকে অপসারিত করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গভীর গহ্বরে ঘূর্ণিত ও তরঙ্গিত হইতে থাকে এবং কর্কশ নির্ঘোষে ভূতল অবধি কম্পিত করিয়া তুলে; মনোবেদনা মনোমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইলে দারুণ বেগ সেইরূপ হৃদয় মধ্যে ঘূর্ণিত, ও তরঙ্গিত হইতে থাকে। তবে দুঃখের কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলে দুঃখের লাঘব হয় বটে; কিন্তু এ বিধি পুরুষের পক্ষে নয়। শোকবেগ ধারণে অসমর্থ সঙ্কীর্ণ হৃদয় রমণীগণের পক্ষে এই বিধি, আর যে সকল পুরুষের অন্তরাত্মা নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ও হৃদয় ক্ষুদ্র তাহারাও একপ্রকার রমণী; অতএব তাহাদের পক্ষে এই বিধি।

প্রিয়কুমার আপনার মহত্ব ও ধৈর্য্য শক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; অনায়াসে ভয়ঙ্কর মনোবেদনার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; রবি যেন নিবিড় নীরদপুঞ্জ হইতে বহির্গত হইল। তখন তাঁহার বদনমণ্ডলের সুপ্রখর জ্যোতি ও নয়নযুগলের নীলোজ্জ্বল আভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তিনি একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন " ভাই সুরেন! আমি তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, ক্ষমা করিও। "

সুরেন্দ্র পাঠকের পরিচিত। এই যুবা সেই সুরেন। সুরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল " আমি তোমায় ক্ষমা করিব? কই তুমিত আমার কোন অনিষ্ট কর নাই। তোমার এই দারুণ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? বল; আমার মন অতিশয় কাতর হইতেছে।

প্রিয়কুমার কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া কহিলেন " বলিব, কিন্তু এখন বলিতে পারি না। ভাই সুরেন! সত্য সত্যই আমি ভারী বিপদে পড়িয়াছি। "

সুরেন কহিল " তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি বুঝিয়াছি রঘুনাথের সহিত তোমার কোন প্রকার বিবাদ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তুমি দুঃখ করিও না, আমার বাটীতে চল। "

প্রিয়কুমার সুবর্ণপুর হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল পথে পথে ভ্রমণ করেন। প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই মনে করেন কিন্তু যাইতে চরণ অগ্রসর হয় না, মন সম্মত হয় না। পবিত্র প্রণয়ের ভাবই এইরূপ। এ বন্ধন বড় শক্ত বন্ধন, ইহা ছিন্ন করা প্রেমিকের কাজ নয়। ভালবাসা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া প্রিয়তমার নিকটেই লইয়া যাইতে

চায়। রজনী প্রভাত হইলে তিনি একবার ভাবিলেন স্বর্ণপুরে ফিরিয়া যাই, কিন্তু লজ্জা ও অভিমান নিষেধ করিল। স্বর্ণপুর বেষ্টন করিয়া তিনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ গত হইল। অদ্য তিনি ইন্দ্রপুরে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। সুবর্ণপুর আর ইন্দ্রপুর দশ ক্রোশ অন্তর। মধ্যে এই প্রান্তর। সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়। দেবে ও দানবে যত ভেদ সুরেনের স্বভাবে ও তাঁহার স্বভাবে তত প্রভেদ। তবে সৌহৃদ্য জন্মিবার কারণ কি, যথা সময়ে যথা স্থানে বর্ণিত হইবে। অনন্তর দুই জনে পদব্রজে ইন্দ্রপুরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিপ্রদাস।

"Canst thou not minister to a mind diseased;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain;
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"

Shakspeare.

সুরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকারে প্রিয়কুমারকে সান্ত্বনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। বেলা অনুমান চারিটা। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রিয়কুমার উপবিষ্ট আছেন। নানা চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে আলোড়িত করিতেছে। তিনি একাকী; লোক লজ্জা নাই, ভয় নাই; অবিরল অশ্রুধারা নয়ন যুগল হইতে বিগলিত হইতেছে। চিত্তবেগকে দমন করিবার নিমিত্ত এখন তেমন যত্ন করিতেছেন না। শোকের সাগরে শরীর ঢালিয়া দিয়াছেন। সহসা এক বৃদ্ধ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া প্রিয়কুমার মনোভাব গোপন করিলেন; কিন্তু এককালে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিলেন না।

"প্রিয়কুমার! আজ তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি যে, কারণ কি" বৃদ্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"বিপ্রদাস! নানাপ্রকার চিন্তা আমার হৃদয়কে জ্বালায়তন করিতেছে। আমি এক্ষণে একটী ভয়ঙ্কর রণভূমির মধ্যস্থলে; দুই পার্শ্বে প্রবল প্রতাপশালী দুই দল সৈন্য ঘোর সমরোন্মত্ত।" প্রিয়কুমার এই উত্তর দিলেন।

বিপ্রদাস রঘুনাথের বাটীতে থাকিত। সে প্রিয়কুমারকে প্রাণাধিক ভাল বাসিত। প্রিয়কুমার সুবর্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার মন অতিশয় আকুল হয়। সে জানিত সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রিয়কুমারের পরিচয় আছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইন্দ্রপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর সুবর্ণ পুরে গমন করিল না। প্রিয়কুমারও তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন, সুতরাং আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। বিপ্রদাসের বয়ঃক্রম ৬০। ৬২ বৎসর। কিন্তু এখনও শরীরটী বেশ সবল আছে, এবং ৬০ বৎসর বয়স বলিয়া বোধ হয় না। বর্ণটী বেশ টুকটুকে। মুখের ভাব গম্ভীর। বিপ্রদাস কিছু পাগল পাগল; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে ও কথা বার্ত্তা শুনিলে তাহাকে একজন জ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল এখন তোমার কিসের ভাবনা? ওরূপ বয়সে ভাবনা কাহাকে বলে আমি জানিতাম না।

"এখন তোমার বয়ঃক্রম কত হবে?"

"৬০ বৎসরের অধিক।"

"৬০ বৎসরের অধিক! তা কখনই হইতে পারে না। এখনো তোমার চুল ভাল হয়ে পাকে নাই, একটীও দাঁত পড়ে নাই। তুমি জান না, ৬০ বৎসর তোমার বয়স নয়।"

"৬০ বৎসরের বেশী। ৬০ বার দুরন্ত শীত এই মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে।"

"তবে ত তোমার ঢের বয়স হইয়াছে। এই পৃথিবীর তুমি অনেক দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ?"

"যতদিন বাঁচা উচিত ছিল আমি তাহার অধিক বাঁচিয়াছি। অধিক পরমায়ু ভাল নয়। পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে হইলে নানা ক্লেশ পাইতে হয়। অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর উপরে কেমন একটা মায়া

জন্মে; পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তখন আর মন হয় না। মৃত্যুর নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নতুবা মৃত্যুতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু—মৃত্যুর তুল্য বন্ধু আর নাই। অন্তরাত্মা যখন নিদারুণ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে, সকল প্রকার ঔষধই বিফল হইয়া যায়; যখন কেহ আর তাহার প্রতি ফিরিয়া চায় না; মৃত্যুই তখন তাহাকে আদরে কোলে করিয়া হৃদয়ের সেই অনিবার্য্য জ্বালার শান্তি সম্পাদন করে। মৃত্যুর অর্থ লোকে বুঝে না, সেই জন্য মৃত্যুর এই দুর্নাম। মৃত্যুর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর নয়। মৃত্যু আমাদিগের পরম হিতৈষী। কেন যে মৃত্যুকে হিতৈষী বলিতেছি, অগ্রে দুটী প্রদেশের বর্ণন করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। একটীতে শোক, দুঃখ রাগ দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্যাদি সুখদ্বেষী বিকটাকার রাক্ষস রাক্ষসী সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে। অপরটীতে সত্য, ধর্ম্ম, সুখ ও শান্তি, নিরন্তর হাস্য করিতেছে। তথায় প্রণয় আছে বিচ্ছেদ নাই, সুখ আছে দুঃখ নাই; রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নিদাঘের প্রচণ্ড তাপ, প্রাবৃটের অজস্র বর্ষণ—এ সকল কিছুই নাই। শরৎ ও বসন্তের সারভাগ মিলিত হইয়া সর্ব্বদা সেখানে বিরাজমান আছে। এই দুটী প্রদেশের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীর ব্যবধান। পৃথিবী সেই প্রথমোক্ত প্রদেশ; দ্বিতীয়টী স্বর্গ; স্বর্গ শান্তিধাম; মৃত্যু সেই শান্তিধামে প্রবেশ করিবার দ্বার। অতএব মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিসে?

প্রিয়কুমার সেই পাগল বিপ্রদাসের এই জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন বিপ্রদাস পাগল নহে, বিপ্রদাস সামান্য লোকও নহে। সুবর্ণপুরে থাকিতে বিপ্রদাস একান্তে বসিয়া প্রিয়কুমারকে কতপ্রকার নীতি শিক্ষা—রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্ম্ম নীতি, যুদ্ধ নীতি, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রিয়কুমারও অভিনিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেন। তাহার চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করিবার জন্য বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে হাস্যরসোদ্দীপক নীতিপূর্ণ গল্পও করিতেন। প্রিয়কুমার তখন বিপ্রদাসকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বরাবর তাহাকে ভক্তি করিতেন। আজ সেই ভক্তি গাঢ়তর হইয়া উঠিল। একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " যে সকল কার্য্যের নিগূঢ় কারণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তুমি তাহার রহস্যোদ্ভেদ কোথায় শিক্ষা করিলে? বাস্তবিক বিপ্রদাস! আমি তোমার বাক্যে অতি-

শয় বিস্মিত হইয়াছি। অথবা বিস্ময়ের বিষয় কি? কোন্ স্থানে কোন্ রত্ন নিহিত আছে এবং কোন্ বস্তু কি গুণ ধারণ করে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাহউক তোমার গুরু কে?"

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল "বৎস! জ্ঞান শিক্ষার জন্য শিক্ষক আবশ্যক করে না। প্রথমতঃ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্ম কি, কোন্ কার্য্য করা উচিত আর কোন কার্য্য করা উচিত নয়, এ সকল হৃদয়মন্দিরাষ্ঠিত আত্মাই মনুষ্যকে বলিয়া দেন। মনুষ্য আপনিই বুঝিতে পারে, অন্যের দ্রব্যে তাহার কোন অধিকার নাই; তাহা অপহরণ করা উচিত নয়, যে কার্য্য উচিত নয়, তাহা করিলেই পাপ। যে ঘটনা ঘটে নাই তাহা বলা উচিত নয়, বলিলেই মিথ্যা বলা হইল, মিথ্যা বলা বড় পাপ, অন্যকে প্রহার করা উচিত নয়, কারণ আমাকে যদি কেহ প্রহার করে তাহা আমি ভাল বাসি না। আমি যাহা ভাল বাসি না, অন্যে তাহা ভাল বাসিবে কেন? যে সামগ্রী জ্ঞানকে নষ্ট করে, বুদ্ধিকে বিকৃত করে, সহজ মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলে, তাহা পান বা ভোজন করা অনুচিত, এ কথা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়? এই জন্য সুরাপান নিষিদ্ধ। তবে কি না মনুষ্য ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে, সুতরাং তাহার কোন কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অদ্য কোন পণ্ডিত একটী দুরূহ বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিলেন, তাহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইল; কিন্তু কল্য আর একজন আবার সেই বিষয়ের আর এক প্রকার মীমাংসা করিলেন, তাহার উজ্জ্বল সদ্‌যুক্তি-শালিতা সকলকে মোহিত করিয়া তুলিল। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপেক্ষা করিয়া লোকে একে একে এই নবাবিষ্কৃত পথের পথিক হইতে লাগিল। পরিশেষে পূর্ব্ব পণ্ডিতের মান সম্ভ্রম লয় পাইল। মনুষ্যের নিকট আজ যাহা মিথ্যা, কাল্ তাহা সত্য হইতেছে, আজ যাহা ধর্ম্ম, কাল্ তাহা অধর্ম্ম হইতেছে এবং আজ যাহা অধর্ম্ম কাল তাহা ধর্ম্ম হইতেছে। অতএব মানুষ কিরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিবার অধিকারী? যিনি শিখিবেন, তাঁহারই বা লাভ কি? অন্ধ অন্ধের পথপ্রদর্শক হইলে দুর্ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। দুই জনেই পথি মধ্যস্থিত কূপ মধ্যে পতিত হয়। তবে কি কেহ মানুষের উপদেশ শুনিবে না এবং মানুষের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিবে না? প্রথমতঃ শিক্ষাগুরুর নিকটে কিছু না শিখিলে স্বভাব হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করা

সকলের পক্ষে সহজ হয় না। পৃথিবী অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার; যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্যানুসন্ধানে তৎপর হন, সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই প্রকৃতি হইতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। রবি, শশী, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তটিনী, তড়াগ, অর্ণব, অচল, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী কিছুই তাঁহাদের সতর্ক নয়নযুগলকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তাঁহাদের নয়নযুগলকে সমভাবে আকর্ষণ করে। একটী সামান্য বনকুসুম হইতে অশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়। ফুলটীর কুঁড়ী হইল, কুঁড়ীটী ফুটিল, শুকাইল; দেখিয়া কি শেখা গেল? এই শিক্ষা হইল, মানুষের কি যৌবন কি রূপলাবণ্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে মনুষ্য জীবনের সার কি? সার পরোপকার ও ধর্ম্ম। ধর্ম্মপথে থাকিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য।"

এখন প্রিয়কুমার স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, বিপ্রদাস একজন যথার্থ জ্ঞানী-লোক। এরূপ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপে পরমানন্দলাভ কেন না হইবে? তিনি তখন সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। হৃদয় জলভারাক্রান্ত জলধরের ন্যায় ফলভারাক্রান্ত তরুবরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অবনত হইয়া পড়িতেছিল, এক্ষণে তাহা অল্পে অল্পে উন্নত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দিবাকর এক একবার দেখা দিতে লাগিলেন। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল যত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়, ততই ত জ্ঞানের উন্নতিসাধন হইতে পারে? অপরিপক্ক বয়সে ঈশ্বরের এই বিচিত্র কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, তবে তুমি দীর্ঘ জীবনকে নিন্দা করিতেছ কেন? দীর্ঘজীবন মনুষ্যকে অভিজ্ঞতা প্রদান করে, দীর্ঘ-জীবনে বহুদর্শিতা জন্মে। যদি জন্মিলাম ও মরিলাম তবে জন্মিয়া ফল হইল কি? কেবল জন্ম ও মৃত্যুর জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভি-প্রায় সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের সৃষ্টি।"

"এ কথা সত্য।" বিপ্রদাস উত্তর করিল। দীর্ঘজীবনে বিদ্যা লাভ ও জ্ঞান সঞ্চয় হয় এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা জন্মে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু দীর্ঘ জীবন শোক দুঃখের অপার সাগর স্বরূপ। জ্ঞান ও বিদ্যা দুটী স্বতন্ত্র পদার্থ। বিদ্বান হইলেই লোক জ্ঞানী হয় না, অভিজ্ঞ বা বহুদর্শী হইলেই লোক জ্ঞানী

হয় না। অনেকে বিদ্বান হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া গর্ব্বে ফাটিয়া যায়। তাহাদিগের সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, তাহাদিগের সে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা নয়। বিদ্বান হইয়া যে ব্যক্তি জ্ঞানী হয়, তাহার বিদ্যাই বিদ্যা, আর বহুদর্শী হইয়া যে জ্ঞানী হয়, তাহার বহুদর্শিতাই বহুদর্শিতা।

বৃদ্ধ নীরব হইল। অতিশয় সুখী হইয়া প্রিয়কুমার কহিলেন, বিপ্রদাস! তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী। তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। তুমিই যথার্থ সুখী। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে জ্বালা নিরন্তর অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে, সেই জ্বালা জুড়াইবার কোন মহৌষধ আছে কি না?

বৃদ্ধ কহিল পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী কেহই নাই। সময়ে সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকেও অসুখী হইতে হয়। আমি কত শত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি ও পতন দেখিলাম; কত শত সুরম্য নগরীর নির্ম্মাণ ও ধ্বংস দেখিলাম; আমার সম্মুখে কত ভয়ঙ্কর মরুভূমি জনকোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর হইল, আবার কত নগর মরুভূমি হইয়া গেল! কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন আমার নয়নগোচর হইল; কত শত সুচতুর লোক জন্মগ্রহণ করিলেন, আবার বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি ভিক্ষুককে সাম্রাজ্যশাসন করিতে এবং মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইতে দেখিলাম। তুমি বড় অসুখী, আমি জানি; তোমার অন্তর্জ্বালার প্রতিকারের জন্যই আজ আমি এত কথা বলিলাম। আমি তাহার একটী মহৌষধ জানি, এখনি বলিব।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ প্রিয়কুমারের মুখপানে চাহিয়া নীরব হইল।

" প্রিয়কুমার কহিলেন তুমি একখানি জীবন্ত ইতিহাস।" কি জন্য তুমি যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আপনাকে অসুখী করিতেছ বুঝিতে পারি না।"

বৃদ্ধ কহিল " ইহার উত্তর এই, সকলের মন সমান নয়। আজ আমি এত কথা বলিতাম না, কিন্তু একটী বিশেষ কারণে বলিতে হইল। তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় ভাল বাসি। তোমার মঙ্গল কামনাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই জন্যই উপদেশচ্ছলে এই কয়টী কথা বলিলাম, তুমি সর্ব্বদা এ কথাগুলি স্মরণ রাখিবে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব। তুমি যে এত লেখাপড়া শিখিয়াছ, আমি দেখিতেছি সে সকল বৃথা হইয়াছে।

তুমি নিতান্ত অবোধ বালকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। তুমি জানিতে পারিতেছ না ইহাতে কেবল উপহাসাস্পদ হইতেছ? অনুৎসাহসাগরে শরীর ঢালিয়া দিলে কোন্ কালে মনোরথ সিদ্ধি হয়? তুমি পুরুষত্বে, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া জ্ঞান-গৌরব কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছ। তোমার কি কিছুই স্মরণ নাই? আমি কি স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি? আজ অষ্টাদশ বৎসর তবে আমি তোমাকে কি শিখাইলাম? একটী সামান্য রমণীর জন্য এরূপ জ্ঞানশূন্য হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য? রমণী চিন্তাই কি তোমার প্রধান চিন্তা হইল? এ জগতে কে কোন্ ভাবে আছে তুমি কি বলিতে পার? ভবিতব্যে কি আছে কোন্ ব্যক্তি অবগত? আর একটী কথা এই, তুমি যাহাকে চন্দনতরু মনে করিতেছ, সে দুর্ব্বিপাকবিষবৃক্ষ। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

প্রিয়কুমার এককালে স্পন্দহীন বাক্‌শক্তি রহিত। সিন্ধু প্রবল পবনবেগে আলোড়িত হইলে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, তাহার মনে তেমনি চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। বিপ্রদাস আমাকে এ সকল কথা কেন বলিল? ভাবিতে ভাবিতে শৈশবের সেই সুন্দর ভাব অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। কপোলে কর বিন্যাস করিয়া প্রিয়কুমার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অজ্ঞাতসারে নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

মেলেরিয়া জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ৬৩ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ জ্বরের নিদান তত্ত্ব।

স্বাভাবিক অবস্থার অপেক্ষা দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য সকল জ্বরের প্রধান লক্ষণ। এই সন্তাপ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় বিষয়ে নিদানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরস্পর বিরোধি মত সমর্থন করিয়া থাকেন। অন্যূন তিন সহস্র বর্ষ অতীত হইল প্রসিদ্ধনামা হিপ্পোক্রেতিস এইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, বহির্বিষয় হইতে কোনরূপ বিষময় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অথবা শরীর মধ্যেই কোনরূপ অনিষ্টকর পদার্থ সংজাত হইয়া জ্বরোৎপাদন করে। দাহ পিপাসাদি নানাবিধ ক্লেশকর

উপদ্রবের পর প্রভূত মূত্র ও স্বেদ নির্গত হইয়া জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। এই হেতু উল্লিখিত পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে ঐ বিষাক্ত দ্রব্য শরীর মধ্যে পাচিত, সিদ্ধ ও অস্তরুৎসিক্ত হইয়া বহির্গত হয়। সিডেন্‌হাম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ গ্যালেন এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। অধুনাতন রসায়নতত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মত ও প্রায় এইরূপ।

ডাক্তার হুপার ও তম্মতাবলম্বী ডাক্তার গ্রান্ট এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন শৈত্য, ভয় ও অন্যান্য মানসিক উদ্বেগ নিবন্ধন যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে দেহ মধ্যে কোন অপকারক পদার্থের প্রবেশ বা জন্ম-গ্রহণ সম্ভাবিত নয়। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি এই, জ্বরান্তে ঘর্ম্ম ও মূত্র সহযোগে রোগোৎপাদক কণিকা সমূহ নির্গত হইলেও জ্বরের পুনরাক্রমণ হয় কেন? কোন কোন স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, নাসারন্ধ্র হইতে যৎসামান্য শোণিত নিঃসৃত হইয়াই জ্বরের উপশম হয়। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, ঐ নিঃসৃত শোণিত মধ্যে কোন অনিষ্টকর পদার্থ দৃষ্ট হয় নাই।

লুএল হুক বহু আয়াস ও অধ্যবসায়সহকারে অণুবীক্ষণ দ্বারা স্বচ্ছ-ত্বগাবৃত জীবের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রক্তের বিধানোপাদান গোলাকার কণিকায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল রক্তকণা উপাদানানুযায়ী অবনত অবস্থায় যথাক্রমে সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে গ্রথিত এবং এক একটী পৃথক নির্ম্মাণোপাদানের স্বীয় আকারের অনুরূপ এক একটী পৃথক রক্তপ্রকোষ্ঠ আছে, তন্নিবন্ধন বৃহদাকার রক্তকণিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার কণিকাপ্রকোষ্ঠে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল বুর্হাব উক্ত পণ্ডিতের প্রদর্শিত সূত্র অবলম্বন করিয়া এই স্থির করেন যে, রক্তকণার স্থানভ্রংশই সকল জ্বরের মূল কারণ। কোন কোন কণিকার নির্ম্মাণোপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে বিপর্য্যয় ঘটে, পরে কণার আকার চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া উহা তরল অথবা মলিন নির্যাস তুল্য হয়। এই নির্যাসবৎ পদার্থকে বুর্হাব জ্বরের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈশিক রন্ধ্রের অন্তর্ভাগে ঐ গলিত দ্রব্য সংযত হইয়া জ্বরের শৈত্যাবস্থা ও উষ্ণাবস্থাদি উৎপাদন করে। প্রদাহিক জ্বরে এই যুক্তি প্রামাণিক, কিন্তু অন্যান্য জ্বরে ইহা বিচার সংগত নহে।

বুর্হাবের সমসাময়িক সুপণ্ডিত ষ্টাল্ বিবেচনা করেন, স্নায়বীয় আক্ষেপই জ্বরের যথার্থ কারণ। আফ´মানও সর্ব্বতোভাবে ঐ মতের অনুমোদন করিয়া কেবল উহার একটী স্বতন্ত্র নাম করণ করিয়াছেন। ডাক্তার কালেন্ বলেন শারীর-ক্রিয়ার একটী বিশেষ শক্তি আছে। উহার অবস্থিতি স্থান মস্তিষ্ক। চিত্তোদ্বেগ ও শৈত্যাদি প্রভাবে ঐ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে নিস্তেজ হইলেই স্নায়বিক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ঐ আক্ষেপই জ্বরের প্রধান কারণ।

ডাক্তার ব্রাউন বলেন মনুষ্য একরূপ চেতনাযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ। জীবন দীপ স্বরূপ। বাহ্য ও আভ্যন্তর নানাবিধ তেজের দ্বারা ঐ দীপ প্রদীপিত হয়। দৈহিক তেজের অধিকতর সঞ্চয় বা ক্ষয় জ্বররোগের প্রধান কারণ। অত্যন্ত তেজ সঞ্চয় হইলে প্রাদাহিক জ্বর এবং অত্যন্ত তেজ ক্ষয় হইলে মৌহিক জ্বর উৎপন্ন হয়। ডারউইন প্রায় ব্রাউনের মতাবলম্বী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ কাল চিকিৎসাশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে সকল চিকিৎসকের মীমাংসা একরূপ নহে। ডাক্তার ক্লুটারবক্ বলেন, মস্তিষ্ক প্রদাহই সকল জ্বরের কারণ। ব্রুসাইর মতে মস্তিষ্ক প্রদাহে মৌহিক জ্বর, ফুসফুস প্রদাহে পূয়জ জ্বর, গর্ভাবরণ ঝিল্লি প্রদাহে সূতিকাজ্বর এবং শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপ্রদাহে শৈত্যজ্বর জন্মিয়া থাকে।

এইরূপে মহোপাধ্যায় চিকিৎসকগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় হিপ্পোক্রেতিসের মতটীই সমধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহিত প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতের বড় বৈলক্ষণ্য নাই। ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, অসঙ্গত আহার অসঙ্গত বিহার প্রভৃতি কারণে জঠরস্থ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাদি স্থানভ্রষ্ট হইয়া যখন উর্দ্ধগত হয়, সেই সময়ে ত্বকের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়। এখনই যে কেবল দূষিত জল বায়ু নানা ব্যাধির নিদান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এরূপ নয়, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সুস্থাবস্থা বা পীড়িতাবস্থা কাহাকে বলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যখন সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়,

স্বাভাবিক প্রস্রবণ ও নিস্রবণাদি কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে, আহারীয় দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় ও তদ্দ্বারা দেহ বলিষ্ঠ হইতে থাকে এবং শ্রম বিষয়ে চিত্ত উৎসাহ সম্পন্ন ও নিদ্রা অনায়াসলভ্য হয়, তখনই শরীরকে সুস্থ বলা যায়, আর ইহার বিপরীত অবস্থাকে পীড়িত অবস্থা বলে। এই পীড়ার কারণ একরূপ নয়। ব্যক্তিভেদে কাল ও অবস্থা ভেদে কারণ ভেদ হইয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায়, রাত্রিকালের বায়ু সেবন করিলে সর্দ্দি হয়, কিন্তু সকল ব্যক্তির হয় না। অতএব স্থির হইতেছে, কেবল রাত্রিকালের বায়ুসেবন সর্দ্দির একমাত্র কারণ নয়। দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উদরে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, বমন ও উদরাময় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল সময়ে সকলের হয় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, কেবল কারণসম্ভাবেই কার্য্য হয় না, উপযুক্ত পাত্র সম্ভাব চাই। কারণের অনুরূপ কার্য্য হইবার অনেক বাধাও আছে। সে প্রতিবন্ধকগুলি থাকিতেও কার্য্য হয় না। বোধ কর অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কিন্তু জলসংযোগ হইলে সে শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু উপলখণ্ডের উপরে সে শক্তি কার্য্যকারিণী হয় না। সেইরূপ যাহার যথার্থ রোগোৎপাদিকা শক্তি আছে, সে কারণ সংঘটন হইলেও যদি দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় সবল ও সুপ্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না।

দেহ রক্ষা বিষয়ে শোধন, পোষণ, নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণ এই চারিটী ক্রিয়ার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্বাস যন্ত্র দ্বারা নিয়ত যে বায়ু গ্রহণ করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা রক্ত শোধিত হইতেছে; ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট করিতেছে পিত্তাদি রস নিঃসৃত হইয়া পরিপাক প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া দেহকে নির্ম্মল করিতেছে। কোন কারণে এই সকল ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া উপস্থিত হয় ব্যতিক্রম না ঘটিলে তত্তৎ কারণ সত্বেও পীড়া হয় না। অতএব স্থির হইতেছে কারণের অস্তিত্ব পীড়া নয়, দৈহিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমই পীড়া।

উপরে পীড়ার এই লক্ষণ করা হইল বটে কিন্তু যদি ভালরূপে অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সংসারে বাস্তবিক ব্যাধি বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। দেহের যে স্বাভাবিক সংস্কৃত অবস্থা আছে, কোন কারণে যদি

তাহার অসংস্কৃত অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সংস্করণের যে যে স্বাভাবিক উপায় আছে, তাহার নামই ব্যাধি। ইহার একটী উদাহরণ এই, চক্ষু মধ্যে এক কণা বালুকা প্রবিষ্ট হইল, স্বভাব প্রথমতঃ অশ্রুজল দ্বারা তাহাকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তাহার পর প্রদাহ উপস্থিত হইল; কারণ প্রদাহ দ্বারাও ঐ পদার্থ নির্গত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতেও যদি ফলোদয় না হয়, পূয় সঞ্চিত হয়। স্বভাবের উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা বালুকাবিদ্ধ স্থান কোমল ও শিথিল হইলে উহা অনায়াসে নির্গত হইবে। এইরূপ সকল ব্যাধিতেই আহত স্থান সংস্করণ ও পরিশোধনের এক একটী উপায় আছে। অতএব এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কোন কারণ বশতঃ অঙ্গ বিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের কোন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটলে স্বভাব স্বয়ং তাহার সংস্কার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হয়। সেই সংস্করণ কার্য্যে যে সমস্ত বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহাকেই আমরা ব্যাধি বলিয়া থাকি।

আমরা প্রায় সকল স্থলেই দেখিতে পাই যে, প্রদাহই সকল অনিষ্ট সংশোধনের একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। চক্ষুর মধ্যে কোন দ্রব্য পতিত হইলে চক্ষুতে প্রদাহ হয়; কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সেই স্থানে প্রদাহ হয়; উগ্র পদার্থ ভোজন করিলে পাকস্থলীতে প্রদাহ হয়; অধিক মাত্রায় তার্পিনতৈল, সোরা বা মক্ষিকা উদরস্থ হইলে উদর প্রদাহ হয়। সন্তাপ, স্ফীততা ও বেদনা বোধ প্রদাহের বাহ্য লক্ষণ। জ্বরকালে যে দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, অঙ্গবিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের প্রদাহই তাহার এক মাত্র কারণ। যদি কোন কারণে নিয়মিতরূপে পিত্তাদি রস নিঃসৃত না হয়, কিম্বা মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদি যথোচিতরূপে নির্গত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থ শোণিত সহ মিলিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করে। সেই অনিষ্ট প্রভাবে ও ভয় শোকাদি কারণে দৈহিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্বর হইয়া থাকে। একবার জ্বর জন্মিলে মূলকারণ অপগত হইলেই যে তৎক্ষণাৎ জ্বরের শান্তি হয়, তাহা হয় না। যথা—যদি কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে কণ্টক বাহির করিয়া ফেলিলেও বেধযন্ত্রণা সত্বর নির্ব্বাণ হয় না, সেইরূপ ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া জ্বরের মূল কারণ দূরীভূত হইলেও দেহ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল বলিয়া তৎপরে জ্বর থাকা অসম্ভাবিত নয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পদতলের একদেশে

কিছু বিদ্ধ হইলে চলিবার শক্তি থাকে না, পেশিমণ্ডল অবশ হইয়া পড়ে। এইরূপ পীড়ার অবস্থায় দেহের কোন বিশেষ স্থান বিকৃত হইলে দেহের অন্যান্য সুস্থ স্থানও অসুখিত হইয়া উঠে।

জ্বরের নিদানতত্ত্ব এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্যক্ নির্ণীত হয় নাই। কোন স্থলে স্নায়ুমণ্ডলে কোন স্থলে বা রক্তসঞ্চালন যন্ত্রসমূহে ইহার ক্রিয়া প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়।

মুসলমান জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ।

আরব ও আরবদিগের আদিম অবস্থা।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটী বিপ্লব এক এক জাতির অভ্যুত্থানের কারণ হয়। মুসলমান জাতির আদিম অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল; মহম্মদের সময়ে যে ধর্ম্মবিপ্লব হয়, তাহাই তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত করিয়া তুলে। আজ আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি, এককালে ইহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যে ও পদদম্ভে মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল। যে ইউরোপ বিধর্ম্মী বলিয়া আজ যে মুসলমান জাতির উচ্ছেদসাধন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সেই ইউরোপে এই মুসলমান জাতি এক সময়ে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিল। কালের কি বিচিত্র প্রভাব! আজ সেই মুসলমান জাতি ইউরোপের খেলানা হইয়া উঠিয়াছে! কি কি কারণে মুসলমান জাতির অভ্যুদয় হয়, আবার কি কি কারণেই বা তাহাদের পতন হইল এ সমস্ত জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা অনেকের চরিত্র শিক্ষায় আচার্য্যের কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই। চরিত্র শিক্ষার এমন উপদেষ্টা দ্বিতীয় আর নাই। এই কারণে আমরা আদি হইতে আরবের ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিলা। আরবই মুসলমান জাতির উন্নতির প্রধান স্থান।

আরবদেশ প্রথমে নিম্নলিখিত পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়। যথা—এল ইমেন, এল হেজাজ, টিহামা, এন্ নেজেদ এবং এল ইয়ামামে। কিন্তু কেহ কেহ এল বাহরেন্ নামক আর একটী প্রদেশ ইহাতে যোগ করিয়া আরবদেশকে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

ইমেন প্রদেশ মক্কার দক্ষিণ। এটী ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। এই প্রদেশটী আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। যথা—হাদ্রামত, এসসহর, ওমান, নেজরান ইত্যাদি। তন্মধ্যে এসসহরেই কেবল গন্ধদ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইমেনের রাজধানীর নাম সানা। সানা একটী অতি পুরাতন নগর। পূর্ব্বকালে ইহাকে আজল বলিত।

এই প্রদেশটী অতি প্রাচীন কাল অবধি স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভূমির অসামান্য উর্ব্বরতা এবং ধনসমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার গুণগান শ্রবণে বিমোহিত হইয়া আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন করিয়া এই দেশ অধিকার ও তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে দিল না। যে সমস্ত সামগ্রী তৎকালে আরবদেশজাত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ ও আফরিকার উপকূল হইতে আনীত হইত। সেই সময়ে মিশরবাসীরা বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যবিষয়ে আপনাদিগের একাধিপত্য অক্ষত রাখিবার উদ্দেশে ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত উৎপত্তি স্থান গোপন করিতেন। এক দিকে মিশর বণিকদিগের এই প্রবঞ্চনা, অপর দিকে দুর্গম মরুভূমি; সুতরাং পূর্ব্ব গ্রীক ও রোমকেরা আরবের বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন না। লোহিতসাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ সকলই অনুর্ব্বর ও বালুকা রাশিপূর্ণ ভীষণ মরুভূমি। কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে যে শৈলশ্রেণী আছে, তাহার উপত্যকায় নিয়মিতরূপে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ঐ উপত্যকাভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। তথায় আরবের বিখ্যাত কাফি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন আঙ্গুর প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু ফল, ও অন্যান্য শস্যও বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই শৈলশ্রেণীই ইমেন প্রদেশের রমণীয়তা সম্পাদন করিয়াছে। এ প্রদেশে বৃহৎ কোন নদ নদী নাই। বর্ষাকালে যে সমস্ত নির্ঝরিণী পর্ব্বতের নির্ঝর হইতে জন্মগ্রহণ করে, সমুদ্রের সহিত প্রায় তাহাদের সমাগম হয় না; তৃষ্ণার্ত্ত মরুভূমি পথি মধ্যেই তাহাদিগকে পান করিয়া ফেলে।

অন্যান্য প্রদেশের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা নয়। সে সকল স্থানের অধিকাংশ বালুকা বা পর্ব্বত শ্রেণীতে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তাল বৃক্ষ পরিশোভিত এক

একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও দুই একটী প্রস্রবণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হেজাজ প্রদেশের দক্ষিণে ইমেন ও টিহামা প্রদেশ, পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি এবং পূর্ব্বে নেজেদ প্রদেশ। মক্কা ও মদিনা দুটী সুপ্রসিদ্ধ নগর এই প্রদেশের মধ্যগত। মহম্মদ মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং মদিনায় পলায়ন করিয়া জীবনের শেষ দশ বৎসর কাল যাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার সমাধি হয়, সেই সমাধিস্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নানাদেশের অসংখ্য যাত্রী বৎসর বৎসর এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়।

মক্কা (ইহাকে কখন কখন বক্কাও বলিয়া থাকে) যে অতি পুরাতন নগর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে মেসা নামক যে একটী নগরের উল্লেখ আছে; অনেকে অনুমান করেন মক্কাই সেই নগর। কেহ কেহ বলেন ইস্মেলের কোন পুত্রের নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছে। মক্কা নগর পর্ব্বতবেষ্টিত। এ স্থানের ভূমি অনুর্ব্বর ও বালুকাময়। নগরটী প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহা দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে এখানে অতিশয় জলকষ্ট ছিল। সুস্বাদু পানীয় জল মিলিত না। এখানে যে সকল প্রস্রবণ আছে, তাহার জল কটু ও কষায়। তবে জেমজেম নামক উৎসের জল কথঞ্চিৎ পান করা যায়; কিন্তু অধিক পরিমাণে ইহার জলপান করিলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। এই কারণে এখানকার লোকে পানার্থ বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। কিন্তু তাহা স্বল্পকাল মধ্যে ফুরাইয়া যাইত। এই জন্য পয়ঃ-প্রণালী দ্বারা স্থানান্তর হইতে জল আনয়ন করিবার বিস্তর চেষ্টা হয়। বিশেষতঃ মহম্মদের সময়ে এজজুবের নামক কুরেশ জাতীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার ব্যয়ে আরাফট পর্ব্বত হইতে এই নগরে জল আনয়ন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্পকাল গত হইল তুরস্কের সুলতান সলিমানের মহিষীর যত্ন ও উৎসাহে এই মহৎ কল্পনা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর কালিফ এল মুক্তাদীর খাল খনন করিয়া একটী উৎস হইতে এখানে জল আনয়ন করিয়াছেন।

মক্কার ভূমি এত অনুর্ব্বর যে এখানে প্রায় কোনরূপ শস্য উৎপন্ন হয় না। এই কারণে এখানকার লোকে স্থানান্তর হইতে শস্যাদি আনয়ন করিয়া থাকে। মহম্মদের বৃদ্ধ পিতামহ হাসিস খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহার্থ দুটী বণি-

কের দল নিযুক্ত করেন। তাহারা প্রতি বৎসর স্থানান্তর হইতে ক্রয় করিয়া শস্য আনয়ন করিত। ইহার এক দল গ্রীষ্মে আর একদল শরৎকালে ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। এই বণিকগণের নাম কোরাণে লিখিত আছে। তাহারা যে সকল খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিত, বৎসরে দুইবার তাহা তত্রত্য অধিবাসিদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত। মক্কার সন্নিহিত জনপদ সমূহে প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর পাওয়া যায় এবং মক্কার ৩০ ক্রোশ দূরস্থ এত-তাইফ নামক স্থানে আঙ্গুর উৎপন্ন হয়, নিজ মক্কায় এ সকল সামগ্রী জন্মে না। ঐ সকল স্থান ইহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। মক্কাবাসীরা প্রায়ই বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন। ইহার কারণ এই, প্রতি বৎসর নানা দিগ্‌দেশ হইতে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হইতে ইহারা বেশ দশ টাকা পায়। প্রতি বৎসর এখানে যে, মেলা হয়, সেই সময়ে দেশ বিদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্য আনীত হইয়া থাকে। মক্কার লোকে অনেক গো মেষাদি বিশেষতঃ উষ্ট্র প্রতিপালন করে। এখানে কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় না, সমস্ত বস্তু ক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এ অবস্থায় দরিদ্রগণ যে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ পায়, তাহা বলা বাহুল্য। মক্কার এইরূপ দগ্ধভাব; কিন্তু ইহার সীমা অতিক্রম করিয়া যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই বিবিধ শস্যপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র, সুরম্য ফলভারাবনত নানাপ্রকার তরুরাজি শোভিত উদ্যানশ্রেণী, উৎস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব শোভা নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

মক্কার বিখ্যাত মসিদ নগরের মধ্যস্থলে আছে। ইহাকে লোকে এল-মস্‌জিদ এল হারাম অর্থাৎ পবিত্র আলয় কহিয়া থাকে। এস্থলে প্রস্তর-নির্ম্মিত কায়েবা নামে একটী চতুষ্কোণ গৃহ বা মস্‌জিদ আছে। এ গৃহটীকে সকলে অতি পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারদেশের কোণে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে। তাহার বৃত্তান্ত যথাসময়ে বর্ণিত হইবে। এই গৃহটীর অভ্যন্তর অতিশয় পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন; এবং রেশমের ঝালরে সুন্দররূপে সজ্জিত। প্রাচীরের গায় বিবিধ পুষ্প তরু লতা অঙ্কিত, তাহার কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। গৃহতল নানাবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত; স্তম্ভ সকল সুবর্ণনির্ম্মিত দীপমালায় অলঙ্কৃত। একটী সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই কায়েবা মসিদ, আর দুই তিনটী সুচারু কারুকার্য্য খচিত হর্ম্ম্য, ইস্মেলের

কবর, ইব্রাহিমের ভবন এবং জেমজেম উৎস শোভা পাইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর ও অট্টালিকা শ্রেণী। এগুলি এক ব্যক্তির কীর্ত্তি নয়। অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহার সংস্থান ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কালিফ ওমর প্রথমে ইহার সামান্যরূপ সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত অট্টালিকাই সাধারণতঃ মক্কার মসিদ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু মক্কা নগরটীকেই পবিত্র জ্ঞানে লোকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। এ নগরের সীমার মধ্যে কেহ কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে কেহ কোন জীবহিংসা বা পক্ষ্যাদি শিকার করিতে এমন কি বৃক্ষের একটী শাখাও ছেদন করিতে সাহসী হয় না। মহম্মদের প্রাদুর্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব অবধি মক্কার মসিদ মহাপুণ্যস্থান ও পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সকলে তথায় সমবেত হইয়া তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিত। পূর্ব্বে যে এখানে পৌত্তলিক মতে পূজাকার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। মুসলমানেরা কায়েবার মসিদকে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ের নির্ম্মিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। আদম ইডেন উদ্যান হইতে যখন নির্ব্বাসিত হন, সেই সময়ে ঈশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা করেন যে ইডেন উদ্যানে এল-বেয়েট-এল-ম্যামুর নামে যে একটী মন্দির আছে, আমি যেন ঐরূপ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারি। তাহাতেই মক্কার মসিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আদম এই স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই মসিদের বিষয়ে আরো অনেক প্রকার গল্প আছে, এস্থলে সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ডের কথা কহিয়াছি, তাহা কায়েবা মসিদের পূর্ব্বকোণে স্থাপিত। উহা রজতে মণ্ডিত। মুসলমানেরা উহাকে অতি পবিত্র বস্তু বলে; যাত্রিরা অতি ভক্তিভাবে উহার পাদদেশ চুম্বন করিয়া থাকে। মুসলমানেরা বলে এটি স্বর্গের একখানি বহুমূল্য প্রস্তর, আদমের সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল; মহাপ্রলয়ের সময়ে এখানিকে পুনর্ব্বার স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয়; ইব্রাহিম যখন কায়েবা মসিদ পুনরায় নির্ম্মাণ করেন, গাব্রিয়েল সেই সময়ে এই প্রস্তরখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ইব্রাহিমের মসিদের সম্মুখেও আর একখানি প্রস্তর আছে; সেখানিকেও সকলে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। জেমজেম উৎসের সম্মানও কোন অংশে ন্যূন নহে। মুসলমানেরা বলে যখন হাগার্ড তাঁহার

মাতার সঙ্গে মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইস্মেলের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য এই উৎসটী সহসা পৃথিবী হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ভাগীরথীর ন্যায় ইহার জলও পবিত্র; যাত্রিগণ যে কেবল ভক্তিভাবে পান করে এমত নহে কলসে পুরিয়া দেশ-দেশান্তরে লইয়া যায়।

মহম্মদের বহুকাল পূর্ব্ব অবধি আরবেরা মক্কার এই মসিদকে মহাতীর্থ-স্থান বলিয়া মান্য করিত। নানা দিগ্‌দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া এখানে ব্রতাদি সম্পন্ন করিত। মহম্মদ সহজে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিবেন ভাবিয়া ঐ সকল ব্রতের অনেকগুলির অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রতগুলি অনেকাংশে পৌত্তলিকতার পরিপোষক। মুসলমানেরা বলেন মক্কার মসিদ ঠিক পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের ঠিক নীচে।

মদিনা পরিমাণে মক্কার অর্দ্ধেক। ইহার চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বর নয়। পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে কতক পরিমাণে খর্জ্জূর উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৌত্তলিক মতাবলম্বী আরবেরা প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইলে মহম্মদ এই স্থানে পলাইয়া আইসেন। এখানে দশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

টিহামা প্রদেশের ভূমি বালুকাময়, অনুর্ব্বরা, এবং জলবায়ু উষ্ণ। ইহার পশ্চিমে লোহিত সাগর, এবং অপর তিন দিকে হেজাজ প্রদেশের কিয়দংশ এবং এল্ ইমেন। এল্ নেজেদ প্রদেশ এল্ হেজাজ হইতে এল এরাক পর্য্যন্ত; এবং এল্ ইয়ামা প্রদেশ এল্ নেজেদ ও এল্ ইমেন প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রদেশের প্রধান নগরের নাম এল্ ইয়ামা। পূর্ব্বে এই নগরকে এল্ জো কহিত। মহম্মদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসেলিমার জন্ম স্থান এই নগর। ইনিও আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত সত্য ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

———:০:———

হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের শিষ্য-
সংখ্যা বৃদ্ধি।

———:০:———

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বকাল আজও সোয়া শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইহার মধ্যে হিন্দুসমাজে যে প্রকার ভয়াবহ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এই ইংরাজ রাজত্ব যদি এইরূপ অবাধে আর দুই শত বৎসর চলে এবং এইরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু যে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পৃথিবীতে থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। নৈয়ায়িকেরা পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যেরূপ বলেন, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, আমরাও ইংরাজীতে শিক্ষিতদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া তেমনি বলিতেছি, আর দুই শত বৎসর পরে সমুদায় হিন্দু সাহেব হইয়া যাইবে। সেই নকল সাহেবেরা হিন্দু জাতির ক্ষমতা ও বুদ্ধি বিদ্যাদির অনভিজ্ঞ মূর্খ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় নিজ আদিপুরুষদিগকেই "ড্যাম নিগার হিন্দু" বলিয়া গালি দিবে, বলিবে হিন্দুরা বড় বোকা ছিল, গায়ে ও মাথায় মৃত্তিকার মাটী মাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সংক্রান্তি সাজিয়া বেড়াইত এবং উপবাসী থাকিয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর পূজায় দেহপাত করিয়া সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইত। তাহাদিগের গালিধারা অধিকতর বেগে বর্ষিত হইবে। লোকে কথায় বলে "ঝুটার বাহার অধিক।" ফলতঃ ভাব গতি দেখিয়া আমাদিগের বেশ বোধ হইতেছে, আর দুই তিন শত বৎসর পরে হিন্দুজাতি নামমাত্রশেষ হইবে। আমাদিগের এই অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত, ক্রমে প্রমাণ করিয়া দিতেছি, পাঠক অভিনিবিষ্ট চিত্তে আমাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিসে তাহার উন্নতি হইবে, কিসে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার উৎসাহ, অধ্যবসায় তেজস্বিতা মনস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সে চিন্তা সে চেষ্টা সে উদ্দেশ্য কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কোন হিন্দুতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রায় শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহার কারণ এই, কোন হিন্দুরই যে ঐরূপ চিন্তা ও চেষ্টা নাই, তাহা নয়, দুই

চারি জনের হয় ত আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে চিন্তায় কি ফল হইবে? কাঠবিড়ালীতে সাগর বাঁধিতে পারে না, সাগর বাঁধিতে হইলে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি ভাল ভাল মিস্ত্রী ও ভাল ভাল জোগাড়ে চাই। সুবুদ্ধি পাঠকগণ অগ্রে নিজ নিজ গ্রামের অশিক্ষিত দলের আচার ব্যবহার স্বভাব ও চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখুন, তাহারা গো মেষ মহিষাদির ন্যায় কেবল আহার নিদ্রা মৈথুন লইয়াই ব্যস্ত কি না? আত্মোদর পূরণ হইলে সুখে নিদ্রা হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হইলে আত্মাকে সুখিত বোধ করে কি না? তাহারা নিজের মঙ্গলকেই জগতের মঙ্গল জ্ঞান করে; জগৎ কি, জগতের মঙ্গল কি, তাহারা সে চিন্তার ধার ধারে না। তাহারা যে জগতের এক একটী অঙ্গ, জগৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের যে মহৎ কর্ত্তব্য আছে, তাহাদিগের সে ভাববোধই নাই। সুতরাং তাহাদিগের হইতে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির আশা কি?

এই ত গেল অশিক্ষিতদলের কথা, শিক্ষিতদলের অধিকাংশকে আজ কাল ইহাদের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর জন্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। জগদীশ্বর মানুষকে যে কি মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত জগতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, কিন্তু কাজে তাহা করেন না। "পান ভোজন ও আমোদে কালহরণ কর" এই বাক্য ও কার্য্যগুলিকে তাঁহারা মনুষ্য জন্মের সার বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কেবল চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মতই তাঁহাদিগের মত। তবে শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াছে। চার্ব্বাকের ও এপিকিউরসের পূর্ব্ব শিষ্যগণ নীতিশাস্ত্রের অনুসারে চলিতেন। তাঁহাদিগের বাচ্যাবাচ্য ও কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বেগ নিরোধে যত্ন ছিল, আমাদিগের বর্ণিত মহামহিমশালিরা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন। ইহাঁদিগের যেমন ইন্দ্রিয়বেগ উপস্থিত হয়, অমনি তাহার শান্তি করিয়া লন, দ্বিক্ষণ বিলম্ব সয় না, ভগিনী ভাগিনেয়ী বলিয়া বিচার করিবারও অবসর হয় না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইল, এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মত কি তাহা পাঠক শ্রবণ করুন। চার্ব্বাক মতে পৃথিবী জল তেজ ও বায়ু চারি ভূত। এই চারি ভূতের পরস্পর যোগে জীবদেহ

হয়। যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য যোগে মদের মাদকতা শক্তি হয়, তেমনি চারি ভূত-সংযোগে যে দেহ হয়, তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্য জন্মে। ঐ চারিটী বিনষ্ট হইলে সেই চৈতন্য স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। দেহ ভিন্ন অন্য আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা হয় না।

ইহাঁর মতে অঙ্গনার আলিঙ্গনাদি জন্য সুখই পুরুষার্থ। সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আছে বলিয়া সুখ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। মৎস্যে কাঁটা ও আঁইস আছে বলিয়া মৎস্যার্থী তাহা পরিত্যাগ করে না। ধান্যার্থী পল পরিত্যাগ করিয়া ধান্যই লইয়া থাকে। মৃগে ধান্য খাইয়া ফেলিবে বলিয়া কে শস্য বপনে বিরত হয়? ভিক্ষুক আছে বলিয়া কে রন্ধনকার্য্য পরিত্যাগ করে? যদি কেহ দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে, সে মূর্খ।

অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বায়ু শীতস্পর্শ এ সমুদায়ই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। স্বর্গ অপবর্গ বা পারলৌকিক আত্মা ইহার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমবাসিরা যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন ফল হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ও পৌরুষ নাই, অগ্নিহোত্র তিন বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ ও ভস্ম মর্দ্দন তাহাদিগের জীবনোপায়। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হত্যা করিলে যদি সে পশুর স্বর্গ হয়, যজমান যজ্ঞে নিজ পিতাকে হনন না করে কেন? যজ্ঞে হত হইলে পিতার ত স্বর্গলাভ হইতে পারে? শ্রাদ্ধাদি যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিকারক হয়, তাহা হইলে বিদেশে যাহারা গমন করে, তাহাদিগের পাথেয় দেওয়া বিধেয় নয়। স্বর্গস্থিত ব্যক্তিকে দান করিলে যদি তাহার তৃপ্তি হয়, যে ব্যক্তি ছাদের উপরে আছে, তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত দান করা না হয় কেন? যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, সুখে থাকিবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভস্ম হইয়া গেলে তাহার আর পুনরায় আগমন হয় না। আত্মা এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া যদি পরলোকে যায়, এরূপ হয়, বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া পুনরায় না আইসে কেন? মৃতের প্রেতকার্য্যকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের জীবনোপায় স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ইত্যাদি (১)।

(১) চার্ব্বাকদর্শন দেখ।

এপিকিউরসের মতও চার্ব্বাকের মতের তুল্য। তিনি বলেন পান ভোজন কর এবং সুখে থাক। ইহকালে যিনি কিছু করিতে পারিলেন, তিনিই ভাগ্যবান্। এপিকিউরস পরকাল মানিতেন না। ঈশ্বরে তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। সিসিরো বলেন, তিনি ঈশ্বর মানিতেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় না যে তিনি ঈশ্বর মানিতেন। যে ব্যক্তি পরকাল মানিল না, তাহার ঈশ্বর মানা আর না মানা তুল্য। মেনিসিয়সকে তিনি যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেও স্পষ্ট জানা যায় যে তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলেন সাধারণে দেবতাদিগের বিষয় যেরূপ ভাবিয়া থাকে, দেবতারা সেরূপ নহেন। যে ব্যক্তির দেবগণের উপরে বিশ্বাস না থাকে, তিনি যে অধার্ম্মিক, তাহা নয়। দেবতারা স্বতন্ত্র জীব। তাঁহারা চিরকাল সমান সুখী। মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যগণ পুণ্যকার্য্যই করুক আর পাপকার্য্যই করুক, তাহাতে তাঁহারা রুষ্ট বা তুষ্ট হন না। ষ্টোয়িকদিগের ন্যায় কূট যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করাও তিনি ভাল বাসিতেন না। তিনি বলেন সহজে যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই ভাল। তিনি মানুষকে সুখে থাকিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু নীতিবন্ধন ছেদন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের উপদেশ দেন নাই। তিনিও চার্ব্বাকের ন্যায় নীতিপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা শিক্ষিত দলের যে সকল লোকের কথা উপরে কহিলাম, তাঁহাদিগের শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াছে। তাঁহারা নীতিবন্ধন সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা উদ্দাম দ্বিরদের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্ববন্ধন শূন্য হইয়া নিজ সুখের অন্বেষণেই মহাব্যস্ত। কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কতকাল হইল চার্ব্বাক ও এপিকিউরস ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহার পর কত বিপ্লব ঘটিল, দর্শনকার ও তাঁহাদিগের মতাবলম্বীরা চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মতের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টা পাইলেন, তথাপি আজও তাঁহাদিগের শিষ্য সংখ্যার এত প্রাদুর্ভাব। চার্ব্বাকের সটীক জীবন বৃত্তান্ত জানিবার এখন কোন উপায় নাই, তিনি যে বিক্রমাদিত্য ও খ্রীষ্ট প্রভৃতির বহুকালের পূর্ব্বের লোক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এপিকিউরসের জীবনবৃত্ত চার্ব্বাকের জীবনচরিতের ন্যায় অন্ধ তমসাচ্ছন্ন

নয়, উহা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ডায়োজিনিস ল্যার্টস বলেন এপিকিউরস খ্রীষ্টের ৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে সামোস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নিয়োক্লিস। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্যাম্ফিলস নামে প্লেটোর একজন শিষ্যের নিকট তিনি প্রথমে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া অভিনিবেশ সহকারে ডিমো-ক্রিটসের গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হন এবং স্বল্পকাল মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। ঐ উদ্দেশে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এথেন্স নগরে গমন করি-লেন কিন্তু আলেকজণ্ডারের মৃত্যুতে তৎকালে তথায় মহাগোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তথা হইতে আয়োনিয়া দ্বীপের অন্তঃপাতী কলেফন নামক স্থানে গেলেন। তথা হইতে তিনি মিটীলিন ও লাম্পসাকসে গমন করিলেন। এই স্থানেই প্রথমে তিনি স্বমত প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বহু-সংখ্যক শিষ্য হইল। তাহার মধ্যে নিয়োক্লিস, চারিডিমস ও আরিষ্টোবলস এই তিন সহোদর সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পুনর্ব্বার এথেন্সে যান। খ্রীষ্টের ৩০৯ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী উদ্যান ক্রয় করিয়া আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ছাত্রগণের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও সৌহৃদ্য ছিল। সিসিরো বলেন, তাঁহার সময়েও এই সম্প্র-দায়ে কখন পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিতে দেখেন নাই।

স্ত্রীলোকদিগকেও এপিকিউরস স্বদলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাতনামা লেওনিটস ও থেমিষ্টা ইহার মধ্যে প্রধান। এপিকিউরস প্রকাশ্য ভাবে স্বমত শিক্ষা দিতেন না; এই জন্য এই নূতন ধর্ম্ম তাঁহার জীবনকালে বহু বিস্তা-রিত হয় নাই। খ্রীষ্টের ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাথুরী রোগে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এপি-কিউরস স্বসম্প্রদায় মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিতেন এবং গোপনে শিষ্যদিগকে স্বমতের শিক্ষা দিতেন, এই অংশে কর্ত্তাভজা ও ফ্রীমেসনের সহিত তাঁহার মতের সাদৃশ্য আছে।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠক এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, শিক্ষিত দলের অধি-কাংশ এই নিন্দনীয় মতাবলম্বী কি না? যাঁহারা কেবল আত্মসুখার্থী

তাঁহারা স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিবেন, এ আশার অবসর কোথায়?

আর যে কতকগুলি শিক্ষিত বিলাত ফেরত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। একবার বিলাতের বাতাস লাগিলে ভারতের আর কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না। ভারতের আচার ব্যবহার, ভারতের খাদ্যসামগ্রী, ভারতের পোষাক পরিচ্ছদ, ভারতের ভাষা, ভারতের গ্রন্থ সকল তাঁহাদিগের বিষবৎ বোধ হয়। অধিক কি, ভারতের লোক বলিয়া তাঁহারা আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহাদিগকে সাহেব না বলিলে অপমান বোধ হয়, বিষম রাগ করেন। অন্যে সাহেব বলুক না বলুক, তাঁহাদিগের স্ত্রীরা হঠাৎ মেম হইয়া উঠেন, এবং ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাঁহাদিগকে সাহেব করিয়া তুলেন। ঐ গৃহলক্ষ্মীরা চাকরদিগকে বলেন "সাহেবকো ওয়াস্তে মুরগী লে আও, গোস্ত লে আও" এই বলিয়া স্বামিকে সাহেব সাজাইয়া তুলেন। পাঠক বলুন দেখি যাঁহাদিগের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা দেশের লোকের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে চান না, তাঁহাদিগের হইতে জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের জাতির গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া বরং অগৌরব হইতেছে। তাঁহারা যাহাদিগের অনুকরণ করিয়া সাহেব হইয়াছেন, সেই আসল সাহেবেরা অনেকে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন। বাবু চন্দ্রভূষণ গুপ্ত বোম্বাই হইতে সোমপ্রকাশে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "যখন আমি বোম্বে হইতে পুনা যাই, তখন অত্রত্য একজন সিবিল সার্জ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, পত্র লিখিবার সময় আমি আপনাকে বাবু কি মিষ্টর শব্দ কি লিখিব, তাহা বলিয়া দিন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি দেশে (ইংলণ্ডে) কতিপয় বাঙ্গালি যুবককে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি ইংরাজী রীতি অনুসারে লিখিত হয় নাই। যেমন এম, এম, গুপ্ত এস্কোয়ার না লিখিয়া বাবু মণিমোহন গুপ্ত লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ঐ প্রকার লেখা তথাকার রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া দুটী মিষ্টার ঐ প্রকার নিমন্ত্রণপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। সাহেব তাহা জানিয়া ঠিক সাহেবী ধরণে চিঠি লিখিয়া তাঁহাদিগের মনরক্ষা করেন। কার্য্য সমাধা হইলে সাহেব তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, আপনারা স্বজাতীয় পরিচয় দিতে লজ্জিত বা ভীত, ইহা পূর্ব্বে জানিলে আপনাদিগকে আপনাদের দেশীয়

রীতি অনুসারে পত্র লিখিতাম না। তজ্জন্য সাহেব আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।”

পাঠক! এখন বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, যাঁহারা এ প্রকার অসার লোক, স্বজাতীয় উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলে আত্মমান জ্ঞান না করিয়া অপমান বোধ করেন, তাদৃশ কাপুরুষদিগের হইতে স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? চন্দ্রভূষণ বাবু যথার্থ কথাই কহিয়াছেন “এই শ্রেণীর সমুদায় লোকই খরচ পড়িয়াছেন।” জমীদারীর শত শত অংশ হওয়াতে প্রধান ঘরগুলি যেমন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমাদিগের শিক্ষিত বাবুরা মিষ্টর হওয়াতে তেমনি আমাদিগের সমাজের অঙ্গ বিচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তাহাতে স্বজাতির উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিরই কথা।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই কেবল আমরা হতাশ হই নাই, হতাশ হইবার আর একটী প্রধান কারণ ঘটিয়াছে। সমাজের আর কোন প্রকার বন্ধন নাই। ধর্ম্মই প্রধান বন্ধন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ধর্ম্মে প্রায় কাহারই আন্তরিক আস্থা নাই। ধর্ম্মে আস্থা না থাকাতে ধর্ম্ম নীতি বন্ধনও শ্লথ হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচার, গুরুজনের প্রতি ভয় ও ভক্তি সমুদায়ই লোপ পাইয়াছে। সমাজ মধ্যে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারিতাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যে একটী দৃঢ় সামাজিক বন্ধন ছিল, তাহাও আর নাই। সকলেই স্বস্বপ্রধান, কেহ কাহার কথার বাধ্য নয়। এ অবস্থায় সমাজ ও ধর্ম্ম কাহারই বদ্ধমূল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রক্ষকহীন হইয়া ধর্ম্ম হউক ধর্ম্মনীতি হউক আর সদাচার পদ্ধতি হউক কিছুই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম রক্ষার্থ সকল দেশেই এক একটী বিশেষ সম্প্রদায় রচিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ, মুসলমানদিগের মোল্লা এবং খ্রীষ্টানদিগের পাদরি, তাহার পশ্চাতে রাজা আছেন। ধর্ম্মরক্ষকেরা যদি কোন ব্যতিক্রম করেন, রাজা শাসন করিয়া থাকেন। বিশপ কোলেঞ্জো বাইবলের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া পদচ্যুত হন। অনেক কাল হইল হিন্দুর রাজত্ব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুরা দীর্ঘকাল মুসলমান অধিকারে বাস করিয়াছেন। কিন্তু সে অধিকারে ধর্ম্মের এক্ষণকার ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটে নাই। তাহার কারণ এই, মুসলমানদিগের সহিত হিন্দু জাতির তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যে

বিদ্যাশিক্ষা বিপ্লব ঘটাইবার প্রধান কারণ, মুসলমান অধিকারে সে শিক্ষা-দান রীতি ছিল না। যাঁহারা সমাজের কর্ত্তা হইতেন, তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিতেন। কেহ সমাজের অবাধ্য হইলে সমাজের কর্ত্তারা তাহার প্রতি অত্যাচার করিলেও তাহার দণ্ড হইত না। এখন আর সেরূপ হইবার যো নাই, কেহ কাহার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হন না। সুতরাং সকলে প্রশ্রয় পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক অকপট ধর্ম্মভয় ছিল, কেহ সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ঐ ধর্ম্মভয় সমাজবৃন্দ-দিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া সেই অধার্ম্মিকের দণ্ডদানে প্রবর্ত্তিত করিত, এখন আর সে ধর্ম্মভয় নাই, সুতরাং সে একতাও নাই, বরং এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অধার্ম্মিকেরই পক্ষ অনেকে অবলম্বন করে। যাঁহারা দণ্ডদানে উদ্যত হন, তাঁহারা প্রকারান্তরে দণ্ডহত হইয়া পড়েন। সামাজিক বন্ধন বিলোপ যেমন কোন অংশে কিছু সুখের ও হিতের হই-য়াছে, তেমন অপর অংশে মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। ফল কথা, সমা-জের মঙ্গলার্থ একটী বন্ধন আবশ্যক। পাঠক এ স্থলে এরূপ মনে করিবেন না যে সেই প্রাচীন কালে সমাজের মতবিরুদ্ধকারির প্রতি যেমন অন্ধপীড়ন ছিল, এখনও সেইরূপ হউক এই কথা আমরা বলিতেছি। আমাদিগের মত এই, যেমন কাল পড়িয়াছে, ধর্ম্ম ও সমাজ তেমনি সংস্কৃত হউক, এবং সেই সংস্কারের অনুরূপ একটী বন্ধন হউক। একটী বন্ধন না থাকিলে সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিবার সম্ভাবনা নাই। সেই সংস্কৃত বন্ধন যদি না হয়, আমরা উপরে যে আশঙ্কা করিয়াছি, দুই শত বৎসর পরে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব লোপ হইবে, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

হিন্দু সমাজের এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এ অবস্থা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। জুলিয়স সিজরের মৃত্যুর পর রোমে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না, অবিলম্বে রোমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিল। এটী বড় শোচনীয় বিষয়, যে যে স্থানে ইংরাজী শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, সরোবর নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাজীর ন্যায় সেই সেই স্থানের সমাজকে বিলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। সমাজের সকল বন্ধনই শ্লথ হইয়া গিয়াছে। নমস্যের প্রতি নমস্কার, পূজনীয়ের প্রতি পূজা, ভজ-নীয়ের প্রতি ভক্তি, শঙ্কনীয়ের প্রতি শঙ্কা ইহার কিছুই নাই। থাকিবার

মধ্যে কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারিতার বিক্রম দেখিয়া ধর্ম্ম কম্পিতকলেবর হইয়াছেন, ধর্ম্মনীতি দূরে প্রস্থান করিয়াছে, সদাচারপদ্ধতি স্থান ত্যাগ করিয়াছে। চার্ব্বাকের মতই প্রবল, ও চার্ব্বাকের শিষ্য সংখ্যারই বৃদ্ধি। সমাজের এরূপ অবস্থায় চার্ব্বাকের মত যে প্রভুত্ব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? এমন সময়ে এমন মিষ্ট কথা কে শুনাইতে পারে? আমাদিগের মতে চার্ব্বাক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এই, মনোহর বাক্য যার, সেই চার্ব্বাক। চারু শব্দের অর্থ মনোহর, আর বাক্ শব্দের অর্থ বাক্য। অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্য সুখই পুরুষার্থ এ কথা যিনি বলেন, তাঁহার তুল্য মনোহরবাদী আর কে আছেন? মানুষ যেমন সুখান্বেষী, এমন সুখান্বেষী জন্তু আর নাই। যিনি সেই সুখময় পথের উপদেষ্টা হন, সে সুখ হইতে পরিণামে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য জুটিবার ও বৃদ্ধি হইবার যেমন সম্ভাবনা, যিনি সেই আপাতসুখের প্রতিবন্ধক হইয়া পরিণাম মহাসুখের পথপ্রদর্শক হন, তাঁহার তেমন শিষ্যাদি জুটিবার ও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মহোদারপ্রকৃতি মৃত প্যারীচরণ সরকার সুরাপাননিবারিণী সভা না করিয়া যদি সুরোৎসাহবর্দ্ধিনী ও পরদারসেবিনী সভা করিতেন, তিন দিনের মধ্যে তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্য হইত। কর্ত্তাভজারা যদি কঠোর পথের প্রদর্শক হইতেন, কখন তাঁহাদিগের এত শ্রীবৃদ্ধি হইত না। চৈতন্য স্বয়ং বিশুদ্ধস্বভাব ছিলেন, দেবসদৃশ তাঁহার চরিত্র ছিল বটে কিন্তু তিনি যে পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মনীতি বন্ধনের তাদৃশ বল নাই বলিয়া তাঁহার মত তত আদৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্মদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল নাই বলিয়াই যে কেবল তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাহা নয়, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতির অংশে আঁটাআঁটি আছে, তাই অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা স্বচ্ছন্দ সুরাপান ও পরদারসেবনের বিধি দিন, দুই দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্ম পাইবেন। ফলতঃ মানুষ কোন প্রকার বন্ধন ভাল বাসে না, আবার কোন প্রকার বন্ধন না থাকিলেও সমাজ উন্নতিশালী ও জাতীয় উন্নতি হয় না।

পাঠক! একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক ইউরোপীয়ের প্রত্যেক কার্য্যেই নিজের উন্নতির সঙ্গে স্বজাতির উন্নতি লক্ষ্যস্থলে আছে। আবার অনেকে কেবল নিঃস্বার্থ

ভাবে স্বজাতীয় উন্নতি অন্বেষণ করিতেছেন। একজন নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনার্থ দশ পোন গোলা ছুড়া যায় এমন একটী কামান প্রস্তুত করিলেন, আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে অনন্যমনা ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া বিশ পোন গোলা ছুড়া যায় এরূপ কামানের নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হই-লেন। যখন তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, তখন তাঁহার নিজের উন্নতির সঙ্গে স্বজাতির একটী উন্নতি হইয়া গেল। লিবিঙষ্টোন প্রভৃতি কত মহামনা ব্যক্তি স্বজাতির উন্নতি সাধন মানসে অবিদিতপূর্ব্ব বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ার্থ প্রাণের মায়া ধনের মায়া পরিবারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কত দুর্গম মরু-ভূমি কত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা সেই সাধু মহতী চেষ্টায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদিগের এরূপ কোন চেষ্টা নাই, আমরা কেবল বিস্ময়স্তিমিত হইয়া বাহবা দিতেছি। একজন পণ্ডিত কহি-য়াছেন, মূর্খেরা অন্যের অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কেবল তাহার প্রশংসা করিয়া চিত্তকে নির্ব্বৃত করে, স্বয়ং তদনুকরণে উদ্যত হইতে পারে না।

যে জাতির কোন কার্য্যেই স্বাধীন প্রবৃত্তি নাই, সে জাতির জাতীয় উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, অস্তিত্ব থাকাই দুরূহ। কত বিদেশী লোক এখানে হাউস করিয়া ও কত প্রকার স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ভারতের বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতেছেন, আমরা তাহাদিগের অনুগ্রহলভ্য যৎকিঞ্চিৎ পাইবার আশায় কুকুরের ন্যায় তাহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছি, স্বয়ং কিছু করিব সে সাধ্য নাই। আমাদিগের ধন নাই এ কথা বলিতে পারি না। আমাদিগের দেশে এরূপ এক একজন ধনী আছেন, যে তিনি অন্যের সাহায্য না লইয়াও স্বয়ং এক একটী হাউস করিতে পারেন, আবার দুই চারি জনে মিলিয়াও করিতে পারেন, কিন্তু আমা-দিগের মিশিবার একতা কোথায়, একাকী হাউস করিবার সাহসই বা কোথায়? কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা কিসে কি হইবে এই গণনা করিয়া থাকি, অনিষ্টশঙ্কাই যেন অগ্রে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং কার্য্যারম্ভের অগ্রে যে কিছু উদ্যম জন্মে, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অন্য বিষয়ে আমাদিগের যত পটুতা থাকুক না থাকুক, অনিষ্ট গণনা বিষয়ে বিলক্ষণ পটুতা আছে। উহাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের একটী প্রধান হেতু হইয়াছে।

পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত দলকে গালি দিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনই আমাদিগের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক হিন্দু সমাজের প্রকৃত উন্নতি লাভ ও রক্ষার সম্ভাবনা নাই। আমরা হিন্দু সমাজের যে উন্নতি দেখিতে পাইতেছি, তাহা বাহ্য উন্নতি। সকলে বিলক্ষণ সৌখীন হইয়াছেন, ধৌত স্থূক্ষবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, সঘৃত শাল্যন্ন ভোজন করিতেছেন, গাড়ি ঘোড়া চড়িতেছেন, রেলগাড়িতে দূরাদুর গমনাগমন করিতেছেন, কাপড়ের ছাতা মাথায় ও পিরান গায়ে দিতেছেন, চীনেম্যানের দোকানের জুতা পরিতেছেন, কেহ বা কোট পেণ্টুলান পরিয়া সাহেব সাজিতেছেন, এ সকল উন্নতি বাহ্য উন্নতি। এ উন্নতি শরৎকালের মেঘের ন্যায় বসন্তকালের পুষ্পবিকাশের ন্যায় বর্ষাকালের সৌদামনীবিলাসের ন্যায় বর্ষাপগমে পিপীলিকার পক্ষলাভের ন্যায় ক্ষণিক মাত্র। বাহ্য উন্নতি উন্নতিই নয়। আমাদিগের আভ্যন্তর উন্নতি কোথায়? আমাদিগের মনের দৃঢ়তা কোথায়? উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা শ্রমশীলতা সদ্বিবেকশালিতা স্বজাতির সহ সমসুখদুঃখতা একতা সৎসাহসিকতা মনস্বিতা তেজস্বিতা স্বজাতিপ্রিয়তা স্বদেশানুরাগিতা প্রভৃতি স্বজাতীয় উন্নতির প্রধান সাধন যে সকল গুণ তাহা আমাদিগের কোথায়? পাঠকগণ যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, আমরা পদে পদে কেবল আত্মম্ভরিতারই পরিচয় দিতেছি। যে জাতি উল্লিখিত গুণ সমূহে বর্জ্জিত হইয়া কেবল আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেয়, সে জাতির কি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে?

আমাদিগের জাতীয় উন্নতি লাভের আর একটী মহান্ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। শরীরই জাতীয় উন্নতির প্রধান সাধন। সেই শরীরই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতের কোন স্থানেই প্রায় আর স্বাস্থ্য লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের কথা থাকুক, যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যাদির অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই সকল দেশেই আর পূর্ব্বের ন্যায় বলিষ্ঠ ও স্বস্থদেহ পুরুষ দেখিতে পাওয়া কঠিন হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণের দিন দিন যে প্রকার বলবীর্য্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে তাহারা যদি ক্রমে বালখিল্য ঋষির দল না হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা পরম ভাগ্য করিয়া মানিব।

ফলতঃ আমরা যেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি, সেই দিকেই জাতীয় উন্নতি বিষয়ে হতাশ হই।

এস্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন; আমাদিগের জাতীয় উন্নতি লাভের ও জাতীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার উপায় আছে কি না? আমরা ত কোন উপায় দেখিতে পাই না। সমাজরক্ষক ধর্ম্ম, ধর্ম্মের রক্ষক রাজা ও বৃদ্ধ-পরম্পরা। যিনি আমাদিগের এক্ষণকার রাজা, তিনি ধর্ম্মান্তরসেবী ও বিদেশীয়, তিনি যে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষার্থে যত্নশীল হইবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। রাজা আমাদিগের সমাজে যে এক অদ্ভুত পদার্থ (ইংরাজী শিক্ষা) ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সমাজের বাহ্যসৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে বটে কিন্তু জাতীয় আভ্যন্তর উন্নতির মূল শিকড় গুলি এক একটী করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

ধর্ম্মের যিনি প্রধান রক্ষক রাজা, তাঁহার ত এই গতি হইল, অপর ধর্ম্মর-ক্ষক যে বৃদ্ধপরম্পরা, তাঁহারা বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় উন্নতি বিধায়ক যে স্বদেশানুরাগ স্বজাতিপ্রিয়তা একতা উৎসাহ অধ্যবসায়াদি গুণ, তাহারও নিতান্ত দারিদ্র্য দশা, তবে আর আশা কি? ইংরাজী শিক্ষা সমাজ মধ্যে স্বাধীনতা বল আর স্বেচ্ছাচারিতা বল যে এক ভয়ঙ্কর পদার্থ প্রবেশিত করিয়া দিয়াছে, কোন বিষয়ে যে সমাজবাসিদিগের আর পরস্পর ঐক্যবন্ধন হইবে, সে আশাও নাই। যে এক আর্য্যধর্ম্মের গুণে ও মহিমায় আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা অন্বর্থ আর্য্যনাম ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা কালোচিত সংস্কৃত না হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে। লোকের স্বেচ্ছাচারিতার অব-স্থায় তাহার সংস্কার বা রক্ষা হইবার আর সম্ভাবনা দেখা যায় না। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার বিপন্ন দশাই ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুশাস্ত্রোদিত নিত্য নৈমি-ত্তিক ক্রিয়া কলাপ করাইবার লোক দিন দিন দুর্ল্লভ হইতেছেন। আর কিছু দিন পরে পুরোহিত পাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। এখন লোকে প্রায় আর ক্রিয়াকর্ম্ম করে না, পুরোহিতের লাভ কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং পৌরো-হিত্য শিক্ষায় আর কাহার প্রবৃত্তি নাই। এখন সকলেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুকিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা যাহার উদরস্থ হইয়াছে, তাহাকে আর

পৌরোহিত্য শিক্ষার দিকে মুখ ফিরাইতে দেয় না। হৃদয়বান পাঠক ইহাও একবার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারই প্রায় হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক আস্থা নাই। অশিক্ষিত দল ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া আছেন, শিক্ষিত দলের নূতন ধর্ম্ম কল্পনায় রুচি জন্মিয়াছে। এই স্বেচ্ছাচারিতার সময়ে নূতন ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া যে কেহ কৃতকার্য্য হইবেন, সে সম্ভাবনাও দেখা যায় না। কেশব বাবুকে দিয়া ইহার এক প্রকার পরীক্ষা হইয়া গেল। নূতন ধর্ম্মকল্পনাকারিদিগের হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও স্বার্থানুসন্ধানপ্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রভাবে সেই কল্পিত ধর্ম্মের শোচনীয় দশা ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এস্থলে পাঠক এই কথা বলিবেন, আমরা কেন এত ব্যাকুল হইতেছি, হিন্দু যদি একটী স্বতন্ত্র জাতি না থাকেন, তাহাতে ক্ষতি কি? সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী এক জাতি হইয়া যাইবে, ইহা ত মঙ্গলের কথা। ইহার উত্তর এই, জাতীয় মান জাতীয় গৌরব জাতীয় উন্নতি চেষ্টা না থাকিলে যে ক্ষতি হয়, যাঁহারা ফিরিঙ্গিদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন এবং যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই সে ক্ষতি বুঝিতে পারিবেন। ভাষাভেদ মনের গতিভেদ ও রুচিভেদ থাকিতে একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই যে সকলে এক উদারভাবালম্বী হইবে, এ আশা নাই। এ আশা থাকিলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডে ইংরাজ ফরাসী ওলন্দাজ জর্ম্মণ রুশিয় প্রভৃতি ভেদ থাকিত না এবং পরস্পর মারামারি কাটাকাটিও হইত না। বিধাতার এমন বিধি নয় যে পৃথিবীর সমুদায় মানুষে একহৃদয়, একভাষাভাষী এক আচার ব্যবহারাবলম্বী হইয়া পরস্পর সমভাবে চলিবে। বাইবলে আছে, অগ্রে সমুদায় মানুষের এক ভাষা ছিল, তাহারা একপরামর্শী হইয়া ইট প্রস্তুত করিয়া স্বর্গভেদী এক প্রাসাদ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর তাহাদিগের এই চেষ্টা দেখিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আইলেন এবং তাহাদিগের ভাষা ভেদ করিয়া ঐক্যবন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই গল্পটীর অতি সূক্ষ্ম মহান্ অর্থ আছে। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা যদি জাতীয় গৌরব হারাইয়া চোঁড়া হই; মঙ্গল না হইয়া ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাই ঘটিবে।

---

(৮)

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন, জীবনচরিত পাঠে সহস্র উপদেশের ফল লাভ হয়। যে সে জীবনচরিত পাঠের যদি এই ফল হইল, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চরিত পাঠে যে আবার সহস্রগুণে ঐ ফল লাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

গ্রীসে আলেক্‌জাণ্ডার, রোমে জুলিয়স সীজার, ইংলণ্ডে ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন, প্রসিয়ায় ব্লুচার, ভারতে রণজিৎসিং ও শিবজী, মুসলমানজাতিতে তৈমুর ও মামুদ প্রভৃতি বীরগণ অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্টরূপ এক আধারে যে সমস্ত গুণ বিরাজমান ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে অন্য কোন বীরই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য হইতে পারেন না।

এই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অপ্রতিহত প্রভাবে ফ্রান্স এককালে সভ্য ইউরোপখণ্ডের শীর্ষস্থানে উত্থিত হইয়াছিল। এই নেপোলিয়ানের সাহস ও বুদ্ধি বলেই এক্ষণকার জর্ম্মণী-পদ-দলিত ফ্রান্স এক সময়ে যশোমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ শিখর অতিক্রম করিয়া জগতবাসীর ভীতির কারণ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই বোনাপার্টই এককালে ফরাসী জাতির মহিমাস্বরূপ এই বোনাপার্টই ফ্রান্সবাসীর সন্তপ্ত হৃদয়ের একমাত্র শান্তিনিকেতনস্বরূপ ছিলেন। ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করিয়া বোনাপার্ট যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শত সহস্র পিরিনিশ পর্ব্বতের তুষার খণ্ড, কিম্বা আটলাণ্টিক মহাসাগরের শত সহস্র উত্তাল তরঙ্গমালা কিছুতেই তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। নেপোলিয়ন যেমন, ফ্রান্সও তেমনি তাঁহার গুণের উপযুক্ত ক্রীড়াস্থান হইয়াছিল।

ফ্রান্স অপূর্ব্ব স্থান। ইহা কখন বীরপুরুষদিগের বিলাসক্ষেত্র, কখন দার্শনিকদিগের প্রসূতি গৃহ। কখন অন্তর্ব্বিবাদ, কখন বহির্ব্বিবাদ, কখন চক্রান্ত, কখন রুধিরপাত, কখন সুখময়ী শান্তি ফ্রান্সে বিরাজ করে। বীর পুরুষেরা কখন দম্ভভরে শানিত তরবারি হস্তে দেশবিজয়ে প্রবৃত্ত; দার্শনিকেরা কখন নিকটস্থ পিরিনিশ পর্ব্বতের অধিত্যকায় উপবিষ্ট হইয়া দর্শন

শাস্ত্রের চিন্তায় নিবিষ্ট ; আবার কখন কবি আটলাণ্টিক মহাসাগরের শ্যাম সলিলোপরি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া স্বভাব বর্ণনায় নিযুক্ত। ফলতঃ জ্ঞান নীতি সভ্যতা এগুলি এক সময়ে ফ্রান্সকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরোহিত করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স-সূর্য্য নেপোলিয়নের অস্তমিত অবস্থা উপস্থিত হইবামাত্রই ফ্রান্স অলঙ্কারবিহীন হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান পরদ্বেষী কতিপয় ইউরোপীয় জাতি ফরাসিদিগের অত্যুন্নত অবস্থায় নিস্তেজ হইয়াছিল বলিয়া এক্ষণে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছে এবং ফ্রান্সের পূর্ব্ব মহিমার মূলে প্রচণ্ড কুঠরাঘাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এক কালে ৬০,৬০০০০০ লোক ফ্রান্সের অধিবাসী ছিল। এক সময়ে ইহার কয়েকজন মহাবীরে পৃথিবীর দেড়শত কোটী লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এক্ষণে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩০,৫০০০,০০০ মাত্র। পূর্ব্বে ফ্রান্স ৩৫ অংশে বিভক্ত ছিল। তৎপরে ৮৬ অংশে বিভক্ত হয়। এক্ষণে ৮৯ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ অব্দের প্রসিদ্ধ সমরের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, মিউরথ ও মশিলি প্রদেশের কিয়দংশ এবং রাইন নদীর উভয় তীরস্থ কতিপয় স্থল ও আল্‌সিস্‌ রাজ্যটীর সমুদায় প্রদান করিয়া জর্ম্মণী করতলস্থিত হেমদণ্ডের পূজা করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক উত্তাপ এবং শীতের সময় ভয়ানক শীত অনুভূত হয়। অসাময়িক জল কি বায়ুর প্রভাব এখানে প্রায়ই লক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার সুখাদ্য উপাদেয় ফল মূল গম চাউল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বিবিধ ধাতু ও শিল্প নির্ম্মিত ব্যবহারোপযোগী বস্তু আছে। সকল স্থানই উর্ব্বর এবং কৃষিকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। এখানে অনেক সরোবর ও কূপ আছে, কিন্তু পর্ব্বতের সংখ্যা অধিক। বন্য পশুর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও ভল্লুক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রান্সে পূর্ব্বকালের বহুশত কীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া অতীত সাক্ষী ইতিহাসের সহায়তা করিতেছে। সেইগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বহির্জ্জগতের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। যতদিন ফ্রান্স এই সকল মোহিনী মূর্ত্তি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিবেন, ততদিন ফ্রান্সের অপর সকল বিষয়ের অধঃপতন ঘটিলেও ইহার জাতীয় প্রাচীন মহিমা কখন বিলুপ্ত

হইবে না। ল্যাক্র, কাইমস, পিকাডি, ডানিশ, বুটানি, বো, মোজশ প্রভৃতি অসংখ্য স্থানে অসংখ্য কীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া বীরপ্রসূতি-ফ্রান্সের শিল্পশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেছে।

রাজনীতি শাস্ত্রে ফ্রান্সের তুল্য পাণ্ডিত্য বোধ হয় পৃথিবীর অতি অল্প সভ্য জাতিরই আছে। যে সকল রাজনীতির কূটার্থ লইয়া পৃথিবীর অন্য অন্য প্রধান জাতির আজিও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই সেই রাজনীতি ফ্রান্সের মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজনীতিও ফ্রান্সে চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সের একজন ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত লেখক লিখিয়াছেন, রাজনীতির এতদূর উৎকর্ষ লাভই ফ্রান্সের অবনতির কারণ। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হইতে এই ফ্রান্সের অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অতএব তাঁহার জীবনচরিত পাঠে ফ্রান্সেরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে সন্দেহ নাই।

নেপোলিয়ন প্রসিদ্ধ ওজাকিয়া নগরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চার্লস বোনাপার্ট, এবং মাতার নাম লোটিনিয়া রোমিলিয়া। নেপোলিয়নের পিতা ইটালি দেশীয় প্রসিদ্ধ নর্কি বংশ হইতে সমুদ্ভূত হন। যৎকালে গেল্প এবং গিবেলিনিশ নামে অর্দ্ধ সভ্য জাতি দ্বয় ইটালিকে রুধিরধারায় প্লাবিত করিতেছিল, তৎকালে চার্লস বোনাপার্ট কর্শিকা দ্বীপে আগমন করেন, এবং এই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া শান্তি সুখ ভোগ করিতে থাকেন।

বোনাপার্টের মাতা রোমিলিয়া পরমা সুন্দরী, বিদুষী ও বীরনারী বলিয়া বিখ্যাত। চার্লসও সাহসিকতা, তেজ, স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতা গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চার্লস যে স্থলে যাইতেন, রোমিলিয়াও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। ফলতঃ উভয়ের পবিত্র ব্যবহারে ও প্রগাঢ় প্রণয়ে সংসার তাঁহাদের পক্ষে সুখের আকর হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই রোমনগরীর ধীমান্ পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, ম্যাট্‌শিনির পূর্ব্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দম্পতীমিলন আর দ্বিতীয় হয় নাই।

এক দিন এই পরমা সুন্দরী রমণী গর্ভাবস্থায় প্রসিদ্ধ কার্লাইমস্ রণক্ষেত্র হইতে স্বামিসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেই সময়েই জন্ম

গ্রহণ করেন। প্রসূতি যে প্রান্তরে তাঁহাকে প্রসব করেন, সে স্থানটী ওজাকীয় নগরের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী। এই জন্যই ঐতিহাসিকেরা ওজাকীয় নগরটীকে তাঁহার জন্ম স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার যে অবস্থায় জন্ম হয়, লোকে সেই অবস্থাকেই "ভাবী বীরের অবস্থা" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ঠিক এই অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া আকবর, শিবজি, রণজিৎসিং, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, আলেকজাণ্ডর, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি বীর বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রোমিলিয়ার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার প্রথম সন্তানের নাম জোজেফ্; ইনিই পরে স্পেন সাম্রাজ্যের হেমদণ্ড করায়ত্ত করিয়াছিলেন। লিউশিন, লুইশ, জেরোমি নামে তাঁহার তিন কনিষ্ঠ সহোদর এবং ইলিজা, কেরোলাইন ও পলিন নামে তিন কনিষ্ঠা সহোদরা ছিল। শৈশবাবস্থায় অপর পাঁচটি সন্তানের মৃত্যু হয়। রোমিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন।

মহাত্মা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাল্যাবস্থা ও তৎকালের ঘটনাবলী অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। অপক্ষপাতী ইতিহাসলেখকেরা তাঁহার বাল্যলীলা অপরিজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পক্ষপাতদূষিত ইতিবৃত্ত লেখকগণ আপনাদের অদ্ভুত কল্পনা বলে বোনাপার্টের বাল্যকালীন ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বা পরিজ্ঞেয় কিঞ্চিন্মাত্র সত্যকে অযথাযথরূপে চিত্রিত করিতে ছাড়েন নাই। একে সত্য ঘটনা অপরিজ্ঞেয় ও বিলম্বাদী, তাহাতে বিদেশীর হস্তে চিত্রফলক!

নেপোলিয়ন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন "যদি আমার কোন মহত্ব বা নীচত্ব দেখিতে পাও, তাহা আমার মাতা রোমিলিয়ার শিক্ষাদানের ফল মনে করিও।" বাস্তবিক, তাঁহার মাতা আপন সন্তানকে শৈশবাবস্থা হইতে নানাবিধ সৎগুণের আধার করিয়া তুলিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বাল্যকালে প্রতিবেশী বালক বন্ধুদিগের সহিত মিলিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতেন না। সময়ের আবশ্যকতা ও তাহার মুল্য বাল্যকাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের অবকাশ কাল আজাকিয়ো নগরের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরস্থ সমুদ্র তটের শৈলরাজি মধ্যে অতিবাহিত করিতেন। এই খানে তাঁহার মাতুলের একটী গৃহ ছিল। ঐ গৃহটি এখন ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কণ্টকবৃক্ষ ইহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। লোকে এই স্থানটীকে 'নেপোলিয়নের শীতল গুহা' কহিয়া থাকে। এই সময়ে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দুক লইয়া প্রয়োগপ্রণালী শিক্ষা করিতেন, এবং সুবিধা পাইলে নূতন নূতন দেশ, নগর, পর্ব্বত, নদনদী এবং মনুষ্য জাতির অদ্ভুত কীর্ত্তি ও স্বভাবের অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। তাঁহার মনে বাল্যকালেই সৈন্যদলভুক্ত হইবার একটী প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোনাপার্টের পিতা চার্লস বোনাপার্ট এক যুদ্ধ উপলক্ষে ফ্রান্সের তদনীন্তন সম্রাট ষোড়শ লুই সমীপে কর্শিকাবাসীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন পিতার সঙ্গে যান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র। তাঁহারা পিতা পুত্রে ইটালি ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন করিয়া পারিস নগরে উপনীত হইলেন। কিছু দিন পরে চার্লস আপন পুত্রকে ফ্রান্সের বৃণি নগরস্থ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছাত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে বোনাপার্ট লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য-শাস্ত্রে তিনি তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু গণিত ও সমরবিদ্যায় অতি স্বল্পকাল মধ্যেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে বালক বোনাপার্টকে কয়েকটী কারণে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফ্রেঞ্চ যুবকেরা তাঁহার বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব এবং তৎসঙ্গে আপনাদের অপেক্ষা সমর বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিতেন না। বিশেষতঃ শিক্ষকেরা তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া তিনি সকলের বিষনয়নে পড়িয়াছিলেন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃণি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গণিত শাস্ত্রে নেপোলিয়নের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পারিস নগরস্থ রাজকীয় সমর সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার যশঃকুসুমসৌরভ দিগদিগন্ত-ব্যাপী হইয়া উঠিল। সেই সৌরভে ফ্রান্সের গণিতাচার্য্যেরা মোহিত হইয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। পারিস বিদ্যালয়ে গমন করিবার সময় অধ্যক্ষরা তাঁহাকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছি-

লেন। এই প্রশংসাপত্রে তাঁহার চরিত্রের উদারতা, ব্যবহারের সরলতা এবং গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির প্রগাঢ়তা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

পারিসে গিয়া তিনি দুই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পরেই তিনি একজন প্রধান শ্রেণীস্থ গণিতবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে প্লুটার্ক ও টাশিটশের ইতিহাস এবং আজিয়ানের চরিতাবলীই অনেক সময়ে তাঁহার চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিত। এই সময়ে তিনি পারিস নগরস্থ আব্ বি রায়নাল্ নামক সমাজের একজন সভ্য হন।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বোনাপার্টের পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন তাঁহার সতর বৎসর বয়সও পূর্ণ হয় নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে লা ফিয়ার নামক অস্ত্রধারী সেনাদলের দ্বিতীয় সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ভালাশে গিয়া তিনি ঐ সৈন্যদলের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করিলেন। ঐ বর্ষে ২৭ এ ফেব্রুয়ারি ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার মাতার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র।

ভালাশে যখন তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে আব্ বি রায়নাল সমাজের সভ্যেরা এই মর্ম্মে একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দেন ‘ মনুষ্য কি কি উপায়ে প্রকৃত সুখী হইতে পারে ’ এই বিষয় লইয়া যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। বোনাপার্ট একটী প্রবন্ধ লিখিলেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল। তিনি লায়ন্স বিদ্যালয়ে পুরস্কার পাইলেন। ঐ প্রবন্ধটী মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। টালিরেণ্ড নামক একজন পণ্ডিত বহুদিন পরে এক সামান্য কৃষকের গৃহে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন দুর্ব্বৃত্ত রাজা উহা অগ্নিদেবকে উপহার প্রদান করেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে “ অন্আটাচ্ট ” নামক অশ্বারোহী সেনাদলের তিনি কাপ্তেন হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল পদস্থ থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে অর্থাভাবে তাঁহাকে দীনভাবে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। তিনি একটী সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আপনার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন এবং সংসারবিরক্ত কবি ভর্ত্তৃহরির ন্যায় কবিতা রচনা করিতেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ও পরে দুটী প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা হয়। প্রথম ঘটনাটী টুইলারিশ প্রভৃতি বিদ্রোহীদিগের সংগ্রাম; দ্বিতীয়—জেনরল

পায়ালির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। জেনেরল পায়ালি একজন বীর পুরুষ; ইহাঁর নিবাস কর্শিকা। ইহাঁরই অধীনে বোনাপার্টের পিতা চার্লস কার্য্য করিতেন। যখন ফরাসিদিগের প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তৎকালে পায়ালি ইংলণ্ডে ছিলেন। ফরাসিদিগের গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ফ্রেঞ্চবিজিত কর্শিকা স্বাধীন করিয়া লইবার মানসে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সত্বর পারিসে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে ফ্রান্সের পরম বন্ধু বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন। ফ্রেঞ্চ সম্রাট তাঁহাকে কর্শিকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পায়ালি অধিক দিন মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সত্বরেই ফ্রান্সের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাট তাঁহার এই ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইয়া লাকম্বি, মিচেল এবং সালিসেট নামে তিন জন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য দিয়া পায়ালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ওদিকে পায়ালিও স্বদেশবাসীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে আজাকিওর নিকটবর্ত্তী কপিটলি দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। উহার অতি অল্প দিন পরেই পায়ালি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "বৎস! বিদেশীয়েরা আমাদের মাতৃভূমি কর্শিকার স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিতেছে, অতএব তুমি আমাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিতে বিমুখ হইও না।" নেপোলিয়ন ভাবিলেন—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলেরই প্রাণপণে যত্ন করা বিধেয় বটে, কিন্তু আমাদের এরূপ অবস্থায় কর্শিকাকে স্বাধীন করা সম্ভাবিত নয়। তাহা করিতে গেলে উভয় দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ালির সাহায্য দানে অসম্মত হইলেন। ইহাতে পায়ালি এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন "সাধ্যসত্বে স্বদেশরক্ষার্থ বিমুখ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাধীনতা শৃঙ্খল নিজ হস্তে লইয়া আদরের সহিত পরিয়া থাকে, এমন লোক তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। স্বদেশরক্ষার আনুকূল্য না করিয়া প্রতিকূলতা করে, এমত পাপাত্মা তুমি ভিন্ন বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" যাহা হউক, পায়ালি নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন। শীঘ্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ করিয়া প্রথমে কাপিটলি দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং বিপক্ষদলকে পরাজিত করিয়া বোনাপার্টকে সপরিবারে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে সেবয় ও নাইষ প্রদেশ ইটালী ও অষ্ট্রীয়ার হস্তস্খলিত হইয়া নেপোলিয়নের অধীনতা স্বীকার করে।

——:০:——

কল্পদ্রুম।

দুর্য্যোধন নিরো ও সিরাজ উদ্দৌলা।

পৃথিবী মানুষের ভার বহন করিতে পারেন না বলিয়া হউক, আর বিধাতা মানুষের সুখ ও উন্নতি দর্শনে অসহিষ্ণু বলিয়া হউক, দুর্ভিক্ষ মারী, ভয় সংগ্রামাদির ন্যায় দুরাত্মাদিগকেও সময়ে সময়ে রাজসিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা জগতের অভিশাপ ও কণ্টকস্বরূপ। প্রতিবেশবাসিগণের মধ্যে যদি এক জন দুরাত্মা থাকে, তাহার উপদ্রবে লোককে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইতে ও কত কষ্ট পাইতে হয়, আর রাজা দুরাত্মা হইলে যে কত কষ্ট ও কিরূপ অনিষ্ট, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। অসংখ্য লোকের সহিত রাজার সংস্রব। অসংখ্য লোক তাঁহার অধীন। অধিকাংশ লোকের জীবন মরণ তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। অতএব রাজা দুরাত্মা হইলে জগতের যে কিরূপ অকল্যাণ হয়, তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। আমরা উপরে যে তিন বিগ্রহের নামোল্লেখ করিলাম, ইহারা তিনটীই অতি দুরাত্মা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। আরো অনেক দুরাত্মা অনেক সময়ে রাজনাম কলঙ্কিত ও রাজাসন কলুষিত করিয়াছে। দুরাত্মার অনেক প্রকার ভেদ আছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা অধর্ম্ম করে, তাহারা যেমন ভয়ঙ্কর, যে সকল রাজা আইন করিয়া প্রজার মুখ বন্ধ করিয়া দৌরাত্ম্য করে, তাহারা তেমনি ভয়ঙ্কর। তাহারা মঙ্গলের ছল করিয়া অনেক প্রকার দারুণ অত্যাচার করিয়া জগতকে বিষম বিব্রত করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা তাহাদিগকে ও অন্য অন্য দুরাত্মা নরপতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ তিন ব্যক্তির বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি,

তাহার কারণ এই, ঐ তিন ব্যক্তির কার্য্য চরিত্র ও ব্যবহারগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

এটীও বিধাতার একটী বিচিত্র কাণ্ড যে ঐ তিন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহারগত অতি চমৎকার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। দুর্য্যোধন বারণাবতে জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা পায়, নিরো রোমে অগ্নি দান করিয়া তামাসা দেখে এবং সিরাজ উদ্দৌলা অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে (১) ইংরাজদিগকে রুদ্ধ করিয়া উহাদিগের প্রাণবধ করে। এই কার্য্যগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ঐ তিন ব্যক্তিরই স্বভাব অতি ক্রূর ও লোকের সুখ দুঃখে তাহাদিগের সুখ দুঃখ বোধ ছিল না। তাহারা তিন জনেই শৈশবকালে নিতান্ত দুর্লালিত হয়। তাহাতেই স্বভাব দোষ অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে।

দুর্য্যোধনকে তাহার পিতা নিরোকে তাহার মাতা ও সিরাজ উদ্দৌলাকে তাহার মাতামহ প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহারা যদি উহাদিগের শৈশবাবধি দুষ্প্রবৃত্তিনিবারণের যথোচিত চেষ্টা পাইতেন, উহারা বোধ হয় তত মন্দ হইত না। উহারা যে কেবল ক্রূর স্বভাব ছিল এরূপ নয়, কাপুরুষের সচরাচর যে যে লক্ষণ-লক্ষিত হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই উহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। কাপুরুষের শঙ্কা অধিক, উহারা সামান্য শত্রু হইতেও ঘোর অনিষ্ট শঙ্কা করে এবং যেখানে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই সেখানেও অনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়,- কাপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে শঙ্কাকারণের উন্মূলনে সাহসী না হইয়া গোপন হত্যাদিরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে চির কলঙ্কিত করিয়া তুলে। উল্লিখিত দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মারা সেই সেই পাপ উপায়ের অবলম্বনে ক্ষণকালও বিমুখ ছিল না। শেষে তিন জনেই কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পাঠক অবহিত হইয়া উহাদিগের চরিত্র বর্ণন শ্রবণ করুন, ক্রমে উহাদিগের কাপুরুষতার পরিচয় পাইয়া আপনার অন্তঃকরণে ঘৃণার একান্ত উদয় হইবে।

---

(১) এই অত্যাচার কাণ্ড অন্ধকূপ হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ

যাহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন অথবা পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন, পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের প্রতি দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ বুদ্ধি সমধিক গাঢ়তর ছিল। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়ের এক দিবসে জন্ম হয়। সমবয়স্ক হইলে সচরাচর পরস্পরের হৃদয়ে অনুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইয়া থাকে। ভীম ও দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই ছিল না, প্রত্যুত বিপরীত ভাবেরই উদয় হয়। দুর্য্যোধন সর্ব্বদা ভীমের অনিষ্ট চেষ্টা পাইত, এক বার ভীমকে বিষ পান করায়, আর একবার নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। ভীম গদা যুদ্ধে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া দুর্য্যোধন তাহার পরাভবের ইচ্ছায় অস্ত্র শিক্ষাকালে সবিশেষ যত্ন সহকারে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করে। কপট দ্যূত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবগণের বনগমন, অজ্ঞাত বাস প্রভৃতি পাণ্ডবগণের অবমাননা ও ক্লেশকর যে যে ঘটনা হয়, সে সমুদায়ই দুর্য্যোধনের ক্রূর ও কুটিল বুদ্ধির ফল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এই সমস্ত অন্যায় আচরণ ও অনার্য্য চেষ্টার অনুমোদন করিতেন। তিনি যদি বিরোধী হইতেন, দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণ দুর্য্যোধনের কার্য্যের কখন অনুমোদন করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রও যদি অনুমোদন না করিতেন, দুর্য্যোধন সেই অনার্য্য কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধানে কখনই সাহসী হইত না। তাহার প্রশ্রয়-দান-দোষেই কৌরবকুল ও নিখিল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কর দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হয়। ভীষ্ম দ্রোণাদি উভয়-হিতৈষী যে সকল ব্যক্তি যে সকল সদুপদেশ দেন, তাহার শ্রবণে ও গ্রহণে ধৃতরাষ্ট্রের রুচি হইত না। আর কর্ণ শকুনি প্রভৃতি দুর্ম্মন্ত্রিরা যে সকল দুর্ম্মন্ত্রণা দিত, তাহাই ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট অন্তঃকরণে শ্রবণ করিতেন। এক দিবস দুর্য্যোধন বলিলঃ—

পিতঃ আমি প্রজাদিগের অর্থ দান ও মান বর্দ্ধন করিয়াছি, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের সহায় হইবে। অমাত্যগণ আমাদিগের পক্ষ, রাজভাণ্ডারও আমাদিগের হস্তগত। আপনি কৌশলে বারণাবত নগরে পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করুন। আমাদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পর কুন্তী পুত্রগণ সহিত পুনরায় আগমন করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করিলেন, দুর্য্যোধন! আমারও হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু

অভিপ্রায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, কখন পাণ্ডবগণের বিবাসনে অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাদের নিকটে আমরাও যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। তাঁহারা ধার্ম্মিক ও মনস্বী; তাঁহারা ইতর বিশেষ করিবার ইচ্ছা করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করিলে আমরা সকলেরই দারুণ কোপে পড়িব। দুর্য্যোধন বলিল ভীষ্মকে সর্ব্বদা উদাসীন দেখিতে পাই, তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার পক্ষে আছেন। অশ্বত্থামা যে পক্ষে থাকিবেন, দ্রোণও সেই পক্ষে হইবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাঁরা দুজনে যে পক্ষে, কৃপাচার্য্য সেই পক্ষে হইবেন। তিনি কখন ভগিনীপতি ও ভাগিনেয়কে পরিত্যাগ করিবেন না। বিদুর আমাদিগের অর্থে বদ্ধ, গোপনে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষে যোগ আছে বটে, কিন্তু তিনি একাকী পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে বাধা দিতে শক্ত হইবেন না। অতএব আপনি পাণ্ডুপুত্রদিগকে কুন্তীর সহিত বিবাসিত করুন। তাহারা আজ যাহাতে বারণাবতে যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় প্রবিষ্ট কষ্টদায়ক এই শোকাগ্নিকে এই কার্য্য দ্বারা আপনি নির্ব্বাণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রকার প্রশ্রয় দোষেই যাবতীয় অনর্থ আপতিত এবং কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হয়। পরিশেষে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব হীন হইয়া কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ ভয়ে পলাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করে এবং ভীমের সহিত গদা যুদ্ধে নিহত হয়। দুর্য্যোধন জাতিতে ক্ষত্রিয়, ভারতবর্ষের অতি প্রসিদ্ধ পুণ্য স্থান হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়। অতঃপর আমরা যে দুরাত্মার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে একদা রোমের সম্রাট পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। রোম ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত ইটালীর অন্তঃপাতী। রোমকেরা এক সময়ে অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রভাবে পৃথিবীর তৎকালবিদিত সর্ব্বপ্রদেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রোমকদিগের অদৃষ্টবৈগুণ্যে নিরো সেই রোমের সম্রাট পদবীতে অধিরূঢ় হয় এবং যার পর নাই অত্যাচার করিয়া রোমকদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলে।

সি, এন, ডমিটিয়স আহেনোবারবসের ঔরসে এগ্রিপিনার গর্ভে নিরোর জন্ম হয়। অনন্তর রোমের সম্রাট ক্লডিয়স এগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিয়া

নিরোকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। ক্লডিয়সের নিজ ঔরসজাত পুত্র ছিল; তাহাকে রাজ্য হইতে বর্জ্জিত করা হইল। নিরোই সিংহাসনে আরোহণ করিল। সে এক্কে দত্তক, তাহাতে যথার্থ রাজ্যাধিকারিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার রাজ্য লাভ, অতএব তাহা হইতে রোমের যে মঙ্গল হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। যা কিছু সম্ভাবনা ছিল, নিরোর যে কিছু স্বাভাবিক গুণ ছিল, প্রশ্রয় দোষে তাহা বিনষ্ট হইয়া মঙ্গলের আশা রুদ্ধ হইয়া যায়। ক্লডিয়সের হত্যার পর এগ্রিপিনা কয়েক দিবস তাঁহার হত্যা বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখে, তাহার পর বুরস নামে একজন কর্ম্মচারী প্রিটোরিয়ান গার্ডের সম্মুখে নিরোকে লইয়া উপস্থিত করেন। প্রিটোরিয়ান গার্ড নামে একদল সৈনিক রোমের অবসন্ন দশায় রোমের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠে। রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহাদিগের অনুমোদন ব্যতিরেকে সম্রাট নিয়োগ সুসিদ্ধ হইত না। নিরো তাহাদিগের শিবিরে নীত হইয়া সৈনিকদিগকে বিপুল অর্থ দানের অঙ্গীকার করিল। তাহারা তাহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। সেনেট সভা তাহাদিগের মতের সমর্থন করিলেন। প্রজারাও কোন উচ্চবাচ্য করিল না। নিরো ৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর আন্টিয়মে জন্মগ্রহণ করে। যখন সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর মাত্র। সে স্বভাবতঃ নির্গুণ ছিল না; তাহার রুচি ও প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ মন্দ ছিল না। কেবল প্রশ্রয় সংসর্গ শিক্ষা ও অভ্যাস দোষে তাহার গুণগুলি বিকৃত হইয়া উঠিল। রাজসংসারের লোকেরা সকলেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত এবং ছলনা বঞ্চনা ও চাতুরীতে পূর্ণ। তাহার মাতার অন্তঃকরণ গাঢ় দ্বেষ ও দুরাকাঙ্ক্ষায় একান্ত আক্রান্ত ছিল। সেই মাতাই তাহাকে অধিকতর প্রশ্রয় দেয়। সেনেকা ও বুরস নামে যে দুই ব্যক্তির উপরে তাহার শিক্ষা দান ভার সমর্পিত হয়, তাহারা বিষম অর্থগৃধ্নু, তাহারা স্বশিষ্যের চরিত্র শোধন ও সুশিক্ষা সম্পাদন অপেক্ষা নিজ অর্থলাভকে শ্রেয়ো জ্ঞান করিত। যে এক সেনেট নামে মন্ত্রিসভা ছিল, তাহার সভ্যেরা এবং বন্ধুবান্ধবগণ চাটুকারের ন্যায় চাটুবাক্য কেবল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বচনপরিপাটী জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার কুকর্ম্ম প্রবৃত্তিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিল। ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিয়া তাহার কুকর্ম্ম প্রবৃত্তির নিরোধ করে, এরূপ লোক বিরল হইল। এরূপ অবস্থাতেও তাহার প্রথম পাঁচ বৎসর রাজত্বকাল মন্দ যায়।

নাই। তিনি ঐ সময়ে অধীনস্থ প্রদেশবাসিদিগের টাক্স ভার অনেক লঘু করিয়া দেন এবং সেনেট সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ঐ সময়ে তাহার শিক্ষক সেনেকা ও বুরস তাহার স্বভাব দোষ দমন করিবার সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার মাতার দোষে সমুদায় বিফল হইয়া যায়। তাহার মাতার রাজ্যশাসন বাসনা একান্ত বলবতী হয়। সেনেকা ও বুরস তাহার বাধা দেওয়াতে তাহার ক্রোধ অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং পুত্রের সহিত প্রকাশ্যরূপে তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি এই বলিয়া নিরোকে ভয় প্রদর্শন করিলেন যে ক্লডিয়সের পুত্র ব্রিটানিকসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ঐ কথা শুনিয়া নিরোর অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় জন্মিল। সে ব্রিটানিকসকে বিষ পান করাইয়া বধ করিবার আদেশ দিল। অতঃপর তাহার নানাপ্রকার চরিত্রদোষ উত্তরোত্তর প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। তাহার অন্য অন্য দোষের ন্যায় লাম্পট্যদোষ অতিশয় প্রবল ছিল। সে ক্লডিয়সের কন্যা অক্টেভিয়ার পাণিগ্রহণ করে কিন্তু তাহাকে ভাল বাসিত না। সে তাহার বন্ধু সালভিয়স ওথোর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়। তদবধি অক্টেবিয়ার প্রতি তাহার অধিকতর অবজ্ঞা জন্মে। ওথো নিজ স্ত্রীর চরিত্রদোষ দেখিয়াও দেখিত না, নিরো তাহাকে স্পেনের অন্তঃপাতী লুসিটেনিয়ার গবর্নর করিয়া পাঠাইল। যে কিছু বিঘ্ন ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় একটী কুকর্ম্ম অপর কুকর্ম্মের প্রসূতি হইয়া থাকে। ওথোর স্ত্রীর সহিত নিরোর প্রসক্তি তাহার মাতৃহত্যার কারণ হইয়া উঠিল। ওথোর স্ত্রী নিরোকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নিরোর মাতা এগ্রিপিনার এ বিষয়ে মত ছিল না। তাহাকে এ বিবাহের অন্তরায় মনে করিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা জন্মিল। নিরো নিজ মাতাকে বধ করিবে স্থির করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতি ঐ নৃশংস কার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিল। জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ উদ্দেশে এরূপ কৌশলে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিল যে ইচ্ছা করিলেই অল্পায়াসে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা যায়। অতঃপর নিরোর মাতাকে নিরোর সহিত সদ্ভাব করিয়া দিবার ছল করিয়া তাহাকে সেই নৌকায় আরোহিত করা হইল এবং কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া তাহাকে জলমগ্ন করা হইল। নিরোর মাতা সন্তরণ দ্বারা তৎকালে আত্মরক্ষা করিয়াছিল কিন্তু নিরোর প্রেরিত ঘাতকেরা গোপনে গিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল।

নিরো শকট চালাইতে বড় ভাল বাসিত। উত্তম বাদ্যকারক নর্ত্তক ও কবি বলিয়া খ্যাতিলাভের তাহার বড় ইচ্ছা ছিল। সেনেকা ও বুরসকে তাহার যথেচ্ছাচারিতার কতক বিঘ্ন বলিয়া বোধ ছিল। ৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উভয় ব্যক্তির হস্ত হইতে নিরোর মুক্তি লাভ হয়। ঐ অব্দে বুরসের মৃত্যু হইল। অনেকে অনুমান করেন নিরো বিষ পান করাইয়া তাহার বধসাধন করিয়াছিল। ঐ অব্দে সেনেকাও বিবাসিত হন। তাহার পর অবধি নিরো অধিকতর স্বচ্ছন্দচারী হইল। নিজ স্ত্রী অক্টেভিয়াকে পাণ্ডাটেরিয়া দ্বীপে বিবাসিত করিয়া দিল। দুরাত্মা কেবল বিবাসিত করিয়াই বিরত হইল না। অব্যবহিত পরে তাহার প্রাণবধ করিল। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হয়। ঐ অগ্নি ছয় দিন থাকে। ঐ অগ্নিতে নগরের অধিকাংশ স্থান ও অনেক স্মরণচিহ্ন ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই, ট্রয় নগর যেরূপে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ অগ্নিকাণ্ডের দর্শন বাসনায় নিরোর আদেশক্রমে ঐ অগ্নি প্রদত্ত হয়। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর নগরের পুনর্নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তখন দুরাত্মার অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। জোর করিয়া লোককে খাটাইয়া লওয়া ও দস্যুবৎ বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা প্রভৃতি ঘোর অত্যাচারের কার্য্য হইতে লাগিল। স্বর্ণনিকেতন বলিয়া নিরোর নিজের এক সৌধ নির্ম্মিত হয়। তাহার সদৃশ বৃহদায়তন উজ্জ্বল গৃহ তৎকালে ছিল না। নিরোর সময়ে বিজিত প্রদেশগুলি অবাধে লুণ্ঠিত হইত, এবং সেই ধনে নানা প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান ও ভোজ দান করিয়া নগরের অলস ও অপদার্থ লোকদিগকে আনন্দিত ও মোহিত করিয়া রাখা হইত।

নিরোর অত্যাচার ক্রমে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে তাহাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোকে চক্রান্ত করিল। এল, কালপিরনিয়স পাইসো প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। কিন্তু লিলিকস নামে দাসত্বমুক্ত এক ব্যক্তি এই চক্রান্তের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিল। তন্নিবন্ধন অনেকগুলি লোক হত হইল। সেনেকা এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, এই সন্দেহ হওয়াতে নিরো তাহাকে এই অনুমতি করিল যে তিনি আপনার শরীরের শিরা সকল ছিন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিরো ওথোকে স্পেনে পাঠাইয়া দিয়া তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করে। উহার নাম পপিয়া সেবিনা। সে গর্ভবতী হইলে নিরো একদিন ক্রোধবশে তাহাকে এমনি এক দৃঢ় পদাঘাত করে যে

তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার পর দুরাত্মা ক্লডিয়সের কন্যা আণ্টোনিয়ার পাণিগ্রহণার্থী হইল। সে তাহাতে সম্মত না হওয়াতে দুরাত্মা তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার পর সে ষ্টেটিলিয়া মেসেলিনা নামে এক বিবাহিত রমণীকে বিবাহ করিল। দুরাত্মা অনেক দিন পূর্ব্ব অবধি ঐ স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত ছিল। এই ব্যভিচার নিবন্ধনই উহার স্বামীকে পূর্ব্বে হত্যা করা হয়। ইতিহাস গ্রন্থে নিরোর এইরূপ শত শত অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। একজন গায়কের গলার স্বর তাহার স্বর অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গায়কের প্রাণবধ করা হয়। জগতে অনেক দুরাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু নিরোর মত দুরাত্মা বোধ হয় দ্বিতীয় জন্মে নাই। নিরো অতঃপর ওলিম্পিয়ার উৎসব দর্শনার্থ গ্রীসদেশে যায়, এবং তত্রত্য নগর ও দেবমন্দির সকল লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর বহুমূল্য সম্পত্তি আনয়ন করে।

নিরো গ্রীস দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর গলনামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গলের প্রতি দারুণ অত্যাচারই এ বিদ্রোহের কারণ। এই বিদ্রোহই নিরোর অধঃপাতের কারণ হইল। প্রিটোরিয় গার্ডেরা সর্ব্বিয়স গালবা নামে এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া মনোনীত করিল। সকলে নিরোর পক্ষ পরিত্যাগ করিলে দুরাত্মা রোম হইতে পলাইয়া ফেয়ন নামে দাসত্ব-মুক্ত এক ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া এক দিবস অবস্থিতি করে। যাহারা তাহার অন্বেষণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা যেমন তথায় উপনীত হইল, দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা সম্পাদন করিল।

অতঃপর আমরা যে ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে নিরোর অপেক্ষা দৌরাত্ম্য অংশে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নহে। তাহার নাম সিরাজ উ দ্দৌলা। ট্রয় নগর কিরূপে দগ্ধ হইয়াছিল রোমে অগ্নি দিয়া দুরাত্মা নিরো তদ্দর্শনের বাসনা চরিতার্থ করে, আর সিরাজ উদ্দৌলার বিষয়ে এদেশে এই প্রবাদ ও প্রসিদ্ধি আছে, গর্ভে সন্তান কিরূপে থাকে, সিরাজউদ্দৌলা জীবিত গর্ভবতীর গর্ভ বিদারণ করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছিল এবং লোকে ঝড়ের সময়ে নৌকা ডুবি হইয়া কিরূপে মরে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত নৌকা মানুষপূর্ণ করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া নৌকা বুড়াইয়া দিত। এইরূপ

অমানুষ নৃশংস আচরণের শত শত প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ নিবন্ধন সিরাজউদ্দৌলা ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা দেশের অন্যতর ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্ধি খাঁর দৌহিত্র। আলিবর্দ্ধি একজন উপযুক্ত সাহসবান্ রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনটী কন্যা ছিল। আপনার তিন ভ্রাতৃপুত্রের সহিত তিন কন্যার বিবাহ দেন। সিরাজউদ্দৌলা জিমুদ্দিনের ঔরসজাত। আলিবর্দ্ধি খাঁ তাহাকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহাকে যার পর নাই ভাল বাসিতেন। সেই অসঙ্গত স্নেহ নিবন্ধন তিনি তাহার দুর্ব্বিনয় নিবারণের চেষ্টায় সমর্থ হইতেন না, প্রত্যুত প্রকারান্তরে তাহার অনুমোদন করিতেন। তাহাতেই সিরাজের চরিত্র দূষিত ও স্বভাব অতিশয় অধন্য হইয়া যায়। মানুষের চিত্ত যে কেমন দুর্ব্বল, মানুষের হৃদয় যে কেমন ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ, সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্ধির অসঙ্গত স্নেহ তাহার একটী সুন্দর প্রমাণ স্থল। আলিবর্দ্ধি সকল বিষয়েই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্রয় দোষে সিরাজের যে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইতেছে, স্নেহান্ধতা হেতু তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। সিরাজের প্রতি তাঁহার যে কেমন অসঙ্গত স্নেহ ছিল, নিম্নে যে উদাহরণটী প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইবে। পাঠক সেই বৃত্তান্তটী বিদিত হইলে হতজ্ঞান হইবেন সন্দেহ নাই।

সিরাজের কয়েকজন অসৎ সহচর তাহাকে একদা আলিবর্দ্ধির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বাঙ্গালার নবাবী পদ গ্রহণের পরামর্শ দিল। যে নিজে অসৎ, অসতের উপদেশ তাহার বড় উপাদেয় বোধ হয়। সহচরগণের সেই পরামর্শ দুরাত্মার অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইল। সে আলিবর্দ্ধির সেই স্নেহ, সেই মমতা, সেই বাৎসল্য, সেই পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন, সেই উপকার, সমুদায় বিস্মৃত হইয়া গেল এবং সহচর গণের সেই নৃশংস পরামর্শকে গুরূপদেশের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তদনুসারী আচরণ আরম্ভ করিল। আলিবর্দ্ধি সিরাজকে নাম মাত্র পাটনার গবর্ণর পদ প্রদান করিয়াছিলেন। জানকীরাম তাহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেন। সিরাজ বিদ্রোহী হইয়া পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিল এবং তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। আলিবর্দ্ধি

মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তৎকালে মেদনীপুরে ছিলেন। তিনি ঐ সংবাদ শুনিয়া মহাশঙ্কিত ও ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার শঙ্কার বিশেষ কারণ এই, পাছে সিরাজের সহিত জানকীরামের যুদ্ধ ঘটনা হয়, আর সেই যুদ্ধে সিরাজ নিহত হয়! তিনি এই চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইয়া দ্রুতপদে মুরসিদাবাদে আগমন করিয়া তথা হইতে পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওদিকে জানকীরাম কৌশলক্রমে সিরাজকে বন্দী করিলেন। আলিবর্দ্দি তাহাকে জীবিত দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাকে কোনপ্রকার অনুযোগ বা তিরস্কার করা দূরে থাকুক, নিজ বাহু দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইল, অনেকে পরোক্ষে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সিরাজউদ্দৌলা স্বভাবতঃ উদ্ধত অশিক্ষিত দুর্লালিত ও নির্ব্বোধ, তাহার উপর এই বীভৎস প্রশ্রয় দান, অতএব তাহার চরিত্র যে দূষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

দুরাত্মা দুষ্ট সহচরগণ সমভিব্যাহারে যখন নগর ভ্রমণার্থ বহির্গত হইত, তখন নাগরিক লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করিত। কতক্ষণে দুরাত্মা নিজ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, দেবগণের নিকটে এই প্রার্থনা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিত। তাহার নিকটে সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রম মানির মান গুণির গুণগৌরব বিদ্বানের সমাদর কুলবধূর কুলমান কাহারই পরিত্রাণ ছিল না। লোকে তাহাকে দস্যু তস্কর বৃক ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা অধিক ভয় করিত। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলিতেন না। প্রকারান্তরে বরং তাহাতে অনুমোদন করিতেন। ঢাকার প্রতিনিধি গবর্ণর হোসেন কুলিখাঁ ও তাঁহার পরিজনগণের উপরে দুরাত্মার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। সে তাহাদিগকে উৎসন্ন দিবার সংকল্প করিল। সে একদিবস আপনার এক অনুচরকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল। প্রেরিত অনুচর দিবাভাগে সর্ব্বসমক্ষে হোসেন কুলিখাঁর ভ্রাতুপুত্রের প্রাণসংহার করিল। অতঃপর দুরাত্মা নিজ মাতামহের নিকটে হোসেন কুলিখাঁর প্রাণসংহারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি কহিলেন, হোসেনের প্রভু নোয়াস মহম্মদের মত ব্যতিরেকে তাহার হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কথা কহিয়া তিনি মৃগয়া করিতে গেলেন, কিন্তু সিরাজের সংকল্পিত নৃশংস কার্য্যের কোন প্রকার নিষেধ বা নিবারণের কোন উপায় করিলেন না। ওদিকে দুরাত্মা হোসেন কুলিখাঁর প্রাণসংহার করিল।

সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬ অব্দের ১০ ই এপ্রেল বাঙ্গলা দেশের নবাবী পদে অধিরূঢ় হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই নিজ পিতৃব্য পত্নীর ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া নিজ শুভ রাজত্বের স্বস্তি বাচন করিল। তাহার পিতৃব্য নোয়াস মহম্মদ ষোল বৎসর ঢাকার শাসন কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে বিপুল বিভব রাখিয়া যান। তাঁহার পত্নী সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। দুরাত্মার তাহাতে লোভ পড়িল। সে সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া সমুদায় লুটিয়া আনিল। রাজবল্লভ অনেক দিন ঢাকার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও বিলক্ষণ বিভশালী হন। তিনি তৎকালে মুরসিদাবাদে ছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ ঢাকায় লোক পাঠাইয়া দিল। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সংবাদ পাইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শনের ছল করিয়া সমুদায় অর্থ ও পরিবার লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন। কলিকাতার তদানীন্তন গবর্ণর ড্রেক সাহেব তাহাকে আশ্রয় দিলেন। নবাব ঐ সমাচার শুনিয়া অগ্নিশ্ব বাতস্থ হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে নবাবের নিকটে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ড্রেক সাহেবকে এক পত্র লিখিলেন। ড্রেক সাহেব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, তিনি কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিবেন না। ইহাই ইংরাজদিগের সহিত বিরোধের মূল সূত্র।

সিরাজ উদ্দৌলার অন্যতর পিতৃব্য সায়দ মহম্মদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শকত জঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সায়দ মহম্মদের মৃত্যুর পর শকত জঙ্গ সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও নোয়াস মহম্মদের পত্নীর ন্যায় সিরাজের ধন তৃষ্ণাপথের পথিক হইলেন। সিরাজ তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ সৈন্য লইয়া পুর্ণিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। সে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা পার হয়, এমন সময়ে ড্রেক সাহেবের পত্র পাইল এবং ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পুর্ণিয়ায় না গিয়া কলিকাতার দিকে চলিল। তাহার সঙ্গে ৪০। ৫০ হাজার সৈন্য ছিল। পক্ষান্তরে, তৎকালে ইংরাজদিগের দুর্গের অবস্থা অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি প্রভৃতি ভাল ছিল না। দুর্গ রক্ষার্থ এক শত সত্তর জন সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে ষাটি জন মাত্র ইউরোপীয়। এই সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংরাজেরা সন্ধিপ্রার্থী হইয়া নবাবের

নিকটে পুনঃ পুনঃ পত্র পাঠাইল, কিন্তু নবাব কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। ১৬ ই জুন তাহার অগ্রগামী সেনাদল চিৎপুরে উপনীত হইল। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে চিৎপুরে একটা মুর্চ্চা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেখান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নবাবের সেনাগণ অগ্রগামী হইতে না পারিয়া হটিয়া গেল এবং দমদমায় গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

১৭ ই জুন নবাবের সেনাগণ নগর বেষ্টন করিয়া রহিল। পর দিন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ করিল। দুর্গের বাহিরে যে কিছু গৃহাদি ছিল, সমুদায় নবাবের অধিকৃত হইল। ঐ দিবস বিস্তর লোক হতাহত হয়। ইংরাজেরা বাহিরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘর ছিল, তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। প্রবল বেগে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা কর্ত্তব্য স্থির করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে বসিল, শেষে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করা অবধারিত হইল। দুর্গস্থ প্রায় অর্দ্ধেক লোক পলাইয়া জাহাজে ও হাবড়ায় গেল, আর অদ্ধ অংশ দুর্গ মধ্যে রহিল। নবাবের সেনাগণ ১৯ এ পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ২০ এ পুনরায় আক্রমণ করাতে ইংরাজেরা ভাবিল, আর আত্ম রক্ষার প্রয়াস পাওয়া বিফল। অতএব তাহারা সন্ধি প্রার্থী হইয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদকে এক পত্র লিখিল। বিপক্ষপক্ষ সন্ধিসূচক চিহ্ন প্রদর্শন করিল, ইংরাজেরা গোলাবর্ষণে ক্ষান্ত হইল। ইংরাজেরা যেমন ক্ষান্ত হইল, বিপক্ষ পক্ষ অমনি বেগে আসিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। দুর্গ মধ্যে তৎকালে এক শত ছচল্লিশ জন ইউরোপীয় ছিল। তাহারা বন্দীকৃত হইল। আঠার ফীট দীর্ঘ ও চৌদ্দ ফীট প্রশস্ত এক গৃহ মধ্যে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সেই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সেই সংকীর্ণ গৃহ মধ্যে অধিকসংখ্য লোক নিরুদ্ধ হওয়াতে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা হইল ২৩ তেইস জন মাত্র জীবিত আছে। এই হত্যাকাণ্ড অন্ধ কূপ হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেকে বলেন, নবাব ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ২১ এ জুন যখন তিনি এই সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখের ভাব প্রকাশ পাইল না।

নবাব জয়লাভে একান্ত উল্লাসিত হইয়া মুরসিদাবাদে গমন করিলেন ; কিন্তু তিনি শকত জঙ্গকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি পূর্ণিয়ায় সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং রণস্থলে শকত জঙ্গকে নিহত করিয়া তাহার অন্তঃপুরিকাগণ সহ যাবতীয় অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

অতঃপর সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত আরম্ভ হইল। যাহারা চক্রান্তে লিপ্ত হয়, ইংরাজেরা জগৎ শেঠ মীরজাফর অমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদ তন্মধ্যে প্রধান। চক্রান্ত পরিপক্ক হইলে পর সিরাজ উদ্দৌলা পলাসির যুদ্ধে পরাভূত হইল এবং বহুমূল্য অর্থ ও স্ত্রী কন্যাদি পরিজন সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। রাজমহলে উপনীত হইয়া এক ফকিরের কুটীরের নিকটে আপনার স্ত্রী ও কন্যার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, ফকির জানিতে পারিল এবং যে সকল ব্যক্তি তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সংবাদ দিল। সিরাজ উদ্দৌলা পূর্ব্বে ঐ ফকিরের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, এক্ষণে সে সেই বৈরসাধন করিল। বিপক্ষেরা আসিয়া তাহাকে বন্দীভূত করিল। সে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু তাহারা কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। তাহার সঙ্গে যে সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন ছিল, সমুদায় লুটিয়া লইল এবং তাহাকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে লইয়া গেল। যে সময়ে তাহারা মুরসিদাবাদে উপস্থিত হয়, তৎকালে মীরজাফর নিদ্রিত ছিল। তাহার পুত্র মীরান তাহাকে আপনার মহলের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিল। মীরানও সিরাজ উদ্দৌলার ন্যায় অতি অসচ্চরিত্র ছিল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বান্ধবগণকে সিরাজ উদ্দৌলার প্রাণ সংহার করিতে বলিল, কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামে এক হতভাগ্য তাহাকে হত্যা করিল।

পাঠক! দুর্য্যোধন, নিরো ও সিরাজ উদ্দৌলার শোচনীয় অন্তিম দশা দর্শন করিয়া কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে দুরাত্মা হইলে প্রায়ই এইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে? তিন জনেই যে অতিশয় কাপুরুষ ছিল, অন্তিমকালে প্রাণভয়ে পলায়ন দ্বারা কেবল যে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে এরূপ নয়, তাহাদিগের অন্য অন্য কার্য্য দ্বারাও তাহার পরিচয় হইতেছে। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শঙ্কায় সতত শঙ্কিত ছিল। তাহার মনে কখন এ সাহসের উদয় হয় নাই যে সে অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণের পরাভবে

সমর্থ হইবে। সে নিরত মহাবীর কর্ণের সাহস ও বলের উপরে নির্ভর করিত। এটী প্রধান কাপুরুষলক্ষণ। বীরপুরুষের মনের ভাব কখন এরূপ হয় না। বিপক্ষ পক্ষ যেরূপ বলবান ও যোদ্ধা হউক, সে তাহাকে তৃণ জ্ঞান করে। নিরো ও সিরাজউদ্দৌলা স্বার্থনাশ শঙ্কায় অথবা স্বার্থ লাভের আশায় নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের যে প্রকার নৃশংস হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, বীরপুরুষে তাহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ অংশে দুর্য্যোধন প্রশংসনীয়। সেনেকা নিরোর শিক্ষাদাতা ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। নিরো সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। পক্ষান্তরে, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে পাণ্ডবগণের জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেন, কিন্তু দুর্য্যোধন এক দিনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি অবিনীত ব্যবহার করে নাই। প্রজার প্রতিও তাহার পীড়ন ছিল না; বরং প্রজাদিগকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত সতত তাহাদিগের মান বর্দ্ধন ও অর্থদান করিত। ফলতঃ নিরো ও সিরাজউদ্দৌলা যে প্রকৃতির দুরাত্মা, দুর্য্যোধন সে প্রকৃতির নয়। দুর্য্যোধন জ্ঞাতিবিরোধেই মত্ত ছিল। জ্ঞাতিগণ প্রবল। পাছে তাহাদিগের হইতে আপনাকে হৃতসর্ব্বস্ব ও অপদস্থ হইতে হয়, তাহার এই বিষম শঙ্কা ছিল। তাহাতেই সে পাণ্ডবগণের প্রতি অনার্য্য আচরণ করে। দায়াদগণের প্রতি হিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা অনৈসর্গিক নয়। তবে দুর্য্যোধনের মহৎ দোষ এই, সে যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ দান করিত, দারুণ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া নিখিল ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হইত না। আর একটী বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে, কাপুরুষেরা ভাই, বন্ধু, পুত্র, কলত্র বিষয় বিভব সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনের জীবিত থাকিয়া কোন স্বচ্ছন্দ ছিল না, জীবিত থাকিবার কোন কারণও ছিল না। সেই প্রিয়তম সহোদরগণ সেই প্রাণপ্রতিম পুত্র পৌত্রাদি সেই দেবরাজ সদৃশ রাজপদ সেই কুবের সদৃশ অতুল সম্পদ, চক্ষের উপরে সমুদায় বিনষ্ট হইল, তথাপি হতভাগা প্রাণের মমতায় রণস্থল হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া লুকাইয়া রহিল। শত শত ভৃত্য যে সিরাজউদ্দৌলার আজ্ঞাবাক্য শ্রবণার্থ দীনভাবে সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত, যাহার আজ্ঞামাত্র সহস্র সহস্র লোক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া নিমেষ মধ্যে প্রলয় উপস্থিত করিত, সেই সিরাজউদ্দৌলা শেষে প্রাণের নিমিত্ত কাতর বাক্যে অতি সামান্য লোকেরও নানাপ্রকার অনুনয়

বিনয় করিল, কিন্তু তেজস্বী পুরুষেরা অমরত্ব ও ইন্দ্রত্ব লাভ হইলেও শত্রুর পদানত হইয়া কখন এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শনে উৎসুক হয় না।

বর্ণবিভাগ জাতীয় ভাব ও জাতীয় উন্নতির মূল।

মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্যঋণে ঋণী হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে, আমরা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে, প্রতিবেশিসম্বন্ধে, পরিবার সম্বন্ধে এবং আমাদিগের নিজের সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে। আমরা যদি সেইগুলি যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারি, কেবল যে আমাদিগের নিজের উন্নতি হয় এরূপ নয়, স্বজাতির সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। স্বজাতির উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদিগের স্ব স্ব উন্নতি শোভমান ও স্থায়ী হয় না। প্রত্যেকে জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত যত্নবান্ না হইলেও জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি কেবল নিজ সুখের অন্বেষণার্থ ব্যস্ত হই, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি, স্বজাতীয়েরা অধঃপাতে যাউক, আর প্রতিবেশিরা ব্যসনে নিমগ্ন হউক, যদি আমরা সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করি, জাতীয় উন্নতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারে না। পান ভোজনাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যে জাতির যতদিন ধর্ম্মনীতিজ্ঞান প্রবল ও ধর্ম্মনীতির প্রতি ভক্তি বলবতী থাকে, ততদিন সেই জাতি উন্নতির পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ইহার বিপরীত ঘটনা হইলে উন্নত জাতিরও ক্রমে অধোগতি হইতে থাকে। রোমের সাধারণতন্ত্রের সময়ে ধর্ম্মনীতির প্রতি লোকের ও সাধারণতন্ত্রের উন্নতিকল্পে সকলের সবিশেষ যত্ন ছিল, তাহাতেই সাধারণতন্ত্র অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পরে আবার যখন লোকে সাধারণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশূন্য ধর্ম্মনীতির প্রতি আদরহীন ও নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠে, তখন সাধারণতন্ত্র শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়। শেষে আর সাধারণতন্ত্র স্বজীবনরক্ষায় সমর্থ হইল না, সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। তখনকার লোকে এমনি অসার অপদার্থ ও আত্মম্ভরি হইয়া উঠিয়াছিল যে সাধারণতন্ত্রের সময়ের রোমকদিগের সহিত

তুলনা করিয়া তাহাদিগকে রোমক বলিয়া বোধ হইত না। সেনেট সভার সে পূর্ব্ব গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছিল। সভ্যগণের সেই গাম্ভীর্য্য সেই পূজনীয় ভাব সেই স্বাধীন চিন্তা সেই স্বাধীন বক্তৃতা সেই স্বাধীন কার্য্যকারিতা তাহার কিছুই ছিল না। তাঁহারা তখন এক এক জন অধিনায়কের বশবর্ত্তী হইয়া উঠেন। অধিনায়কের মতই তাঁহাদিগের মত এবং অধিনায়কের আজ্ঞাই তাঁহাদিগের শিরোধার্য্য হয়, তাঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ভারতবাসিদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ হইয়াছে। ইহাদিগের সেই পূর্ব্ব জাতীয় ভাব আর নাই, ইহারা আর স্বজাতীয়ের গৌরবে গৌরব বোধ করে না, স্বজাতির উন্নতি চেষ্টায় আর কাহারই আন্তরিক যত্ন নাই। নিজের কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভ হইলেই জগৎকে সুখিত মনে করিয়া থাকে। ইহাদিগের ইদানীন্তন ভাব দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, হিন্দুজাতির কখন জাতীয় ভাব ছিল না। ইহারা বরাবর স্বার্থপর জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এটী বাস্তবিক কথা নয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের বিলক্ষণ জাতীয় ভাব ছিল। সেই জাতীয় ভাবের বলেই ইহারা এককালে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগই তাহার প্রমাণ। প্রাচীন আর্য্যেরা জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় বর্ণ বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন। এই বর্ণবিভাগে প্রাচীন আর্য্যগণের যে কি অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিকৌশল ও স্বজাতি প্রেমের পরিচয় হইতেছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এক এক বর্ণের উপরে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পিত হওয়াতে সকলেই সবিশেষ যত্ন সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহাতেই অদ্ভুতরূপ জাতীয় উন্নতি লাভ হয়। ব্রাহ্মণের উপরে প্রধানতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারাও যতদূর সাধ্য এ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অত্যুদার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজও কোন সভ্য জাতি তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সভ্য জাতীয় পণ্ডিতগণ আনন্দসহকারে তাহার নিকটে মস্তক নত করিয়া থাকেন। কেবল ঈশ্বর বিষয়ক মত নয়, এতন্মূলক বেদ বেদাঙ্গাদির যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও ঐ বর্ণ বিভাগের অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় ফল।

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরাও বিলক্ষণ জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র প্রবীণ ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী এমন অনেক ক্ষত্রিয় ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিরথ মহারথ প্রভৃতি পূজনীয় উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ এমনি সংগ্রাম বিদ্যা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহারা দেবাংশ সম্ভূত ও দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বিদ্যায় এমনি পরম প্রবীণ হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের রচিত অগ্নি বরুণ পবনাদি বাণের বিষয়ে এখন বিশ্বাস হয় না। এগুলি এখন অত্যুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, পরস্পর শরাঘাতে অগ্নির উৎপত্তি, শরজাল বেষ্টনে পবনের বেগ ভঙ্গ, শরের গতিভেদে বাষ্প সঞ্চয় হইয়া বারি পতন অসম্ভাবিত বোধ হয় না।

বৈশ্যেরাও কৃষি বাণিজ্যাদির বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করেন। পুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি পাঠে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় পূর্ব্বে নদ নদী সমুদ্রাদি পথে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করা হইত। মনু বৈশ্যের যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই:—

> পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
> বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুরক্ষা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন বাণিজ্য সুদগ্রহণ ও কৃষিকার্য্য। কুল্লুকভট্ট বণিকপথ শব্দের স্থল জলে বাণিজ্য এই অর্থ করিয়াছেন।

রত্নাবলী নাটিকায় লিখিত হইয়াছে, সিংহলেশ্বরদুহিতা রত্নাবলী যান ভঙ্গ হওয়াতে সমুদ্রে নিমগ্ন হন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সাগরিকা হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, সমুদ্রে সচরাচর গতিবিধি ছিল। অধিক কথা কি, শাস্ত্রকারেরা কলির প্রথমে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার নিষেধ করিয়াছেন। সমুদ্রে গমনাগমন বিধি না থাকিলে তাহার প্রতিষেধ প্রসক্তি কি? অন্য কার্য্যার্থ সাগরে গতিবিধি ছিল, বাণিজ্যার্থ ছিল না, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রাচীনকালে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য চর্চ্চার যে প্রাচুর্য্য ছিল, সময়ান্তরে প্রস্তাবান্তরে তাহা সপ্রমাণ করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা রহিল।

যে সময়ে অনুলোম ও বিলোমক্রমে সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়, সেই অবধি আর্য্য জাতির উদার জাতীয় ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে

কেবল এক মাত্র ক্ষত্রিয় জাতির উপরে রাজ্য রক্ষা ও নূতন রাজ্য বিজয়ের ভার অর্পিত ছিল, তাহার পর যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূদ্ধাবসিক্ত বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি হইল এবং সেই নূতন জাতিকে ক্ষত্রিয়কর্ত্তব্য কার্য্যের অংশগ্রাহী করা হইল, তখন ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ত্তব্যসাধনে যে দৃঢ়তর আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া গেল। বৈশ্য জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিল, সুতরাং ক্রমে জাতীয় ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। ক্রমে উদার জাতীয় ভাবের অন্তর্দ্ধান হইয়া অতি নিকৃষ্ট আত্মম্ভরি ভাবেরই আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। মধ্যে এই আত্মম্ভরি ভাবের এমনি বৃদ্ধি হইয়াছিল যে আর্য্য জাতির কখন জাতীয় ভাব ছিল, এরূপ বোধ হইত না। ইংরাজদিগের গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় এই, তাহাদিগের কল্যাণে ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে সেই জাতীয় ভাব পুনরুজ্জীবিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই আশীর্ব্বাদ করি, উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের এই সুমতি বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা যে সেই প্রাচীন আর্য্যগণের সন্তান, গুণ ও কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করুন। তাঁহারা কিছু নন বলিয়া সভ্য জাতীয়দিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা শীঘ্র দূরগত হউক।

আর্য্যেরা যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদ্দারাও সপ্রমাণ হইতেছে, আর্য্যদিগের অত্যুদার বিশুদ্ধ জাতীয় ভাব ছিল। কোন একটী উৎসব উপস্থিত হইলে আর্য্যেরা সমাজের যাবতীয় লোককে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। সমাজের কাহাকেই ভিন্ন ভাবিতেন না। অতি বিশুদ্ধ জাতীয় ভাব না থাকিলে কখন এরূপ হয় না। এই সমাজিক প্রীতি ভোজন প্রথায় আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি বন্ধনে দৃঢ়তর আস্থার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। কেহ দোষী হইলে আর্য্যেরা তাহাকে অশ্রদ্ধেয় অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া সমাজবর্জ্জিত করিয়া রাখিতেন। দোষীর সামাজিক দণ্ডবিধান করিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ ভাবে রাখিবার চেষ্টা উদার জাতীয় ভাবের পরিচয় সন্দেহ নাই। যত দিন আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি বন্ধনে দৃঢ়তর আস্থা ছিল, তত দিন এই রীতি অবিকৃত ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর যে সময়ে ঐ ধর্ম্মনীতি বন্ধন শ্লথ হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে সমাজ মধ্যে দোষ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময়েই দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলি ধর্ম্মনীতিবন্ধনের প্রবন্ধ

শক্ত। দলাদলি দোষীর দণ্ডের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কতকগুলি লোক যদি দোষীর সপক্ষ হইল, দোষীর দণ্ড হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে দলাদলির উপরে চটা। দলপতিরা লোককে পীড়ন করেন বলিয়া তাঁহারা দলাদলিকে সামাজিক উপদ্রব মনে করিয়া বিরক্ত হন। তাঁহারা যে ভাবে বিরক্ত হউন, দলাদলি যে সমাজের অনিষ্টকারক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা উপরেই বলিয়াছি দলাদলির সৃষ্টি হওয়াতেই দোষীর সামাজিক দণ্ডের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দলাদলি হইতে আবার যে কিছু ইষ্ট লাভ ছিল, তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ধর্ম্মনীতির বলও ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রকারান্তরে সেই ধর্ম্মনীতির পুনর্জ্জীবন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যদি ক্রমে ইহা বদ্ধমূল হয়, তবেই মঙ্গলের আশা।

যোগিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

Man is but dust :— etherial hopes are his,
Which, when they should sustain themselves aloft,
Want due consistence; like a pillar of smoke,
That with majestice energy from earth
Rises, but having reached, the thinner air
Melts, and dissolves. and is no longer seen.

Wordsworth.

সুরেন্দ্র সুবর্ণপুরে গমন করিলে প্রিয়কুমারের চিত্তাকাশ ক্রমে ক্রমে তিমিরাছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন। বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে হাস্যরসোদ্দীপক উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহার মনোবেদনার অনেক লাঘব করিত। বিপ্রদাস সামান্য কিঙ্করের ন্যায় বাটীতে থাকিত বটে; কিন্তু সে বেতন গ্রহণ করিত না। রঘুনাথের বাটীতে যখন ছিল, তখনও তাহাকে বেতন গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। সে নিয়তকাল স্থির হইয়া কোথায়ও থাকিত না। মাসের মধ্যে দশ বার দিবস সে কোথায় থাকিত, তাহা কেহ জানিত না। সে

একপ্রকার প্রিয়কুমারের শিক্ষাগুরু। কাল্পনিক ব্যূহ সংস্থাপন করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সাজাইয়া সমরশাস্ত্রে সে প্রিয়কুমারকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিত। সেই শিক্ষাবলে অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রিয়কুমারও কালক্রমে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ও যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। শৈশব হইতেই প্রিয়কুমার উন্নতকায়, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল বিস্তৃত, ললাট উন্নত, নাসিকা সুদীর্ঘ, বাহুদ্বয় বর্ত্তুল ও বিপুল, চক্ষু কর্ণান্ত বিশ্রান্ত ও উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডলের ভাব প্রসন্ন অথচ গম্ভীর। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার শরীরের কান্তি ও মুখশ্রী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এক দিবস প্রিয়কুমার স্বীয় কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে রঘুবংশ পাঠ করিতেছেন।

'পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।'

এই চরণটী পাঠ করিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষই যে আর্য্যদিগের সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ছিল না, ইহার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি আনন্দিত মনে পুনর্ব্বার পড়িতে লাগিলেন। সহসা বিপ্রদাস সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রিয়কুমার এত নিমগ্নভাবে সেই কাব্য পাঠ করিতেছিলেন—রঘুর সঙ্গে সঙ্গে সেই তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ রথী পদাতি প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্য সামন্ত পরিপূর্ণ ভীষণ রণক্ষেত্রের এত নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিতেছিলেন যে, বিপ্রদাসকে দেখিতে পাইলেন না। বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বৎস! কি পুস্তক পাঠ করিতেছ? তখন প্রিয়কুমারের চৈতন্য হইল। তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং বিপ্রদাসকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। বিপ্রদাস বসিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—

'ওখানি কি পুস্তক?'

'রঘুবংশ।'

'কোন সর্গ পাঠ করিতেছ?'

'রঘুর দিগ্বিজয়। তুমি রঘুবংশ পড়িয়াছ?'

'একসময়ে পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন সব স্মরণ নাই।'

প্রিয়কুমার আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "বিপ্রদাস! কালিদাস এই কাব্যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার

কল্পনা চাতুর্য্য, বর্ণনা মাধুর্য্য, শব্দবিন্যাস সকলি উৎকৃষ্ট। বিপ্রদাস! তুমি সকুন্তলাও পাঠ করিয়া থাকিবে। মনুষ্য হইতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রত্যাশা করা যায় না। কালিদাস বাগ্‌দেবীর বরপুত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে সেই প্রবাদ অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন—"বস্তুতঃ কালিদাসের ন্যায় সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যবান্ কবি বোধ হয় ভূমণ্ডলের কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি যৌবনে সংসারসুখে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করিয়া মিসর, পারস্য, গ্রীস, আরব, রোম, চীন প্রভৃতি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। এই সকল দেশের ভাষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যবান দেশ আমি কোথায়ও দেখি নাই। ভারতের বেদ, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের দর্শন—সকল বিষয়েই ভারত সর্ব্বাগ্রগণ্য। ভাল, তুমি রঘুর দিগ্বিজয় পাঠ করিতেছ, এ স্থানটী কেমন?

প্রিয়কুমার কহিলেন "আমার এই স্থানটী অতি মনোহর বোধ হইয়াছে। বোধ হয় রঘুর ন্যায় সর্ব্ব গুণসম্পন্ন নরপতি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই বা করিবেন না। তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হয় না। বিপ্রদাস!

'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।'

এই চরণটী পাঠ করিলে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে কি ভক্তিরস উচ্ছলিত হয় না? রঘু এইরূপ দেবোপম পিতার পুত্র, কেনই বা না সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবেন? অতঃপর রঘুর চরিত্র কিরূপ পবিত্র কিরূপ নির্ম্মল, পরাজিত নরপতিগণের প্রতি তাঁহার সৌজন্য সাধু ও উদার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন।

এই বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ বিপ্রদাস হাস্য করিয়া কহিলেন "বৎস প্রিয়কুমার! তুমিও কেন রঘুর ন্যায় হইতে চেষ্টা কর না? তোমারও কি ঐরূপ দিগ্বিজয়ী হইতে ইচ্ছা হয় না?

প্রিয়কুমার গম্ভীরভাবে কহিলেন "বিপ্রদাস! আমি পরিহাস করিতেছি না।"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন " আমিও পরিহাস করিতেছি না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীকে ভিখারী ও ভিখারিকে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জগতের এইরূপ নিয়ম। তুমি আজ পরপ্রত্যাশী হইয়া জীবনাতিপাত করিতেছ,—অসম্ভব নয়, যে কাল তুমি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইবে। অতএব রঘুর মত রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে তোমার কি ইচ্ছা হয় না? তখন কি তুমি আমাকে স্মরণ করিবে?

" বিপ্রদাস! তুমি পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্য হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে আমি যে কাল রাজা হইব, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। রাজ্য পদ পাইয়া রঘুর ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? "

" এটি তোমার ভ্রম। সকলে গোলাপের গুণ জানে না। দেবগণ যে পদ্ম পুষ্পকে সাদরে মস্তকে ধারণ করেন, প্রমত্ত মাতঙ্গযূথ সেই নয়নসুখকর মনো-মোহ-করপ্রফুল্ল পঙ্কজকে চরণে বিদলিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিদ্বান ও জ্ঞানী হইয়াও অনেকে জ্ঞানের ও বিদ্যার মহিমা জানে না।

এ কথা সত্য। কিন্তু বিপ্রদাস! তোমাকে আমি পিতার ন্যায় পূজ্য-জ্ঞান করি, বন্ধুর ন্যায় ভালবাসি; তোমাকে দেখিলে আমি সুখী হই। খুলিব না মনে করিলেও তোমার কাছে হৃদয়ের দ্বার আপনি খুলিয়া যায়। বাস্তবিক বিপ্রদাস! আমার আশাপ্রবাহিণী অতি উর্দ্ধগামিনী। যদি আমি রাজা হইতাম, এইরূপে প্রজাপালন করিতাম। কিরূপে প্রজাদিগকে সুখী করিতে হয়, সকলকে দেখাইতাম—এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদা আমার হৃদয় আকুল করে। এইরূপ অসম্ভব উচ্চ অভিলাষ যে ঘোর অনিষ্টের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ঐ সকল চিন্তা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাও করিয়া থাকি; তথাপি ঐরূপ চিন্তাতরঙ্গে আমার হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। "

এই বাক্যে বিপ্রদাসের মন আহ্লাদে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মুখ মণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিভাসিত হইল। তিনি ভাবিলেন সিংহশাবক শৃগালপালিত হইলেও বয়ো বৃদ্ধি হইলে আপনিই বুঝিতে পারে যে পশুরাজ। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন " তোমার মন

যে এরূপ উন্নত, ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু বৎস! তোমাকে সত্বর এইস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানে থাকিয়া ভবিষ্যতে তোমার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে না পারিলে মনুষ্য জন্মই বৃথা। দ্বিপদ মাত্রেই মনুষ্য নহে।"

বিপ্রদাস সুরেন্দ্রের চরিত্র উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন সুরেন্দ্র যেরূপ অসচ্চরিত্র যুবা তাহার সংসর্গে থাকিলে প্রিয়কুমারের পবিত্র চিত্ত কালে কলুষিত হইতে পারে। কিন্তু প্রিয়কুমার সুরেনকে অতি সচ্চরিত্র যুবা এবং তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানেন; হঠাৎ আজ তাহার হৃদয় নরকময় বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি বিশ্বাস করিবেন না। এই জন্য বিপ্রদাস সুরেন্দ্রের চরিত্র বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না। কৌশলে প্রিয়কুমারকে স্থানান্তর করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

প্রিয়কুমার তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলেন "এ কথা সত্য। এখানে থাকিলে আমার উন্নতির আশা নাই। আমি বহুপূর্ব্বেই এস্থান পরিত্যাগ করিতাম, কেবল সুরেন্দ্রের জন্য পারি নাই। বিপ্রদাস! আমি সুরেন্দ্রের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার নিকট আমি জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি, তুমি আমার পরম মাননীয় গুরু, রঘুনাথের অন্নে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, রঘুনাথ আমার পিতার ন্যায় পূজনীয়,, এবং সুরেন্দ্র আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, আর প্রিয়—প্রিয়কুমার আর বলিলেন না। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "চুপ করিলে যে?" প্রিয়কুমার নীরব রহিলেন, একটী দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। বিপ্রদাস আর জিজ্ঞাসা করিলেন না—বুঝিলেন। "সে যাহাহউক প্রিয়কুমার!" তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন; "তোমার এখন ওসকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত হইবার চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি যে মুহূর্ত্তে বলিব সেই মুহূর্ত্তে তোমাকে আমার অনুগমন করিতে হইবে। কেমন সম্মত আছ ত?"

"তুমি এই মুহূর্ত্তে বলনা, আমি তোমার সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত আছি।" প্রিয়কুমার উত্তর করিলেন।

"আর একটী কথা আছে" বৃদ্ধ বলিলেন; যে কয় দিবস আমরা এখানে আছি তুমি আমার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করিবে না।

তুমি পৃথিবীর বিষয়ে আজও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কে কি অভিপ্রায়ে ফিরিতেছে, তাহা তুমি জান না। অতএব আমার এই উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে; নতুবা পরিশেষে পরিতাপ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেলেন।

যোগিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

Heaven's gates are not so highly arched
As prince's palaces; they that enter there
Must go upon their knees.

Webster.

সুরেন্দ্র প্রিয়তমা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে বিজয়ের বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। অনন্ত ক্রোধানলে তাহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল। সে রাত্রিতে আহার করিল না। শয়ন করিল, নিদ্রা হইল না; অবগাহন করিল—শরীর শীতল হইল না। মনে মনে কতই ভাবিতে লাগিল—আপনা আপনি কতই বলিতে লাগিল; কিন্তু একবারও অনুতাপ করিল না।

যামিনী প্রভাত হইল। মধুর লাবণ্যময়ী ঊষাদেবী বিকসিত কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। সুস্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ মধুর কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে দিবাকর রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদয়াচলে দেখা দিলেন। বেলা এক প্রহর হইল। সুরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিতেছে না। সে কিরূপে লোক সমাজে মুখ দেখাইবে; বিজয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? কেন তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না?—এইরূপ চিন্তা তাহাকে কাতর করিতেছে।

বেলা অধিক হইল; কিন্তু সুরেন্দ্র উঠিল না। বিজয় আর নিশ্চিন্ত থকিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিজয়কে দেখিয়া সুরেন্দ্র বিষণ্ণভাবে কহিল "ভাই বিজয়! কাল আমি যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, সে অপমান মরিলেও যাইবে না।"

বিজয় সে কথায় দুঃখ প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া জানিতাম, আজ দেখিতেছি তুমি ভারি নির্ব্বোধ। আমি বুঝিয়াছি প্রিয়তমা তোমাকে অপমানিত করিয়াছে; ভাল, তাহাতে দুঃখ কি? অপমানই বা কিসের? এ কার্য্যের নিয়মই এই। দুঃখ না করিলে সুখলাভ হয় না, তা কি তুমি অবগত নও? এখন উঠ।"

"ভাই! আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না! কাল ভুজঙ্গ যেন আমার অন্তরাত্মাকে দংশন করিতেছে। আমার কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু আমার ন্যায় অসুখী জগতে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মনে মনে বিজয়ের ভারি আনন্দ। সে ভাবিল এখনি তোমার হয়েছে কি? তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে; তুমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও কেহ তোমার পানে ফিরিয়া চাহিবে না। তুমি যদি অসুখী হইবে না তবে অসুখী কে হইবে? আমি তোমার মঙ্গলের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয় বলিল "এখন ও সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া সুরেনের হস্তে এক গেলাস "শান্তিরস" অর্পণ করিল।

"মাতঃ সুরেশ্বরি! দুর্গতি নাশিনি! অধমতারিণি! ললিততরঙ্গরঙ্গিণি! বোতলবাসিনি! দেবি! মৃতসঞ্জীবনি! অধমকে নিস্তার কর মা।" বলিয়া সুরেন্দ্র সমস্ত উদরস্থ করিল। "দেখ বিজয়!" ভগবতী সুরাদেবীর প্রসাদে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সুরেন্দ্র কহিল "আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সেই যৌবনমদাভিমানিনী দাম্ভিকা প্রিয়তমাকে যেরূপে পারি" বিজয়! আমি আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেরূপে পারি ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব। আমি তাহার এরূপ দুর্গতি করিব যে শৃগাল কুক্কুরকেও তজ্জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমি আর তাহাকে চাই না; কিন্তু নীচবংশোদ্ভব পাষণ্ডদিগের দ্বারা তাহার অপমান করিব। উদ্ধত স্বভাবা রমণীগণকে কিরূপ ফলভোগ করিতে হয়, তাহাকে তাহার উদাহরণ স্থল করিব।"

বিজয় উত্তর করিল "এ কথা তুমি পাঁচশত বার বলিতে পার। এরূপ

প্রতিজ্ঞা পুরুষের যোগ্য বটে; নতুবা অপমানিত হইয়াছি কল্পনা করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করা, মনকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য; উঠ, হস্ত মুখ প্রক্ষালন কর। আমি যাহাই বলি, তুমি কি মনে করিয়াছ পাপীয়সীর এই অবিমৃষ্যকারিতার সমুচিত দণ্ড বিধান না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিব ?"

সুরেন্দ্র একটু সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল—"কি উপায় করি বল দেখি ? আমি ত স্থির করিয়াছি কৌশলে উহাকে আজ রাত্রিতেই স্থানান্তরিত করিব।"

"না, আজ এ কাজ হইতে পারে না।" বিজয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিল। তাহাকে এই ঘটনা বিস্মৃত হইতে দাও।"

"এ উত্তম পরামর্শ বটে। আর একটী কথা আছে। প্রিয়কুমারকে হস্তগত করিয়া রাখিতে হইবে; পাপীয়সী সাবধান হইয়াছে, প্রিয়কুমারের দ্বারা এই কাজ করিতে হইবে।"

"দেখ, টাকার কাছে কিছুই কঠিন নয়। আমার উপর তুমি এই ভার দাও, আমি এমন কৌশলে প্রিয়কুমারকে তোমার কাছে আনিয়া দিব, প্রিয়কুমার দূরে থাকুক, দেবতারাও সে ফন্দি বুঝিতে পারিবেন না, বরং প্রিয়কুমার তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইবে। তবে তোমাকে কিছু টাকা ব্যয় করিতে হইবে।"

আমি টাকার জন্য চিন্তিত নই।"

"তবে এক পরামর্শ শুন। কিছু দিন বিলম্ব কর, এবং প্রিয়কুমারকে সত্বর এখানে আসিতে একখানি পত্র লেখ। আর যাহা কিছু করিতে হইবে, সে আমার ভার।"

"প্রিয়কুমার এখানে আসিয়া কি করিবে ?"

"তাহারে কিছু করিতে হইবে না, কেবল আমাদের সঙ্গে থাকিবে"

"যদি সে বুঝিতে পারে ?"

"উঃ! বুঝিতে পারিবে! সে ভাবনায় তোমার কাজ নাই। সেই অঙ্গুরীয়টী তোমার কাছে আছে ত ?"

সুরেন্দ্র অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া কহিল—"এই আছে।"

"ভাল, এখন একখানি পত্র লেখ, আমি বলিতেছি।"

সুরেন্দ্র লিখিতে আরম্ভ করিল:—

"শৈশবসহচরি!—অথবা তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব আমি জানি না। প্রিয়তমে 'শৈশবসহচরি' ভিন্ন আমার কি আর কিছু বলিবার অধিকার আছে? প্রাণাধিকে! আমি কি লিখিব জানি না,—লিখিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু মন খুলিয়া লিখিতে সাহস হইতেছে না। তুমি কি মনে করিবে;—আমার এই ভয় হইতেছে। কিন্তু আজ আর লজ্জা করিব না, ভয় করিব না—ভয় করিয়া লজ্জা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আজ হৃদয় খুলিয়া তোমাকে দেখাইব। প্রিয়তমে! রাগ করিও না।

"আমি না বলিয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি,—তুমি আমার আচরণ দেখিয়া কি মনে করিতেছ?—হায়! আজ একে একে শৈশবের সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে! প্রিয়তমে! কি সুখেই আমাদের সেই পবিত্র শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে! কখন ভাবি নাই পরিণামে এই মর্ম্মান্তিক পরিতাপ উপস্থিত হইবে। আমি যদিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি,—কিন্তু তোমাকে ভুলি নাই, কখন ভুলিব না।

"আমি কার্য্যান্তরে দূরদেশে গমন করিতেছি; আর যে তোমার সঙ্গে কখন দেখা হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একবার তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কি আমার এই প্রার্থনাটী পূর্ণ করিবে? প্রাণাধিকে! আমরা কেহই কখন মনের কথা খুলি নাই—প্রকাশ করিয়া বলি নাই; কিন্তু বলিবার আবশ্যকতা কি ছিল? আজ বলিলাম প্রিয়তমে! আমি তোমাকে ভাল বাসি।"

"আমার এই দেখা করিবার একটী গভীর উদ্দেশ্য আছে, তোমার মঙ্গলকামনা আমার জীবনের প্রধান ব্রত। কুলদেবতা যেমন অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া অনিষ্ট বিনাশ করেন, আমিও অদৃশ্য থাকিয়া তোমার শত্রুগণের কৌশল বিফল করিতেছি। তোমার চতুর্দ্দিকেই বিপদ। তুমি অবলা—সরলা—বালিকা; তোমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার উচিত। তুমি পিতার জেদে কেবল দেবেন্দ্রকে বিবাহ করিতেছ, তাহা আমি জানি। তোমার অপরাধ কি? সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। এখন তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে; সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা খুলিয়া বলিব।

"তোমাকে একবার দেখিবার আমার বড় ইচ্ছা। প্রিয়তমে! এ সাধ কি পূর্ণ হইবে? রবিবার রাত্রি এগারটার সময় আমি সেই বকুলতলায়—

আহা! এই বকুলতলায় আমরা কতই আনন্দ কতই সুখ উপভোগ করিয়াছি!—তোমার জন্য অপেক্ষা করিব,—সেইখানে তোমার নিকট জন্মশোধ বিদায় লইব।

"তুমি যে অঙ্গুরীয়টী আমায় দিয়াছিলে, সেই তোমার সেই প্রিয়নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী এই পত্র মধ্যে প্রত্যর্পণ করিলাম। অঙ্গুরীয় সহ পত্র পাইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবে নতুবা আসিবে না। সাবধান।

তোমারই প্রিয়কুমার।"

পত্র লেখা শেষ হইলে সুরেন্দ্র আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া বলিল "বিজয়! তোমাকে ধন্য! আজ জানিলাম আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি আমাকে যে কি ঋণজালে বদ্ধ করিলে তাহা বলিতে পারি না। তোমার পেটে এত বুদ্ধি তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বিজয় একটু হাস্য করিল; মনে মনে ভাবিল আর কিছু দিন থাক তোমায় পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িব। এই পাপের ফল তোমাকে যে একদিন ভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যলক্ষ্মী আজ কাল আমার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে আমি যে অল্পকাল মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও সম্ভ্রান্ত এবং সকলের মাননীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিব, এ আশা আছে। আমি কি ছিলাম আর কি হইয়াছি! ভাবিলে সকলি স্বপ্ন বোধ হয়। আমার পিতা মাতা দুই বেলা উদর পুরিয়া অন্ন পান নাই; আমিও বাল্যকালে যার পর নাই কষ্ট পাইয়াছি,—কিন্তু শুভক্ষণে আমি সুরেনের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই ঐশ্বর্য্য এই ইমারত বালাখানা—এ সকলই এই নির্ব্বোধের অর্থে! এই গাড়ি, ঘোড়া, দাস দাসী এ সব কার প্রসাদে? বাবাজি! এখনো হয়েছে কি? বিজয়কে এইরূপ চিন্তাকুল দেখিয়া সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল "প্রিয়কুমারকে কিরূপ পত্র লিখিব?

"তাহাকে এখানে আসিতে লিখিয়া দাও। আরও লিখিয়া দাও, না আসিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে।"

সুরেন্দ্র পত্র লিখিয়া সেই দিবসেই একজন লোক দ্বারা ইন্দ্রপুরে পাঠাইয়া দিল। "প্রিয়তমার পত্র কে লইয়া যাইবে?" প্রিয়কুমারের পত্র লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেলে সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। "আচ্ছা এই লেখাটী কি ঠিক প্রিয়কুমারের হাতের লেখার মত হয় নাই?"

বিজয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল "লেখাটী ঠিক হইয়াছে কিন্তু পত্র খানি কে লইয়া যাইবে, আমিও তাই ভাবিতেছি। একজন বিশ্বাসী লোক চাই—সেই লোক আবার প্রিয়তমারও বিশ্বাসী হইবে। কিন্তু এই পত্রখানি আজ পাঠান হইবে না; কাল এই ঘটনা হইয়াছে, দুই দিন চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য।"

"আচ্ছা বিন্দুর হস্তে এই পত্র দিলে হয় না? সে ত এখন আমাদেরই?"

"বেশ বলেছ! সেই এ পত্র লইয়া যাইবে।"

এইরূপ স্থির করিয়া আনন্দিতচিত্তে উভয়ে সুরাপান করিতে বসিল।

যোগিনী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had never been broken-hearted Burns.

একদা প্রিয়তমা আপনার কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন; সুমতি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রিয়তমা পত্রখানি লুকাইয়া ফেলিলেন। সুমতি তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাছা! আমি তোমার জন্য যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত আছি, বলিতে পারি না। তুমি নিতান্ত অবোধ বালিকা, সংসারের বিষয় কিছুই অবগত নও। তোমার কি এখন চিন্তা করিবার বয়স? এরূপে আপনার শরীরকে নষ্ট করা উচিত নহে। তুমি একেবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছ, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও না, কেবল সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর। তোমার শরীরে কি আছে! তেমন যে সোণার রূপ কালী হইয়া গিয়াছে? দেখ মা বাপ কখন সন্তানের শত্রু হয় না; তাঁহারা যাহা করেন সে কেবল সন্তানের মঙ্গলের জন্য। বাছা! তোরে দশ মাস দশ দিন এত ক্লেশে উদরে ধারণ করিয়া, এতদিন এত ক্লেশে এত যত্নে লালনপালন করিয়া, আজ আমি তোর শত্রু হইব? বৎসে! এ কথা মনেও ভাবিও না। অবাধ্য হইও না, যাহা বলিতেছি, শোন। ভাল। যার

মনে ব্যথা দিতে তোর কি একটুও দুঃখ হয় না ? মার কি দুঃখ, বৎসে ! মা ভিন্ন তাহা কেহই জানিতে পারে না, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না। সেই মার প্রাণে তুই দিবানিশি এত আঘাত করিতেছিস ! বাছা ! তোর বিবাহ হইবে শুনিয়া সকলেই সুখী—কিন্তু তুই যে সর্ব্বদা এরূপ দুঃখিত থাকিস্ ইহাতে কি মার প্রাণ সুখী হইতে পারে ? আয় বাছা, একটু ম'রে আয় ; তোর মুখ মলিন দেখ্‌লে আমি জগৎসংসার মলিন দেখি। একবার হাসিমুখে কথা কও। প্রিয়তমে ! তুমি যে কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, হাসিবে না, এবং নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। দেখ দেবেন্দ্র একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র। পরমেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট ; তুমি অতি সৌভাগ্যবতী, তাই এরূপ পতি পাইতেছ। আমরা তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইতেছি।"

প্রিয়তমা এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই। সুমতি নীরব হইলে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "মা আমি তোমাকে আর কতবার বলিব যে এখন আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। তুমি যাহা বলিতেছ আমি সব জানি, কিন্তু না জানিয়া কার্য্য করিবার আমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার কাছে আর বিবাহের কথা কহিও না। আমি তোমার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর। কখন তোমাদের অবাধ্য হই নাই, কেন আমাকে সেই পাপে পাতিত কর। আমি তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি আমি বিবাহ করিব না ; কিন্তু তুমি যখন নিতান্ত আমার কথা শুনিলে না তখন দুঃখের সহিত নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে আজ মনের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি,—অপরাধ ক্ষমা করিও। দেবেন্দ্র সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত, এ কথা সত্য, কিন্তু মা ! পরের চোখে কি ভাল মন্দ বিচার সম্ভব হয় ? আমি মা দেবেন্দ্রকে ভাল দেখি না। মা ! তুমি ত সকল জান, তবে কেন আর আমাকে কষ্ট দেও। আর আমাকে বিবাহের কথা বলিও না, আমি তোমাদের এ কথাটী রাখিতে পারিব না।"

সুমতি দুঃখিত হইয়া কহিলেন "বাছা ! আর তোর মাকে মারিস্ না। বাছা কি ছিলাম—কি হয়েছি—এই ভাবিয়াই মরিয়া আছি ; এই দগ্ধ দেহ আর তুইও দগ্ধ করিস্ না। তোর মুখ চেয়েই আমরা আজও গৃহবাসী হইয়া আছি।" বলিতে বলিতে সুমতির নয়নযুগলে ঝর ঝর করিয়া জলধারা

বিগলিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আবার কহিলেন “বাছা জেদ পরিত্যাগ কর। তুমি জান, তোমার বাপ কাহারও কথা শুনেন না।”

তবে তোমরা আমাকে নিতান্তই চিরদুঃখিনী চিরকলঙ্কিনী করিবে? প্রিয়তমা ঈষদ্‌ সরোষভাবে উত্তর করিলেন। তা কখনই হইবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কখনই হইবে না—বরং এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ভালবাসা—প্রণয়—একটি নদী। হৃদয় যখন তাহার বেগ আর ধারণ করিতে পারে না তখন তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। এক বিন্দু হইতে আমার ভালবাসা এক্ষণে গভীর সমুদ্রের ভাব ধারণ করিয়াছে;—এই ভাবসমুদ্র এক্ষণে উন্মত্ত—তরঙ্গিত—কে ইহাকে দমন করিতে পারে? মৃদুগামিনী—তরঙ্গিণীর ন্যায় আমার এই ভালবাসা স্রোত সেই প্রিয় শিশুর গভীর হৃদয়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নদী নিম্নগামিনী, ভালবাসা ঊর্দ্ধগামিনী। আমার এই ভালবাসার গতি ফিরিবার নহে—এ কালের গতি; অতএব মা আর বৃথা চেষ্টা পাইও না। অধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে আর আমাকে উত্তেজিত করিও না। আমি প্রিয়কুমারের, আমাতে আর কাহারও অধিকার নাই—মা এই আমার মনের কথা।”

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমা নীরব হইলেন। নয়নযুগল জল ভারাক্রান্ত ইন্দীবরের ন্যায় অবনত হইল। দেখিয়া সুমতির কিছু দুঃখ হইল; তনয়াকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন “বাছা! তুমি নিতান্ত বালিকা—অবোধ, তাই বুঝিতে পারিতেছ না। আমরা কখন তোমার অমঙ্গলের চেষ্টা পাইব না। যাহাতে তুমি সুখী হও, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। কেন বল অবাধ্য হইয়া আপনাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিবে? আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমাদের বাক্য অবহেলা করিলে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ প্রিয়কুমারকে তুমি কিছু জান না, আমরাও কিছু জানি না; বিশেষতঃ সে আপনার উদরের জন্য কাতর, আর ইহাও বেশ বোধ হইতেছে এ জগতে তাহার কেহ আপনার নাই। এস্থলে তাহাকে বিবাহ করা কি কখন উচিত হয়? আমরা কখন তোমাকে ভাসাইয়া দিতে পারিব না। আবার দেখ, সে ত এখন এখানে নাই। বোধ হয় আর কখন আসিবেও

না; তবে তার জন্য এত কাতর হওয়া উচিত নহে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে। এবং চিরকাল সুখে থাইবে। অতএব প্রিয়কুমারকে বিস্মৃত হও, আমাদের কথা শুন। কেন বল, আপনি অসুখী হইয়া আমাদিগকেও অসুখী করিবে?"

"কি বলিলে মা"—প্রিয়তমা কহিলেন—"প্রিয়কুমারকে—আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রাণের প্রিয়কুমারকে বিস্মৃত হইব! অসম্ভব! বজ্র-রূপ লেখনী দ্বারা কঠিন প্রস্তরে নিয়তির হস্তলিখিত লেখা উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই হৃদয় হইতে তাঁহার মধুর মূর্ত্তি কখনই উঠিতে পারে না। অতি যত্নে অতি আদরে যাহা আমি এই পাষাণ হৃদয়ে ক্ষোদিয়া রাখিয়াছি তাহাও কি মা উঠিতে পারে? সম্পদ—মান—ঐশ্বর্য্য—এ সকল স্বপ্নমাত্র—অসার! আমার ও সকলের কিছুতেই প্রয়োজন নাই; রাজরাণী হইবারও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রিয়কুমার দরিদ্র নহেন—তিনি জ্ঞানধনে ধনী; এ ধনীর পদাশ্রয় পাইলে চিরজীবন অপার সুখে যাপন করিতে পারিব। কি শ্মশানে কি মশানে কি ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র বনজন্তুসংকুল নিবিড় গহন কাননে, উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে, উত্তাল তরঙ্গাকুল গভীর সাগরে, কি পরি-চারিকাগণ পরিবেষ্টিত মণিকাঞ্চনখচিত সুরম্য রাজভবনে; নলিনীদল বিরচিত সুকোমল কুসুমশয্যায় কি পর্ণকুটীরে পর্ণশয্যায়, প্রিয়কুমারের সঙ্গে যথায় থাকিব, সেই আমার ইন্দ্রের নন্দনকানন। সেই স্থানেই আমার পরম সুখ। আমি মনে মনে তাঁহার প্রফুল্ল চরণারবিন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আজ কেমন করিয়া তোমাদের কথা রক্ষা করিব? মা তুমি বৃদ্ধা হইয়াও যে বুঝিতেছ না, বড় দুঃখের বিষয়। প্রিয়কুমার আমার পতি গতি সম্পদ ও সম্ভ্রম—মা এই আমার পণ—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

প্রিয়তমা আর বলিলেন না, এই কথা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সুমতি ভাবিলেন প্রিয়তমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

যোগিনী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

————This ring————————

This li tle ring, with nicromantic force
Has raised the ghost of pleasure to my fears,
Conjured the scenes of honor and of love,
Into such shapes.——————

The Fatal Marraige.

সুরেনের পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়কুমার স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিপ্রদাসের উপদেশ বাক্য স্মরণ হইল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যকারী হইল না। তিনি রজনীযোগে বিপ্রদাসকে কোন কথা না বলিয়া ইন্দ্রপুর হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুবর্ণপুরে পৌঁছিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিল, কিন্তু মনে মনে ভাবিল "আমি যেমন দেখ্‌তে, তেমন নই।"

প্রিয়কুমার অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই প্রিয়তমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেন্দ্র কহিল "ভাই! তুমি আপনার বুদ্ধির দোষে এত ক্লেশ পাইয়াছ। আমাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। তুমি যদি আমাকে মনের কথা বলিতে, এতদিন কোন্ কালে তোমার মনোরথ সিদ্ধি হইত। তোমার জন্য আমি যে কি পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা ভগবান জানেন।"

প্রিয়কুমার নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ভাই সুরেন! তোমার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। অধিক কি জন্মজন্মান্তরে আমি যেন তোমার মত বন্ধু পাই।"

সু। ভাই আমি তোমার কিছুই করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে বৃথা লজ্জা দিতেছ। যাহা হউক, আমাদের পরিশ্রম যে বিফল হয় নাই, ইহাই পরম আনন্দের বিষয়।"

প্রিয়। ভাই সুরেন! প্রিয়তমা কি বলিয়াছেন?

এই কথা শুনিয়া ধূর্ত্ত সুরেন্দ্র একবার বিজয়ের পানে চাহিল এবং একটু চিন্তা করিয়া কহিল "প্রিয়কুমার অপরিচিত দরিদ্র যুবক, তাঁহাকে বিবাহ

করিলে আমাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হইবে; তবে আপনি যখন এত অনুরোধ করিতেছেন, সুতরাং আমি আপনার বাক্যে উপেক্ষা করিতে পারি না।"

প্রিয়কুমারের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল—হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল ভূমণ্ডল শূন্য বোধ করিলেন; কণ্ঠতালু শুষ্ক বোধ হইল, বিস্ময়-স্তিমিতভাবে বলিলেন "প্রিয়তমা এই কথা বলিলেন! আমি তাঁহার অপরিচিত! যাঁহার জন্য আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমা এই কথা বলিলেন! ভাই সুরেন্দ্র—

তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই সুরেন্দ্র কহিল "তুমি এত কাতর হইও না। প্রিয়তমা তোমারই হইবে। সে তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। "ভাই সুরেন!" ভগ্নহৃদয় প্রিয়কুমার কাতরভাবে কহিলেন "প্রিয়তমাকে বিবাহ করা আর আমার উচিত হয় না। যদিও এ কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু কি করিব? বাস্তবিক আমি দরিদ্র, আমি সেই স্বর্ণসরোজিনীকে সমুচিত যত্নে রাখিতে পারিব না।"

এই কথায় সুরেনের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু শঠশিরোমণি প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কহিল "তবে আমি তোমার পর? আমার ধন কি তোমার নিজের ধন নয়? তুমি দরিদ্র কিসে?

প্রিয়। ভাল এখন আমাকে কি করিতে হইবে? প্রিয়তমার বিবাহের কথা ত স্থির হইয়াছে?

সু। সে কথা সত্য। কিন্তু তোমার তজ্জন্য চিন্তা নাই। প্রিয়তমাকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে।"

প্রিয়। প্রিয়তমাকে লইয়া পলায়ন করিতে হইবে! এ কাজ আমি পারিব না। ভাই সুরেন! আর তোমরা বিফল চেষ্টা পাইও না, প্রিয়তমা আমার হইবে না।

সু। তুমি একবারেই হতাশ হও কেন? প্রিয়তমা তোমার পক্ষ থাকিলে আর ভয় কিসের? রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রিয়তমার প্রমোদ-উদ্যানস্থিত বকুলতলায় তুমি তাহার দেখা পাইবে। যাহা তাহাকে বলিতে হইবে পরে বলিয়া দিব। তোমার পশ্চাতে চারি জন বাহক ও একখান পাল্কি থাকিবে; আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিব। তোমার কোন ভয়

নাই। প্রিয়তমা স্ত্রীজনসুলভ ভীরুস্বভাববশতঃ প্রথমে অসম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তুমি জেদ করিয়া ধরিলেই তিনি সম্মত হইবেন।"

প্রিয়কুমার আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া সুরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার গত হইল। আজ রবিবার। প্রিয়তমা উত্তাল-তরঙ্গমালাকুলিত ভীষণ অর্ণবসলিলে ভাসিতেছেন—। তাঁহার হৃদয়কন্দর স্থিত চিন্তাবেগ প্রবলভাবে চালিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে, যে দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই দিকেই অপার অনন্ত নীল জলরাশি তরঙ্গিত! দাঁড়াইবার স্থল নাই। তিনি প্রিয়কুমারকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন—কিন্তু পিতা মাতা অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করি-তেছেন! কে তাঁহাকে পরামর্শ দিবে? তিনি কার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিবেন? কে তাঁহার দুঃখে দুঃখ করিবে? বিবাহের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বাটীতে থাকিলে তাঁহার নিস্তার নাই। "এখানে থাকিতে আর আমার এক তিলও ইচ্ছা নাই।" প্রিয়তমা ভাবিতে লাগিলেন—"পিতা মাতা দুহিতার মুখ পানে চাহিলেন না; প্রিয়কুমার আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আর আমি এখানে থাকিব না। আজ রজনীতেই আমি এই পাপপুরী পরিত্যাগ করিব।"

তিনি নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, "বিন্দু তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি একান্তচিত্তে সেই পত্রখানি বারম্বার ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিলেন, শিরোনামটী দুই তিনবার পড়িলেন, লেখাটী তন্ন তন্ন-করিয়া পরীক্ষা করিলেন—তথাপি যেন মনের সন্দেহ দূর হইল না। বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পত্র তোমাকে কে দিল?"

বিন্দু। তুমি যেন জান না? আমাকে আর ঢাকিতে হইবে না। এই কথায় প্রিয়তমার অনেকটা ভরসা হইল। তবু তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি জানি আর নাই জানি, তুমি কেন বল না এ পত্র তুমি কাহার কাছে পাইলে?"

বিন্দু। জান যদি তবে বলিবার আবশ্যকতা কি? আমি দেখে শুনে বুড়ো হয়ে গেলুম, তুমি কি মনে করেছ আমি কিছু বুঝিতে পারি না?

"আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাই বল।" প্রিয়তমা একটু ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলেন "এ পত্র তোমাকে কে দিল?"

বিন্দু। যে তোমারে ভাল বাসে—অথবা—যারে তুমি ভাল বাস।

প্রিয়তমা। আমি কাহাকেও ভাল বাসি না।

বিন্দু। ভালবাসনা ?—তবে পত্র ফিরাইয়া দাও। ও পত্র তোমার নয়। আমার ভুল হয়েছে।"

প্রিয়তমা। বিন্দু! সত্যই কি প্রিয়কুমার স্বহস্তে তোমাকে এই পত্র দিয়াছেন ? তিনি এখন কোথায় আছেন ? তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন ?

বিন্দু। প্রিয়কুমার স্বয়ং আমাকে এই পত্র দিয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন, আমি জানি না। তালপুকুরের ঘাটে তিনি আমাকে এই পত্র দেন।"

বিন্দুর উপর প্রিয়তমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ বিন্দু আপনার কন্যার ন্যায় তাঁহাকে ভাল বাসিত। আজ অর্থ লোভে সে যে তাঁহাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। ভাবিবার কারণও ছিল না। তিনি বিন্দুকে বিদায় করিয়া পত্রখানি ধীরে ধীরে কম্পিতকলেবরে খুলিলেন; খুলিতেই অঙ্গুরীয়টী পড়িয়া গেল—তিনি ব্যস্ত হইয়া তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইতেই তিনি আপনার অঙ্গুরীয় চিনিলেন—যে কিছু সন্দেহ ছিল, এইখানেই চিত্ত হইতে অপসারিত হইল। আনন্দে দর দর করিয়া নয়নযুগলে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি উপর্য্যুপরি তিনবার পাঠ করিলেন।

"এ কি দুষ্টদিগের চক্র ?" তিনি ভাবিলেন। "তাই বা কিরূপে হইবে ? এটী যে আমার সেই অঙ্গুরীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বিপদে পড়িয়াছি প্রিয়কুমার জানিতে পারিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই।—এখন বেলা কত ? বোধ হয় কালী এতদিনে অভাগীকে কূল দিলেন।" এইরূপ চিন্তার পর প্রিয়তমা পত্রখানি আবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব যে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবেন সে অবসর নাই। আমরা এক ঘণ্টা অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠি। দিনমণি মরীচিমালীর মরিবারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি তথাপি প্রভুর উপর বিরক্ত নন। সদাই হাস্য করিতেছেন। এ কেবল মুখের হাসি নয়। মুখের হাসি হইলে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হাসিবে কেন ? অন্তরের সহিত না হাসিলে অন্যকে

হাসান যায় না। বস্তুতঃ মহাত্মাদিগের এই রীতি। রজনী আসিল। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য সকলেই বিশ্রাম বাসনায় নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিল; কিন্তু দিনদেবের নিদ্রা নাই। অনভিজ্ঞ লোক ভাবিল অস্তাচলের শিখরস্থিত সুরম্য হর্ম্ম্যতলে কুসুমশয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা নহে। তিনি আবার পশ্চিম রাজ্যে এইরূপে খাটিতে গেলেন। অজর অমর দেবতা হইয়া সূর্য্যদেবকে দিবারাত্রি সমভাবে পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি তিনি প্রভুর উপর অসন্তুষ্ট নন। কি আশ্চর্য্য মনুষ্যের দেখিয়াও জ্ঞানোদয় হয় না। মনুষ্য কৃতঘ্ন জীব। সে আপনার উদরান্নের জন্যও পরিশ্রম করিতে কাতর হয়! অথবা তাহাই যদি না হইবে তবে রত্নপ্রসবা পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াও নরককুণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর স্থান হইবে কেন?

সমাজ সংস্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে আমরা মনের ভাব সকল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই। সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবার অবকাশও ছিল না। সুতরাং সকলের সকল প্রকার আপত্তির নিরাকরণ হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাও নয়। এখন আমরা দেখিতেছি, কোন কোন অংশে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এই কারণে এ বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। পূর্ব্বে আমরা এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, যতদিন লোকের মন সত্য শ্রবণে অনুরক্ত ও তাহার গ্রহণে সমর্থ ও তদনুসারী অনুষ্ঠান ও আচরণে উৎসুক না হয়, ততদিন সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিয়া বিশিষ্ট ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অসময়ের চেষ্টায় উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবারই সম্ভাবনা। এ বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন "উপযুক্ত সময় না আসিলে যে কোন সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিব? সময় আসুক আর নাই আসুক, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা অকুতোভয়ে প্রচার করা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিতে হয় হউক।" উপযুক্ত সময় না আসিলে সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, অথচ

যখন কোন সমাজে কোন কুপ্রথা বা কুরীতি প্রচলিত হইতে দেখিব, তখনই কালাকাল বিচার না করিয়া তাহার উন্মূলন চেষ্টা পাইব, এই দুটী বাক্য যে কেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনহুমোদিত, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বোধ কর, একটী গ্রামে বন্যার বড় উপদ্রব আছে। সে উপদ্রব রহিত না করিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। বাঁধ দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই বাঁধটী কখন দিতে হইবে? যখন ঘোর বর্ষাকাল, বন্যার জল দারুণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সম্মুখে তৃণ ধরিলে দুইখান হইয়া যায়, সেই সময়ে সেই বাঁধ বাঁধিবার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য? না, গ্রীষ্মের প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য? তবে কেহ কেহ এ স্থলে এই কথা বলিবেন "উপযুক্ত সময় না আসিলে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হয় না বলিয়া আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, যাহাতে ঐ সময় শীঘ্র আইসে, এমন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল উপায়ের মধ্যে শিক্ষা কি প্রধান উপায় নহে? আর শিক্ষাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে উহাকে কেবলমাত্র বাক্যে পর্য্যবসিত না করিয়া কার্য্যে পরিণত করা উচিত। যদি সমাজ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহ, তাহা হইলে কেবল মুখে উপদেশ দিলে চলিবে না, বিধবার বিবাহ দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আবশ্যক। দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে তবে লোকে উহার অনুসরণ করিবে।" ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, দৃষ্টান্ত সকলের পক্ষে সমানরূপে ফলোপধায়ী হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের তত্ত্ববোধে সমর্থ হইয়াছে, তাহারই নিকটে সেই বিষয়ের দৃষ্টান্ত ফলোপধায়ক হয়। বিধবাবিবাহের ঔচিত্য যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহারই নিকটে ঐ বিবাহের দৃষ্টান্তে ফল হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করে, অন্যে বিধবা বিবাহ করিল দেখিয়া কি তাহার মনে তৎপ্রবৃত্তি জন্মে? এ পর্য্যন্ত আমরা কতশত লোককে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিলাম, কই তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ত আমরা কিছু মাত্র বিচলিত হই নাই। পাঠকবর্গ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবল মৌখিক উপদেশেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতেছি। কার্য্য না করিলে কার্য্যের মহিমা বুঝা যায় না, যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে পরিপক্ক হওয়া যায় না, এ কথার যাথার্থ্য আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ

করিবার দেশ কাল পাত্র বিবেচনা আছে। যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে পরিপক্ক হওয়া যায় না বলিয়া কি কল্য প্রাতে পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগকে সংগ্রহ করিয়া কাবুলের আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব? কৃষকদিগকে লইয়া যদি যুদ্ধকার্য্যে যাইতে হয়, অগ্রে তাহাদিগের মনকে কৃষিকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং অস্ত্রচালনাদি কার্য্যে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, তাহার পর যুদ্ধ করিতে গেলে যুদ্ধে পরিপক্ক হওয়া যাইবে। সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে যে বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, তত্তদ্বিষয়ে অগ্রে লোকের মতের ও মনের ভাবের পরিবর্ত্তন চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহ তাহা হইলে প্রথমে লোকদিগকে উক্ত বিবাহের বৈধতা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেও। যদি আমাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করা উচিত মনে কর, তবে অগ্রে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সত্যতা আমাদের নিকটে প্রতিপন্ন কর; নচেৎ সহস্র বৎসর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে কোন ফল ফলিবে না।

যাঁহারা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কালাকাল বিচার না করিয়া যে কোন কার্য্যে হউক, প্রবৃত্ত হওয়া শোভা পাইতে পারে। আমি অন্য লোকের কোন হানি না করিয়া দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশীয় পরিচ্ছদ অবলম্বন করিতে পারি। অন্যে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক আর না করুক, আমি আমার বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারি, হিন্দুদিগের পক্ষে যাহা অভক্ষ্য তাহা ভক্ষণ যাহা অপেয় তাহা পান করিতে পারি। আমি জাতি বিচার না করিয়া অসবর্ণে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারি, উপবীত ত্যাগ করিতেও পারি। আমার স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আমি যদি কেবল নিজে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট না হই, যদি আমি সমাজের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এমন অনেক সময় আসিবে যখন আমাকে আমার স্বাধীন ভাবের সংকোচ করিতে হইবে। তখন হয়ত বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশীয় পরিচ্ছদ পুনরবলম্বন আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে। বিধবা কন্যা বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও যদি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অবিবাহিত থাকিবার যে কষ্ট ও যন্ত্রণা বিবাহিত হইলে তাহার সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইবে,

পক্ষান্তরে কিছু দিন বিলম্ব করিলে ঐ বিবাহের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে এবং শুদ্ধ আমার নহে অপর সাধারণের বিধবা কন্যার বিবাহেরও সুবিধা হইবে, তাহা হইলে সে স্থলে বিবাহ যাহাতে শীঘ্র না হয় এমত চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়। কেন না পুত্র কন্যার সুখান্বেষণ করাই পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যদি বিবাহ হইলে ঐ সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা হইলে এমন বিবাহ নাই হইল। যে স্থলে পাঁচ জনকে লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, সে স্থলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি অগ্রসর হইলে কি প্রকারে তাহাদের উপকার করা যায়? তাহাতে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু পরের উপকার করা হয় না। যদি আমি একাকী ভ্রমণার্থ বহির্গত হই, দ্রুতবেগে যাই, আর মন্দ গতিতে গমন করি, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু পাঁচ জনের সহিত গমন করিয়া একাকী অগ্রসর হওয়া যায় না। পাঁচ জনের মনোরক্ষা করা আবশ্যক হয়।

উপরে যেরূপ লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ এইরূপ কহিবেন "যে এত কালাকাল বিচারের প্রয়োজন কি? শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। অসময়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া সংস্কারকেরা তাঁহাদের জীবদ্দশায় ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন হউন, কিন্তু তদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের যে কার্য্য পথ প্রস্তুত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উইকলিফ প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়াই লুথারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সর্ব্বপ্রথমে মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে শব ব্যবচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরবর্ত্তী লোকেরা হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ উক্ত কার্য্য সম্পাদনে সাহসী হইয়াছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে কন্যা প্রেরণ করিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ঐরূপ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অসময়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, কারণ পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সমাজ সংস্কার হয় না। কিন্তু অতি কষ্টে যে শস্য বপন করা হয়, লোকে সুখে তাহার ফলভোগ করে। সত্যের জন্য এক বিন্দু রক্তও কখন বৃথা পতিত হয় নাই।"

আমরা এক্ষণে এই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে সমাজের অবস্থা বিশেষে এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া যে কার্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতে পারিত, রক্তের স্রোতস্বতী বহমান হইলেও হয় ত দুই শত

বৎসরে তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। অবস্থা বিশেষে এরূপ হইবারও সম্ভাবনা, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকদিগের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের পথ পরিষ্কৃত না হইয়া বরং ঐ পথ দুস্তর কণ্টকে আকীর্ণ হইয়া থাকে। আমাদিগের স্থির বিশ্বাস এই, অনেক সময়ে সংস্কারকগণ অসাময়িক কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া লোকের ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিতেছেন। শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া মহাবিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে সরল চিত্তে ও সদভিপ্রায়ে ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের অনুরোধে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা নিবন্ধন যে ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মানুষের অবস্থা বিদ্যা বুদ্ধি সংসর্গ ও বহুদর্শিতা যেরূপ, তাহার বিশ্বাসও ঠিক তদনুরূপ হয়। কারণ যেরূপ, তাহার ফলও যে তদনুরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ, তাহার ধর্ম্মভাব ও সামাজিক ভাব যে তদনুরূপ হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই (১)। অসভ্য ও মূর্খ লোকের অবস্থা যেপ্রকার, তাহাতে তাহার রাজাকে ঈশ্বর জ্ঞান করা অনৈসর্গিক ও অনুপযোগী নয়, সুসভ্য পণ্ডিতের পক্ষে তাঁহাকে কেবল মাত্র শান্তিরক্ষক মনে করাও ঠিক সেইরূপ উপযোগী। অশিক্ষিত লোকের পক্ষে মৃৎপিণ্ড কিম্বা পাষাণ খণ্ডকে ঈশ্বর বোধে পূজা করা যেমন সঙ্গত, উন্নতমনা ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বের একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান রচয়িতার ধ্যানধারণা তেমনি ন্যায়ানুমোদিত। অশিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে জগন্নাথের রথচক্রে প্রাণ ত্যাগ করা যেমন সঙ্গত, পূর্ব্বকার হিন্দু বিধবাদিগের পক্ষে সহমরণও সেইরূপ অবস্থার উপযোগী। তাহাদিগের মতে এক মুহূর্ত্ত কষ্ট ভোগ করিলে যদি অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়, সে চেষ্টা না পাওয়া কাপুরুষের কার্য্য। ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা বাল্যকাল অবধি যেরূপ শিক্ষা পান ও যেরূপ সংসর্গে থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুরোহিতকে অর্থ দান করিলে, মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিলে, বা লোক বিশেষের শরণাগত হইলে নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় বা স্বর্গ লাভ করা যায় এরূপ বিশ্বাস অনৈস-

(১) "Religion is to each individual according to the inward light with which he is endowed. Buck B.

র্মিক নহে। পাপী মনুষ্যের জন্য অপরে কত কষ্ট ভোগ করে, তাহা দেখিয়া প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানেরা যদি মনে করেন যে সেই পতিতপাবন দয়ার সাগর ঈশ্বর পতিত লোকের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার একমাত্র পুত্রকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ঐ পুত্র সমগ্র মানবজাতির পাপ স্বশিরে বহন করিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। (২) পদ স্খলিত হইয়া শিশু ভূতলে পতিত

---

(২) The belief in a community of nature between himself and the object of his worship, has always been to man a satisfactory one, and he has always accepted with reluctance those successively less concrete conceptions which have been forced upon him. Doubtless, in all times and places, it has consoled the barbarian to think of his dieties as so exactly like himself in nature that they could be bribed by offerings of food ; and the assurance that dieties could not be so propitiated, must have been repugnant, because it deprived him of an easy method of gaining supernatural protection. To the Greeks it was manifestly a source of comfort that on occasions of difficulty they could obtain, through oracles, the advice of their Gods—nay might even get the personal aid of their gods in battle; and it was probably a very genuine anger which they visited upon philosophers who called in question these gross ideas of their mythology. A religion which teaches the Hindoo that it is impossible to purchase eternal happiness by placing himself under the wheel of Juggernaut, can sacrcely fail to seem a cruel one to him ; since it deprives him of the pleasurable consciousness that he can at will exchange miseries for joys. Nor is it less clear that to our Catholic ancestors the beliefs that crimes could be compounded for by the building of churches, that their own punishments and those of their relatives could be abridged by the saying of masses and that devine aid or forgiveness might be gained through the intercession of saints, were highly solacing ones ; and that Protestantism, in substituting the conception of a God so comparatively unlike ourselves as not to be influenced by such methods, must have appeared to them hard and cold. Naturally therefore we must expect a further step in the same direction to meet with a similar resistance from outraged sentiments. Herbert Spencer's first Principles 3d Edition P. 114–115.

ও তথা হইতে পুনরুত্থিত হইয়া ভূমিকে জীব ভ্রমে যে পদাঘাত করে, সেটী তাহার নৈসর্গিক অবস্থা, ঐরূপ মনুষ্যের যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় এবং অসভ্য অর্দ্ধসভ্য বা পূর্ণসভ্যাবস্থায় সচরাচর যে যে ভাবের বা বিশ্বাসের বিকাশ হইতে দেখা যায়, সেই ভাব ও সেই বিশ্বাস যে ঐ ঐ অবস্থার উপযোগী, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যখন কোন সমাজে কোন প্রকার বিশ্বাস বা ঐ বিশ্বাসপ্রসূত রীতি নীতি প্রচলিত থাকিতে দেখি, তখন ঐ বিশ্বাস ও ঐ রীতি নীতি যে ঐ সমাজের অবস্থার উপযোগী, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়াই উচিত বোধ হয়। (৩) কারণ, ঐ বিশ্বাস ঐ সমাজস্থ লোকের পক্ষে অনুপযোগী হইলে তাহা কখনই প্রচলিত হইত না। কেহ কখন জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। যে যাহা বিশ্বাস করে, তাহা সত্যমূলক জ্ঞান করিয়াই করিয়া থাকে। আর যত লোকে যে পরিমাণে ঐ বিশ্বাস হইতে শান্তি সুখ ভোগ করিবে, সেই পরিমাণে ঐ বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (৪) আমরা এমত বলিতেছি না যে, যে অবস্থায় মনুষ্য যে বিশ্বাস

---

(৩) "Adhering to our relative, in opposition to the absolute, view, we must conclude the social state regarded as a whole, to have been as perfect, in each period, as the co-existing condition of humanity and of its environment would allow. Without this view, history would be incomprihensible × × × ×" Comte's Positive Philosophy, translated by Miss Marteneau Vol. II P. 89.

"Speaking generally, the religion current in each age and among each people has been as near an approximation to the truth as it was then and there possible for men to receive; the more or less concrete forms in which it has embodied the truth, have simply been the means of making thinkable what would otherwise have been unthinkable; and so have for the time being served to increase its impressiveness. If we consider the conditions of the case, we shall find this to be an unavoidable conclusion." "Herbert Spencer's First Principles" P. 116.

(৪) "The presumption that any current opinion is not wholly false, gains in strength according to the number of its adherents. Admitting, as we must, that life is impossible unless through a certain agreement

করে, তাহা অভ্রান্ত সত্যমূলক। অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত হওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। আমাদের সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আপেক্ষিক। এক্ষণকার লোকে যে বিশ্বাস করে, পরবর্ত্তী লোকের বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিলে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হইবে, আবার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিলে সত্যমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যখন অরণ্য মধ্যে কুন্তী তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন "অদ্য তোমরা যে দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমরা পাঁচ জনে অংশ করিয়া লও" তখন তাঁহারা সেই আদেশানুসারে একটী কন্যাকে যে পাঁচ জনে এককালে বিবাহ করেন; রামচন্দ্র, প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরপরাধা জানকীরে যে বনে প্রেরণ করেন; পরশুরাম পিতার আদেশে মাতার যে শিরশ্ছেদন করেন; তাঁহারা তৎকালোচিত কর্ত্তব্য ও নীতিজ্ঞান অনুসারেই ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। তদানীন্তন লোকেরাও ঐ কার্য্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিল, এমন কি উহারা দেবোচিত অমানুষিক কার্য্য বলিয়া উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণকার লোকের বিশ্বাস উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণকার নীতিজ্ঞান অনুসারে বিবাহাদি বিষয়ে পুত্রের স্বাধীনতার উপর পিতামাতার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যদি তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করেন, পুত্রের অমতে বিবাহ দেন, আর পুত্র তাহার স্বীয় স্বাধীন ভাবের সঙ্কোচ করিয়া পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে পুত্রের তাহাতে যেমন গৌরব পিতা মাতার তেমনি অগৌরব হয়। প্রজারঞ্জন যে রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা এক্ষণকার সকল লোকেই স্বীকার করিবে; কিন্তু রাজা যদি সেই প্রজারঞ্জন জন্য নিরপরাধীকে অপরাধী করিয়া দণ্ড বিধান করেন, কেহ তাহাতে অনুমোদন করিবে না। সেইরূপ পিতা মাতা পরম গুরু হইলেও তাঁহাদের আদেশানুসারে আমরা জ্ঞানকৃত অধর্ম্মাচরণে অনুমত নহি, এ কথার যাথার্থ্য এক্ষণকার সকলেই স্বীকার করিবে।

যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইল, মানুষ যে অবস্থায় যে বিশ্বাস করে, তাহা সেই অবস্থার উপযোগী। যদি এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আর একটী কথারও যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ—মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে

যেমন তাহার বিশ্বাস জন্মে, তেমনি আবার তাহার বিশ্বাসানুসারে কার্য্য-শৃঙ্খলা, ক্রিয়াকলাপ রীতি নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; অতএব যদি লোকের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে বিশ্বাস হইতে উক্ত রীতি নীতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন বা উন্মূলন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আবার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অগ্রে যাহাতে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এমত উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ক্রমোন্নতির দ্বার রুদ্ধ করা এবং নৈসর্গিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করা হয়।

প্রকৃত সমাজ সংস্কারকেরা সকলেই উপরি উক্ত প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আর অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী সংস্কারকেরা উহার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করেন। তাঁহারা লোকের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত বা উন্মূলিত হইবার পূর্ব্বে ঐ বিশ্বাসোৎপন্ন কার্য্যকলাপের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যান সুতরাং অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া বসেন। কেন না লোকে যে সকল অনুষ্ঠান তাহাদের এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা কি কখন তাহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? এ অবস্থায়.যত পীড়াপীড়ি করিবে, যত রক্তপাত হইবে, ততই লোকের রাগ দ্বেষাদি উত্তেজিত হইবে, ততই তাহাদের কুসংস্কার পরিবর্দ্ধিত হইবে। সামান্য তর্কবিতর্ক করিতে করিতে যখন লোকের শোণিত কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন দেখা যায় যে সহজে বলিলে যে কথার ভাবার্থ এক নিমেষে বোধগম্য হইত, তাহা তাহারা এক প্রহরেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সংস্কার বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন সমাজবিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি মহান অনর্থ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দারুণ সময়ে লোকের যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা ইতিহাসপাঠক

between internal convictions and external circumstances; admitting therefore that the probabilities are always in favour of the truth or at best the partial truth, of a conviction; we must admit that the convictions entertained by many minds in common are the most likely to have some foundation." Ibid. P. 4.

মাত্রেই অবগত আছেন। তাহা মনে হইলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উন্নতির কথা দূরে থাকুক, লোকে তখন সদসৎ বিবেচনা বর্জ্জিত হইয়া পশুবৎ, পিশাচবৎ আচরণ করে। তখন ধর্ম্মের নামে যে কত অধর্ম্ম আচরিত হয়; উন্নতির নামে যে লোকে কত দূর অধোগমন বা পশ্চাদ্গমন করে; কত লোকের রক্তপাত, কত নিরপরাধীর প্রাণ নাশ হয় তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন ঐরূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে প্রায় দেখা যায় নাই। এখানকার লোকের শোণিত এমন শীতল, যে উহা সহসা কিছুতেই উষ্ণ হইবার নহে। যে দেশের লোকে অনুকরণকে জীবনের সার কর্ম্ম মনে করে, যাহারা বিলাতে কিছুকাল বাস করিলে সাহেব হয়; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করিলে হিন্দুস্থানী হয়; উড়িষ্যায় গিয়া ক্যায়াবাঙ্গালী হয়; যাহারা এক টুকরা ফিতা কিম্বা সামান্য একটী উপাধি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করে, তাহারা কি কখন বিপ্লবের হাঙ্গামায় যায়? কিন্তু ভিন্নজাতীয় তেজস্বী বীর্য্যবন্ত লোকের নিকটে যথেচ্ছ কার্য্য করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে; অসাময়িক চেষ্টায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। আমাদের দেশে সমাজবিপ্লবরূপ ভয়ানক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় না বলিয়া যে অসাময়িক সংস্কার চেষ্টায় কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই এমনও নহে। যুবকদলের মধ্যে অনেকে এক প্রকার পৌত্তলিকতার পরিহার করিয়া অন্য প্রকার পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ ভক্তিভাজন পিতা স্নেহময়ী মাতার সেবা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমানী দাম্ভিক লোক বিশেষের পদলেহন করিতেছে। কেহ বা বিদ্যানুশীলনে জলাঞ্জলি দিয়া জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন আর ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; কেহ বা আপনার কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতেছেন। অনেক পরিবার হইতে শান্তিসুখ জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, কত পিতা ভগ্নহৃদয় ও কত মাতা পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন।

আমরা উপরে যুক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিলাম, সমগ্র ইতিহাস তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। বিখ্যাতনামা ইতিহাসলেখক ও দার্শনিক বকল কহিয়াছেন, অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন ফ্রান্স ও

জর্ম্মণি প্রদেশে সংস্কারকগণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে গিয়া পরাধীনতাকে অধিকতর বদ্ধমূল করিয়াছিলেন; উপধর্ম্মের লোপ করিতে গিয়া উহাকে অধিকতর স্থায়ী করিয়াছিলেন। (৫) মুসলমানেরা নিজ রাজত্বকালে ছলে বলে কৌশলে এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই। যদিও সমুদয় সাম্রাজ্য তাহাদের হস্তগত ছিল, যদিও তাহাদের ক্ষমতার ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, তথাপি তাহারা লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয় নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটে সাধারণ তন্ত্র কেমন সহজে প্রতিষ্ঠিত হইল, কেন না ঐ প্রদেশস্থ লোকের মন উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু উহা দেখিয়া যখন ফরাশিরা আপনাদের দেশে ঐরূপ শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত না হইয়াছিল? এবং কেমন সহজে নেপোলিয়ান একনায়ক তন্ত্র স্থাপন করিয়া উহা আপনার হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। সাধারণ তন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসিদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইলে নেপোলিয়ান অত সহজে কখনই তাহার পরিবর্ত্তে আপনার সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। (৬) পরে নেপোলিয়ান যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাও আবার ঐ সময়ের পক্ষে অনুপযোগী হওয়াতে ঐ স্বেচ্ছাচারিতা অচিরাৎ

---

(৫) এতৎসম্বন্ধে বকল যাহা কহিয়াছেন তাহা আমাদের প্রথম প্রস্তাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কয়েক পংক্তি পুনরুদ্ধৃত করা গেল। " × + + This (Viz the reaction in favor of superstition and despotism brought on by premature action on the part of reformers) happens merely because men will not bide their time but will insist on precipitating the march of affairs. Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthend tyranny it is the enemies of superstition who have made superstition more permanent."

(৬) "France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe for the good she sought." Channing's "Essay on Napoleon."

অন্তর্হিত হইল এবং এক্ষণে সাধারণ তন্ত্র পুনরায় ফরাসিদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে।

স্পেনের ইতিহাসও আমাদের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ফর্ডিনেণ্ড ও আইসাবেলা পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপ ঐ রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ফলতঃ রোম রাজ্য ধ্বংস হইবার পর অত বড় বিস্তীর্ণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজ্য আর ইউরোপখণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্পেনের রাজপতাকা পৃথিবীর সকল অংশেই উড্ডীয়মান হইয়াছিল। স্পেনের লোকেরা ইউরোপীয় সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য হইয়াছিল। রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক হইয়াও লোকের কিছু মাত্র বিরাগভাজন হন নাই। দ্বিতীয় ফিলিপ অন্যায় যুদ্ধে রাজ্যের ধনক্ষয় ও লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; নানাপ্রকার শুল্ক সংস্থাপন করিয়া প্রজাকে যার পর নাই কষ্ট দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও অহঙ্কারী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ লোকেরাও তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত না হইলে তিনি তাহাদিগকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে দিতেন না। তিনি যখন কথাবার্ত্তা কহিতেন, স্পষ্টরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন না। তিনি মনে করিতেন লোকে তাঁহার অর্দ্ধস্ফুট বাক্য ও ইঙ্গিত বুঝিয়াই কার্য্য করিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন নরাধমকেও স্পেনের লোকেরা অন্তরের সহিত ভাল বাসিত এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, এমন কি উহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া জ্ঞান করিত। মনুষ্যের সুখ দুঃখ রথচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের সুখের দিন অবসান হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। বাণিজ্য ব্যবসায় ও লোক-সংখ্যা হ্রাস হইল; শিল্পের ও সাহিত্যের উন্নতি রোধ হইল; দারিদ্র্য দেশ-ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপ-ক্রম হইল। পূর্ব্বকার রাজারা যেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত উদ্যোগী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, এক্ষণকার রাজারা তেমনি অকর্ম্মণ্য, অলস ও ইন্দ্রিয়পরা-য়ণ হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা ও যথেচ্ছাচারিতা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। "ইনকুইজিসন" নামক বিচার সভা তাঁহাদের হস্তগত থাকাতে লোকের মান মর্য্যাদা ধন প্রাণ সুখ দুঃখ সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত

হইল। মানুষের অবস্থা চির দিন সমান যায় না, চক্রনেমিক্রমে দশা বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। স্পেনবাসিদিগের যখন দুঃখের চূড়ান্ত হইল, সেই সময়ে ভিন্নবংশীয় রাজা স্পেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুর্বনবংশীয়দিগের সমাগমে স্পেনে সুখসূর্য্য পুনরুদিত হইল। উক্ত বংশীয়দিগের বিশেষতঃ তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে স্পেনের যে কি পর্য্যন্ত সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইল, ইনকুইজিসন নামক বিচার সভা মৃতপ্রায় হইল, বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইল; পথ ঘাট নির্ম্মিত হইল; খাল খনন করা হইল; বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইল; প্রজাবর্গ দস্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল এবং নানাপ্রকার শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি পাইল; বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সম্মাননা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইল; ফলতঃ যে স্পেন রাজ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য বলিয়াও পরিগণিত হইত কি না সন্দেহ, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল। কিন্তু স্পেনের ভাগ্যে স্থায়ী সুখ নাই। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চার্লসের মৃত্যু হইল। চতুর্থ চার্লস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। স্পেনের সুখসূর্য্য পুনরায় অস্তমিত হইল। বুর্বন বংশীয় রাজারা ৮৮ বৎসরে স্পেনের যে অপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার সমুদয় অন্তর্হিত হইল। আবার ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা অপরিসীম হইয়া উঠিল। আবার ইনকুইজিসন নামক বিচার সভা ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক লোকের নির্যাতনে চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইল। আবার দুঃখে ও দারিদ্র্যে কষ্টে ও যন্ত্রণায় লোক মৃতপ্রায় হইল। সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে স্পেনের লোকেরা এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। এই উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারকেরা ঐ রাজ্যের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও লোকের স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধন করিতে যতবার যত্নবান হইয়াছেন, ততবারই তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৮১২।১৮২০ এবং ১৮৩৬ অব্দে তাঁহারা উপর্য্যুপরি ঐরূপ সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন বারেই সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। স্পেনের যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইহার কারণ কি? নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক কারণে স্পেনের লোকেরা বহুকাল উপধর্ম্মে মগ্ন ছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি তাঁহাদের

ভক্তির সীমা ছিল না। ঐ যাজকদিগকে অর্থ দান করা, তাহাদের সুখ বর্দ্ধনে যত্নবান হওয়া, উপাসনালয় স্থাপন করা, বিধর্ম্মীদিগকে নির্যাতন করা, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, এই সকল কর্ম্মই স্পেনের লোকেরা জীবনের সার বলিয়া মনে করিত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ভিন্ন কখন উপধর্ম্মের উচ্ছেদ ও কুসংস্কারের উন্মূলন হয় না। স্পেনে প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানচর্চ্চা কখন হয় নাই। সুতরাং স্পেনের লোকেরা কখন উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ক্ষমতাশালী রাজারা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নিজ বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে প্রজার যে উন্নতি সাধন করেন, তৎকালে তাহা শোভমান হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালে যে টুকু মঙ্গল সাধিত হয়, অপকৃষ্ট রাজাদের শাসনকালে আবার তাহা সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। কারণ, সকল উন্নতির মূল যে আভ্যন্তরিক উন্নতি, তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ইংলণ্ডে লোকের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আভ্যন্তরিক উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে রাজার মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। অপকৃষ্ট রাজারা তাহাদের উন্নতিস্রোতের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত, অপদার্থ শাসনকর্ত্তাদের সময়েই ইংলণ্ডের লোকের স্বাধীনতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনে ক্ষমতাশালী রাজাদের মধ্যে যাঁহারা আবার প্রজাবর্গের ও ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত একমতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সহজেই ঐ প্রদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফার্ডিনেণ্ড ও আইজাবেলা, পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেনের লোকেরা যেরূপ সৌভাগ্যশালী হয়, এমন আর কখন হয় নাই। মত ও বিশ্বাস বিষয়ে রাজার ও প্রজার এরূপ ঐকমত্য বোধ হয় আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বিতীয় ফিলিপ প্রজাপীড়ক অত্যাচারী হইয়াও যে তাঁহার প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই, ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রজাবর্গের কোন মতভেদ ছিল না। তিনি বহুকাল ধর্ম্মযুদ্ধে অতিবাহিত করেন; তাঁহার আদেশানুসারে সহস্র সহস্র বিধর্ম্মীর প্রাণ নাশ করা হয়; বিধর্ম্মীদিগের উপর রাজত্ব করা অপেক্ষা আদৌ রাজত্ব না করা ভাল এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল; তাঁহারই যত্নে লুথারকৃত সংস্কৃত ধর্ম্ম স্পেনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি যে ইউরোপ খণ্ডে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিয়া

ছিলেন এবং ইংলণ্ডের আক্রমণ মানসে বিখ্যাত " আরমেডা " অর্থাৎ রণতরী তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাজ্যলোভ বা ধনলোভ তাহার প্রধান কারণ নহে, আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। যাহাতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার না হয়, যাহাতে ক্যাথলিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে ধর্ম্মযাজকদিগের গৌরব বৃদ্ধি হয়; এই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একে স্পেনদেশীয় লোকেরা বিজাতীয় রাজভক্ত, তাহাতে আবার রাজা যখন তাহাদের মতের ও বিশ্বাসের অনুগামী হইয়াছিলেন, তখন সহস্র অত্যাচার সত্বেও যে তাহারা তাঁহাকে ভক্তি করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আবার দেখ বুর্বনবংশীয় রাজা তৃতীয় চার্লস্ সাধারণপ্রজা ও যাজকগণের অপেক্ষা অনেক উন্নতমনা ছিলেন। সুতরাং তিনি নানা বিষয়ে যে উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন লোকে তাহার মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হয় নাই। তিনি অতি ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। এই কারণে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তিনি ও তাঁহার বংশীয় রাজগণ স্পেনে প্রায় ৯০ বৎসরে যে অপূর্ব্ব উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে উন্মূলিত হয়। যে যাজকগণের উৎপাতে প্রজাগণ জ্বালাতন হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমতা পুনরায় অপরিসীম হইয়া উঠিল; যে ইন্‌কুইজিসন্ নামক বিচার সভার নাম স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে শিরাতে শোণিত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল; লোকে দ্বিরুক্তি মাত্র করিল না, তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদন করিল। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা কেমন বিড়ম্বনার বিষয়।

আর এক প্রমাণ দেখ ষোড়শ শতাব্দীতে লুথারকৃত সংস্কৃত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জর্ম্মনী, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু স্পেনরাজ্যে যখন সংস্কারকগণ উক্ত ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কি হইল? অভীষ্ট লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন লোকের যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়। সে দুঃখের কথা লিখিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে সেই সময়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত হলাণ্ড ও বেলজিয়ম প্রদেশে

প্রায় ৪০,০০০ লোকের প্রাণ নাশ করেন। স্পেনের লোকেরা পূর্ব্বেও ক্যাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল, এখনও আছে, পরেও যে কত কাল থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই, মধ্য হইতে কত লোকের কত যন্ত্রণা ও কত নির্দ্দোষীর প্রাণনাশ হইয়া গেল! অপরিণামদর্শী সংস্কারক হইতে লোকের এইরূপ মহৎ অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বোধ হয় হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা শ্রেয়, তথাপি অসময়ে সংস্কার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। ফলতঃ দুর্ভিক্ষ, মারিভয়, জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি যেমন মনুষ্যের পরম শত্রু, অসাময়িক সংস্কার চেষ্টাও সেইরূপ শত্রু।

যাঁহারা বলেন লুথারের অভ্যুদয় না হইলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইত না, তাঁহাদের পক্ষে স্পেনের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। লুথার যে সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন জর্ম্মণি ও স্পেন একই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অথচ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ঐ রাজ্যের এক অংশে গৃহীত ও অপর অংশে পরিত্যক্ত হইল—ইংলণ্ডে প্রচারিত ও আয়র্লাণ্ডে অগ্রাহ্য হইল। ইহার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানের চর্চ্চা বাহুল্যই উপধর্ম্মবিনাশের এক মাত্র উপায়। জর্ম্মণী ও ইংলণ্ডের লোকের মন বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির সমধিক আলোচনায় মার্জ্জিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; স্পেন ও আয়র্লাণ্ডে ঐরূপ জ্ঞান চর্চ্চা হয় নাই, সেই জন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকেরা ঐ সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। সহস্র লুথারের যুগপৎ অভ্যুদয় হইলেও ইহার অন্যথাচরণ হইত না; যদি বা হইত তাহা কখনই স্থায়ী হইত না। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম্মের ন্যায় উহা অনতিবিলম্বেই উপধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে শব ব্যবচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরেই যে, লোকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে সেই সময়ে কিম্বা তাহার অনতিবিলম্বে লোকের মন অনেকটা কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছিল, নচেৎ তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কখনই সাহসী হইতেন না। যদি মধুসূদন গুপ্ত জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও ঐ উন্নতির স্রোত কখন অবরুদ্ধ থাকিত না।

তিনি যে বলে বলীয়ান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্য লোক যে সে বলে বলীয়ান হইত না, তাহার প্রমাণ কি? ফলতঃ লোকে যখন যে বিষয়ের অভাব অনুভব করে, ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখা যায় যে সে অভাব উপযুক্ত সময়ে নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া থাকে (৭)। পরিণামদর্শী সংস্কারকগণ দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করেন বলিয়া ঐ অভাব অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয়, নচেৎ দশ বৎসরের কার্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরেও সম্পন্ন হয় না। বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে তাহা যেমন নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হয়, জল যেমন নিম্ন দিকেই গমন করে, বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রভাবে কুসংস্কার সেইরূপ তিরোহিত হয়। মধুসূদন গুপ্ত জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদিত হইতে হয় ত কিছু বিলম্ব হইত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বিলম্বে কার্য্য আরো সুচারুরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, আর সামান্য মূর্খ লোকদিগকে যদি ক্যাথলিক ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেওয়া না হইত, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম আরো প্রগাঢ়রূপে পরিশোধিত এবং সত্য আরো সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইত (৮)। মধুসূদন গুপ্তের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ বলিতে পারি।

(৭) "We have already seen in various signal instances, that the chief progress of each period, and even of each generation was a necessary result of the immidiately preceding state; so that the men of genius, to whom such progression has been too exclusively attributed, are essentially only the proper organs of a predetermiued movement which would in their absence, have found other issues. We find a verification of this in history, which shows that various eminent men were ready to make the same great discovery at the same time, while the discovery required only one organ." Camte's Positive Philosophy, Martineau's Translation Vol II P. 86

(৮) কল্পদ্রুম তৃতীয় সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। " + × + Learned Protestants of Germany have even belived, that the overthrow of popish error and establishment of purer truth would have been brought about more equally and profoundly, if Luther had never lived, and the passions of the vulgar had never been stimulated against the externals of Romanism." Newman's "Phases of Fa'th."

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। কেহ কেহ বলেন যে "নূতন সংস্কারকদিগের অভ্যুদয় নিবন্ধন কখন কখন প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার সেই সংস্কারের চেষ্টা হয়, তখন পূর্ব্বে একবার আন্দোলন হইয়াছিল বলিয়া বিংশতি বৎসরের কায দশ বৎসরে সম্পন্ন হয়।" এ কথাটী মন্দ নয়!! অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন আপাততঃ লোকের যত কষ্ট হয় হউক ক্ষতি নাই। লোকে উন্নতির নামে অধোগতিকে প্রাপ্ত হয় হউক, অগ্রসর না হইয়া পশ্চাদ্গমন করে করুক, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত হয় হউক, ক্ষতি নাই; কেন না দ্বিতীয় বার যখন সংস্কার চেষ্টা হইবে, তখন বিংশতি বৎসরের কাজ দশবৎসরে সম্পন্ন হইবে!! অনেক সময় তাহা ঘটিয়া উঠে না। যে বালক পাটীগণিত বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা করে নাই, তাহাকে যদি জ্যোতিষ শিখাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ যত্ন ও প্রয়াস নিশ্চয়ই বিফল হইবে। যতবার এরূপ চেষ্টা করা যাইবে, ততবারই উহা বিফল হইবে। প্রত্যুত, জ্যোতিষের প্রতি ঐ বালকের এমনি অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি জন্মিবে যে উহার নাম শুনিবামাত্রেই সে জ্বলিয়া উঠিবে। সংস্কার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ। যে বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, সে বিষয়ে যদি লোকের মন সসজ্জ না হয়, তাহা হইলে তুমি হাজার কেন সংস্কারের চেষ্টা কর না, উপরি উক্ত বালকের জ্যোতিষ শিক্ষার ন্যায় তাহা নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই। প্রথম সংস্কার চেষ্টার কালে যে কারণে কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বার যদি সেই কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উভয় সময়েই যে সমান ফল ফলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রথমবার যে উদ্যম নিষ্ফল হইল, দ্বিতীয়বার যে তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রথমবার সংস্কার চেষ্টার সময় লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি যেরূপ ছিল, দ্বিতীয় বার চেষ্টার কালে যদি উহা অপেক্ষা উন্নত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই শেষ চেষ্টা অধিক ফলোপধায়ী হইবে, নচেৎ নহে। লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্নত এবং মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইতে হইতে তুমি যতবার সংস্কার চেষ্টা করিবে, ততবারই ঐ চেষ্টা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিবে। প্রথমে তাহাদের কুসংস্কার যেরূপ দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয়

বারেও ঠিক সেইরূপ হইবে। স্পেনের ইতিহাস এই বাক্যেরও যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্পেনে অগ্রে সভ্যতার চর্চা হয় এবং ঐ সভ্যতার উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে জ্ঞানালোচনা না হওয়াতে প্রত্যেক বারে ঐ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। স্পেন কোথায় পড়িয়া আছে, আর ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ড প্রথম শ্রেণী ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমরা জানি রক্তবর্ণ বস্ত্র দেখিলে বৃষেরা যেমন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলে আমাদের যুবা সংস্কারকগণ সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু আমরা যে মতের সমর্থন করিতেছি, বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই তাহার পোষকতা করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে বকল যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং নিম্নে আরো কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল (*)। অসময়ে সংস্কার

(*) আমরা স্পেনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা বকল কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মধ্যে তিনি অনেক স্থলে আমাদের মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমাদের পাঠকগণকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা যেন অন্ততঃ ঐ গ্রন্থের স্পেন বিষয়ক অধ্যায়টী পুনরায় পাঠ করেন। ঐ অধ্যায় হইতে আমরা আর কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —" The only remedy for superstition is knowledge. Nothing else can wipe out that plague spot of the human mind. Without it, the leper remains unwashed, and the slave unfreed. It is to a knowledge of the laws and relations of things, that European civilization is owing ; but it is precisely this in which Spain has always been deficient. And until that deficiency is remedied, until science with her bold and inqnisitive spirit has established her right to investigate all subjects, after her own fashion, and according to her own method, we may be assured that in Spain, neither literature, nor universities, nor legislators, uor reformers of any kind, will ever be able to rescue the people from that helpless and benighted condition into which the course of affairs has plunged them, That no great political improvement, however plausible or attractive it may appear, can be productive of lasting benifit, unless it is precided by a change in public opinion, and that every change of public opinion is preceded by changes in knowledge, are propositions

চেষ্টা করিলে যে তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়, ইহা হার্বার্ট স্পেনসর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন (১০)। কি রাজনীতি কি বিজ্ঞানশাস্ত্র, যে

---

which all history verifies, but which are particularly obvious in the history of Spain. " Buckle's History of Civilization, New Edition Vol. II P 582–583.

(১০) " During each stage of evolution, men must think in such terms of thought as they possess. While all the conspicuous changes of which they can observe the origin have men and animals as antecedents, they are unable to think of antecedents in general under any other shapes ; and hence creative agencies are of necessity conceived by them in these shapes. If during this phase, these concrete conceptions were taken from them, and the attempt made to give them comparatively abstract conceptions the result would be to leave their minds with none at all; since the substituted ones could not be mentally represented. Similarly with every successive stage of religious belief, down to the last. Though, as accumulating experiences slowly modify the earliest ideas of causal personalities, there grow up more general and vague ideas of them ; yet these cannot be at once replaced by others still more general and vague. Further experiences must supply the needful further abstractions, before the mental void left by the destruction of such inferior ideas can be filled by ideas of a superior order. And at the present time, the refusal to abandon a relatively concrete notion for a relatively abstract one, implies the inability to frame the relatively abstract one ; and so proves that the change would be premature and injurious. Still more clearly shall we see the injuriousness of any such premature change, on observing that the effects of a belief upon conduct must be diminished in proportion as the vividness with which it is realized becomes less. * * Forms of religion, like forms of Government, must be fit for these who live under them ; and in the one case as in the other, that form which is fittest is that for which there is an instinctive preference. As certainly as a barbarous race needs a harsh terrestrial srule, and haibtually shows attachment to a despotism capable of the necessary vigour ; so certainly does such a race need a belief in a celestial rule that is similarly harsh, and habitually shows attachment to such a belief.

কোন বিষয়ই হউক, উপযুক্ত সময়ে কার্য্য না করিলে যে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অগষ্ট কমৃট তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন (১১)। লোকের মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনই যে সকল উন্নতির মূল, জন ষ্টুয়ার্ট মিল এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন (১২)।

And just in the same way that the sudden substitution of free institutions for tyrannical ones, is sure to be followed by a reaction ; so, if a creed ful of dreadful ideal penalties is all at once replaced by one presenting ideal penalties that are comparatively gentle, there will inevitably be a return to some modification of the old belief. The parallelism holds yet further. During those early stages in which there is an extreme incongruity between the relatively best and the absolutely best, both political and, religious changes, when at rare entervals they occur, are necessarily violent and necessarily entail violent retrogressions. But as the incongruity between that which is that which should be, diminishes, the changes become more moderate, and are succeeded by more moderate retrogressions." Herbert Spencer's First Principles. Third Edition P. 116, 117 119.

(১১) "It has been sensibly remarked by Fergusson, that even the action of one nation upon another, whether by conquest or otherwise, though the most intense of all social forces, can effect merely such modifications as are in accordance with its existing tendencies ; so that in fact, the action merely accelerates or extends a development which would have taken place without it. In politics, as in science. Opportuneness is always the main condition of all great and durable influence, whatever may be the personal value of the superior man to whom the multitude attribute social action of which he is merely the fortunate organ." Comte's Positive Philosophy Voll II. P. 93.

(১২) "Every considerable change historically known to us in the condition of any portion of mankind, when not brought about by external force, has been preceded by a change of proportional extent, in the state of their knowledge or in their prevalent beliefs.* * Every considerable advance in material civilization has been preceded by an advance in knowledge ; and when any great social change has came to pass, either in the way of gradual development or of sudden conflict, it has had for its precursor a great change in the opinions and modes of thinking of society.* * The order of human progression in all respect

এখন বোধ হয় পাঠকগণ স্বীকার করিবেন যে যুক্তি ও ইতিহাস যেমন আমাদের মতের সমর্থন করিতেছে, চিন্তাশীল উন্নতমনা গ্রন্থকারেরা তেমনি তাহার অনুমোদন করিতেছেন। ফলতঃ কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ উপযুক্ত সময় না আসিলে কোন জগতেরই কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল যথানিয়মে উপযুক্ত সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়; উপযুক্ত সময়ে মনুষ্য কৌমার হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়; বৃক্ষ সকল সামান্য বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে প্রকাণ্ড কায় ধারণ করে; নদী সকল উত্তুঙ্গ শৈল হইতে রেখাকারে নিঃসৃত হইয়া কালে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সমুদ্রে গিয়া লীন হয়, যদি সকল কার্য্যেরই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা রহিল, কেবল সংস্কার কার্য্যের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা নাই, ইহা কি সম্ভাবিত? লার্ড ডেলহাউসি কতকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই অনুরোধ করিয়া যান যে লোকে যেন পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত না হইলে ঐ প্রস্তাবগুলি পাঠ না করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত না হইলে লোকে ঐ প্রস্তাবগুলির মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যবস্থাপকগণকেও ঐরূপ উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে, তবে কি কেবল সমাজ সংস্কারকদিগের পক্ষে কালাকাল বিচার করাই যত অনর্থের মূল? লোকে সত্যের মর্ম্মোদ্বোধে সমর্থ হউক আর নাই হউক, আপাততঃ ঐ সত্য প্রচার করিলে লোকের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, এইরূপ চিন্তায় মস্তিষ্ক বিলোড়িত না করিয়া অন্ধের ন্যায় মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কি প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের ধর্ম্ম? প্রত্যেক মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষ অনুসারে যেমন তাহাকে শিক্ষা দিতে হয় আবার মনুষ্য সমাজের অবস্থানুসারেও কি সেইরূপ শিক্ষার তারতম্য করা উচিত নহে? উনবিংশ শতাব্দীতে যেরূপে ও যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কি সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত? সময়ভেদে প্রচার প্রণালী ও কার্য্যশৃঙ্খলার কি কোন তারতম্য করা বিধেয় নহে? যুবা সংস্কারকগণ যদি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে তাঁহারা প্রকৃতির

---

will mainly depend on the order of progression in the intellectual convictions of mankind, that is, on the law of the successive transformations of human opinions" Mills Logic, Sixth Edition P. 522—523.

পরিবর্ত্তন কখনই করিতে পারিবেন না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছায়া ভারতবর্ষেও নিশ্চয় প্রতিফলিত হইবে।

——০:০——

সাংখ্যদর্শন।

(পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদী বৌদ্ধ বিশেষের মত এই, প্রকৃত্যাদি অন্য বাহ্য বস্তু নাই, অতএব তদ্যোগে পুরুষের দুঃখ বন্ধ হওয়া সম্ভাবিত নয়, কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন বন্ধ সম্ভাবনা। সাংখ্য সূত্রকার এক্ষণে সেই মতের নিরাকরণ করিতেছেন।

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০। সূ।

অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তকালাদ্যপেক্ষয়া। অবিদ্যাতোঽপি ন সাক্ষাৎ বন্ধযোগঃ। অদ্বৈতবাদিনাং তেষামবিদ্যায়াঅপি অবস্তুত্বেন তয়া বন্ধানৌচিত্যাৎ। নহি-স্বপ্নরজ্জ্বা বন্ধনং দৃষ্টমিত্যর্থঃ। ভা।

অবিদ্যা হইতেও পুরুষের দুঃখবন্ধ সম্ভাবিত নহে। অবিদ্যা বস্তু নয় অবস্তুদ্বারা পুরুষের বন্ধন হওয়া সঙ্গত হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইয়াছে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্ত হানিঃ। ২১। সূ।

যদি বা বিদ্যায়াবস্তুত্বং স্বীক্রিয়তে তদা স্বাভ্যুপগতস্য অবিদ্যানৃতত্বস্য হানিরিত্যর্থঃ। ভা।

যদি অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং অবিদ্যাকে মিথ্যা পদার্থ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহার হানি হয়।

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২। সূ।

কিঞ্চ অবিদ্যায়া বস্তুত্বে ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানাদ্বিজাতীয়ং দ্বৈতং প্রসজ্যেত। তচ্চ ভবতামনিষ্টমিত্যর্থঃ। সন্তানান্তঃপাতিব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সজাতীয় দ্বৈতমিষ্টমেবেত্যাশয়েন বিজাতীয়েতি বিশেষণং। ভা।

আর এক কথা এই, তুমি বল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই, কিন্তু অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার করিলে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকাররূপ দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিয়া উঠে।

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ। ২৩। সূ।

নমু বিরুদ্ধং যদুভয়ং সদসচ্চ সদসদ্বিলক্ষণং বা তদ্রূপৈব অবিদ্যা বক্তব্যা অতো ন তয়া পারমার্থিকদ্বৈতভঙ্গ ইতিচেদিত্যর্থঃ। স্বয়ংতু সদসত্ত্বং প্রপঞ্চস্য যদ্বক্ষ্যতি তত্র সত্ত্বাসত্ত্বে ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপত্বাদ্বিরুদ্ধে এব ন ভবতইতি সূচয়িতুং বিরুদ্ধপদোপাদানং। ভা।

ভাল এই কথা বলিব, অবিদ্যা বস্তু ও অবস্তু উভয় স্বরূপ অর্থাৎ সদসদাত্মক, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিবার শঙ্কা নাই, এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেনঃ—

ন তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪। সূ।

সুগমং। অপিচ অবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদেব দুঃখযোগাখ্যবন্ধহেতুত্বে জ্ঞানেন অবিদ্যাক্ষয়ানন্তরং প্রারব্ধভোগানুপপত্তিঃ। বন্ধপর্য্যায়স্য দুঃখভোগস্য কারণ নাশাদিতি। অস্মদাদিমতেতু নায়ং দোষঃ সংযোগদ্বারৈব অবিদ্যাকর্ম্মাদীনাং বন্ধহেতুত্বাৎ। জন্মাখ্যশ্চ সংযোগঃ প্রারব্ধসমাপ্তিং বিনা ন নশ্যতীতি। ভা।

এমন কোন পদার্থ নাই যে তাহা বস্তু ও অবস্তু উভয় স্বরূপ অর্থাৎ সদসদাত্মক এই বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট হয়।

পুনরায় এই আশঙ্কা করা হইতেছে।

ন বয়ং ষট্ পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ। ২৫। সূ।

নমু বৈশেষিকাদ্যাস্তিকবন্ন বয়ং ষট্ ষোড়শাদিনিয়ত পদার্থবাদিনঃ। অতোঽপ্রতীতোঽপি সদসদাত্মকঃ সদসদ্বিলক্ষণোবা পদার্থোঽবিদ্যেত্যভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ। ভা।

যদি বল আমরা বৈশেষিকাদি আস্তিকগণের ন্যায় নিয়ত ষট্ ষোড়শাদি পদার্থবাদী নহি। অতএব সদসদাত্মক পদার্থ প্রসিদ্ধ না হইলেও আমাদিগের মতে এরূপ পদার্থ থাকা অসম্ভাবিত নয়। অবিদ্যা সেই পদার্থ।

সূত্রকার এই আশঙ্কার নিম্নলিখিতরূপে পরিহার করিতেছেন।

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বং। ২৬। সূ।

পদার্থনিয়মোমাস্তু তথাপি ভাবাভাব বিরোধেন যুক্তিবিরুদ্ধস্য সদসদাত্মক পদার্থস্য সংগ্রহোভবদ্বচনমাত্রাৎ শিষ্যাণাং ন সম্ভবতি। অন্যথা বালকাদ্যুক্তস্যাপ্যযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদিকং চাস্মিন্নর্থে স্ফুটং নাস্তি যুক্তিবিরোধেন চ সন্দিগ্ধ শ্রুতেরর্থান্তরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ভা।

ভাল তোমাদিগের মতে নিয়ত পদার্থ না থাকুক, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ

পদার্থের সংগ্রহ হইতে পারে না, যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থের সংগ্রহ বালকও উন্মত্তাদি বাক্যের তুল্য হইয়া উঠে।

আরো কতকগুলি নাস্তিক আছে, তাহারা বলে ক্ষণিক যে সকল বাহ্য বিষয় আছে, তাহার বাসনায় জীবের দুঃখ বন্ধ হয়! সূত্রকার এ মতকেও দূষিতেছেন।

নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য। ২৭। সূ।

অস্যাত্মনঃ প্রবাহরূপেণ অনাদির্যা বিষয় বাসনা তন্নিমিত্তকোঽপি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভা।

অনাদি বিষয় বাসনানিবন্ধনও জীবের দুঃখ বন্ধ সম্ভাবিত নয়। তাহার কারণ এই:—

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থ পাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮। সূ।

তন্মতে পরিচ্ছিন্নোদেহান্তস্থএবাত্মা তস্যাভ্যন্তরস্য ন বাহ্যবিষয়েণ সহ উপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি সম্ভবতি। কুতঃ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব দেশব্যবধানাদিত্যর্থঃ। সংযোগে সত্যেব হি বাসনার্থউপরাগোদৃষ্টঃ। যথা মঞ্জিষ্ঠাবস্ত্রয়োঃ যথা বা পুষ্পস্ফটিকয়োরিতি। অপিশব্দেন স্বমতেঽপি সংযোগাভাবাদিঃ সমুচ্চীয়তে। স্রুঘ্ন পাটলিপুত্রৌ বিপ্রকৃষ্টৌ দেশবিশেষৌ। ভা।

স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র নামে দুটী দেশ, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তী। এই পরস্পর দূরবর্ত্তী দেশদ্বয়ের যেমন উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত নয়, তেমনি দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মার বাহ্য বিষয়ের সহিত উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত নয়। যেখানে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে, সেইখানেই উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত হয়। যেমন মঞ্জিষ্ঠারঙ্গের যোগে বস্ত্রের কিম্বা স্ফটিকযোগে পুষ্পের উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, বাহ্য বিষয় বাসনা দ্বারা অন্তরস্থ আত্মার দুঃখ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনুসংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে। ৭১।

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ লইয়া বার হাজার বৎসরে মানুষের যে চারি যুগের কথা বলা হইল, মানুষের সেই চারি যুগে দেবতার এক যুগ।

দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ। ৭২ ॥

দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ সহস্র যুগে এক রাত্রি।

তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ। ৭৩ ॥

যুগসহস্রপরিমিত পুণ্য ব্রাহ্ম দিন ও যুগসহস্রপরিমিত পুণ্য ব্রাহ্ম রাত্রি যাহারা জানেন, তাঁহারা অহোরাত্রবেত্তা। এ শ্লোকটী স্তত্যর্থ। ব্রাহ্মদিন ও ব্রাহ্মরাত্রি জ্ঞানে পুণ্য হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্তই এ শ্লোকের আরম্ভ।

তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং। ৭৪ ॥

ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত স্বীয় অহোরাত্রের অবসানে জাগরিত হন এবং মনকে সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত করেন।

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ। ৭৫ ॥

পরমাত্মার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে মন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইতে আকাশ জন্মে। আকাশের গুণ শব্দ।

আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ সবৈ স্পর্শগুণোমতঃ। ৭৬।

আকাশ হইতে সর্ব্বগন্ধ বহ নির্ম্মল বলবান্ বায়ু জন্মে, তাহার গুণ স্পর্শ।

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে। ৭৭ ॥

বায়ু হইতে তমোনাশক শোভমান অগ্নি উৎপন্ন হয়। তাহার গুণ রূপ।

জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাৎ আপোরসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যোগন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ। ৭৮ ॥

অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ রস। জল হইতে পৃথিবী হয়, তাহার গুণ গন্ধ।

যৎপ্রাকদ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগং।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে। ৭৯ ॥

বার হাজার বৎসরে মানুষের চারি যুগে দেবতাদিগের যে এক যুগ হয়, তাহার একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়। উহাই এক এক মনুর সৃষ্টি প্রভৃতির অধিকার কাল।

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ। ৮০ ॥

মন্বন্তর যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই, সৃষ্টি ও প্রলয়েরও সংখ্যা নাই, প্রজাপতি এ সকল যেন খেলা করিতে করিতে করিয়া থাকেন। পুরাণে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পরিগণিত হইয়াছে বটে কিন্তু কতবার সৃষ্টি ও কতবার প্রলয় হয়,তাহার সংখ্যা না থাকাতে মন্বন্তর অসংখ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে। ৮১ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রধান, শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া কেহ ধন বা বিদ্যাদি উপার্জ্জন করে না। ধর্ম্মকে বৃষরূপ করিয়া বর্ণন করা হয়, এই নিমিত্ত চতুষ্পাদ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইতরেষ্বাগমাৎ ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ। ৮২ ॥

ত্রেতাদি যুগে চৌর্য্য মিথ্যা ছলনাদি প্রভৃতি কারণে ধর্ম্ম এক এক পাদ হীন হয়।

অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ। ৮৩ ॥

সত্য যুগে মানুষের আয়ু চারি শত বৎসর। ত্রেতাদিতে ক্রমে এক এক পাদ আয়ুর হ্রাস হয়। সত্যযুগে মানুষের রোগ থাকে না এবং সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়।

বেদোক্তমায়ুর্ম্মর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাং।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং। ৮৪ ॥

মানুষের বেদোক্ত আয়ু, কর্ম্মের ফল এবং ব্রাহ্মণাদির শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা যুগানুরূপে ফলিয়া থাকে।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ। ৮৫ ॥

সত্য যুগে ধর্ম এক প্রকার, ত্রেতায় অন্য এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার এবং কলিযুগে আর এক প্রকার, যুগ হ্রাসানুরূপ ধর্মবৈলক্ষণ্য হয়।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে। ৮৬ ॥

সত্যযুগে তপস্যা প্রধান; ত্রেতায় জ্ঞান; দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে দান।

সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং সমহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ। ৮৭ ॥

সেই মহাতেজা প্রজাপতি এই সমুদায় সৃষ্টির রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক কর্ম্ম কল্পনা করিলেন।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। ৮৮ ॥

অধ্যাপন অধ্যয়ন যজন যাজন দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ। ৮৯ ॥

প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং স্রক্‌চন্দন বনিতাদিতে অনাসক্তি, ক্ষত্রিয়ের এই পাঁচটী কর্ম্ম।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ। ৯০ ॥

পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, স্থলজলাদিতে বাণিজ্য, সুদ লওয়া ও কৃষিকার্য্য, বৈশ্যের এই সাতটী কর্ম্ম কল্পিত হইয়াছে।

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া। ৯১ ॥

ব্রহ্মা শূদ্রের এক মাত্র কর্ম্মের আদেশ করিলেন। সে কর্ম্মটী এই যে শূদ্র দ্বেষ না করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। শূদ্রের এইটীই প্রধান কর্ম্ম, অন্য কর্ম্মে অধিকার নাই এরূপ নয়।

কল্পদ্রুম।

কল্পদ্রুম প্রচারের বিলম্ব কারণ।

কল্পদ্রুম সোমপ্রকাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যেখানে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ আছে, সেখানে একের প্রাণ বিয়োগ অপরের যে কিপ্রকার বিপত্তি সহৃদয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। সোমপ্রকাশের মৃত্যু হওয়াতে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন আরো দুটী প্রতিবন্ধক হয়। তন্মধ্যে সম্পাদকের পীড়া প্রধান। বিঘ্ননাশনের কৃপায় সে দুটীর শান্তি হইয়াছে। সোমপ্রকাশের বিয়োগজনিত যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহারও উপশম হইয়াছে। এখন যদি জগদীশ্বর প্রসন্ন হন, সম্পাদকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কল্পদ্রুম পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। এখন কেবল গ্রাহকগণের উৎসাহদান অপেক্ষিত। এখন আর প্রিয়তম সোমপ্রকাশ নাই, এখন কল্পদ্রুমই সম্পাদকের আদরের ধন হইয়াছে। পূর্ব্বে সম্পাদকের সময়ের ও পরিশ্রমের উভয়ে অংশী ছিল, এখন একমাত্র কল্পদ্রুমই অংশী হইল। এখন সম্পাদক নিশ্চিন্ত মনে কল্পদ্রুমেরই কার্য্য করিবেন। অতএব ইহার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইবারই সম্ভাবনা, তবে সমুদায়ই জগদীশ্বরের হাত। উপসংহারে গ্রাহকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা কল্পদ্রুম মূলে উৎসাহবারি সেচন করুন। যাঁহার নিকটে ইহার মূল্য পড়িয়া আছে, তিনি সত্বর পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করুন এবং গ্রাহকগণ নিজ নিজ বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়গণকে ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান।

অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। এখানকার ভূমি অতি উর্ব্বরা। যেখানে যে শস্য উৎপাদন করিবার ইচ্ছা কর, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেই স্বচ্ছন্দে উৎপাদন করিতে পার।

বঙ্গদেশের এই গুণ দেখিয়াই বোধ হয় আভিধানিকেরা "সর্ব্বশস্যসম্পন্ন ভূমিকে উর্ব্বরা কহে" (১) এই লক্ষণ করিয়াছেন। অনেকগুলি নদ নদী থাকাতে বাণিজ্যের পক্ষেও ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। অন্যদেশীয়েরা বহুল পরিমাণে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন ও নীল রেশম প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা সংগ্রহ করিতেছেন এবং কিয়ৎকাল এখানে বাস করিয়া বিপুল ধনশালী হইয়া স্বদেশে যাইতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের এদেশে জন্ম কর্ম্ম, যাঁহারা এই বাণিজ্যোপযোগী রত্নপ্রসূ সর্ব্বসুখাস্পদ ভূমিতে চির জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন, তাঁহারা হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন এবং বিদেশীয়ের দাস্যবৃত্তি করিয়া কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন! পাঠক! এতদ্দ্বারা কি বঙ্গদেশীয়দিগের অপদার্থতার পরিচয় হইতেছে না? আমরা যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি চালনা করিয়া দেখি, আমরা কি বুঝিতে পারি না যে আমাদিগের তুল্য অপদার্থ আর নাই? বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠক! আপনারা সরল ভাবে বলুন দেখি, যখন আমরা এই বিষয়টির গাঢ়তর আলোচনা করিতে বসি, তখন কি আমাদিগের জীবনে ধিকার দিতে ইচ্ছা হয় না? এ অপদার্থতার কারণ কি? অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান প্রথা ইহার এক মাত্র না হউক, প্রধানতম কারণ সন্দেহ নাই। স্কুল না ঘুচিতে ঘুচিতে বিবাহ হইয়া যায়। পিতামাতার মনে বড় আহ্লাদ দুই হাত এক হইল, ছেলের সংস্থান হইয়া গেল! কিন্তু ছেলের ও বৌয়ের অন্নসংস্থানের যে কি হইল তাহা একবার ভাবেন না। ছেলের দুটাকা আনিবার ক্ষমতা না হইতে হইতে তিনি চৌদ্দ বুড়ী ছেলে মেয়ের বাপ হইয়া বসিলেন, ওদিকে তাঁহার প্রধান অবলম্বন যে পিতা মাতা ছিলেন, তাঁহারা বৈতরণী পার হইলেন। তখন সেই চৌদ্দবুড়ি ছেলে মেয়ের বাপ ছেলে বিষম বিব্রত। তাঁহার দশ টাকা আনিবার ক্ষমতা নাই। তিনি কিরূপে ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করিবেন, কিরূপেই বা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন, শেষে অপরকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশীয়দিগের যে চিরপ্রসিদ্ধ দানশক্তি ও দয়াবৃত্তি আছে, তিনি ক্রমে তাহাকে শুষ্ক করিয়া তুলিলেন। ভিক্ষায় কি হয়? লোককে কেবল জ্বালাতন করা সার হয়। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন বাণিজ্যে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ শুভ দৃষ্টি, কৃষিকার্য্যে তাহার

(১) উর্ব্বরা সর্ব্বশস্যাঢ্যা। অমরকোষঃ।

অৰ্দ্ধেক, রাজসেবায় তাহার অৰ্দ্ধ, ভিক্ষায় কিছুই নয় কিছুই নয় (২)। পাঠক ত দেখিতেই পাইতেছেন, ভিক্ষায় সংগ্রহ করিয়া উদরান্নের সংস্থান হওয়াই ভার, সেই অন্নে ছেলেপুলের লেখাপড়া কিরূপে সম্ভবিবে? সুতরাং ছেলে গুলি লেখাপড়ার অভাবে গণ্ডমূর্খ ও ঘোরতর অপদার্থ হইয়া অপদার্থ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তুলে। বঙ্গদেশ এইরূপে ক্রমে অপদার্থ দলে পরিপূরিত হইয়া উঠিতেছে। যে দেশে এত অপদার্থ, সে দেশ যে সৌভাগ্য সম্পদবিহীন হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? আমরা এত নির্ব্বীর্য্য কেন? পাঠক যদি সে কারণের অনুসন্ধান করেন, অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান প্রথাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন। যে গৃহস্থ ভিক্ষাজীবী হইল, তাহার সন্তান সন্ততির যথাবিধি ভরণপোষণ সামর্থ্য কি? শিশুরা যদি সময়ে আহার না পাইল, তাহাদিগের শরীরপুষ্টি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া বলবান পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা কি? ক্রমে তাহাদিগের শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল। সেই অনাহার, অপর্য্যাপ্ত আহার বা কদর্য্য আহার দেহপোষক ধাতু মেদ মজ্জা ও অস্থিকে শুষ্ক করিয়া তাহাদিগের জীবনকালকে হ্রস্ব করিয়া আনিল। অতএব অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান কেবল আমাদিগের নির্ব্বীর্য্যতার নয়, অকাল মৃত্যুরও এক নিদান। অকাল মৃত্যুর প্রভাবে বঙ্গদেশের অনেক প্রধান ও গণ্ডগ্রাম নির্জ্জন অরণ্যপ্রায় হইয়াছে এবং অনেক গ্রাম তিন ভাগ বা দুই ভাগ লোক শূন্য হইয়াছে। আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিয়াছি, উলা (বীরনগর) বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান গণ্ডগ্রাম, ম্যালেরিয়ার পূর্ব্বে সেখানে ২৫।২৬ হাজার মানুষ ছিল, এখন ৫।৬ হাজারে ঠেকিয়াছে। সূতিকাগৃহে যে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হয়, উহা একটী অন্যতর প্রধানতম প্রমাণ। ভাল রূপ আহার বিহার, ভাল স্থানে ও ভাল গৃহে বাস ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন না করিলে শরীর নীরোগ থাকিয়া যে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতা আছে, তাঁহারা অহরহঃ ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। যাহার শরীরে তেজ না থাকে, তাহার মনেরও তেজ ও বেগ থাকে না। সুতরাং অনুৎসাহশীলতা ও কাপুরুষতা আসিয়া সেই মনকে আশ্রয় করে। অবস্থা দোষে

(২) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

যে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয়, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবও কলিকাতা গেজেটে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। (৩)।

নীতিশাস্ত্রকারদিগের মহার্থ বাক্য আছে, বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিয়া চলিতে হইবে। আমরা সেই পূজনীয় আর্য্য বৃদ্ধ ঋষিগণের বাক্য পদে পদে পদ দ্বারা দলিত করিতেছি। অন্য বিষয়ে যেরূপ হউক, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, প্রস্তাবিত বিষয়ে সেই বচন লঙ্ঘনের বিলক্ষণ ফলভোগ হইতেছে। মনু প্রভৃতি মাননীয় মুনিগণ অযোগ্য পাত্রে কন্যাদানের বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে আর্য্য সন্তানেরা অযোগ্য পাত্রে কোনরূপে কন্যাদান করিতে না পারেন, তাহার দৃঢ়তর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনি মহোদয় ও মহাপুরুষ যে তাহা ভোজনের সময়ের গণ্ডুষের সঙ্গে ভূস্বাহা করিয়া ফেলিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের (৪) ব্যবস্থা করিয়াছেন।

---

(৩) This is certainly the general impression based upon the widespread prevalence of fevers of a malarious type, and it is fully borne out by the statistics of registration where they can be relied upon. Thus in Calcutta the registered mortality in 1878 was 38.1 per mille, as against 31·9 per mille in 1877, and this in spite of deaths from cholera having declined from to 1,418 to 1,338. In the suburbs the registered mortality was 66·94 per mille against 62·38 in 1877, cholera, however, increasing from 2,018 in 1877 to 2,364 in 1878.

These statistics, all converging as they do to the same conclusion, and corroborating the a priori probability that high prices would conduce to an anæmic condition among the poorer classes with fixed incomes, and especially among the very old or very young and pauper community, seem to the Leutenant-Governor almost decisive in proof of an increase of general mortality in 1878 as compared with 1877, and show that accurate registration in the rural circles has fallen off relatively even more than it has done absolutely.

CALCUTTA GAZETTE, JULY 2, 1879.

(৪) ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থোভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুকুলে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। ঐ আশ্রমে কেবল যে বেদবেদাঙ্গাদির শিক্ষা হইত এরূপ নয়, জিতেন্দ্রিয়তা বিনয় সদাচার প্রভৃতিরও সুন্দর শিক্ষা লাভ হইত। ব্রহ্মচারী বিদ্যা ও শীল সম্পন্ন হইয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। প্রাচীন আর্য্যেরা সেই বিদ্যা ও শীল সম্পন্ন যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করিয়া চিরসুখী হইতেন। তাঁহারা যে প্রকার পাত্রে কন্যাদান করিতেন, পাঠক তাহা শ্রবণ করুন।

মনু বলেন বিদ্যাবান ও সচ্চরিত্র পাত্রকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার শোভিত কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ (৫) যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে যে গুণের কথা বলা গেল, বরের সে সকল গুণ থাকিবে, কোন প্রকার দোষ থাকিবে না, বিশেষ গুণ এই, বর কন্যার সবর্ণ বা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইবে, কোনক্রমে হীনবর্ণ হইবে না, এতদ্ভিন্ন বর শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন বুদ্ধিমান যুবা ও লোকপ্রিয় হইবে। (৬) বিষ্ণুসংহিতায় আছে, গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ (৭)। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যাগণ স্বয়ং গুণবৎ পাত্র মনোনীত করিয়া বরণ করিতেন। এ প্রথায় অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে ইউরোপীয় সমাজে কন্যা ও পাত্র উভয়ে উভয়কে মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে কন্যার কপালে অযোগ্য পাত্র ঘটনা হয় না। প্রাচীন রোমে এদেশের ন্যায় পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের মতানুসারে পুত্র কন্যার বিবাহ হইত, কিন্তু পুত্র যোগ্য ও পূর্ণাবয়ব না হইলে বিবাহ হইত না। হতভাগ্য বঙ্গদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

(৫) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়াব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনুঃ। বিদ্যাচারবন্তং অপ্রার্থকং বরমানীয় ইত্যাদিঃ। মনুসংহিতা টীকাকৃৎ কুল্লুকভট্টঃ।

(৬) এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ। যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এতৈরেব পূর্ব্বোক্তৈগুণৈর্যুক্তোদাবৈশ্চ বর্জ্জিতোবরোভবতি তস্য চায়মপরোবিশেষঃ সবর্ণ উৎকৃষ্টো বা ন হীনবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ঃ স্বয়ঞ্চ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নঃ। যত্নাৎ প্রযত্নেন পুংস্ত্বে পরীক্ষিতঃ। + + + + যুবা ন বৃদ্ধঃ। ধীমান্ লৌকিকবৈদিক ব্যবহারেষু নিপুণমতিঃ। জনপ্রিয়ঃ স্মিতমৃদুপূর্ব্বাভিভাষণাদিভিঃ অনুরক্তজনঃ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাটীকাকৃৎ বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যঃ।

(৭) আহূয় গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সময়ে বিবাহ হইয়া থাকে, যোগ্যতা পরীক্ষা দূরে থাকুক কোন বিষয়ে কোন গুণেরই পরীক্ষা হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যাদানের পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। একজন গ্রন্থকার বলেন পূর্ব্বে যদি কোন পাত্রে কন্যার বাগ্‌দান করা হয়, আর তাহার পর শ্রেষ্ঠ বর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব পাত্রে না দিয়া শ্রেষ্ঠ পাত্রে কন্যাদান করিবে (৮)। অযোগ্যপাত্রে কন্যাদানের পাঁচটী কারণ সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। প্রথম, বৃথা কৌলীন্যাভিমান। পরে পাছে স্বযোগ্য ঘরের বর পাওয়া না যায়, এই শঙ্কায় বালক বৃদ্ধ যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া পাত্র উপস্থিত হইলেই তাহাতে কন্যাদান করা হইয়া থাকে। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, শাস্ত্রকারেরা যে কেমন পাত্রে কন্যাদান করিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার চিন্তাপথে আনয়ন করা হয় না। শাস্ত্রকারেরা বৃদ্ধ ও বালককে, মূর্খ ও অসচ্চরিত্রকে বিশেষ করিয়া কন্যাদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কন্যা স্নেহের পাত্রী, কন্যার ভাবী সুখ স্বচ্ছন্দ অন্বেষণ করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু হায়! বঙ্গবাসীরা এমনি নির্দ্দয় ও অবিবেচক যে কুলীন পুত্র পাইলে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হন, কুলীনপুত্র অক্রবাণ হউক বণ্ডা হউক আর জরাতুর হউক তাহাকে কন্যাদান করিতে অরুচি জন্মে না। এ স্থলেও বঙ্গবাসীদিগের বিপরীত আচরণ। যাঁহারা কুলীনের পদমর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মূর্খ ও অবিবেচক ছিলেন না। তাঁহারা অসৎকে কুলীন করিয়া যান নাই। তাঁহারা বিনয় বিদ্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিকেই কৌলীন্য পদ প্রদান করিয়াছেন (৯) কিন্তু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গবাসীরা এমনি দুরাগ্রহ-গ্রস্ত যে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

দ্বিতীয়, কন্যা বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। গোমহিষাদিবিক্রেতার ন্যায় কন্যাবিক্রেতার দয়া মায়া ও কন্যার প্রতি স্নেহ থাকে না। টাকার প্রতিই স্নেহ ও মমতা। যে অধিক টাকা দেয়, সেই বাপের ঠাকুর। অধিক টাকার কথা হইলে কন্যা বিক্রেতার মাথা ঘুরিয়া যায়, তখন আর

(৮) দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেৎ বরআব্রজেৎ।

(৯) আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

বালক ও বৃদ্ধ বলিয়া বিবেচনা থাকে না। এ স্থলেও শাস্ত্রকারদিগের বচন তৃণবৎ অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। কন্যাবিক্রয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে কন্যাদানের যেমন প্রশংসা, কন্যা বিক্রয়ের তেমনি নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা বলেন, বিবাহকাল উপস্থিত হইলে যাঁহারা যোগ্য বরে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা প্রদান করেন, তাঁহারা যজ্ঞ করিবার ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহাদি কন্যাদান সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। পিতা ভূষণ আচ্ছাদন ও আসন দ্বারা ভূষিত কন্যাদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। যম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সাধারণের উপকারার্থ কূপ উপবন জলসত্র ও সেতু করিয়া দেয়, বৃক্ষাদি রোপণ ও কন্যা সম্প্রদান করে, সে নিঃসংশয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। (১০)

কন্যা বিক্রয়ে যে কিরূপ দোষ তাহা এক্ষণে পাঠক শুনুন। যে ব্যক্তি কন্যা পালন করিয়া ধনলোভে বিক্রয় করে, সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। সেই পাতকী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতিকাল সেই কুম্ভীপাক নরকে কৃমি কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কন্যার মূত্র পুরীষ ভক্ষণ করে। কন্যা বিক্রেতা মৃত্যুর পর ব্যাধযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবানিশ মাংস ভার বহন ও তাহার বিক্রয় করে। কাশ্যপ কহিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি লোভ মোহিত হইয়া শুল্ক গ্রহণ করিয়া নিজ কন্যা পাত্রসাৎ করে, সেই আত্মবিক্রয়ী মহাকিল্বিষকারী ঘোর নরকে পতিত হয় এবং সাত পুরুষকে নরকে পাতিত করে। (১১) যে বিবাহে অর্থলুব্ধ পিতা অর্থ গ্রহণ করে, শাস্ত্রকারেরা তাহার আসুর নাম প্রদান করিয়াছেন। নামটী সমুচিতই হইয়াছে। যাহারা

---

(১০) কন্যাং যে তু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্তি স্বলঙ্কৃতাং। বিবাহকালে সংপ্রাপ্তে যথোক্তসদৃশে বরে। ক্রমাৎ ক্রমং ক্রতুগতমনুপূর্ব্বং লভন্তি তে। শ্রুত্বা কন্যাপ্রদানন্তু পিতরঃ প্রপিতামহাঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যোব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে। তাং দত্বাতু পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। পূজয়ন্ স্বর্গমাপ্নোতি নিত্যমুৎসববৃত্তিষু। যমঃ। কূপারামপ্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপকঃ। কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ং।

(১১) যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি যদি বিক্রয়ং। বিক্রেতা ধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি। কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী। কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং। বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং। শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপামহাকিল্বিষকারিণঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলং।

অকিঞ্চিৎকর অর্থকে চিন্তামণিতুল্য অমূল্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া ক্রোড়লালিত স্নেহময়ী কন্যার স্নেহ বিস্মৃত হইয়া অপাত্রে কন্যাদান করে, তাহারা অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় অসুরপ্রকৃতি লোক সন্দেহ নাই। তাহাদিগের প্রদত্ত বিবাহের আসুর নাম নির্দ্দেশ কোনক্রমেই অসঙ্গত হয় নাই। যাহাদিগের অর্থের প্রতি এত মমতা, তাহাদিগের কন্যার বিবাহদানকালে যোগ্যপাত্র বিবেচনা হইবার সম্ভাবনা কি?

তৃতীয়, কুলীন মৌলিক বংশজ শ্রেণী বিভাগ। এই শ্রেণী বিভাগ থাকাতে সকল সময়ে স্ব শ্রেণীর করণীয় ঘরে পাত্র পাওয়া যায় না। কন্যার বিবাহ যোগ্য দশা উপস্থিত হইলে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তখন একেবারে দিশাহারা হইতে হয়। বরের যোগ্যাযোগ্যতা পরীক্ষা করিবার অবসর থাকে না। গোরু পার করিবার ন্যায় তখন কোনরূপে কন্যা পার করিবার চেষ্টা জন্মে। কৃষ্ণবর্ণ কাণ খঞ্জ মূক বধির যে কোন পাত্র উপস্থিত হউন, তিনিই আদরণীয় হইয়া উঠেন। কনককান্তি কুসুমসুকুমারী কন্যা সেই লৌহমূর্ত্তি কাপুরুষের হস্তে পতিত হয়। সংসার তাহার অতুল সুখের অগার না হইয়া চির যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠে।

চতুর্থ, কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পাছে রজস্বলা হয় এই শঙ্কা। শাস্ত্রে আছে, দশম বৎসর অতীত হইলেই কন্যার রজস্বলা কাল আগত হয় (১২) অতএব পিতা কন্যার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে পাত্রের ভাবনায় আকুল হন। সুতরাং সকল পিতার ও সকল কন্যার ভাগ্যে যোগ্যপাত্র ঘটনা হয় না। যদি কন্যার দশ বৎসর বয়স অতীত হইল, পিতা কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন, সম্মুখে যে পাত্র উপস্থিত হইল, পিতা তাহাকেই কন্যাদান করিলেন, পরে যদি কন্যা অসুখী হইল, পিতা এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন কন্যার অদৃষ্টে আছে ঐরূপ পাত্রের সহিত মিলন হইবে, কে তাহার অন্যথা করে? বিধিলিপি খণ্ডন করে, কাহার সাধ্য? এ স্থলেও আমাদিগের সামাজিক বঙ্গবাসিগণের বিষম ভ্রমের পরিচয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা কন্যার সকাল সকাল বিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু অযোগ্যপাত্রে কন্যাদানের বিধি দেন নাই। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ

(১২) অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকাবুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ।

কাল গৃহে থাকুক, কিন্তু তাহাকে কদাচিৎ গুণহীন পাত্রে (১৩) সমর্পণ করিবে না। রাঢ়ীয় কুলীন কন্যারা এই বচন অবলম্বন করিয়া চির কৌমার ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন এবং পিতৃগৃহে শত শত বার ঋতুমতী হইয়া শেষে বিবাহ হইল না এই খেদে দেহত্যাগ করেন। কন্যার সকাল সকাল বিবাহ দিবার ব্যবস্থাদান বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা যে এত ত্বরাবান্‌ তাহার কারণ এই, তাঁহাদিগের মতে পুত্রদত্ত পিণ্ডে পিতার সদ্‌গতি লাভ হয়। পুত্র উৎপাদন বিবাহের প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের গুণ বর্ণনাবসারে কহিয়াছেন, রঘুবংশীয়েরা সন্তানের নিমিত্ত বিবাহ করিতেন (১৪)। কন্যার অধিক বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা দিলে তাহারা যদি পিতৃগৃহে থাকিয়া ঋতুমতী হয় এবং যৌবন মদে মত্ত হইয়া বিপথ গামিনী হয়, তাহা হইলে গর্ভের অশুদ্ধি হইয়া পিণ্ড দোষ ঘটিবে, পিণ্ড দোষ ঘটিলে পিতার সদ্‌গতি লাভের বিঘ্ন জন্মিবে। কন্যার পিতৃগৃহে স্বচ্ছন্দচারিতা হয়। যৌবনকালে কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিলে পাছে তাহার ব্যভিচার দোষ স্পর্শে এই শঙ্কায় শাস্ত্রকারেরা সকাল সকাল তাহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পতিগৃহবাসিনী করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু অযোগ্যপাত্রে কন্যা দানের বিধি দেন নাই। বঙ্গদেশের ভাগ্যদোষেই বঙ্গবাসীরা সমুদায় বিষয়ের বিপরীত সিদ্ধান্ত ও বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পঞ্চম, ছোট বেলায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার পিতামাতার ইচ্ছা। তাঁহাদিগের বড় সাধ ছোট ছোট ছেলেগুলির বিবাহ হয়। তাহারা বর সাজিয়া যখন পাল্কিতে উঠে, রাস্তা যেন আলো করিয়া যায়। ছোট ছোট বৌগুলি আসিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। এই সাধে তাঁহারা গলিয়া গিয়া ছোট বেলায় পুত্রকন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু অনেকের পক্ষে ঐ সাধের সুখময় পরিণাম না হইয়া বিষময় পরিণাম হয়। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করিলে যে কি দারুণ পরিণাম হয়, ছোট বেলায় যাঁহারা পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহার অনুভব শক্তি থাকে, তিনি নিঃসংশয় সেই দারুণ ফল অনুভব করিয়া থাকেন।

---

(১৩) কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি। নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। মনুঃ।

(১৪) প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং। রঘুবংশঃ।

আজ কাল আমরা দেখিতেছি অনেকের যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। কিন্তু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্যতাদোষে এ অংশেও বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। এরও ক্রম হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া একটু যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পিতামাতার লেজ ফুলিয়া উঠিয়াছে। লেজ কুড়ালে কোপান যায় না। কন্যার পিতা দ্বারস্থ হইলে তাঁহারা আঙ্গট পাত বিছাইয়া বসেন। ঘড়ী গাড়ি ঘোড়ায় তাঁহাদিগের মন উঠে না। জমীদারীর, যাহার জমীদারী নাই, তাহার জমীজমার ও বাটীর অর্দ্ধেক লইবার ইচ্ছা হয়। পিতামাতার অতি লোভ দোষে উপাধিধারিরাও ক্রমে ডুমুরের ফুলের ন্যায় দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন। যদি এরূপ দুর্ঘট ঘটিল, তবে যোগ্যপাত্র লাভের উপায় কি? এক্ষণে একবার তদ্বিষয়ের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। আমরা যে যোগ্য পাত্র পাই না, শ্রেণীবিভাগই তাহার প্রধান কারণ। শ্রেণীবিভাগগুলি যদি রহিত হইয়া যায়, অনেক সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। শ্রেণীবিভাগ থাকাতেই করণীয় ঘরগুলি অল্প হইয়া পড়িয়াছে। যদি শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যায় নিঃসন্দেহ প্রশস্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায়। তাহা হইলে আর যোগ্য পাত্র লাভের কষ্ট থাকে না। পাঠক যেন মনে করেন না, আমরা সঙ্করবিবাহের প্রস্তাব করিতেছি। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যগত যে শ্রেণীবিভাগ আছে, সেইগুলি উঠাইয়া দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর যৌন সম্বন্ধ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। ইহাদিগের পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত হইলে পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তবে শাস্ত্রে পিতৃ ও মাতৃ পক্ষে যে সাপিণ্ড্য ও অন্য অন্য নিষেধ আছে, তাহা (১৫) প্রতিপালিত হইলেই হইল। শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া গেলে স্বগোত্র সমান প্রবর ও সপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যদি কন্যার আদান প্রদান করা যায় এক্ষণকার ন্যায় যোগ্যপাত্র লাভ দুর্ঘট হয় না। কায়স্থ জাতির বিবাহ সম্বন্ধে দারুণ অভিমানের বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগের সৎপাত্র লাভ অন্য অন্য জাতির অপেক্ষা অধিকতর

---

(১৫) অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে। উদ্বাহতত্ত্বং।

দুরূহ হইয়াছে। কিন্তু উঁহারা যদি পরামর্শ পূর্ব্বক রাঢ় গৌড় বঙ্গের সমুদায় কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এক্ষণকার ন্যায় সৎপাত্র লাভের কষ্ট থাকে না। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

হেন্‌রী সেণ্ট জর্জ্জ টুকর (১)।

যাঁহারা ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল অধিবাস করিয়াছেন, সুদীর্ঘকাল ভারত-বর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিমেয় কর্ত্তব্যকুশলতা প্রভাবে সুদী-র্ঘকাল ভারতবর্ষে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, হেন্‌রী টুকর তাঁহাদের শিরঃস্থানীয়। টুকর পঞ্চাধিক ষষ্টিবর্ষকাল ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি সাধারণের সমান শ্রদ্ধা ও সমান ভক্তির পাত্র হইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব উন্নত ছিল, কর্ত্তব্যজ্ঞান গভীর ছিল, এবং হৃদয়কোমলতা ও মাধুর্য্যে নিরন্তর পরিপূর্ণ ছিল। কিছুতেই তাঁহার সাধনা স্খলিত হইত না এবং কিছুতেই তাঁহার মানসিক শক্তি অবনত হইয়া পড়িত না। টুকর সামান্যভাবে ও অপরিণত বয়সে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, সামান্য ভাবে ও অপরিণত বয়সে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং পরিশেষে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-প্রিয়তায় সকলের বরণীয় হইয়া বিপুল সম্পত্তি ও অনন্ত তৃপ্তির অধিকারী হইয়া উঠেন।

সামান্য ব্যক্তিও একটী সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কার্য্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিলে তাঁহার জীবনী ও মত যখন সাধারণের জানিবার ইচ্ছা হয় তখন টুকারের জীবন চরিত জানিবার যে ইচ্ছা জন্মিবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। টুকর সাধারণ শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবনীকে সংসার প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের অবশ্য পাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। টুকর ভারতব-র্ষীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কোন রাজ-পুরুষ তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, কোন রাজ

(১) The Life and Correspondence of Henry St Gorge Tucker. By Jhon William Kaye.

পুরুষ তাঁহার ন্যায় শাসনকার্য্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন নাই। টুকরের জীবন অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতা শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ।

১৭৭১ অব্দের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি হেন্‌রী সেণ্ট জর্জ্জ টুকর সেণ্টজর্জ্জ দ্বীপে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই সেণ্ট জর্জ্জ দ্বীপের নামানুসারেই বোধ হয় তাঁহার সেণ্ট জর্জ্জ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার বাল্যকাল শারীরিক পরিশ্রমপটু লোকের বাল্যকালের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেণ্ট জর্জ্জ দ্বীপে কোন বিদ্যালয় ছিল না। কয়েকখানি পুস্তক ও কয়েকজন সমবয়স্ক বালকই সেই দূরবর্ত্তী দ্বীপে টুকরের চিত্তবিনোদনের উপকরণ ছিল। অশ্বারোহণ ও নৌবাহনেই টুকরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই প্রকার ব্যায়ামে কোমল বালকের কোমল অঙ্গ ক্রমেই দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল; টুকর ক্রমেই নির্ভীক, দৃঢ় ও অবিচলিত স্বভাব হইতে লাগিলেন। দশ বৎসর বয়সে টুকর ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। এই স্থানে বসন্ত রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। টুকর এই রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া হাম্‌ষ্টেডের বালকাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই আশ্রমে তাঁহার কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। শিক্ষা বিষয়ে তিনি এই কয়েক বৎসরে কোন উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। যৎসামান্য লিখন পঠন জ্ঞানই তাঁহার এক মাত্র অভিজ্ঞতাভাণ্ডার হয়। কিন্তু হাম্‌ষ্টেডে টুকরকে অধিক কাল থাকিতে হইল না, তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ভারতবর্ষগামী কোন জাহাজে তাঁহাকে কোন একটী সামান্য কর্ম্মে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। টুকর এই জাহাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করেন।

জাহাজ নিরাপদে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইল। টুকর মান্দ্রাজে দশ দিন অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজ ডায়মণ্ডহারবরে উপনীত হইলে টুকর উহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং একখানি বজরায় আরোহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্য ও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী ক্রসের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রাবণের ধারা সম্পাতে কলিকাতা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই অস্বাস্থ্যকর সময়ের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু নবাগত ইংলণ্ডীয় যুবকের দেহে বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু টুকর ইহাতে একবারে অবসন্ন বা ভীত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ

করিতে অভিলাষী হইলেন না। তিনি নূতন দেশের নূতন জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষার প্রকোপ অতিক্রান্ত হইল। প্রসন্ন শরৎকাল প্রসন্নভাবে বঙ্গদেশে আগমন করিল। টুকর শরৎ সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া ১৭৮৬ অব্দে গয়ায় যাইয়া টমাস ল্য সাহেবের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

টমাস ল্য লর্ড এলেনবরার ভ্রাতা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান নিয়ামক। টুকর ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে কি কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া গয়ায় গিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ল্য এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সাতিশয় অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী অল্পবয়স্ক অতিথির সমক্ষে আহ্লাদ সহকারে রাজস্ব সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, অতিথি এই সমস্ত অভিমত মনোযোগসহকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন এবং মনোযোগ সহকারে রাজস্ব সংক্রান্ত জটিল বিষয় অনুধাবন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া লাকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। ল্য অপরিণতবয়স্ক অতিথির সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও স্থির বুদ্ধি দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহার হৃদয় টুকরের উন্নতি সাধনে সমুদ্যত হইল, এবং তাঁহার চেষ্টা টুকরের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধানে উন্মুখ হইয়া উঠিল। ল্য এই অবধি "টুকর তাঁহার প্রিয় শিষ্য" এই বলিয়া সাধারণের সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং এই অবধি তিনি টুকরের পিতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন।

টুকর লার সহিত এক বৎসর অতিবাহিত করেন। গয়ায় এই এক বৎসর কি কার্য্যে অতিবাহিত হইল, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্রখ্যাপক কে সাহেব কহেন, তিনি কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আফিসে কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই অভিনব কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য একটী বিশেষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রাক্কালে তিনি গয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্দ্দেশ তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না। ল্য ইহার অব্যবহিত পরে টুকরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে এই বাক্যটী নিবদ্ধ ছিল, "আমি আহ্লাদিত হইতেছি, গয়া বার্লোকে তোমাকে

এবং আমাকে উৎপাদন করিয়াছে। * এই বাক্যে স্পষ্ট বোধ হয় টুকর গয়ায় লার আফিসে কোন কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। গয়ার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইলে "গয়া টুকরকে উৎপাদন করিয়াছে" এরূপ বাক্য কখনও প্রয়োজিত হইতে পারে না। এ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই, টুকর গয়ায় থাকিয়া কার্য্য শিক্ষা করিয়া কাজের লোক হন। স্পষ্ট বোধ হইতেছে লা সাহেব জ্ঞান শিক্ষাকেই উৎপত্তি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন মনু ব্রাহ্মণের দ্বিজন্মা আর একটী নাম দিয়াছেন। মনুর মতে ব্রাহ্মণের উপনয়নই দ্বিতীয় জন্ম। তাহার কারণ এই, উপনয়নের পর ব্রাহ্মণের বেদাদি শিক্ষা হইয়া জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে। যাহা হউক, টুকর মাসিক ২০০ টাকা বেতনে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্য তিনি ১৭৮৮ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত সুনিয়মে নির্ব্বাহ পূর্ব্বক তাঁহার উর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের নিকট সমুচিত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সে পরিণত-বয়স্কোচিত কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং অপরিণত বয়সে পরিণতবয়স্কের ন্যায় গভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় সাধনা বলে দুর্গম কার্য্যপথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অপরিণতবয়স্ক যুবা রাজনীতিসংক্রান্ত যে সমস্ত মত লিপিবদ্ধ করিতেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী বর্ণও পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই।

এই কার্য্যে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া টুকর কুমারখালি ও হরিপা-লের বাণিজ্য সংক্রান্ত সহকারী রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তাঁহাকে সাতিশয় পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রতিদিনই রাশি রাশি কাগজ পত্র তাঁহার টেবিলে পুঞ্জীকৃত হইতে থাকে, এবং প্রতিদিনই এই সমস্ত কাগজ পর্য্যবে-ক্ষণ করিতে তাঁহার কোমল মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি ঈদৃশ কার্য্যভারে প্রপীড়িত হইলেও আপনার কর্ত্তব্য পথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি ধীর ভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগি-লেন, ধীর ভাবে তৎসমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিলেন এবং ধীর ভাবে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলাসহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েই মনোযোগী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লাকে যে সমস্ত পত্র লিখেন, ইদানীন্তন রাজপুরুষগণ তৎসমুদায় তরুণমতি যুবকের সারল্যময়ী লেখনী বিনির্গত বলিয়া

কৌতূহলসহকারে পাঠ করেন না, কিন্তু মহামূল্য মহার্থজ্ঞাপক ও মহা- আদরণীয় পদার্থ বলিয়া তাহা আগ্রহসহকারে দেখিয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত পত্র অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক বালকের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হয়, তথাপি কেহই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছীল্য প্রদর্শনে সাহসী হন নাই। সকলেই বিস্ময়স্তম্ভিতনেত্রে বালকের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিতেছিলেন, এবং সকলেই তাঁহার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, কল্পনার প্রখরতা, ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির স্থিরতা দেখিয়া তাঁহাকে ভবিষ্য জগতের নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ঈদৃশ বয়সে ঈদৃশী ক্ষমতার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

১৭৮৯ অব্দের শেষে টুকর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাণীমুদীগলির একটী অপ্রশস্ত গৃহে বাস করেন। এ সময়ে তাঁহার কোন বিষয়কর্ম্ম ছিল না। শা তাঁহাকে প্রতি মাসে ৬০ টী টাকা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ৬০ টাকাতেই তিনি সামান্য ভাবে স্বীয় ভরণপোষণ নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই সামান্য অবস্থায় তাঁহাকে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে আদর সহকারে ও বহু মান পূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। ১৭৯০ অব্দে তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের সহকারী একাউণ্টাণ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্সের প্রাইবেট সেক্রেটারী হন। এই উভয় কার্য্যে তাঁহার প্রতি মাসে ৬০০ টাকা আয় হইতে থাকে। বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের হিসাব পর্য্যবেক্ষক হইয়া তিনি প্রগাঢ় রাজস্ববিৎ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ও আদরণীয় হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী জোন্সের পাদ মূলে উপবেশন করিয়া তিনি জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান হন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িক বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতে লাগিল। এই দুই বিষয়ই তাঁহার কর্ত্তব্যপথের প্রধান উপদেষ্টা ও পরিচালক হইয়া উঠিল। ১৭৯১ অব্দের শেষ ভাগে তিনি বিখ্যাত জন পামার কোম্পানীর অংশী হইবার কল্পনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক; তিনি এই সময়ে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি সাংসারিক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে কাতর হইলেন না। তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সংকল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিছুতেই সে সংকল্প পর্য্যুদস্ত হইল

না। তিনি সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরভাবে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭৯২ অব্দে কোম্পানির সিবিল সর্ব্বিসে তাঁহার নিয়োগ সংবাদ প্রচারিত হইল। সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করাতে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি ১৭৯২ অব্দের ২৬ এ অক্টোবর সহকারী একাউণ্টাণ্ট জেনারল হন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি প্রথম বৎসর প্রতি মাসে দুইশত টাকার অধিক পাইতেন না। তিনি কিয়ৎকাল এই কার্য্যের সহিত আর একটী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বটে; কিন্তু বোধ হয়, তিনি তজ্জন্য অতিরিক্ত বেতন প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৯৩ অব্দের বসন্তকালে তিনি রাজসাহী জেলার আদালতে রেজিষ্টার হন। এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্র পারদর্শী খ্যাতনামা হেনরী কোলব্রুকের সহিত তাঁহার আজীবনস্থায়ী দুশ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়।

১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিস সার জন মোরের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন ভার সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। কিন্তু অধিনায়কের পরিবর্ত্ত হওয়াতে টুকরের ভবিষ্য উন্নতির পথ কোনরূপে কণ্টকিত হইল না। টুকর কর্ণোয়ালিসের নিকট সবিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন। কর্ণোয়ালিস এই নবীন রাজস্ববিদের ব্যবস্থা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এক্ষণে টুকরের গয়ার বন্ধু লা ও বার্লো তাঁহাকে সার জন মোরের নিকট পরিচিত ও প্রতিপন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত সাতিশয় চেষ্টান্বিত হইয়া উঠিলেন। মোর গুণীর গুণরাশির অমর্য্যাদা করিতেন না। তিনি তরুণবয়স্ক টুকরের কার্য্যতৎপরতা ও রাজস্ববিচক্ষণতার সম্মান করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহাকে সদর কোর্টের ডেপুটী রেজিষ্টার ও গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী এবং রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী করিয়া দিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি পাটনার রেজিষ্টারের পদে মনোনীত হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী পদে থাকিবার প্রার্থনা করাতে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি পাটনার রেজিষ্টারের পদের অর্থবাছল্যের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিলেন। ১৭৯৬ অব্দে বার্লো গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন, এবং টুকর তাঁহার স্থলে দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে টুকর আপনার প্রতিভা ও কল্পনা বিকাশের সমুচিত অবসর পাইলেন। এই পদে থাকাতে

তাঁহার প্রতি মাসে ১০০০ টাকা আয় হইতে [illegible] তিনি এক্ষণে এই টাকায় পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি ঋণমুক্ত হইলেন।

১৭৯৮ অব্দের ১৮ ই মে লর্ড ওয়েলেস্‌লী (লর্ড মর্ণিংটন) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ব্রিটিশাধিকৃত ভারত ইতিহাসের একটী নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ভারতবর্ষ ঘটনাবলির তরঙ্গে সমধিক তরঙ্গায়িত হয় নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলেই ইহা একটী বিস্ময়কর সময়ের মধ্যে পরিগণিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিরোভাবে পৃথিবীর চারিদিকেই নূতন নূতন ঘটনাস্রোত নবীকৃত পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল; চারিদিকেই মনীষাসম্পন্ন মহৎ লোক আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বতন কুসংস্কার ও পূর্ব্বতন বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্যও এই সময়ে নূতন সংস্করণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল; এবং নবাগত ঊনবিংশ শতাব্দী একজন মনীষাসম্পন্ন সংস্কর্ত্তার অপেক্ষা করিতেছিল। নূতন গবর্ণর জেনরেল এই সংস্করণের উপযুক্ত উপদেষ্টা ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিরোভাবে ভারতবর্ষের ধনাগার শূন্য হয়, আয় ও ঋণের সংখ্যা প্রায় তুল্য হইয়া উঠে, এবং রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সঙ্কুলনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন সময়ে কোন ক্ষীণবুদ্ধি ক্ষীণতেজা ব্যক্তি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে অবশ্যই বিব্রত হইয়া পড়িতেন এবং অবশ্যই এই মহাগৌরবকর ও মহাসম্মানজনক পদ অপরের জন্য রাখিয়া আপনি অবসর লইতে উন্মুখ হইতেন।

কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লী ঈদৃশ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার ক্ষমতা কার্য্যতৎপরতা ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বাংশে এই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার অপনয়নে অবিলম্বে অভিনিবিষ্ট হইলেন। তদীয় ক্ষমতা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল, এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়া সমুদয় বিষয় করায়ত্ত করিতে সমুদ্যত হইল। ওয়েলেসলী প্রথমেই তিন প্রেসিডেন্সির সমুদয় ব্যয় সংক্ষেপ করিবার সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প অনুসারে একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ওয়েলেস্‌লী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন,

যে কমিশন সংগঠিত [illegible], [illegible]বনের তেজস্বিতা ও প্রৌঢ়ত্বের বহুদর্শিতা উভয়ই সেই কমিশনের কার্য্যক্ষেত্রের প্রদর্শক না হইলে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তিনি কার্য্যকুশল তেজস্বী যুবক ও বহুদর্শী প্রৌঢ় লইয়া এই কমিশন সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রেবিনিউ বোর্ডের সভাপতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের একজন মেম্বর এবং একাউণ্টাণ্ট জেনরেল এই কমিশনের মেম্বর হইলেন। চতুর্থ মেম্বর টুকর। ইহা ব্যতীত টুকরের হস্তে কমিশনের সেক্রেটারীর কার্য্যভারও সমর্পিত হয়। তিনি বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা সহকারে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এ জন্য তিনি গবর্ণর জেনরলের সমুচিত প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র হন।

ইহার পর টুকর গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপনে মনোযোগী হন। তিনি এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের সমুদয় বিষয় ঠিক করিয়া স্বাভিপ্রায় ও স্বমত লর্ড ওয়েলেসলীর গোচর করেন। যদিও টুকরের এই সংকল্প গবর্ণর জেনরলকে জানাইবার পরক্ষণেই কার্য্যে পরিণত হয় নাই; তথাপি উহা একবারে বিফল হইল না। কতিপয় বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। টুকর যেরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিপ্রায় অনুসারেই বেঙ্গাল ব্যাঙ্কের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এক্ষণে এই ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের সমূহ উপকার সাধন করিতেছে। ঐ সময়ে টুকরের হৃদয় অন্য একটী নূতন বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয়। অন্য একটী নূতন বিষয় তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

ঐ সময়ে ভারতবর্ষ নেপোলিয়নের আক্রমণ ভয়ে শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক ঐ সময়ে বলণ্টিয়ার শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইতেছিলেন। টুকর এই ব্যাপারের প্রধান পরিচালক ও উৎসাহদাতা। তিনি স্বয়ং অশ্বারোহী দলের অধিনায়কতা গ্রহণ করেন। তিনি এই কার্য্যে সবিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রবৃত্ত হন এবং এ কার্য্যও তাঁহার আগ্রহে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সৈন্যদল ভারত সাম্রাজ্যে প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত করিতে পরিচালিত হইল না। ক্রমে নেপোলিয়নের আক্রমণ সংবাদ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল, ক্রমে বিশ্বজনীন

আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে টুকর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক দলের অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলে টুকর এই কালেজ স্থাপনার্থ কার্য্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেন। সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষার্থ একটী পরীক্ষক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। টুকর সেই সমাজের অন্যতর মেম্বর হইলেন। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত (১)।

মানবদেহতত্ত্ব।

কোন একটী অদ্ভুত যন্ত্র দেখিলে স্বতঃ তাহার নির্ম্মাণ কৌশল জানিবার জন্য আমাদের অভিলাষ জন্মে। বাষ্পযান ও বার্ত্তাবাহী তাড়িত যন্ত্র মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য কৌশল। উহা দেখিলে তত্তৎ পরিচালনার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিবার নিমিত্ত সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিশ্ববিধাতার বিচিত্র কৌশল এই মনুষ্য দেহ—যাহার স্বচ্ছন্দতায় আমরা স্বচ্ছন্দে থাকি এবং যাহার বৈকল্যে আমাদের প্রাণান্ত হয়,—তাহার বিষয় অবগত হওয়া কেবল যে কৌতূহল চরিতার্থ করা একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা নয়, আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যও এই তত্ত্ব অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এই দেহরূপ সজীব যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর ও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় ভিন্ন আর কিছুই স্পষ্ট লক্ষণ নাই। এক দিকে জীবনের সূত্রপাত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে তাহার মৃত্যু—ক্ষয় আরম্ভ হইয়া থাকে। ক্রিয়াসম্পাদনই জীবিতাবস্থার লক্ষণ, ক্রিয়াতেই ক্ষয় এবং ক্ষয়েই পরিপোষণ (২)। যখন কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, তখন দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইতে থাকে এবং বিশ্রামকালে ঐ ক্ষতির পরিপূরণ হয়।

---

(১) কল্পদ্রুমের প্রবন্ধ লেখকদিগের নিতান্ত ইচ্ছা তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ হয়। এই কারণে এইবার অবধি প্রত্যেক প্রস্তাবের শেষে লেখকের নাম সন্নিবেশিত হইবে। নাম সন্নিবেশিত করিবার আর একটী কারণ এই, যিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, সেই প্রবন্ধগত মতের ঔচিত্যানৌচিত্যের তিনিই দায়ী, সম্পাদক তাহার দায়ী নহেন। নাম না থাকিলে পাঠক সম্পাদককে সকল প্রবন্ধেরই মতের দায়ী মনে করিতে পারেন। কিন্তু নাম প্রকাশ হইলে এ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। স ।

(২) To die is to nourish.

প্রয়োজনোপযোগী তৈল দান কর জীবনদীপ চৈত্র নক্ষত্রের ন্যায় প্রদী-পিত থাকিবে।

গমনাগমন, হাস্য পরিহাস, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়া ব্যতীত দেহ-ধারণ যোগ্য অবশ্য কর্ত্তব্য কতকগুলি বিশেষ কাজ নিয়তই সম্পন্ন হই-তেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট ও অনায়াসবোধ্য, কতকগুলি বিশেষ মনোযোগ সাপেক্ষ এবং অবশিষ্ট কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কৌশলাদির সাহায্য ভিন্ন উপলব্ধ হয় না। জাগরিত অবস্থায় অক্ষিপুট নিক্ষেপ এবং কি জাগরিত বা নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই পঞ্জরের উন্নতি ও অবনতি আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি; আবার কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক হস্ত বিনিবেশ দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ধমনী স্পন্দন এবং নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাস অনুভূত হয়। কিন্তু সমীপস্থ ও দূরস্থ বস্তুর দৃষ্টিকালে চক্ষুর কি প্রকার অবস্থা হয়; স্নায়ুকে উত্তে-জিত করিলে তাহার কিরূপ ভাব হইয়া থাকে; রক্ত ও মাংস কি কি উপা-দান সংসৃষ্ট এবং কোন আঘাতের বেদনায় জীবের কিরূপ মর্ম্মোদ্রেক হয় যে তাহা হইতে সে চমকিয়া উঠে,—এই সকল তত্ত্ববোধ বহু আয়াসসাধ্য। এই সকলের মীমাংসা করিতে হইলে নানাবিধ যন্ত্র, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন তত্ত্ব এবং অনুমান ও প্রমাণসিদ্ধ তর্কের সাহায্য ভিন্ন কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

জীবমাত্রেই কোনরূপ কাজ না করিয়া কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব দৈহিক ক্ষয়ও অপরিহার্য্য।

একটী তুষার নির্ম্মিত সৌধের বাহ্যাভ্যন্তরে যদি তুষারসদৃশ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে ঐ সৌধ কিছুতেই দ্রবীভূত হইতে পারে না। এক জন সুস্থকায় ব্যক্তি আপনার দেহের গুরুত্ব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়া যদি সেই সৌধসোপানে গমনাগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহের উত্তোলন এবং পদপ্রক্ষেপ প্রভৃতি ক্রিয়া জনিত শ্রম হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সন্তাপ বিনিঃসৃত হইবে; সুতরাং তুষারও বিগলিত হইয়া পড়িবে। সাধারণ বায়ু সংযোগে যে ক্ষারজান আছে তাহার পরিমাণ অতি স্বল্প, এজন্য চূণের জলে ঐ বায়ু সংলিপ্ত হইলে উহাতে মেঘমেচকবৎ শুভ্র আম্লজানিক চূর্ণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্বাসিত বায়ু ঐ জলে সংযুক্ত হইলে জলের বর্ণ দুগ্ধবৎ হইয়া পড়ে। দেহ হইতে যথেষ্ট ক্ষারজান নির্গত হইতেছে, ইহাই ঐ বর্ণ পরিবর্ত্ত-

নের কারণ। উক্ত গৃহটী যদি এরূপ কোন আবরণে পরিবেষ্টন করা যায় যে দ্রব্যমান তুষারোদ্গত বাষ্পরাশি বহির্গত হইতে না পারে, তবে প্রশ্বাসিত বায়ু নিবিড় অভ্রপুঞ্জের ন্যায় স্তবকে স্তবকে উড়িতে থাকিবে। এইরূপ কিয়ৎকাল ভ্রমণাদি প্রক্রিয়ার পর সেই ব্যক্তি যদি পুনর্ব্বার আপনাকে ওজন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাঁহার গুরুত্বের হ্রাস হইয়াছে। এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রমশীল জীবন্ত ব্যক্তির দেহ নিয়তই পরিচালিত হইতেছে এবং সন্তাপ, অম্লজান, জল, ইউরিয়া ও পার্থিব লবণ বিনিঃসৃত হইয়া দৈহিক ক্ষয় সম্পাদন করিতেছে।

যদি এরূপ ক্ষয় একাদিক্রমে অধিক কাল পর্য্যন্ত হইতে থাকে, তবে জীবের দেহ মহালয়ে বিলীন হইয়া যায়। এজন্য নিয়মাতীত উপাদান সূত্রের ক্ষয়ের পূর্ব্বেই ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা সেই অভাব অনুভূত হয়। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি জন্য এবং দেহের পূর্ব্ব গুরুত্ব সম্পাদন ও সন্তাপাদি নিঃসরণ উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রধানতঃ তিনটী সামগ্রী সেবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সেই তিনটী পদার্থ এই—স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ু, দ্রবদ্রব্য এবং ভোজ্য সামগ্রী। যে সকল দ্রব্যে ক্ষারজান অম্লজান জলজান এবং যবক্ষারজান আছে, তাহাতেই জীবনরক্ষা হইতে পারে; কিন্তু বিশিষ্টরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তৈল, শ্বেতসার ও শর্করাও সেবন করা আবশ্যক। অতএব জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবল পার্থিব লবণ ভক্ষণ করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না।

দেখিতে পাওয়া যায় ভুক্ত দ্রব্যের সমস্ত অংশই দেহের প্রয়োজনোপযোগী হয় না। মলমূত্রাদিরূপে তাহার কিয়দংশ নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিলে পরিত্যক্ত বিষ্ঠাদিতে চতুর্জান দ্রব্য ও শ্বেতসারাদি উপলব্ধ হয় না। সকল ভুক্ত দ্রব্যই জল, ক্ষারাম্ল, ইউরিয়া ও অন্যান্য বিমিশ্র লবণরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়।

রাসায়নিক বিসমাস দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ভুক্ত দ্রব্যে যে পরিমাণে অম্লজান থাকে, মল মূত্রাদিতে তাহার অধিক দৃষ্ট হয়। নিশ্বাসিত বায়ু সহযোগে যে অম্লজান দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইতেই উহার মাত্রা বৃদ্ধি হয়, নচেৎ মল মূত্রে আর অধিক অম্লজান উপলব্ধ হইবার উপায় নাই।

যদি কোন ব্যক্তির দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি না হয়, তবে যে পরিমাণ দ্রব্য দেহে প্রবিষ্ট হইবে, নির্গমন কালেও তাহার মাত্রার কিছুই ব্যতিক্রম

ঘটিবে না। অতএব ক্ষয় অনুসারেই ভোজ্য সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহাতে আর সংশয় নাই। শরীর কিরূপেই বা পুষ্ট হইতেছে, কোন্ অংশে কিরূপই বা কার্য্য সাধিত হইতেছে, এই সকল বোধগম্য করিবার জন্য দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মনুষ্য দেহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, মেরুখণ্ড এবং উর্দ্ধ ও অধঃ শাখা চতুষ্টয়। মস্তিকের মধ্যে মজ্জাকোষ হইতে আস্যদেশ পৃথক। মেরুখণ্ডে উদর ও বক্ষঃ প্রদেশ অবস্থিত। দেহের অভ্যন্তরনিহিত যন্ত্রাদি ভিন্ন কেবল দক্ষিণ ও বাম প্রদেশ দ্বয়ের গঠন প্রণালী একরূপ।

পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে মেরুদণ্ড। ইহার অভ্যন্তরে কশেরু মজ্জা অবস্থিতি করে। এই কশেরু মজ্জা স্নায়ুমণ্ডলের একটী মূল স্থান। বক্ষঃকোষ ও উদরের মধ্যবর্ত্তী মাংসবৎ ঝিল্লি সমন্বিত ডাএফ্রাম এই উভয় বিভাগের প্রাচীর স্বরূপ। অন্ননালী এই ডাএফ্রামকে বিদীর্ণ করিয়া অধোগমন করিয়াছে। বক্ষোগহ্বরে ফুস্ ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড অবস্থিতি করে। বামভাগে ফুস্ফুসের দুইটী কোষ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উহার তিনটী কোষ। ফুস্ফুস দ্বয় উর্দ্ধে জত্রু প্রদেশ হইতে নিম্নে ডাএফ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তারিত। ইহাই শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র।

হৃৎপিণ্ড বাম পার্শ্বের স্তন্য প্রদেশে গ্রথিত। ইহার মধ্যে চারিটী গহ্বর আছে এবং ইহা একটী আবরণে রক্ষিত। উর্দ্ধ ও অধঃ ভেনাকেভা নামক প্রধান শিরা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহার মোহানা দক্ষিণ উর্দ্ধ হৃদ্গহ্বরের সহিত মিলিত। দেহের সমস্ত মলিন শোণিতরাশি ঐ মোহানা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। এওর্টা নামক প্রধান ধমনী বাম ভাগের নিম্ন হৃদ্গহ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ধমনীপথে শোধিত রক্ত উৎপ্লুত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। দক্ষিণ নিম্ন হৃদগহ্বর হইতে ফুস্-ফুসীয় ধমনী উদ্গত হইয়া দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে। এই ধমনীপথে অপরিশুদ্ধ রক্ত ফুস্ফুসে গমন করিয়া থাকে। ফুস্-ফুসীয় শিরা বামপার্শ্বের উর্দ্ধ হৃদগহ্বরের সহিত মিলিত। এই শিরাপথে পরিশোধিত শোণিত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া থাকে। ফুস্ফুসী ধমনী ফুসফুসীয় শিরা এবং বৃহদ্ধমনীর মোহানাতে কবাট আছে। সেই হেতু

সঞ্চালিত রক্ত প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাসুন্দর।

(মহাকবি জাঞ্জিলন কাব্যরত্নাকর অনুবাদিত।)

বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃত ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার অনুপম মধুর রসাস্বাদনে প্রীত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুদ্রাঙ্কন কার্য্য এদেশে প্রচলিত না থাকায় উহার এ প্রকার পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে একখানি পুস্তক পাঠ করিলে অন্য একখানি পুস্তক পাঠের ফল উপলব্ধ হয় না। এ জন্য আমি দ্রাবিড় কাশী কাশ্মীর মিথিলা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছি; কিন্তু এই বৃহদ্ব্যাপার সম্পন্ন করা বিস্তর ব্যয়সাধ্য সুতরাং এদেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজা ও জমিদারদিগের দ্বারস্থ হইতে আমি বাধিত হইয়াছি। সহৃদয় ভূপতিগণ সানুগ্রহচিত্তে আমাকে বিস্তর অর্থ দান করিয়াছেন। এক্ষণে জনসমাজে আমার প্রার্থনা এই যে মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহ যেমন মহাভারত বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, আমিও যেন সেইরূপ কীর্ত্তি লাভ করি,—আমারও যশঃ যেন শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ ধপ ধপ করিতে থাকে,—আমারও নামের যেন একটা টি টি কাণ্ড পড়ে যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পান চিবুতে চিবুতে সভায় বসে তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ীতে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে টান দিতে দিতে আমাকে বল্লেন,—'কবিবর! বিদ্যাসুন্দরের অপূর্ব্ব আখ্যানটী বঙ্গভাষায় প্রকাশ কর।' রাত্রে আহারের পর শুয়ে শুয়ে ঐ রাজ হুকুমটী মনে মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুম্‌য়ে পড়্‌লুম। এমন সময়ে স্বপ্নে দেখলুম যে বাগ্বাণী স্বরস্বতী আমার জননীর বেশে শিয়রে বসে বল্লেন—'বাছা জাঞ্জিলন'! তুমি ভয় করো না, আমি অভয় দিতেছি তুমি বই লেখ।' আমি বল্লুম—মা! আমি অতি মূঢ়মতি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই, আমি কেবল পরের নিন্দে কত্তেই মজবুত, পেটে ক অক্ষর গো-মাংস, আমি কেমন করে বই লিখ্‌বো'? বাগ্বাণী বল্লেন—আজ কালের বাজারই ঐরূপ। তুমি যত পরের লেখার নিন্দে কর্ব্বে, ততই সকলে বুঝ্‌বে তোমার লেখা ভারী উত্তম। আমি 'যে আজ্ঞা

জননি!' বলে এক প্রণাম ঠুক্‌লুম। পর দিন প্রাতঃকালে দোয়াত কলম নিয়ে এই পুস্তক লিখ্‌তে আরম্ভ কল্লুম—এখন সভাজন নিবেদনে অবধান করুন—আমার একবার গুণপণাটা দেখুন।

সরস্বতী বন্দনা।

হে বাণাপাণি! তোমার ধবল রোগ নাই অথচ তোমার বর্ণ ফুলখড়ীর ন্যায় সাদা। তুমি মাছীও নও,—ভোমরাও নও, অথচ তুমি পদ্ম ফুলের পাপ্‌ড়ীর উপর বাস কর। তুমি লক্ষ্ণৌয়ের তরফীওয়ালী নও, অথচ তোমার হাতে বীণ্। তুমি ডাক্তারি কোনরূপ যন্ত্র নও, অথচ তুমি বোবাকে কথা কহাতে পার। অতএব বাণাপাণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আসরে এসে উর—তুমি নায়কের আশা পূর।

যশোরের যুদ্ধের পর মান সিং ও ভবানন্দ মজুন্দার বর্দ্ধমানে এসে ছাউনি কল্লেন। দুজনে খাচ্চেন দাচ্চেন, কোন ভাবনা চিন্তে নাই,—বেস আছেন। একদিন দুজনে ঘোড়া চড়ে টাপের উপর টপাস টপাস করে সহর বেড়াতে গেলেন। যেতে যেতে মান সিং রাস্তায় একটী বড় সুড়ঙ্গ দেখ্‌তে পেলেন। সুরঙ্গটী উর্দ্ধে চৌদ্দ পোয়া, প্রস্থে সাত পোয়া (বাট্‌খরার ওজন নয় হাতের মাপ)। একজন গোলাল গালাল ভুঁড়ে মানুষ রাজার বাড়ীর আদ্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনায়াসে সেই গর্ত্ত দিয়ে মাথা উঁচু করে চলে যেতে পারে, আশে পাশে কোথাও ঠেকে না। মানসিং সেই সুড়ঙ্গ দেখে ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'মজুন্দার মশাই এ কিসের গর্ত্ত?' মজুন্দার বলিলেন মশাই! এ গর্ত্তের বড় আশ্চর্য্য গল্প আছে; যদি শুন্তে ইচ্ছা করেন এই খানে বসুন আগা গোড়া বর্ণনা করি। এই কথা শুনে রেকাবের উপর পায়ের ডগার ভর দিয়ে মান সিং ঘোড়া হতে টপ করে নাপ্‌য়ে পড়্‌লেন, মজুন্দারও ঝুপ করে পড়্‌লেন। মান সিং বটের একটা উচ শিকড়ের ওপর বসে উড়ে বেহারার মত চুরট টানতে টানতে একবার বাঁ কস্‌ দে একবার ডান কস্‌ দে পাঁজটীর মত ধোঁ বার কত্তে লাগ্‌লেন আর সুড়ঙ্গের কথা শোনবার জন্য পাল কাত করে রইলেন। মজুন্দার সত্যবতীসুত মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের ন্যায় অমৃতলহরীমধুর আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলেন—

মহাশয়! দেখুন এটী পাহাড়ী সাপের গর্ত্ত নয়, তা হলে গর্ত্তের গা তেল

পানা হতো, এটী শিয়ালের গর্ত্তও নয়, তা হলে গর্ত্তের মুখে লেজ মুচ্‌ড়ে উভ হয়ে বসে সন্ধ্যাকালে যখন হুয়া হুয়া করে ডাকে তার দাগ থাক্তো। এটী মশাই সিঁধেল চোরের গর্ত্ত। পূর্ব্বে এইখানে বীরসিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান যে রাজবংশ দেখ্‌ছেন এঁরা তাঁরে যুদ্ধে পরাজয় করে এখন এখানে রাজত্ব কচ্ছেন। বীরসিংহের বিদ্যা নামে একটী কন্যা ছিল। বিদ্যার বর্ণ কাচা হোলুদের মত, চাঁপা ফুলের মত, হাপরের তপ্ত সোণার মত। দেখ্‌লে পরে চক্ষু ঠিক্‌রে পড়্‌তো। দুচার কলম লেখা পড়াও জানা ছিল। তাতে গুময়ে গাটা একেবারে আম্‌লে উঠ্‌লো। বাবার কাছে পণ করে বস্‌লো যে, বিচারে তারে যে হারাবে তাকেই সে বিয়ে কর্ব্বে। বীরসিংহও হস্তিমূর্খ,—কন্যার কথায় আর কথাটী কইলেন না, একেবারে বলে বস্‌লেন—'বেস তাই হবে।' ক্রমে চারি দিক থেকে সব রাজার ছেলে আসতে লাগলো কিন্তু বিচারে কেউ তারে আঁটতে পারে না। বিদ্যা মেয়ে নয় ত মেয়ের বাবা। কন্যাটী ক্রমে বড় হলো—ছেলের মার বয়েস হয়ে পড়্‌লো। বীরসিংহের ভাবনায় চিন্তায় আর অন্ন জল রুচে না, শেষে নববিভাকরে, হিন্দুহিতৈষিণীতে, ভারতমিহিরে প্রতি পংক্তিতে দেড় আনার হিসাবে খরচা দিয়া এই বিজ্ঞাপন দিলেন—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দ্বারা সকল রাজকুমারকে জানান যায় যে আমার রূপবতী বিদ্যাবতী বিদ্যা নামে এক কন্যা আছে। বিচারে যিনি তারে হারাবেন তিনিই সেই কন্যা রত্নকে বিয়ে করিবেন। স্বীয় স্বীয় নাম ধাম গুণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

বর্দ্ধমান ৫ ম মন্বন্তর ৩ রা আষাঢ়	বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীবীরসিংহ দেব।

রাজকুমারেরা এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে বিবেচনা কর্ল্লেন যে বিদ্যার অবশ্যই কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে নচেৎ তাহার বিবাহ সহজে হইতো, এবং সে যখন বিচারের প্রার্থনা করিতেছে তখন অবশ্যই তাহার চরিত্রে কোন দোষ ঘটিয়া থাকিবে। রাজপুত্রেরা এই বিবেচনা করিয়া কলিকাতার টাউনহলে একটী সভা করিয়া বীরসিংহকে এই মর্ম্মে পত্র লিখলেন—'আপ-

নার কন্যাকে আমরা বিয়ে করিতে চাই না। বিচারে তাঁর হারি হউক আর জিত হউক সে মকদ্দমা আমাদের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনি একান্ত বিচার করাইতে অভিলাষ করেন তবে ভাল উকীল দিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে মকদ্দমা রুজু করুন। সেখানে ভাল ভাল বিচারপতি আছেন বিদ্যার যা হউক একখানা করে দেবেন।'

রাজা এই সংবাদ পাইয়া ভাবলেন তাই তো, হাইকোর্টে রাত্রিকে দিন আবার দিনকে রাত্রি করিতে পারেন এমন অনেক মহাত্মা আছেন অতএব সেই ত বিচারের উপযুক্ত স্থান। এই ভাবিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা বিদ্যাবিনোদিনীর একজন আমমোক্তারকে দিয়া হাইকোর্টে এইরূপ দরখাস্ত করাইলেনঃ—

'যে হেতু কন্যা আমি বীরসিংহের অধীশ্বর বর্দ্ধমানের। রূপবতী বিদ্যাবতী বিদ্যা নাম আমার হয়। হারাবে যে বিচারে আমায় বরণ কর্ব্বো তারে আমি'।

এই দরখাস্ত করায় মকদ্দমা একেবারে তুল হইয়া উঠিল। বিদ্যার পক্ষে হাকিমের রায় খারাব দেখিয়া বিদ্যার উকিল বল্লেন ও দরখাস্তটী পাগ্‌লামী। হাকিম বল্লেন যদি পাগলামী হয় তবে তাহাকে পাগ্‌লা গারদে কয়েদ করা কর্ত্তব্য। শেষে অনেক তর্কের পর বিদ্যার কঠিন পরিশ্রম সহিত ছয় মাস ফাঁশীর হুকুম হয়ে গেল।

সাধ্য হউক আর অসাধ্য হউক উপরওয়ালারা হুকুম দিয়ে নিশ্চিন্ত, নীচেওয়ালাদিগকে হুকুম তামিল কত্তে হবে। কাজে কাজে নীচের কর্ম্মচারীদের ভাবনায় মাথা ঘুরে গেল। ছমাস ফাঁশী কিরূপে হবে কেহই স্থির কত্তে পারে না। শেষে শ্রীরাম শিরোমণিকে, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতিকে এবং ধর্ম্মরাজের সভাসদ আর আর বড় বড় তর্কসিদ্ধান্ত বাগীশদিগকে নিতী ধোবানীর দ্বারা পত্র প্রেরণ করা হইল এবং ইহার কোনরূপ মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপককে সবিশেষ জ্ঞাত করা হইল। তিনি অনেক আঁক জোঁক কেটে শেষে এই স্থির কল্লেন যে দেড় ইঞ্চ পরিধির শ্বাস নালী যদি এককালে বন্ধ করিলে পনর মিনিটে প্রাণ বিয়োগ হয় তবে প্রত্যহ কত পরিমাণে তাহা রোধ করিলে ছয় মাসে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। এই ত্রৈরাশিক কসিয়া তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে বিদ্যার গলায় একটী রজ্জু দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে এক সূত্র নলী

য়োধ করিতে করিতে বোক্‌না বাছুরের মত তাকে পথে পথে টেনে নিয়ে বেড়াইবে, ইহাতে কঠিন পরিশ্রমও হবে এবং ছয় মাসে প্রাণ বিয়োগও হইতে পারিবে।

রাজা বীরসিংহ হুকুম শুনে একেবারে হতজ্ঞান। কপালে আঘাত করিয়া বল্লেন—হায়! বিচারে হারিলে কোথায় বিদ্যার বিয়ে, না ফাঁশী? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বিদ্যা রাজনন্দিনী,—অন্তঃপুরবাসিনী—চন্দ্র সূর্য্যও তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তিনি ফাঁশীকাটে কিরূপে চড়্‌বেন? রাজা মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্যার মৃত্যু খবর রট্‌য়ে দিলেন। মকদ্দমাটা কাজে কাজে কিছু দিন পরে নিবে গেল।

মকদ্দমাটা যা হউক যো সো করে ত ফাঁকি দিলেন; কিন্তু আইবড় মেয়ে ত ঘরে—রাজার এক তিল মনের সুখ নাই। একদিন বৈকালে ঘুমের পর চোক মুচ্‌তে মুচ্‌তে উঠে—বল্লেন—'কৈ হৈ হুঁয়া?' দরজায় ভগীরথ সিং বসে ছিল ব্যস্ত হয়ে বল্লে—'হাজির মহারাজ' বীরসিংহ অনুমতি কল্লেন—'জল্‌দি গঙ্গাভাটকো বোলায়কে লে আও।' ভগীরথ সিং—'যো হুকুম মহারাজ!' বলিয়া গঙ্গাভাটের বাসায় চলিয়া গেল।

গঙ্গাভাট আহারান্তে নিদ্রার পর মাথায় গামছা দিয়া এক গাড়ু জল নিয়া বাহিরে যাচ্ছে এমন সময় ভগীরথ সিং এসে বল্লে—'মহারাজ জল্‌দি বোলাতে হৈঁ।' গঙ্গাভাট ভাব্‌লেন হাতে পূর্ণঘট যাত্রাটা ভাল দেখ্‌ছি, কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা, অতএব গাড়ুটী রেখে যাওয়া হবে না। এই ভেবে গাড়ু হাতে করেই রাজদরবারে চল্লেন। ভগীরথ সিং আগে আগে, গঙ্গা ভাট পাছু পাছু সগরবংশ উদ্ধারের মত বীরসিংহের বংশ উদ্ধারের জন্য চল্লেন। রাজা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বাঁ হাতটী গালে, ভাবনায় একেবারে ডুবু ডুবু, যেন চিত্রপটটীর মত বসে আছেন। গঙ্গাভাট গিয়ে বল্লে—'মহা-রাজের জয় হোক।' মহারাজ ব্যস্ত ও কাতর হয়ে বল্লেন—গঙ্গা আমি ত বড়ই দায়ে পড়্‌লুম, এখন কন্যাটী কাহাকেও দিতে পাল্লে বাঁচি।' গঙ্গা বল্লে—মহারাজ যদি কন্যাটীর দায়ে এতই কাতর হয়েছেন, আমি আপনার অনেক খেয়েছি—অনেক পরেছি, তবে কন্যাটী আমাকেই দিন, আপনার দায় আমি না ঘুচবো ত আর কে ঘুচোবে?' রাজা বল্লেন—'ওরে পাগলা

তা নয়, তা নয় ; একটী পাত্র পাই যদি তবে তারে এই কন্যাটী দান করি। গঙ্গা বল্লে—' মহারাজ ! আপনার জন্যে আমি সকলি সইতে পারি, সকলি কর্ত্তে পারি, তা এই জল পাত্রটী আমি আড়াই টাকায় কিনেছি, যদি আপনার কন্যাদায় ঘোচে, তবে এই পাত্রটী আমি আপনাকে দেই, আপনি আমাকে কন্যাদান করে চিন্তা দুর করুন।' এই বলে গাড়ুটী তুলে রাজার হাতে দিতে গেলেন। রাজা বল্লেন ' নির্ব্বোধ ! আমি একটী রাজকুমার পেলে তার সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিই, তুমি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে একটী রাজপুত্র আন।' গঙ্গাভাট বল্লে—' মহারাজ ! এতে আর কি ক্লেশ আছে আমি শীঘ্র এনে দেব।'

গঙ্গা ভাট রাজার কাছে পথখরচ নিয়ে, একটী ভাল দিন দেখে, সকাল সকাল চারটী আহার করে যাত্রা কল্লেন। কাণে বিল্লিপত্তর, কপালে ধপধপে দইয়ের ফোটা, কোমরে কাপড়ের বুচকী, ডান হাতে একগাছি ছড়ী, বাঁ হাতে ছোট কলি হুঁকো, ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে তামাক টান্‌ছেন, কসকাত করে বত্রিশটে দাত মেলে পান চিবুচ্ছেন আর হনর হনর করে চল্‌ছেন। এ পাড়া দে, ও পাড়া দে, এ গাঁ দে ও গাঁ দে, মাট ঘাট, হ্রদ নদ নদী খাল ঝিল বিল, পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, এ রাজ্য সে রাজ্য—খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি—কত্তে কত্তে যাচ্চেন, শেষে কাঞ্চীপুরে গিয়ে পৌঁছিলেন।

কাঞ্চীপুরের রাজার নাম গুণসিন্ধু। একবার পশ্চিম সমুদ্রের কতকগুলি সওদাগর গুণের বোরায় মাল বন্ধ করে জাহাজ বোঝাই কচ্ছিলেন, এমন সময় দেবতা বলে আমি আর কোথায় আছি—ঝড় বৃষ্টি একেবারে ভেঙে পড়্‌লো। ডিঙি, পানসি, জাহাজ সব ডুবে গেল। কিছু দিন পরে ডুবরিরা সেই সকল গুণের বোরা তুলে রাজবাড়ীতে বিক্রি করে। গুণসিন্ধুর মা তখন গর্ভবতী ছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তিনি তারে চুবু চুবু করে তেল মাখিয়ে সেই গুণে শোয়ায়ে রৌদ্রে চিংড়ীপোড়া কত্তেন। এই জন্যে ছেলের নাম হলো গুণসিন্ধু (সিক্তোক্ষদৃতে গুণে শুষ্ক ইতি গুণসিন্ধুঃ।)

গুণসিন্ধুরাজার সুন্দর নামে একটী ছেলে ছিলো। ছেলেটী দিব্যি টুকটুকে ফুটফুটে, দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। পড়া শুনোতে তাঁর এত দৌড় যে রোজ ময়না, কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি হাজার হাজার পাখীকে তিনি একলাই পড়াতেন, গঙ্গাভাট তাঁকে গিয়ে বিদ্যার সংবাদ দিলেন। বিদ্যার রূপ গুণের

কথা শুনে সুন্দরের মন একেবারে মচকে গেল। তাঁর আর খাওয়া দাওয়া নাই, অমনি একটী শুকপাখী ও ব্যাগ হাতে নিয়ে মেল ট্রেণে এসে চড়লেন কোন ষ্টেষণেও জর্ণিব্রেক কল্লেন না। প্রাতঃকালে বৰ্দ্ধমানে পৌঁছিলেন। গাড়ীর কষ্ট, আহার নাই, নিদ্রা নাই—একটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে এসে স্নান কল্লেন এবং বিকারী রুগীর মত আপনি কিছু ডালিম খেলেন এবং শুক-কেও খাওয়াইলেন। ঘাটের উপর চুপ করে বসে আছেন, কোথায় যাবেন কি কর্ব্বেন কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছেন না, ক্রমে বেলা গেল, গাছের ডগায় রৌদ্র ঝিক্‌মিক কচ্ছে এমন সময় একজন মালিনী পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলতে তুলতে সেই দিকে এলো। মালিনীর বয়সটা কিছু ভাঙা ভাঙা হয়েছে, একখানি শাদা সাড়ী পরে আছে, ডান হাতে সাজি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত আগু পাছু দুল্‌ছে, বাঁ হাত দিয়ে এলো চুল কুন্‌চে, কাঁকালখানি কত রকমে নড়্‌ছে, দেখে তার সব ধরণগুলি বোঝা যাচ্ছে—সে মালিনী নয় ত যেন পুতুল নাচের ছবি। সুন্দরের কাছে এসে উপস্থিত হলো;—ছেলের রূপ দেখে অবাক। কেমন করে একবার কথা কবে কেবল তাই ভাবছে; শেষে বল্লে—'বাছা! তুমি এখানে কতক্ষণ আছ? এখানে এক-জন মোটা মালিনী সাজি হাতে করে আসে নাই?' সুন্দর বল্লেন—'না মা, কই দেখি নাই।'

সুন্দর ও মালিনীতে কথা হচ্চে, এমন সময় কতকগুলি সহুরে মেয়ে কল্‌সী কাকে করে জল নিতে এলো। সুন্দরের রূপ দেখে সকলেই মোহিত। কলসীতে জলপূরে সার দিয়ে সব আসছে আর আগের মেয়েগুলি আপনার আপনার পাছের মেয়েদের পানে চাইচে আর বলচে— 'চলে আয় না লো'। পাছের মেয়েটী পাছু পানে চাইচে আর বলচে আমাদের সঙ্গে বুঝি আর কেউ আসে নি। এইরূপ ছলে একবার পাছু পানে চাইছে আর কেবল সুন্দরকে দেখচে। কাহারও ইচ্ছে নয় যে সেখান থেকে যায়—পা যায় ত মন যায় না, আবার জোর করে যত এগুচ্ছে ততই চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য" হচ্ছে।

এক ধনী বড় রসিকা ছিলো—সুন্দরকে ফেলে কিছুতেই যেতে পারে না, কি ছলেই বা থাকে তাই ভাবছে এমন সময় তার মনে হলো—'সহি! মতি হার টুটালো"—আবার তখন তার স্মরণ হলো—'অহিনবকুসম্হই পরি-

কথদং মে চলনং”। অমনি এক ধনীর পায়ে পা লাগায়ে ঝুপ করে জলের কলসী ফেলে বসে পড়ে বল্লে—ভাই গিচিরে? সকলেই ব্যস্ত হয়ে আপনার আপনার কলসী নামায়ে তার গায় হাত বুলুতে বুলুতে সুন্দরকে দেখতে লাগলো, কিন্তু অগ্নির মন্দাগ্নি হয় তবু চক্ষুর মন্দাগ্নি হয় না। ছল করে ক্ষণেক থেকে কি সুন্দরের রূপ দেখা শেষ হয়? কিছুক্ষণ পরে সকলে চলে গেল।

মালিনী সুন্দরের মুখ দেখে বল্লে—'বাছা! তোমার বাড়ী কোথা? মুখ শুকনো দেখছি, এখনো কি তোমার খাওয়া দাওয়া হয় নি?' সুন্দর বল্লেন—'আহা এ কথা ত এতক্ষণ আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। তুমি আমার মার সমান মাসী;—তুমি আমার পরম হিতাশী। আমার বাড়ী কাঞ্চীপুর, আমি টোলে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি একটী বাসা পেলে থাকি।

মালিনী সুন্দরের কথা শুনে বল্লে—'বাছা! আমার ঘরে তোমাকে বাসা দেবো। আমাকে যখন তুমি মাসি বলেছ তখন তুমী আমার গলার কলচে—আমার নাড়ীর টান।" এই বলে সুন্দরের ব্যাগটী ও খাচাটী হাতে করে নিয়ে আগে আগে চল্লেন সুন্দর পথ আলো করে পাছু পাছু যেন্তে লাগলেন। ক্রমে মালিনীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত।

সন্ধ্যার পর আহার করিয়া সুন্দর শয়ন কল্লেন, মালিনী কাছে বসে তাঁর তত্ত্ব বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কত্তে লাগলেন। একথা ওকথা সে কথার পর বিদ্যার কথা পড়লে সুন্দর গঙ্গার কাছে বিদ্যার কথা শুনেছিলেন আবার মালিনীর কাছে শুনে আরও চঞ্চল হলেন। রাত্রি অধিক হইল, মালিনী শয়ন করিল, কিন্তু সুন্দরের আর ঘুম হইল না। কত কষ্টে রাত পোহালো। মালিনী বিদ্যার ফুল দিতে গিয়া সব কথাগুলি বল্লে। এখানে সুন্দর চঞ্চল ওখানে আবার বিদ্যাও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মালিনী ঘরে ঘরে ফুলের রোজ দিয়ে বাড়ী এসে সুন্দরের খাবার আয়োজন কচ্ছে এমন সময় চিলেছাতে বিদ্যা চুল এলো করে বসে আছেন দেখে মালিনী সুন্দরকে ডেকে দেখালে যে—'বাপা ঐ দেখ বিদ্যা'। বিদ্যার কাছেও এক জন সখী ছিল সে সুন্দরকে দেখে বিদ্যাকে বল্ল—আজনন্দিনি! ঐ ওঁর কথা বুঝি তখন হীরে বল্‌ছিলো'। এইরূপে দুজনের দেখা দেখি হওয়ায় দুজনে আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুন্দর আহারের পর

হীরেকে বল্লেন—মাসী আমার আজ বড় ঘুম পেয়েছে, দোএরে খিল দিয়ে ঘুমুই আমাকে ডেকো না। এই বলে দোর বন্ধ করে, ঘরের ভিতর একটা খন্তা ছিল তাই দিয়ে সিঁদ দিতে আরম্ভ কল্লেন। মাটী কেটে মাটী কেটে বিদ্যার ঘরে গিয়া যখন মেঝে ফুটতে কেবল তিন আঙুল বাকি রৈল তখন ক্ষান্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলেন এবং হীরের ঘরের সিঁদপথে একটা মাদুর পেতে তার এক পাশে বসে রইলেন। সন্ধ্যার পর সুন্দরের আহার হলো। মালিনীও আহার করে শয়ন কল্লে। সুন্দর দিব্য করে চুলগুলি ফিরায়ে, লেভেণ্ডার, পমেটম লাগায়ে সাজ গোজ করে বিদ্যার ঘরের মেজের নীচেতে গিয়ে দাড়ালেন, বিদ্যা খাটের ওপর শুয়ে একবার এ বালিসে মাথা, একবার ও বালিসে মাথা, একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, এইরূপ শয্যাকণ্টকী রুগীর মত বিছানায় ধড় ফড় কচ্ছেন। সখীরা বলছে—হায়! কিকর্ব্বো, হায়! কি হবে। আজ যাঁরে দেখলুম তিনি রাজার ছেলে হন, আর ফুস করে এই ঘরে এসে এখন ওঠেন তবে বিদ্যার প্রাণ জুড়ায়'। সুন্দর একেবারে ঠিক হয়ে ছিলেন, সখীর মুখ থেকে এই কথা বাহির না হতে হতেই মাথার চাড় দিয়ে তিন আঙুল মাটী ভেঙ্গে একেবারে হুপ করে ঘরের ভেতর এসে পড়লেন। এ বলে 'ও কিরে'? ও বলে 'এ কিরে'? সুলোচনা সিঁদেল চোর ভেবে বিদ্যার গার হীরে, মতি মুক্তা সব খুলে আইরণ চেষ্টে চাবি দিল। সুন্দর বল্লেন—' নারীগণ! তোমরা ভয় পেওনা আমি মানুষ—আমি হীরে মতির চোর নই,—আমি মন চোর। আমি কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র,—আমার নাম সুন্দর—হীরে মালিনীর ঘরে আমার বাসা। গঙ্গাভাটের মুখে বিদ্যার কথা শুনে আমি তোমাদের সখীকে দেখতে এসেছি—বিচারের কথা আর বলবো কেমন করে হাই কোর্টে ত তা নিষ্পত্তি হয়েছে।

হাই কোর্টের কথা শুনে বিদ্যা অধোবদনে রইলেন। কি করি, কেমন করে কথা কই এই ভাবছেন এমন সময় ঘরের কানাচে একটা শিয়াল—হুয়া হুয়া, ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া, খ্যাক খ্যাক খ্যাক করে ডেকে উঠলো। বিদ্যা সখীদের উপলক্ষ করে সুন্দরকে জিজ্ঞাসা কল্লেন 'ও কি ডাকলো'? সুন্দর বুঝলেন সখীদের উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর কল্লেন—

কর্কট গহ্বরে লেজ করায়ে প্রবেশ।
কর্কট ধরিতে যার চাতুরী অশেষ।
গলিত রুধির মাংস খায় সাধ ভরে।
ডাকিল শ্মশানবাসী হুয়া হুয়া করে।

শ্লোকের ছটায় সুন্দরীর গা একেবারে ডগমগ করে উঠলো। আহ্লাদে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করে দুজনে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস কত্তে লাগলেন।

কিছু দিন পরে বিদ্যাবিনোদিনীর গর্ভ সঞ্চার হলো। পেটটা একটু একটু ডাগর, সোণার জিনিস খেতেও সাধ নাই, রাত দিন মুখে পিচ পিচ করে জল উঠছে, মুখখানি সকাল বেলার মিড়মিড়ে চাঁদের মত পাণ্ডুবর্ণ; মার কাছে গিয়ে বল্লেন—'মা আমার কি ভারী ব্যামো হলো!' রাণী ব্যস্ত হয়ে রাজাকে জানালেন। রাজা মহাশয় সভাস্থ হইয়া পাত্র মিত্র সভাসদের সহিত পরামর্শ করে অন্তঃপুরে কবিরাজকে পাঠালেন। বিদ্যা ঘরের ভেতর থেকে চিকের ফাঁক দিয়ে গাঁটকাটা চোরের মত বাঁ হাতটী বার করে দিলেন। বৈদ্যরাজ ব্যামোর আগা গোড়া হালটী শুনে, সেতারার তার টেপার মত করে নাড়ী চার পাঁচ বার টিপে বল্লেন—আচ্ছা বেস,—রোগ ঠিক হয়েছে, এখন মহারাজের কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করি।

বৈদ্য রাজার কাছে গিয়ে বল্লেন—না, কোন চিন্তা নাই। দুধ আগমী খাইতে দেবেন, তাতে পীড়ারও শান্তি হবে গর্ভেরও কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না। রাজা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'সে কি? গর্ভ কেমন?' বৈদ্য বল্লেন—'ক্ষামতা গরিমা কুক্ষেঃ মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দিররোচকম। জৃম্ভা প্রসেকঃ সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্।' রাজা এই কথা শুনে রেগে টং। রাণীর কাছে গিয়ে বাত ঝাড়তে লাগলেন—'তুমি মিথ্যে মানুষ, তুমি মিথ্যে পাটরাণী; তোমার গিন্নেপনা নেই। কোঁদোলে পাড়ায় মানুষ টেঁকতে পারে না। পাড়ার লোকের দোষ দেখলে তুমি নেচে উঠো এখন তোমার ঘরে কি হয়েচে তা তুমি দেখো না। বিদ্যার গর্ভ—কি সর্ব্বনাশ! আমি কালামুখ আর কাকেও দেখাবো না।' রাণী বল্লেন, 'তা ভয় কি, গর্ভ হয়েচে হয়েচে। এমন কি আর কারও হয় না? কুলীনের ঘরে দুবেলা কি হচ্চে? তুমি ভেব না আমি এখুনি হীরেকে ডাকাচ্চি, হীরে ওসব কাজে খুব ভাল।" রাজা বল্লেন—'তা এদিকে যা কত্তে হয় সে সব তুমি কর,

আমি চোর ধরবার উপায় করি। এই বলে দারগা বক্সি কোটাল সকলকে হুকুম দিলেন—'জলদি চোর পাকড়কে লে আও। তারা সব বিদ্যার ঘর খুঁজতে খুঁজতে সুড়ঙ্গ দেখতে পেলে এবং সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে হীরের ঘরে উঠলো। রাজবাটীতে হ্যাঙ্গমা শুনে সুন্দর চম্পট করেছেন কেবল ব্যাগটী নিয়ে যেতে মনে নাই। খানাতল্লাশী কত্তে কত্তে ব্যাগটী পেয়ে খুলে দেখলে তার ভেতর খানকত কাপড় দুটী ইসটিল পেনের মোচ, পাঁচখানি চিঠির কাগজ, দুটী লুসিফারের বাক্স আর একখানি লেখা চিটী। চিটীখানি খুলিয়া সকলে পড়িল। তার মর্ম্ম এই—

পরম কল্যাণীয়বর

শ্রীযুক্ত মহারাজা গুণসিন্ধু দেব
পিতা ঠাকুর শ্রীচরণেষু

পত্র—দেখা—কাঞ্চীপুর রাজবাটী আমি এসে বর্দ্ধমানে, বিয়ে করেছি রাজার মেয়ে। করো না ভাবনা আমার জন্যে বাড়ী যাব শীগ্‌গির আমি।

সেবক
শ্রীসুন্দরচন্দ্র দেব।

চিঠি খানি পড়ে আমলাদের আর আহ্লাদ ধরে না। দৌড়ে রাজাকে গিয়া খবর দিলে। রাজা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। তখনি সিঁদুর চুপড়ি, মাথাঘসা, আলতা, কাপড় এনে চারিটা বেহারায় ডুলি করে বিদ্যাকে কাঞ্চীপুর পাঠায়ে দিলেন। বিদ্যা সুন্দর পরম সুখ স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কত্তে লাগলেন। এই পুণ্য কথা শুনলে বংশজের বিয়ে হয়, কুলকামিনীর গর্ব্ভ কলঙ্ক হলে সে কলঙ্ক দূর হয়, গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

শ্রীমহাকবি জাঙ্গিলনকৃত বিদ্যাসুন্দরকথা সমাপ্ত।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা।

রাজার আত্মবিস্মৃতি তাঁহার অত্যাচারী হইবার কারণ।

ভারতের প্রধান নীতিশাস্ত্রকার মহামহোপাধ্যায় চাণক্য বলেন, আপনাকে অজর ও অমর মনে করিয়া বিদ্যা শিক্ষা ও অর্থ চিন্তা করিবে। যদি

আপনাকে অজরামরবৎ বোধ করা না হয়, এখনই মৃত্যু হইবে, সর্ব্বদা এরূপ ভাব মনে উদয় হয়, তাহা হইলে সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য জন্মিলে পড়াশুনা বা অর্থ উপার্জ্জন ইহার কোন দিকেই মন যায় না। সুতরাং এ উভয়ের বিষম বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু ধর্ম্মের পক্ষে এ ব্যবস্থা নয়। সে অংশে উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, যম যেন কেশে ধরিয়া আছে এই ভাবিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে (১)। কখন্ মৃত্যু হয় বলা যায় না, সর্ব্বদা যদি এই ভাব মনে জাগরূক থাকে, অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, মুহূর্ত্ত কাল পরে যদি মৃত্যু হয়, কেন অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া পরকাল নষ্ট করি, সর্ব্বদা মনে এই ভয় হইতে থাকে। মৃত্যু আসন্নতরবর্ত্তী, এ বোধ থাকিলে মানুষের যেমন অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, রাজা যদি তেমনি আপনাকে কালকর-গৃহীত-কেশ পাশের ন্যায় ভাবিয়া স্ব স্ব স্বরূপ চিন্তা ও স্বরূপ অবগত হইয়া রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বদা সেই ভাব মনোমধ্যে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, যাঁহার হস্তে রাজশক্তি থাকে, তিনি প্রায় আত্মবিস্মৃত হন। তিনি যে প্রজার প্রতিনিধি হইয়া তাহাদিগের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে কিছুই নন, প্রজার শক্তিতেই তাঁহার শক্তি, প্রজার ধনেই তাঁহার ধন, প্রজার মতেই তাঁহার মত, প্রজার মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল, প্রভুশক্তিমদে মত্ত হইয়া রাজারা প্রায়ই এ চিন্তা ভুলিয়া যান। সুতরাংই স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন। যে সকল প্রজা অবিদ্য নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল, তাহারা নিরুপায় হইয়া সেই অত্যাচার সহ্য করে, তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। রাজা পদস্থ ও প্রবল, তিনি উত্তরোত্তর স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইতে থাকেন, কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ প্রজা সাহসী বলবান কৃতবিদ্য এবং রাজা ও প্রজার স্বরূপ বোধে সমর্থ, তাহারা দীর্ঘকাল রাজার সেই স্বেচ্ছাচার ও অন্যায় ব্যবহার সহ্য করে না। তাহারা ক্রমে সমুচিত উপায় অবলম্বন করিয়া রাজার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলে, অথবা তাঁহার হস্ত হইতে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের রক্ষা ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি শাসনপ্রণালীর নানা অকৃতি হইয়া থাকে।

(১) অজরামরবৎ প্রাজ্ঞোবিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

অত্যাচারের স্বরূপ একরূপ নয়। তাহারও আকার নানাপ্রকার। কেবল যে প্রজার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বলপূর্ব্বক হরণ ও তাহার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ এবং তাহার কন্যা কলত্রাদির সতীত্ব হরণ করিলেই অত্যাচার হয়, আর ঐ সকল কার্য্য না করিলে অত্যাচার হয় না, তাহা নয়। প্রজারা যে কাজ ভাল বাসে না, রাজা যদি সেই কাজ করেন, প্রজারা যে করভার বহনে সমর্থ নয়, রাজা যদি বলপূর্ব্বক তাহাদিগের স্কন্ধে সেই ভার নিক্ষেপ করেন, আর প্রজা অনভ্যস্ত বলীবর্দ্দের ন্যায় সেই ভার নিজ স্কন্ধ হইতে দূরে ক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়, আবার রাজা দণ্ডবিধান দ্বারা তাহার হস্ত বন্ধন করিয়া সেই ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, কিম্বা কৌশল করিয়া এক বিষয়ে দুই তিন প্রকার কর গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও অত্যাচার হয়। রাজা যদি আবার আইন দ্বারা প্রজার মুখ বন্ধ করিয়া ঐ কাজগুলি করেন, উহা ঘোরতর অত্যাচার বলিয়া বর্ণিত নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া থাকে।

প্রজার সহিষ্ণুতাগুণ অধিক। রাজার প্রতি প্রজার ভক্তিও অধিক। বোধ হয় বিধাতা রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গলার্থই ঐ ভক্তি প্রজার হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্বার্থপর রাজারা সেটী বুঝেন না। প্রজারা যত সহিষ্ণুতাগুণ প্রদর্শন করে, ততই তাঁহাদিগের অত্যাচার বাড়িতে থাকে। শেষে তাহাদিগের সেই ধৈর্য্যগুণের সীমা সঙ্কোচ হইয়া আইসে। তখন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহ যে কেবল অত্যাচারী রাজার দণ্ড স্বরূপ এরূপ নয়, ইহা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, প্রবল পরাক্রমশালী পদস্থ গর্ব্বিত দুর্ব্বৃত্ত রাজারা সকল সময়ে এই বিধিনির্ব্বন্ধের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে আপনারা অধঃপাতে যান, রাজ্যচ্যুত হন, কেহ বা ছাগপশুর ন্যায় সমরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বলিভূত হইয়া থাকেন, কেহ বা দস্যুর ন্যায় বন্দীভূত হইয়া ঘাতকের অস্ত্রের ও ঘাত স্থানের শোভা বর্দ্ধন করেন। চিরকাল যে এই কাণ্ড ঘটিয়া আসিতেছে, বিদ্রোহ শব্দ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাপি রাজপদমত্ত গর্ব্বান্ধ রাজগণের চৈতন্য হয় না। সকল রাজাই এই প্রকৃতির, আমরা এই কথা বলিতেছি, পাঠক যেন এমন মনে করেন না। সাধু সদাশয় রাজারা প্রজার চিত্তারাধনে তৎপর, তাঁহারা প্রজা

পীড়ন মহাপাপ জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের হইতেই রাজন (২) এই শব্দটী অন্বর্থ হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজ ঔদার্য্যগুণে শাসনপ্রণালীগত নিজ দোষের সতত সংশোধন চেষ্টা পান। রাজা রামচন্দ্র একদা দুর্ম্মুখ নামে চরকে প্রজারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করে জানিতে পাঠাইয়া দেন। দুর্ম্মুখ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার গুণেরই নানাপ্রকার প্রশংসা আরম্ভ করিল। তাহাতে অত্যুদারপ্রকৃতি প্রজারঞ্জন রাম লজ্জিত হইয়া বলিলেন, প্রশংসা থাকুক, কে কি আমার দোষের কথা কহিয়াছে, তাহা বল, তাহার আমি সংশোধন (৩) করিয়া লই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দুর্ব্বল নিরীহ প্রজারা পরধনলুব্ধ বলবান দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে ধন জন রক্ষায় সমর্থ না হইয়া ক্ষমতাশালী যোগ্যপাত্র দেখিয়া এক ব্যক্তির হস্তে সেই রক্ষার ভার সমর্পণ করে। শেষে তাহাদিগের ব্যাধভয়ে পলায়িত ব্যাঘ্র গর্ত্তে প্রবিষ্ট হরিণের দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠে। পরিশেষে বহু ক্লেশে সেই পাষণ্ডরাজগণের দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। প্রাচীন ও নব্য সকল কালেই এই ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে।

বেণ রাজা যখন দারুণ অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তখন ঋষিগণ বারম্বার তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগের কোন কথাই শুনিলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার বধসাধন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, পরাশর বলিলেন মৃত্যুর সুনীথা নামে প্রথমে যে কন্যা জন্মে, অঙ্গের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই সুনীথার গর্ভে বেণ জন্মগ্রহণ করে। সেই বেণ মাতামহ দোষে দুষ্ট প্রকৃতি হইল। ঋষিগণ তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে পর তিনি এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, কেহ কদাচ যজ্ঞ হোম ও দান করিতে পারিবে না। যজ্ঞের ভোক্তা আর কেহ নাই, আমিই যজ্ঞপতি। তাহার পর ঋষিগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ শুনুন;

(২) রঞ্জয়তি এই বাক্যে রঞ্জ ধাতু হইতে রাজন শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে আছে " রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ। "

(৩) দুর্ম্মুখঃ উবথ্ বত্তি দেব্ব পৌরজাণবদা বিহ্মরিদা অক্কে মহারাঅ দসরহস্য রামভদ্দেণত্তি।

রামঃ। অর্থবাদ এবঃ দোষন্তু কঞ্চিৎ কথয় যেন স প্রতিবিধীয়তে। উত্তরচরিত।

আমরা আপনাকে যে কথা বলিতে আসিয়াছি, তাহাতে রাজ্যের আপনার দেহের ও প্রজার হিত হইবে। আমরা দীর্ঘযজ্ঞ করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরির পূজা করিব, তোমারও তাহাতে অংশ থাকিবে। মহারাজ! আমরা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির প্রীতি বিধান করিলে তিনি তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিবেন। বেণ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, আমার অপেক্ষা বড় আর কে আছে, তোমরা যাহার আরাধনা করিবে? তোমরা যাহাকে যজ্ঞেশ্বর হরি বলিতেছ, সে কে? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু বরুণ সূর্য্য চন্দ্র যম অগ্নি বিধাতা ভূমি, ইহারা ও অন্য যে সকল দেবতা আছে, তাহারা রাজার শরীরস্থ। যেহেতুক রাজা সর্ব্বদেবময়। ইহা জানিয়া আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা দান হোম ও যজ্ঞ কর না। ঋষিরা পুনরায় কহিলেন, মহারাজ অনুজ্ঞা দিউন, ধর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হউক। পরাশর বলিলেন, মুনিগণ বার বার এইরূপ জানাইলেও বেণ যখন আজ্ঞা দিলেন না, তখন তাঁহারা কোপান্বিত হইয়া পাপাত্মাকে হনন কর হনন কর এই কথা পরস্পর বলিয়া উঠিলেন। যে অধম অনাদিনিধন যজ্ঞপুরুষ হরির নিন্দা করে, সে রাজপদ যোগ্য নয়। এই কথা বলিয়া মুনিগণ মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা রাজার প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ অধম ভগবানের নিন্দা করিয়া পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল। তাহার পর মুনিগণ দেখিলেন, ধূলিরাশি উড়িয়া দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, রাজ্য রাজাশূন্য হওয়াতে চোরেরা পরের ধন অপহরণ করিতেছে। তাহাদিগের দৌড়াদৌড়িতে এই ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল ব্যাপিয়াছে। বেণ রাজার পুত্র ছিল না। মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া তাহার পুত্রার্থ তাহার উরু মন্থন করিলেন। সেই মথ্যমান উরু হইতে অতি হ্রস্বাকৃতি দগ্ধ-স্থূণ সদৃশ খর্ব্বটাস্য এক পুরুষ নির্গত হইল। সেই পুরুষ ত্বরান্বিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করিব? মুনিগণ তাহাকে কহিলেন তুমি বস। মুনিগণ তাহাকে "নিষীদ" এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই সে ও পাপকর্ম্মকারী তাহার সন্তানগণ বিন্ধ্যশৈলবাসী নিষাদ হইল। উহার দ্বারা বেণ রাজার পাপ নির্গত হইয়া গেল। তাহার পর ঋষিগণ বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন, তাহাতে পৃথু রাজার জন্ম হইল (৪)।

(৪) পরাশর উবাচ। সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ। অঙ্গস্য ভার্য্যা সা

পাঠক চমৎকার দেখুন, বিষ্ণুপুরাণ কহিতেছেন, ঋষিরাই বেণ রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদিগের ও সাধারণ প্রজাগণের রক্ষাভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাঁহারা তাঁহার রাজশক্তির মূল, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়া দিলেন। ঋষিরা প্রবল প্রজা বলিয়াই তাঁহার সমুচিত শাসন

দত্তা তস্যাং বেণোব্যজায়ত। স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ। নিসর্গাদেব মৈত্রেয় দুষ্টএব ব্যজায়ত। অভিষিক্তোযদা রাজ্যে সবেণঃ পরমর্ষিভিঃ। ঘোষয়ামাস সতদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ। ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন। ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যোহ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ। ততস্তমৃষয়ঃ পূর্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিং। উচুঃ সামকলং সম্যক্ মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ। ঋষয়উচুঃ। ভোভো রাজন্ শৃণুষ ত্বং যদ্ বদামস্তব প্রভো। রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাঞ্চ হিতংপরং। দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং হরিং। পূজয়িষ্যাম ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি। যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষোহরিঃ সংপ্রীণিতোনৃপ। অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্ব্বানেব প্রদাস্যতি। যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরোযেষাং রাষ্ট্রে সংপূজ্যতে হরিঃ। তেষাং সর্ব্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজাং। বেণ উবাচ। মত্তঃ কোঽভ্যধিকোঽন্যোঽস্তি যশ্চারাধ্যোমমাপরঃ। কোঽয়ং হরিরিতি খ্যাতো যোঽয়ং যজ্ঞেশ্বরোমতঃ। ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রোবায়ুর্যমোরবিঃ। হুতভুগ্ বরুণোধাতা পূষা ভূমির্নিশাকরঃ। এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ। নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্ব্বদেবময়োনৃপঃ। এতৎ জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা। ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বোদ্বিজাঃ। ঋষয় উচুঃ। দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ মাধর্ম্মোযাতু সংক্ষয়ং। পরাশরউবাচ। ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি সবেণঃ পরমর্ষিভিঃ। যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ। ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ। হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যুচুস্তে পরস্পরং। যোযজ্ঞপুরুষং দেবমনাদিনিধনং প্রভুং। বিনিন্দত্যধমাচারো নসযোগ্যোভুবঃ পতিঃ। ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তে কুশৈর্মুনিগণানৃপং। নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা। ততশ্চ মুনয়োরেণুং দদৃশুঃ সর্ব্বতোদ্বিজ। কিমেতদিতিচাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা। আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে রাষ্ট্রে তু লোকৈরারব্ধং পরস্বাদানমাতুরৈঃ। তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ। সুমহান্ দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাং। ততঃ সংমন্ত্র্যতে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ। মমন্থুরূরুং পুত্রার্থং অনপত্যস্য যত্নতঃ। মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল। দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ। কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ। নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ। ততস্তৎসম্ভবাজাতাবিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ। নিষাদামুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ। তেন দ্বারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ। নিষাদাস্তে ততোজাতা বেণকল্মষনাশনাঃ। ততোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ। মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্। ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণ।

হইল। কিন্তু তাঁহারা যদি দুর্ব্বল হইতেন, তাঁহাদিগকে নিরুপায় ও মৃতকল্প হইয়া বেণ রাজার সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বেণ তাহাদিগের সমক্ষে যে কোন অন্যায় কার্য্য করুন, তাঁহারা জড় পদার্থের ন্যায় শুষ্ক স্থাণুর ন্যায় তাহা দর্শন করিতেন, দুই ঠোট এক করিতে পারিতেন না। অভিশাপ দিন, গালি দিন, মনে মনে দিতেন, ফুটিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস হইত না।

ভারতীয় ঋষিগণ বিষয়নিস্পৃহ। তাঁহারা সাধারণকে বেণ রাজার অত্যাচারপীড়িত দেখিয়া তদ্দুখে দুঃখিত হইয়াছিলেন। বেণ রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলেই তাঁহাদিগের সে দুঃখের শান্তি হইল এবং বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু মন্থনজাত পৃথুরাজকে সুরাজা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রজারা যে পুনরায় অত্যাচারনিপীড়িত হইবে, তাঁহাদিগের সে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা রহিল না। তাঁহারা স্থির চিত্তে পুনরায় ধ্যান ধারণায় অভিনিষ্ট হইলেন। কিন্তু ইউরোপের ঘটনা এরূপ নয়। তত্রত্য প্রধান লোকেরা ঋষি প্রকৃতির লোক নহেন। তাঁহারা ঘোর বিষয়ী। অত্যাচারী রাজার অত্যাচার নিবারণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের ও সাধারণ্যে প্রজাগণের অধিকার ও স্বত্ব বুঝিয়া লইয়া তবে রাজাকে ছাড়িয়াছেন। প্রথমে পাঠক ইংলণ্ডেরই ইতিহাস দেখুন। আজ কাল ইংলণ্ড আমাদিগের পাল্‌টিঘর হইয়াছে বলিলে হয়। অতএব অগ্রে তাহারই ইতিহাস দেখা কর্ত্তব্য। জন নামে ইংলণ্ডের যে রাজা হন, তিনি প্রজাদিগের কোন প্রকার স্বত্ব স্বীকার করিতেন না। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। তিনি যে প্রতিনিধীভূত হইয়া প্রজার রক্ষকতা কার্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ভ্রমেও একবার এ কথা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তাঁহারই রাজ্য প্রজারা তাঁহার ভোগের সাধন মাত্র তাঁহার এই সংস্কার ছিল। তিনি যে ইচ্ছা করিবেন, প্রজাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তিনি যে আজ্ঞা করিবেন, প্রজাদিগকে অবিসম্বাদে তাহা পালন করিতে হইবে। তাহাতে তাহাদিগের স্বার্থহানি হউক, আর ধনমান যাউক, রাজার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি বেণ রাজার ন্যায় স্বভাবতঃ অসৎ ছিলেন। তাঁহার নিকটে মান্য ব্যক্তির মান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম ছিল না। জন কেবল যে স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন এরূপ নয়, ও দিকে আবার বিষম ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা

তাঁহার উপরে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোমালিন্য জন্মিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের তৎকৃত অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা হইল। রাজা ইতিপূর্ব্বে পোপের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। পোপ স্বেচ্ছানুসারে ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিতেন। জন রাজার সময়ে কাণ্টেরবরির আর্চ্চবিশপের পদ খালি হয়। পোপ ষ্টিফেন ল্যাঙটন নামে এক জন ইংরাজকে তৎপদে মনোনীত করেন। কিন্তু জন তাহাতে সম্মত হন না। পোপ ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই প্রকার অভিমান ছিল যে তিনি যাহাকে যে রাজ্য দান করিবেন, তিনি সেই রাজ্য পাইবেন। তিনি কুপিত হইয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন ভূপতি ফিলিপকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট প্রদান করিলেন। ফিলিপ সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চলিলেন। মহাভীরু জন এই সকল কাণ্ড দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং দীন ও কাপুরুষভাবে পোপের বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। পোপ দেখিলেন, তাঁহার দ্বিগুণ অভীষ্ট লাভ হইল। এক, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি কাণ্টরবরির আর্চ্চ বিশপের পদ পাইল। দ্বিতীয়, রাজ্যের বিনিয়োগ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতার সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। তিনি জন রাজাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিলেন। কাণ্টরবরির নূতন আর্চ্চ বিশপ পদাভিষিক্ত সেই ষ্টিফেন ল্যাঙটন এক্ষণে অগ্রণী হইয়া রাজার অত্যাচার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কাপুরুষ জন তাঁহাদিগকে উদ্যতায়ুধ দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন, শেষে তাঁহাদিগের প্রার্থিত ও মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করিলেন। একটী সনন্দ প্রস্তুত হইল। ১২১৫ খ্রীঃ অব্দে রণিমিডি নামক স্থানে রাজা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ সনন্দ দ্বারা সাধারণ্যে প্রজার স্বত্ব নির্ণীত হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে রাজা রাজ্যের প্রধান লোক ও পুরোহিতদিগের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। জন রাজা স্বয়ং ও তাঁহার পূর্ব্ব রাজগণ প্রজার যে স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল এবং নূতন স্বত্বও সংস্থাপিত হইল। ইহাও স্থির হইল, রাজ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া রাজা হউন, আর অন্যে হউন কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার, কাহার অনিষ্ট সাধন কিম্বা কাহাকে কারাগৃহে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। দেশের সাধারণ কৌন্সিল সভার সম্মতি ব্যতিরেকে নূতন কর নির্দ্ধারিত হইবে না। এই সন-

সেই ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার ভিত্তি, পার্লিয়ামেণ্ট সভার পত্তনভূমি এবং বর্ত্তমান ইংরাজ শাসন প্রণালীর মূল স্বরূপ। এই সনন্দ রাজশক্তিকেও সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছিল। সনন্দে যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, রাজা তাহা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন না। যে রাজা সেই সনন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যা ইচ্ছা তাই করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারই সহিত প্রজাগণের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। যিনি দুর্ব্বুদ্ধি দোষে দুরাগ্রহ পরিত্যাগ না করিয়াছেন, তিনিই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন।

ইতিহাস সময়ে সময়ে আমাদিগের সমক্ষে যে সকল জঘন্য রাজাকে উপস্থিত করে, জন রাজা তাহাদিগের মূর্দ্ধন্য না হউন, সেই জঘন্য দলের এক জন প্রধান সন্দেহ নাই। তিনি অব্যবস্থিতের সংপূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করিলেন, সনন্দে স্বাক্ষর করিলেন, পরক্ষণে আবার তাহার ভঙ্গ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড সৌভাগ্যশালী। সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল।

তৃতীয় হেনরি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ১২১৬ খ্রীঃ অব্দ অবধি ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। উঁহার অধিকাংশ সময় উল্লিখিত সনন্দ লইয়া প্রজার সহিত তাঁহার বিবাদ চলিয়াছিল। এস্থলেও ইংলণ্ডের সৌভাগ্যশালিতার একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহার ভাগ্যগুণে হেনরি ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন না। তিনি অতি অসার ও অপদার্থ ছিলেন। অপদার্থ বলিয়াই প্রজারা তাঁহাকে স্বল্পায়াসে স্বাভিলষিত পথে আনয়ন করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। তিনি যদি পরাক্রমশালী প্রবল রাজা হইতেন, প্রজারা স্বচ্ছন্দে পূর্ণমনোরথ হইতে পারিত না। প্রজার আগ্রহের অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া তিনি পুনরায় সনন্দ প্রদান করিলেন এবং নিজের কার্য্য দ্বারাও উহার সফলতা সম্পাদন করিলেন। তিনি কখন স্বয়ং স্বমতে নূতন কর নির্দ্ধারণ করেন নাই। তাঁহার যখন টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি সাধারণ কৌন্সিল সভার মত করিয়া নূতন কর করিয়াছিলেন। তাহাঁর অধিকারেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা প্রকৃতরূপে গঠিত হইয়াছিল। তৎকালে এই নিয়ম হয়, সকল প্রকার প্রজার প্রতিনিধিগণ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তদবধি পার্লিয়ামেণ্ট সভা তিন অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম, রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ। দ্বিতীয়, প্রধান

পুরোহিত ও লার্ডগণ। তৃতীয়, সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিগণ। প্রত্যেক প্রধান নগর ও জিলা দুই জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে লইয়াই কমন্স সভা। এক্ষণে ঐ কমন্স সভায় ৬৫০ প্রতিনিধি সভ্য আছেন। উল্লিখিত সনন্দ অনুসারে রাজা পার্লিয়ামেণ্ট সভার মত ব্যতিরেকে নূতন আইন ও নূতন কর নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, কিন্তু স্ব ইচ্ছায় সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারেন। শেষোক্ত বিধিটী দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভে গোমূত্রবিন্দুর ন্যায় হইয়াছে। প্রজারা অতি সাবধান হইয়া রাজশক্তির সঙ্কোচ করিয়া আনিবার যে এত চেষ্টা পাইয়াছে, সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে রাজার এক স্বাধীনতা থাকাতে সে সমুদয় বিফল হইয়াছে। তাহারা বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে নাই। রাজা মনে করিলে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। রাজা স্বেচ্ছামত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। টাকার অনটন হইল, সভ্যগণকে জানাইলেন। তখন তাঁহাদিগকে নিরুপায় হইয়া টাকা দিতে হইল। যদি টাকা না দেন, আর যুদ্ধে পরাজয় হয়, সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। এখন ইংলণ্ড অত্যুন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। এখন এই অনিষ্টকর দোষের সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডীয় রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতা ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার তাহার সঙ্কোচ চেষ্টা নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তৃতীয় হেনরির রাজত্বকালে তাহার নিষ্পত্তি হইল, বিরোধানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল, পাঠক যেন এরূপ মনে করেন না। হেনরির পরবর্ত্তী রাজগণের সহিতও সময়ে সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, রাজ্যের অলঙ্কারভূত অনেক প্রধান ও ভাল লোক ঐ অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, শোণিত নদী বাহিত হইয়াছে, যুদ্ধে যে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সে সমুদায় ঘটিয়াছে; অবশেষে প্রথম চারল্‌স অলিবর ক্রমওয়েলের চক্রে পড়িয়া ঘাতকের হস্তে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করুন, ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। প্রথম চারল্‌স যদি স্বেচ্ছাচারী না হইতেন; তিনি যদি প্রজাগণের অনভিমত আচরণ না করিতেন, কখন তাঁহার কলঙ্ককর শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না।

যে রোম ইংলণ্ডের আদর্শ, যাহাকে ইংলণ্ডের গুরু বলিলেও হয়, সেই

রোমেই রাজশক্তি ও রাজশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষমতার সঙ্কোচ নিমিত্ত কি ঘোরতর তুমুল কাণ্ড না হইয়াছে? টারকুইনস সুপর্ব্বস যখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার পুত্র সেক্সটস যখন লুক্রিসিয়ার সতীত্বরত্ন হরণ করিল, তখন রোমকদিগের রাজভক্তিরূপ দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারা উদ্দাম-দ্বিরদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিচরণ আরম্ভ করিল, দাবানলের ন্যায় রাজ-কুলের সহিত রাজশক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। টারকুইনস সপরিবারে দূরীভূত হইলেন। রোমে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইল। তন্ত্রের সাধারণ বিশেষণ দেওয়া হইল বটে কিন্তু বাস্তবিক প্রভুশক্তি কতকগুলি প্রধান লোকের হস্তগত হইল। প্রভুশক্তির এমনি মাদকতা শক্তি আছে যে উহা যাহার হাতে যায়, তাহাকে মোহিত করিয়া তুলে। যাঁহারা টারকুইনস সুপর্ব্বসের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার প্রভুশক্তিমদে মত্ত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর যে একদল লোক ছিল, তাহাদিগের উপরে যার পর নাই অত্যাচার ও স্বৈরাচার আরম্ভ করি-লেন। দীর্ঘকাল উভয় দলে তুমুল বিবাদ চলিয়াছিল, শেষে শেষোক্ত দল প্রথমোক্ত দলের রাজবল খর্ব্ব করিয়া আনিল। প্রথমোক্ত দল যে সকল অত্যাচার করিতেছিল, তাহার অনেকগুলি অন্তর্হিত হইল। শেষোক্ত দল রাজ্যের প্রধান পদ লাভে বঞ্চিত ছিল, এখন সে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহারা ডিক্টেটর ও কন্সল প্রভৃতি উচ্চতম পদ লাভে অধিকারী হইয়া উঠিল। যাহা হউক, রোমের সাধারণতন্ত্রের সময়ের লোকেরা এমনি রাজশক্তির বিদ্বেষী হইয়াছিল যে জুলিয়স সীজার রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হত হইলেন। সীজার একজন সমরদক্ষ সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন উচ্চমনা রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁহার মৃত্যুতে রোমের সবিশেষ অনিষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রোমের যে প্রকার সত্বর শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটে, তিনি জীবিত থাকিলে সেরূপ ঘটিত না।

ফ্রান্সের লোকদিগকে এক প্রকার অদ্ভুত জীব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা সাধারণ্যে অন্য অন্য দেশের লোকের অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিসম্পন্ন। বাতরোগগ্রস্তের হিম বায়ুর ন্যায় রাজশক্তি বন্ধন কোনক্রমে তাহাদিগের সহ্য হয় না। রাজা যে সদা অত্যাচার করিয়া বেড়ান, এই

দিগের অভিমত হয় না বলিয়া তাহারা রাজার উপরে তুষ্ট নয়। আমরা উপরে বলিয়াছি, প্রজার অনভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠানও রাজার অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ধাতুর অত্যাচার নিবন্ধন ফ্রান্সে কয়েকবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি রাজশক্তি যাহার হস্তগত হয়, তাহাকে উন্মাদিত করিয়া তুলে। রবস্পিয়র সেণ্টজষ্ট প্রভৃতি এক অনিষ্ট নিবারণ করিতে যান, কিন্তু রাজশক্তি হস্তগত পাইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত করেন। যাঁহারা ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠ করুন। প্রাচীন গ্রীসেও এ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

পাঠক! আমরা উপরে যে ঘটনাগুলির বর্ণন করিলাম, ইহার কারণ কি? রাজগণের প্রজার অনভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অত্যাচারই কি তাহার কারণ নয়? রাজারা যদি আত্মবিস্মৃত না হন, তাঁহারা প্রজার প্রতিনিধি, প্রজার মঙ্গলার্থই রক্ষকরূপে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, এই জ্ঞান যদি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মনে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে প্রজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় না। তাঁহারা প্রজার মনোমত কার্য্য করিয়া আপনারাও সুখী হইতে পারেন, তাহাদিগকেও সুখী করিতে পারেন।

যাঁহারা জগন্মঙ্গলার্থ, জগতে শান্তি স্থাপনার্থ রাজাকে দেবতা (৫) বলিয়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারাও রাজা পাছে দুর্ব্বিনয়সম্পন্ন হইয়া জগতের অকল্যাণ সাধন করেন, এই শঙ্কায় রাজাকে বিনীত ও প্রজাবৎসল করিয়া তুলিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। মনু এই উপদেশ দিয়াছেন রাজা বেদজ্ঞ পবিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য সেবা করিবেন। বৃদ্ধসেবী রাজা রাক্ষসকর্ত্তৃকও পূজিত হন। অতএব রাজা স্বভাবতঃ বিনীত হইলেও ঐ সকল বৃদ্ধের নিকট হইতে বিনয় শিক্ষা করিবেন। বিনীতাত্মা ভূপতির কখন বিনাশ হয় না। অনেক রাজা পদস্থ হইয়াও অবিনয় হেতুক বিনষ্ট হইয়াছেন, আবার অনেক রাজা বনস্থ হইয়াও বিনয়ের গুণে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেণ নহুষ সুদাস যবন সুমুখ ও নিমি নামে রাজগণ অবিনয়ের দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন, আবার পৃথু ও মনু বিনয়

(৫) বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী প্রতিমাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।

গুণে রাজ্য পাইয়াছেন এবং ঐ বিনয়ের মাহাত্ম্যে কুবের ঐশ্বর্য্য ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (৬)। পাছে রাজা দুর্ব্বিনীত হন এই শঙ্কায় মনু রাজাকে অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, মৃগয়া ও দ্যূতক্রীড়াদি পরিত্যাগের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। বিস্তার ভয়ে আমরা সে গুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, পাঠক মূল গ্রন্থে দর্শন করিবেন। মনুর ন্যায় সাধু সদাশয় গ্রন্থকারমাত্রেই রাজাকে অবসরে এই প্রকার সদুপদেশ দানে বিরত হন নাই। বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে শুকনাসের উপদেশ ইহার একটী প্রধান প্রমাণ। বাণভট্ট শুকনাস মুখ দ্বারা চন্দ্রাপীড়কে যে সদুপদেশ দিয়াছেন, যিনি তাহা পাঠ করেন, তাঁহারই হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময় রসে একান্ত অভিভূত হয়। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি, পাঠক একবার কাদম্বরীর ঐ স্থানটী পাঠ করিবেন।

রাজা পাছে লোভার্ত্ত হইয়া প্রজার সাধ্যাতীত অত্যধিক কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপীড়ন করেন, এই আশঙ্কায় যে রীতিতে ও যে পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে হইবে, মনু তাহারও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন কর্ম্মকর্ত্তা যাহাতে নিজ পরিশ্রমের ফলভোগী এবং রাজা রক্ষাকার্য্যের ফলভোগী হন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা রাজ্যে সতত কর কল্পনা করিবেন। জলৌকা বৎস ও মধুকর যেমন অল্পে অল্পে শোণিত দুগ্ধ ও মধু পান করে, তেমনি রাজা অল্প অল্প বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই প্রজার যাহাতে কষ্ট না হয়, এইরূপে রাজা কর গ্রহণ করিবেন। সে করের পরিমাণও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনু বলিতেছেন পশু

(৬) বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে। ৩৮।
তেভ্যোঽধিগচ্ছেৎ বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মাহি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ। ৩৯।
বহবোঽবিনয়ান্নষ্টারাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থাঅপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। ৪০।
বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসোযবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেবচ। ৪১।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চ গাধিজঃ। ৪২।

ও হিরণ্যের পঞ্চাশৎভাগ এবং ধান্যের অষ্টম ষষ্ঠ কিম্বা দ্বাদশ ভাগ (৭)। ধান্যের অবস্থা ভেদে পরিমাণ বিকল্প, কিন্তু রাজা যদি লোভবশতঃ ইহার অধিক গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই পাপী হইবেন। ষষ্ঠাংশ গ্রহণেরই সচরাচর প্রথা ছিল। কালিদাস শকুন্তলায় লিখিয়াছেন "ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্মএষঃ"। কিন্তু বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় এই, এই সকল মহার্থ উপদেশ সত্ত্বেও রাজারা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবার, প্রজাপীড়ন করিবার এবং ছলে বলে কৌশলে অত্যধিক কর গ্রহণ করিবার চেষ্টায় বিরত হন না। শ্রীদ্বারকাথ বিদ্যাভূষণ।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড ও বিবিধ রামায়ণ।

ভারতবর্ষীয় সুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে যতগুলি মহাকাব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। (১)। পণ্ডিতগণ যে গুণগুলিকে মহাকাব্যের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রামায়ণে তাহার যথেষ্ট সমাবেশ আছে। সাহিত্য দর্পণকার রামায়ণ প্রণেতার গভীর গবেষণা, শব্দচাতুরী, অমিত প্রতিভা এবং অনন্য সাধারণ কবিত্ব শক্তি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতই আলোচনা করিয়াছেন, ততই প্রভূত পুলকে ও বিস্ময়ে অবশচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাচীন কালের বাগ্মী ও মনীষিগণ এবং কুট সমালোচকদিগের অনেকেই রামায়ণ সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করিতে সাধ্যসত্ত্বে ত্রুটি করেন নাই। অনেকে ইহার এক একটী অধ্যায় লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত ভিন্ন

---

(৭) যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং।
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে সততং কল্পয়েৎ করান্। ১২৮ §
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পোগ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥
পঞ্চাশৎ ভাগ আদেয়োরাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশএব বা। ১৩০॥ ১৩০॥

(১) কেহ কেহ রামায়ণকে প্রাচীন না বলিয়া মহাভারতকে প্রাচীন বলিতে চাহেন। মহাভারত যে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, ইহার বিশেষ প্রমাণ জন্য "ভারতীয় প্রস্তাবলী" ১ম খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠা দেখুন। এবং Vide Colonel Rayne's "Discourses on the progress of oriental literature" No, IV. PP 34—42.

ভারতের আর কোন মহাকাব্যই ইহার তুল্য বা ইহার অপেক্ষা প্রধান হইতে পারে না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি সমরনীতি, কি বর্ণনা, কি রচনা, কি গুণ, কি রীতি, কি অলঙ্কারসন্নিবেশ সমুদায় বিষয়ই এই প্রাচীনতম মনোহর গ্রন্থে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। রামায়ণ যে কেমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা পাঠ করিয়া সভ্যতম ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়াবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রণেতাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং স্ব স্ব ভাষায় ইহার অনুবাদ না করিয়া স্থির হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় সমাজ যখনই রামায়ণের কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই এতৎপ্রণেতাকে অসংখ্য প্রশংসাবাদ প্রদানে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন নাই।

রামায়ণের রচনা অতিশয় মধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী। এই করুণ রস প্রধান কাব্যে রঘুবংশের বিবরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য অসংখ্য ঘটনা, কৃষি বাণিজ্য শিল্প ধর্ম্মোপদেশ সমাজনীতি সমরনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় অতীব পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কাপ্তেন ট্রটার স্বপ্রণীত ভারতেতিহাসের এক স্থলে বলিয়াছেন "হিন্দুদিগের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ গ্রন্থের প্রত্যেক স্থলই মধুর ও পবিত্র ঈশ্বর-চিন্তা-তত্ত্বে পরিপূরিত রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই প্রত্যেক সদ্গুণের পরা কাষ্ঠা সৎ দৃষ্টান্ত সহ প্রদর্শিত রহিয়াছে, এবং পিতৃ মাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্য প্রণয়, পবিত্রতা, অনুরাগিতা, আত্মবিসর্জ্জন, ক্ষমা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা, অসমসাহসিকতা, গার্হস্থ্যমহিমা, রাজভক্তি, প্রজানুরাগিতা, সামাজিক সৌহার্দ্দ, মানববুদ্ধিজাত কৌশল এবং অনন্ত ক্ষমতাশালী অনন্তকায় ঈশ্বরের অসংখ্য প্রকার মহিমা ও কীর্ত্তি-গৌরব, এ সকলের ওজস্বিনী বর্ণনা দ্বারা রামায়ণ যেন বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। (২)।" আর একজন

(২) "Ramayan, the oldest poem of the Hindoos, teems, with tender and Holy thoughts, glows all over with ex amples of every virtue; is crowned with pictures of fatherly and fraternal love, of filial submission, of wifely purity, faithfullness, self surrender, of manly tenderness, courage, firmness, long-suffering, of sexual love free from all earthlier taint, of far-famed allegiance as well as of condecension towards subject, of

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা বলিয়াছেন—" আমাদিগের বীররসপ্রধান মহাকাব্য রামায়ণ আমাদিগের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষদিগের সাধুতার চিরস্মরণীয় স্তম্ভ স্বরূপ। রাম কি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা আর কোথায় আমরা মহান্ লোক দেখিতে পাইব? রামায়ণে যে সকল সৎশিক্ষা ও সাধুভাব নিহিত আছে, তাহা কি আর কোথাও পাওয়া যায়? রামায়ণ-বর্ণিত সাধ্বী রমণীগণের পবিত্রতা, সরলতা, সহানুভূতি, পিতৃভক্তি, আত্মসংস্কার, পরোপকার জন্য আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি পাঠ করিলে নিতান্ত মূর্খ পাঠকেরও মনে একটী অত্যুজ্জ্বল পবিত্র ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। মহর্ষি বাল্মীকির ওজস্বিনী ও প্রাঞ্জল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদিগের মহত্বের কথা যখন মনে হয়, তখন কোন্ সহৃদয় হিন্দুর মন আর্য্যগৌরবে পরিপুষ্ট না হয়? আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহ লইয়া আলোচনা করিবার সময় যখন পূর্ব্বতন সভ্যতা, সৌভাগ্য ও উন্নতির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কোন্ হিন্দুর মন স্বদেশ গৌরবে আত্মগৌরব জ্ঞান করিয়া নৃত্য করিয়া না উঠে?" (৩)। ফলতঃ, মনোহর সাহিত্য তরুর কবিতা শাখায় উপবেশন

domestic harmoney, social well being, of unaffected pleasure in the beautifull things of earth and air and human handiwork."——Vide Captain Trotter's History of India.

(৩) "Our great epic poem—the Ramayana—is a monument of the moral worth of our ancestors. Where shall we find a nobler characters than that of a Rama or of a Judistir? Where shall we find sublimer precepts of morality, than those taught in the Ramayan? The solemnity of pledges the great duty of filial obedience, the absolute necessity of self-sacrifice in the discharge of solemn obligations, the supreme virtue of chastity, the sacredness of truth, the heinousness of perjury, are all enforced with a degree of eloquence, of pathos, of sincerity, of depth of conviction, as can not fail to leave an impression on the mind of even the most careless reader of the Ramayan. × + + + I ask, what Hindoo is there, who does not feel himself a nobler being, altogether, as he recalls to mind the proud list of his illustrious couutrymen, graced by the immortal Valmikee? I ask, what Hindoo is there, whose patriotism is not stimulated, whose self-respect is not increased, as he contemplates the past history of his

করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি বাসন্তীয় কোকিলের ন্যায় 'রাম রাম' স্বরে যে অপূর্ব্ব তানলয়বিমিশ্রিত মনোহর গান গাইয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ——সমুদায় সাহিত্য জগৎ—তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে। আজি পর্য্যন্তও এ দেশের সামান্য কৃষক সন্তান, ও বিপণিকার পর্য্যন্ত ইহা বৃক্ষতলে, পর্ণকুটীরে, প্রকাশ্য পথ প্রান্তে, প্রান্তরে, বিপণি মধ্যে একটু অবকাশ পাইলেই অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া থাকে এবং ভাবে এমনই বিগলিত হইয়া যায় যে, চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে থাকে। কোন কোন প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার সম্বন্ধে এতদূর সংস্কারবদ্ধ যে পাঠ করিবার সময় অবিশুদ্ধ স্বর সংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্টশক্তি মনে করেন। ফলতঃ, ইহা এমনই এক অদ্ভুত পদার্থ যে, ইহার দোহাই দিয়া ভারতবর্ষে কতশত অনাথ দরিদ্র আজি পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সমগ্র পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। জর্ম্মনীতে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাম সীতা নাম উচ্চারণ করে এবং প্রতিদিনই জনকদুহিতার অমানুষী সুশীলতা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। (৪)।

কতদিন হইল মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনারূপ অপূর্ব্ব লীলা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কতদিন হইল তিনি ভারতীয় সাহিত্য সমাজকে রামনাম সুধা পান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তাহার সহজে মীমাংসা হয় না। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় তমোময় পুরাবৃত্ত আমাদিগকে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় না, এবং আধুনিক ইতিবৃত্ত সমূহও এতদূর অসত্য কল্পনা দ্বারা অতিরঞ্জিত বিকৃত ও বিভূষিত হইয়াছে যে, ঋষিসত্তম বাল্মীকির জীবনী সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কোন সার কথা বলিতে সাহস হয় না। যাহা হউক, অদ্য আমরা বাল্মীকির জীবনী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মূল রামায়ণ পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ও তৎসম্বলিত অন্যান্য বিবিধ সারগর্ভ তত্ত্বেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

---

country ? Far ours was a most glorious part."——An address on the study of Indian History. P. 14 and 20.

(৪) Vide a letter from Mr, Nisi Kanta Chatterjee from Germany to the Editor of the East. (East. August 1877.

তাঁহারই পদছায়া অনুসরণ করিয়া অন্যান্য যে সকল রামায়ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমালোচনা, তদন্তর্গত কৌতূহলকর রহস্যের উদ্ভেদ, তৎসম্বন্ধে মতাবলীর ঔচিত্যানৌচিত্যের নির্ব্বাচন ও প্রমাণ সহকারে তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সৎ যুক্তি প্রদর্শন ও মীমাংসা করাই আমাদের এই প্রস্তাব অবতারণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পঞ্চাশৎ সর্গ এবং সাতটী কাণ্ড আছে। এ কথা তাঁহার প্রণীত রামায়ণের এক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা——

" প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥ ১
চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা স্বর্গশতান পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরং ॥ ২ ॥

বালকাণ্ড। ৪ র্থ সর্গ।

এই সাতটী কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। এই শেষ কাণ্ডটী (অর্থাৎ উত্তরকাণ্ডটী) রামায়ণের উপসংহার ভাগ বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ " রামায়ণ-পরিশিষ্ট " কেহ কেহ বা " শেষরামায়ণ " বা " উত্তর রামায়ণ " বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গর্ভবতী সীতার বনে পরিত্যাগ বৃত্তান্তই উত্তরকাণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য। জানকী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাঁহার কাতরতা, গঙ্গা প্রবাহে দেহ সমর্পণ, তন্মধ্যে অত্যদ্ভুত যমজ সন্তান প্রসব, গঙ্গা ও পৃথিবী কর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, সীতার পাতাল প্রবেশ, তৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, দশানন প্রভৃতির শক্তি, সাহস, বীরত্ব, চরিত্র প্রভৃতির বর্ণন, লঙ্কাপুরীর নির্ম্মাণ কৌশল, রাক্ষস জাতির সমরসাধনা প্রভৃতি বিষয় উত্তর রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। ইহার রচনা কিরূপ, তাহা পাঠকগণের গোচর করিবার নিমিত্ত কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা——

লোকাপবাদোবলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্ পাপেত্যভিজানতা ॥

পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ॥

× × + × ×

তমাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং॥

× × × ×

অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপঃ॥
কেচিদ্বনে দুঃসংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥

অনেকে এই উত্তর রামায়ণ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা বাল্মীকিপ্রণীত নহে। অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্রালোচক পণ্ডিত উত্তর রামায়ণকে মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। (৫)। ইউরোপস্থ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এ কথা বলেন, তাহার সমুদায়াংশ সার না হউক আমি তাঁহাদের সহিত অবশ্যই এক মত হইয়া বলিতেছি,—উত্তরকাণ্ড কখনই ঋষিবর বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নহে। আমার এ অনুমান যে সত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, প্রস্তাব দৈর্ঘ্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া আমি কেবল ছয়টী যুক্তি দ্বারা স্বমত সমর্থনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(প্রথমতঃ) উত্তর রামায়ণ ও মূল রামায়ণ এ উভয়ের রচনাপ্রণালী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই মনোমধ্যে একটী গভীর ও গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নটী এই—'এ উভয় গ্রন্থের মধ্যে এত রচনাগত বিভিন্নতা কেন?" প্রাচীন বঙ্গের জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনায় যে প্রভেদ

(৫) "ভারতীয় গ্রন্থাবলী।" ১ম খণ্ড। ৭৬ পৃষ্ঠার টীকা। এবং Vide "an essay on the religious sects of the Hindoos as stated in the Ramayana" P. 62 By R. N. Dutta.

এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় যে প্রভেদ, উত্তর ও মুল রামায়ণের রচনায় ঠিক সেইরূপ প্রভেদ। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্ন রাঘবের ভাব যেরূপ বিভিন্ন, উত্তর ও মূল রামায়ণের ভাবও তদ্রূপ বিভিন্ন। এক লেখনীপ্রসূত হইলে এরূপ অসাধারণ বৈলক্ষণ্য কখনই লক্ষিত হইত না। ন্যায়নির্ব্বূঢ় মতির কঠোর লেখনী হইতে সুললিত কাব্য বিনির্গত হওয়া যেমন নিতান্ত অসম্ভাবিত, সেইরূপ কবিরব বাল্মীকির সুধাময়ী লেখনী হইতে উত্তরকাণ্ড বিনিঃসৃত হওয়া অসম্ভাবিত।

উত্তর রামায়ণকার বহিঃ প্রকৃতির কবি, কিন্তু মূল রামায়ণকার অন্তঃ প্রকৃতির কবি। মহর্ষি বাল্মীকি অন্তঃ প্রকৃতির বর্ণনায় অসাধারণ পারদর্শিতা ও অন্তঃ প্রকৃতির মহত্ত্ব ও নীচত্বের বর্ণনায় ক্ষমতার পরা কষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু বহিঃ প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি অপটু ছিলেন না। উভয় প্রকৃতির বর্ণনাতেই তিনি সমধিক ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই পাঠক বুঝিয়া লউন, উভয় গ্রন্থের কত প্রভেদ। উত্তর রামায়ণের অনেক স্থল খুলিয়া বীর রসের পরিবর্ত্তে করুণ রস, পবিত্র ঈশ্বর প্রীতির পরিবর্ত্তে বাল্য প্রেম, সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা, কোমলতার পরিবর্ত্তে কঠিনতা, এবং দয়াময় ঈশ্বরের অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের সহিত সাধারণ মনুষ্য জাতির কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের সংযোজনা দেখান যাইতে পারে। সকল অধ্যায়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সর্ব্বত্রই যেন স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর কবির উচ্চ ভাবের অভাব রহিয়াছে ;—যেখানে বীররসের সমাবেশ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই খানেই কবি যেন অতি কষ্টে সে রসের সমন্বয় করিয়াছেন। এমন কি অনেক স্থলে তিনি উপহাসাস্পদ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। মূল রামায়ণের ছয়টী কাণ্ডের বর্ণনা ও ভাব সকল যেমন স্বাভাবিক এবং উচ্চ শ্রেণীর, একাণ্ডটীতে তাহার কিছুই নাই। সরল প্রেমিক মুক্তকণ্ঠ বালকদিগের মানসিক ভাব যেমন নির্ম্মল ও তাহাদের মুখের কথাগুলি যেমন মিষ্ট এবং সহজ ভাবে অক্লিষ্টরূপে বহির্গত হয়, মূল রামায়ণে ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, কিন্তু উত্তরকাণ্ডের প্রণেতা ইহার অনুকরণ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ ও অকৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। আমার এ অনুমান হয়ত অনেকের নিকট প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে, কিন্তু অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (৬)।

(৬) এতদ্বিষয়ে সবিস্তারে Griffith's Ramayan, Vol. I. Intro. P. XXIII to

(দ্বিতীয়তঃ) অনেকেই উত্তরকাণ্ডকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। এই জন্য ইহা 'উত্তর রামায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার। ২৩৯০০ টীকা আছে। যে গ্রন্থের এত টীকা, সে গ্রন্থ যে সহজ নয়, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। বাল্মীকির সারল্যময়ী লেখনী প্রসূত হইলে কখনই এত টীকার প্রয়োজন হইত না।

(তৃতীয়তঃ) বালকাণ্ডের ৪ র্থ সর্গের একটী শ্লোকার্দ্ধ পাঠে জানা যায় যে, পঞ্চশত সর্গ, ছয়টী কাণ্ড এবং তথা "উত্তরকাণ্ড" রামায়ণে গ্রথিত হইয়াছে। যথা—*

"তথা স্বর্গ শতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরং॥"

এই শ্লোকার্দ্ধের 'তথা' শব্দে এবং 'তথোত্তরং' শব্দে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মে। কেন তিনি ত একেবারে "সপ্ত কাণ্ডানি" লিখিতে পারিতেন? একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার পরে আর একটী দ্রব্য নির্ম্মিত হইলেই লোকে "তথা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বোধ হয় অপর কোন ব্যক্তি উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া মূল শ্লোক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "তথা" শব্দের সংযোজনা করিয়া থাকিবে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেকবার ধরা পড়িয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক বোনাম সাহেব, কয়েকবার এইরূপ জাল শ্লোক ধরিয়াছিলেন (৭)।

(চতুর্থতঃ) অনেকে আবার ইহাকে আদৌ কাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ

XXV দেখ——"There is every reason to believe that the seventh book is a latter addition" নূতন সংযোজন সম্বন্ধে "Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fullness like the free song of a child, &cc." Westminister Review, Vol. I.

* গোরিসিও উত্তরকাণ্ড পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—" + + + This is mere a latter addition, and distantly connected with the other six books."—Gorrisis.

(৭) "Extracts from the reports of the examiners of Fort William College." Edited by M. Twiss with remarks. London edition. Vol. II. P. 31-36. আর্য্যচরিত প্রথম ভাগ। ১০ পৃষ্ঠার টীকা। এবং ভারতীয় প্রস্থাবলী ১ ম খণ্ড, ৭৬ ও ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

করিতে ইচ্ছা করেন না। সাহিত্য দর্পণকার "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য এই লক্ষণ করিয়াছেন। রচনাই রসজ্ঞানের প্রধান উপকরণ। যে রচনায় পাঠকের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দেয়, যে রচনায় পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং হৃদয়ের আভ্যন্তর অন্ত্র পর্য্যন্ত তরে তরে তালে তালে নাচিয়া উঠে, সে রচনা উত্তর রামায়ণে নাই। এক লেখনী-প্রসূত হইলে এ প্রকার রচনার কখনই অভাব ঘটিত না। যিনি এক স্থলে লোককে সুধা পান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি এক স্থলে বীরত্বের অপরূপ ভীষণ অথচ মোহনমূর্ত্তি দেখাইয়া পাঠককে কাঁপাইয়া দিয়াছেন, আর এক স্থলে তিনি যে সে সুধার নাম পর্য্যন্তও জানিলেন না, এ কথা শুনিলে কাহার মনে বিস্ময় ও সন্দেহের উদয় না হয়?

(পঞ্চমতঃ) কেহ কেহ বলেন উত্তর রামায়ণ নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর রাম চরিতের চতুর্থ অঙ্কে লব-জনকসংবাদে আছে।

লবঃ—নায়ং কথাপ্রবিভাগোঽস্মাভিরন্যেন বা শ্রুতপূর্ব্বঃ।

জনকঃ—কিং ন প্রণীতঃ কবিনা?

লবঃ—স কিল ভগবান্ তমপ্সরোভিঃ প্রয়োজয়িষ্যতীতি॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—রামায়ণের শেষভাগ বাল্মীকি নাটকাকারে লিখিয়া অভিনয় করিবার জন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির নিকট প্রেরণ করেন ইত্যাদি। এ কথা কতদূর সঙ্গত দেখা আবশ্যক। মূল উত্তর রামায়ণ আমরা পাঠ করিয়াছি এবং তাহার মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের নিকট আছে। কিন্তু ইহা নাটকাকারে যে প্রণীত তাহা কিছুতেই জানা গেল না। ইহার কোন অংশই নাটকাকারে গ্রথিত হয় নাই। প্রত্যুত কোন এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিত দৃষ্ট হইল,—

(ক) তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।

(খ) "অপূর্ব্বং পাঠ্যজাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।

(ক) টীকা। গাথকানাং গানসিদ্ধয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম।

(খ) টীকা। পাঠ্য জাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়জাদিস্বররূপাম। গেয়েন গান ধর্ম্মেণ স্বর বিশেষণ সমলঙ্কৃতাং। প্রমাণৈর্ধ্ব নিপরিচ্ছেদসাধনৈর্দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাবৃত্তিভি র্বহু প্রকারাভি র্ব দ্ধিতাম॥

প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্। *

এতৎপাঠে জানা যায় যে, ভরতমুনি স্বরসংযোজনা করিয়া উত্তর কাণ্ড খানি নাটকাকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ইহা ও উত্তর চরিতের উদ্ধৃত অংশটুকু দেখিয়া অনেকেই উত্তরকাণ্ডকে ভরতমুনি প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটী আশ্চর্য্য রহস্য আছে, এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভেদ কেহই করেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, বাল্মীকি উত্তর রামায়ণের আদৌ প্রণেতা নহেন, ইহা তাঁহার লেখনী প্রসূত নহে। অপর কোন ব্যক্তি ইহার প্রণয়ন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির নামেই তাহার প্রচার করিয়াছেন, নাট্যকার ভারতমুনি তাহাই লইয়া নাটকরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাহাই অভিনীত হয়। সেই রামায়ণখানিই উত্তর রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। ইহার সুচতুর গ্রন্থকার আপনার নামে গ্রন্থ প্রচার না করিয়া বাল্মীকির বলিয়াই ঘোষণা করেন এবং ‘ কাণ্ড ’ এই সংজ্ঞা সংযোজিত করিয়া, ছয় কাণ্ড রামায়ণের সহিত একত্রিত করিয়া দেন। বিশেষতঃ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত ছয় কাণ্ড রামায়ণের শেষাংশ পাঠ করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি তাঁহার লিখিতব্য সমুদায় বিষয়ই একবারে লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। রামকে সীতাসহ বন হইতে আনাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন, কৌশল্যার আদরের ধনকে কৌশল্যার ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার চির দুঃখ মোচন করিলেন, এবং রাম ও জানকীর চিরস্পৃহণীয় মিলন সম্পাদন করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেন। তাহার পর যে তিনি উত্তর কাণ্ডের অবতারণা করিয়া বিষম শোচনীয় কাণ্ড ঘটাইবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। কাজেই তাঁহার গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না। বাণভট্টের হর্ষচরিত পাঠ করিয়াও অনেকে এইরূপ অসম্পূর্ণতা দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা মহান ভ্রম। (৮)॥—আমরা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের প্রকাশিত নাট্যকার ভরতমুনির উত্তর রামায়ণ নাটক দর্শন করিয়াছি। তাহাতে ৩৪১ অঙ্ক ১২৮ গর্ভাঙ্ক, এবং ১৪১ টী গীত পরিদৃষ্ট হয়। এখানিকে “ উত্তর মহানাটক ” নামে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত হয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উত্তর রামায়ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পূর্ব্ব ও উত্তর দুইখানি রামায়ণ দুই জনের প্রণীত। এক্ষণকার প্রচলিত উত্তর রামায়ণ এবং

(৮) ভারতীয় গ্রন্থাবলী. ১ মখণ্ড। ৬৮ পৃষ্ঠা।

নাটকাকারে নিবদ্ধ উত্তর রামায়ণ এ দুখানি আবার স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

(ষষ্ঠতঃ) আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে দয়া ও ক্ষমা ঔদার্য্য প্রভৃতি অত্যুদার গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক সময়ে একটী ক্রৌঞ্চীর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তিনি যে আর এক স্থলে অবর্ণনীয় অহৃদয়তা প্রকাশ করিবেন, এ কথা প্রাচীন আর্য্যদিগের পক্ষে সম্ভাবিত নহে এবং তাহা আর্য্য কবিদিগের পক্ষে কখনই শোভা পায় না। রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকি যেন দয়া ও ক্ষমাগুণের অবতার স্বরূপ হইয়াই ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পৃথিবীতে রাম নাম সার করিয়া রঘুকুলের হিতের জন্যই যেন জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর রামায়ণকার সেরূপ গুণশালী হওয়া দূরে থাকুক, কাব্য-প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া 'সতী সাধ্বী অবলা রমণী' জানকীকে চিরদুঃখিনী করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বিনা দোষে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিলেন, কতই না মর্ম্মভেদী বিলাপ করাইলেন, এবং একবারও সেই সরলহৃদয়া কোমলাঙ্গী অবলার ক্রন্দন ধ্বনিতে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন না। এরূপ নির্দ্দয় কবিকে কখনই বাল্মীকির পবিত্র হৈম সিংহাসনে বসিতে স্থান দেওয়া সঙ্গত হয় না। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ উক্ত হইল। মনুর মতে ব্রাহ্মণ সেই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তাঁহার সর্ব্ব প্রধান হইবার যে যে কারণ আছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

> ঊর্দ্ধং নাভের্ম্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> তস্মান্মেধ্যতমন্ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা। ৯২।

পুরুষ পবিত্র, পুরুষের নাভির উর্দ্ধ অধিকতর পবিত্র, মুখ তাহার অপেক্ষাও অধিক পবিত্র।

> উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
> সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতোব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ। ৯৩॥

মুখের অপর নাম উত্তমাঙ্গ। ব্রাহ্মণ সেই উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করি-

য়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদি অন্য অন্য বর্ণ জন্মিবার অগ্রে জন্মিয়াছেন, আর বেদের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানাদির দ্বারা বেদ ধারণ করিতেছেন, এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ এই সমুদয় জগতের প্রভু।

তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাৎ তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্যচ গুপ্তয়ে। ৯৪।

ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া দৈব পিত্র হব্য কব্য বহন ও জগতের রক্ষার নিমিত্ত আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যেরূপে হব্য কব্য বহন করেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকস্ততঃ। ৯৫।

শ্রাদ্ধাদি স্থলে যে ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কে আছে?

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ৯৬॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থজাতের মধ্যে যাহাদিগের প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ। কীটাদি প্রাণিগণের মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধিশালী পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি-জীবির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসোবিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ। ৯৭॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। বিদ্বানের মধ্যে যাঁহা-দিগের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি আছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। কৃত-বুদ্ধির মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তিরেকা বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহিধর্ম্মার্থমুৎপন্নোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৯৮॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণদেহে জন্ম মাত্র, তাহার মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি, কারণ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষের যোগ্য।

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে। ৯৯॥

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কারণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সকলের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যোনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি। ১০০॥

পৃথিবীগত যে কিছু ধন আছে, সে সমুদায়ই ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ জন্মগত শ্রেষ্ঠতানিবন্ধন সে সমুদায়েরই গ্রহণ যোগ্য।

স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বংবস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাৎ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতেহীতরে জনাঃ। ১০১॥

ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন, পরের বস্ত্র পরিধান এবং পরের ধন অপরকে দান করেন, সে ব্রাহ্মণেরই নিজের। ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহে অন্যে ভোজনাদি করিয়া থাকে।

তস্য কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবোমনুর্ধীমান্ ইদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ। ১০২॥

সেই ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের আনুপূর্ব্বিক কর্ম্মজ্ঞানার্থ ব্রহ্মার পৌত্র সর্ব্বজ্ঞ মনু এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্ নান্যেন কেনচিৎ। ১০৩॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং সম্যকরূপে শিষ্যদিগকে বলিবেন, ক্ষত্রিয়াদি অন্য কেহ শিষ্যের নিকটে এ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না।

ইদং শাস্ত্রমধীয়ানোব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
মনোবাগ্‌দেহজৈর্নিত্যং কর্ম্মদোষৈর্ন লিপ্যতে। ১০৪॥

ব্রাহ্মণ নিয়মপূর্ব্বক এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেহ মন ও বাক্যকৃত পাপে লিপ্ত হন না।

পুনাতি পংক্তিং বংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোঽপি সোঽর্হতি। ১০৫॥

এই শাস্ত্রের অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ ভোজনাদির নিমিত্ত যে পংক্তিতে উপবেশন করেন, সেই পংক্তিকে এবং পূর্ব্বাপর সাত পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ সকল ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব সৎপাত্র বলিয়া একাই ব্রাহ্মণ এই সমুদায় পৃথিবীর গ্রহণযোগ্য হন।

ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনং।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরং। ১০৬॥

এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে পরম মঙ্গল, বুদ্ধি যশ ও আয়ুর বৃদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয়। এ গুলি কেবল ফল শ্রুতি নয়। যুক্তি দ্বারাও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনুসংহিতা অধ্যয়ন করিলে নানা বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাতেই বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতৎ পাঠে পাণ্ডিত্য জন্মে, পণ্ডিত হইলেই যশ হয়। মানবশাস্ত্র প্রণীত নিয়মানুসারে যদি চলা যায়, যে সমস্ত শারীরিক অত্যাচারে আয়ু ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা থাকে না; প্রত্যুত, আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এতদ্‌গ্রন্থে মোক্ষের উপদেশ আছে। ইহার এই সকল পূজনীয় গুণ থাকাতে এতৎ পাঠে যে পরম মঙ্গল হয়, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

অস্মিন্‌ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তোগুণদোষৌ চ কর্ম্মণাং।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ। ১০৭॥

এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, কর্ম্মের গুণদোষ ও চতুর্ব্বর্ণের পারম্পর্য্যক্রমাগত আচারের কথা বলা হইয়াছে।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএবচ।
তস্মাদস্মিন্‌ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ দ্বিজঃ। ১০৮॥

আচার পরম ধর্ম্ম, শ্রুত্যুক্ত হউক আর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত হউক। অতএব আত্মহিতেচ্ছু ব্রাহ্মণ আচার বিষয়ে সতত যত্নবান হইবেন।

আচারাদ্বিচ্যুতোবিপ্রোন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্‌ ভবেৎ। ১০৯॥

ব্রাহ্মণ আচারচ্যুত হইলে বৈদিক ফললাভে সমর্থ হন না; আর আচারান্বিত হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

এবমাচারতোদৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়োগতিং।
সর্ব্বস্য তপসোমূলমাচারং জগৃহুঃ পরং। ১১০॥

আচার হইতে ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, ইহা দেখিয়া মুনিগণ সমুদায় তপস্যার (চান্দ্রায়ণাদির) মূল যে আচার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

মানব শাস্ত্রে যে যে বিষয় আছে, শিষ্যের সুখ বোধার্থ এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইতেছে।

জগতশ্চ সমুৎপত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ।

ব্রতচর্য্যোপচারঞ্চ স্নানস্য চ পরং বিধিং। ১১১ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, গুরুকুল বাসের পর সমাবর্ত্তন স্নান।

দারাধিগমনঞ্চৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণং

মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতং। ১১২ ॥

সমাবর্ত্তন স্নানের পর বিবাহ, ব্রাহ্মাদি ভেদে বিবাহের লক্ষণ, বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধবিধি।

বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ শৌচঞ্চ দ্রব্যানাং শুদ্ধিমেব চ। ১১৩ ॥

জীবনোপায় যে ঋতোঞ্ছাদি তাহার লক্ষণ, গৃহস্থের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, মরণাদিতে ব্রাহ্মণাদির দশাহাদি দ্বারা শৌচ ও জল দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধি।

স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।

রাজ্ঞশ্চ ধর্ম্মমখিলং কার্য্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ং। ১১৪ ॥

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, মোক্ষ, সন্ন্যাসধর্ম্ম, রাজার ধর্ম্ম, ঋণাদি নির্ণয়।

সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।

বিভাগধর্ম্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনং ॥ ১১৫।

সাক্ষিপ্রশ্ন বিষয়ে যে কর্ত্তব্য, স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্ম, ধনবিভাগ, দ্যূতক্রীড়া চৌরাদি উপদ্রবের নিবারণ।

বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবম্।

আপদ্ধর্ম্মঞ্চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা ॥ ১১৬।

বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম, অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে সঙ্করজাতির উৎপত্তি, আপৎকালে জীবিকার উপদেশ, আর প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

সংসারগমনঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্মসম্ভবং।

নিঃশ্রেয়সং কর্ম্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণং। ১১৭।

শুভাশুভ ত্রিবিধ কর্ম্মহেতুক দেহান্তর প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান, বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ দোষ পরীক্ষা।

দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।

পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ। ১১৮।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, পাষণ্ড(বেদবহির্ভূত) দিগের ধর্ম্ম ও বণিগাদির ধর্ম্ম, মনু এই সকল এই শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টোমনুর্ম্ময়া।
তথেদং যূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত। ১১৯।

ভৃগু কহিতেছেন, আমি মনুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ! আজ আপনারা আমার নিকট হইতে অবিকল সেইরূপ শুনুন।

প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

পাঠক অষ্টম খণ্ডে দেখিবেন, সাংখ্যসূত্রকার বাহ্য বিষয়ের ক্ষণিকতাবাদী কতকগুলি নাস্তিক মত তুলিয়া তাহা দূষিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি নাস্তিকেরা এ কথা বলে, অনাদি বিষয়বাসনায় জীবের দুঃখ বন্ধ হয়, সূত্রকার অষ্টাবিংশ সূত্র দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন, আত্মা অভ্যন্তরস্থ ও বিষয় বহিস্থ। ব্যবহিত এক পদার্থ দ্বারা অপর পদার্থের উপরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয় পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত না হইলে উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব হয় না। মঞ্জিষ্ঠার সহিত বস্ত্রের যখন সংযোগ হয়, তখনই বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে নাস্তিকেরা যদি এরূপ আপত্তি করে যে ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মারও বিষয় সন্নিকর্ষ হইয়া উপরক্ত ভাব হইয়া থাকে। সূত্রকার তৎখণ্ডনার্থ উনত্রিংশ সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন।

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা। ২৯। সূ।

দ্বয়োর্ব্বদ্ধমুক্তাত্মনোরেকস্মিন্ বিষয়দেশে লব্ধবিষয়োপরাগান্ন বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ। ভা।

আত্মার বিষয় সংযোগ স্বীকার করিলে দুঃখমুক্ত আত্মারও দুঃখবন্ধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। দুঃখমুক্ত ও দুঃখবদ্ধ উভয় আত্মারই এক বিষয় সংযোগ হইল, কিন্তু একের বন্ধ ও অপরের মোক্ষ এই উভয়বিধ ব্যবস্থা সঙ্গত হয় না।

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ। ৩০॥ সূ॥

নন্বেকদেশসম্বন্ধেন বিষয়সংযোগসাম্যেঽপি অদৃষ্টবশাদেবোপরাগনিয়মোস্ত ইতি চেদিত্যর্থঃ। ভা॥

যদি বল, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় আত্মার একদেশসম্বন্ধে বিষয়সংযোগসাম্য থাকিলেও অদৃষ্ট বশে একের বন্ধ অপরের মোক্ষ হয়। সূত্রকার একত্রিংশ সূত্রদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন।

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ৩১॥ সূ।

ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ দ্বয়োঃ কর্ত্তৃভোক্ত্রোরেককালাসত্ত্বেন নোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ন কর্ত্তৃনিষ্ঠাদৃষ্টেন ভোক্তৃনিষ্ঠোবিষয়োপরাগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভা॥

তোমরা বিষয়ের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক। তোমাদিগের মতে একের অদৃষ্টবলে অপরের বিষয়োপরাগ সম্ভাবিত নয়। যিনি শুভকর্ম্ম করিলেন, তাঁহার যে অদৃষ্ট হইল, তাহা দ্বিক্ষণস্থায়ী হইল না। সুতরাং তাঁহার অদৃষ্ট নিবন্ধন ভোক্তার কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা অদৃষ্টবশে বন্ধ মোক্ষের যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছ, তাহা ঘটিতেছে না।

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ। ৩২॥ সূ॥

নমু যথা পিতৃনিষ্ঠেন পুত্রকর্ম্মণা পুত্রস্যোপকারোভবতি তদ্বৎ ব্যধিকরণেন অদৃষ্টেন বিষয়োপরাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ভা॥

একের কর্ম্মদ্বারা অপরের যে উপকার হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথাঃ— পিতা পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন, পুত্রের উপকার হইল। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা ফলে ঘটিতেছে না।

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যোগর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে। ৩৩॥ সূ।

পুত্রেষ্ট্যাপি তন্মতে পুত্রস্যোপকারো ন ঘটতে হি যস্মাৎ তত্র তন্মতে গর্ভাধানমারভ্য জন্মপর্য্যন্তং স্থায়ী এক আত্মা নাস্তি যোজন্মোত্তরকালীনকর্ম্মাধিকারার্থং পুত্রেষ্ট্যা সংস্ক্রিয়েতেতি দৃষ্টান্তস্যাপ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু স্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ তত্রাপ্যদৃষ্টসামানাধিকরণ্যমেবাস্তি পুত্রেষ্ট্যা জনিতেন পুত্রোপাধিনিষ্ঠাদৃষ্টেনৈব পুত্রোপাধিদ্বারা পুত্রস্যোপকারাদিত্যস্মন্মতেঽপি ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ভা।

তোমরা ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক, তোমাদিগের মতে স্থির এক আত্মা নাই। গর্ভাধান অবধি জন্ম পর্য্যন্ত পুত্রের যদি স্থায়ী আত্মা না রহিল, পুত্রেষ্টি দ্বারা কাহার সংস্কার হইবে? অতএব উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে দৃষ্টান্ত সিদ্ধি হইতেছে না। পক্ষান্তরে সূত্রকারের মতে এ দোষ ঘটিতেছে না। সূত্রকার স্থির আত্মাবাদী। তাঁহার মতে গর্ভাধানের সময়ে পুত্রের যে আত্মা আছে, জন্মের পরও পুত্রের সেই আত্মা। অতএব পুত্রেষ্টি যাগ দ্বারা তাহার উপকারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বং। ৩৪ ॥ সূ।

বন্ধস্যেতি শেষঃ। ভাবত্বুক্তএব। অত্রায়ং প্রয়োগঃ বিবাদাস্পদং বন্ধাদি-ক্ষণিকং সত্ত্বাৎ দীপশিখাদিবৎ ইতি। ন চ ঘটাদৌ ব্যভিচারস্তস্যাপি পক্ষস-মত্বাৎ। এতদেবোক্তং স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেরিতি। ভা।

ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মতে স্থির কার্য্য নাই, সমুদায়ই ক্ষণিক। অতএব বলিব অনিয়ত কারণজাত পুরুষের দুঃখবন্ধও ক্ষণিক, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করা হইতেছে।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। ৩৫। সূ।

ন কস্যাপি ক্ষণিকত্বমিতি শেষঃ। যদেবাহমদ্রাক্ষং তদেবাহং স্পৃশামীত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞয়া স্থৈর্য্যসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বস্য বাধাৎ। প্রতিপক্ষানুমানেনেত্যর্থঃ। তদ্‌যথা বন্ধাদি স্থিরং সত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ ইতি। অস্মাতএব অনুকূলতর্কসত্ত্বেন ন সৎপ্রতিপক্ষতা। প্রদীপাদৌ চ সূক্ষ্মানেকক্ষণানাকলনেন ক্ষণিকত্বভ্রমএব পরেষামিতি। ভা।

আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই স্পর্শ করিতেছি, এই জ্ঞান যখন হয়, তখন স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কার্য্য স্থির, ক্ষণিক নয়। অতএব জীবের দুঃখ যে ক্ষণিক নয়, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ। ৩৬। সূ।

সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ তমএবেদমগ্রআসীদিত্যাদিশ্রুতিভিঃ কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদি শ্রৌতাদিযুক্তিশ্চ কার্য্যকারণাত্মকাখিলপ্রপঞ্চে ক্ষণিকত্বানু-মানবিরোধান্ন ক্ষণিকত্বং কস্যাপীত্যর্থঃ। ভা ॥

পদার্থ যে ক্ষণিক, ইহার কোন শ্রুতি নাই, যুক্তি দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। ৩৭॥ সূ॥

প্রদীপশিখাদিদৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বাসিদ্ধেশ্চ ন ক্ষণিকত্বানুমানমিত্যর্থঃ। ভা॥

প্রদীপশিখাদির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও ঘটিতেছে না, অর্থাৎ তদ্দ্বারাও ক্ষণিকত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

কল্পদ্রুম।

ভারতই ভারতীয় আর্য্যজাতির

উৎপত্তি স্থান।

সংস্কৃত ল্যাটিন গ্রীক জার্ম্মণ স্যাক্সন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার কয়েকটী শব্দগত আংশিক সাদৃশ্য দর্শন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেল্টিক স্লাবনিক জর্ম্মণ গ্রীক ইটালিক পারসীক হিন্দু, ইহারা এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ জাতির নাম আর্য্য। আসিয়া খণ্ডে ঐ আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। বংশবৃদ্ধি হইলে ঐ বংশের কতক ইউরোপে কতক পারস্যে কতক ভারতবর্ষে গমন করে। যাহারা ভারতবর্ষে আইসে, তাহারা হিন্দু। এ সিদ্ধান্ত বড় কৌতুককর। বিধাতা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতি ভিন্ন জল বায়ু ভিন্ন, জীব জন্তু ভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ভারতের মনুষ্য ভারতে সৃষ্ট না হইয়া অন্যত্র সৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? ভারতের বন জঙ্গলে যে পশু পক্ষী আছে, ভারতের নদ নদী ও সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে যে মৎস্য আছে, তাহারা কি ভারতজাত নয়? তাহারা কি অন্য দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছে? অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এই বাঙ্গালা দেশেরই এক অংশের পশু পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতি অপর অংশে দৃষ্ট হয় না। ২৪ পরগণার লোণা খালে ভেট্‌কী পারশে প্রভৃতি যে সকল মৎস্য জন্মে, বর্দ্ধমানের লোকে তাহা স্বগ্রামে বসিয়া দেখিতে পান না। সুন্দরবনে যে ব্যাঘ্র জন্মে, অন্য বনজাত ব্যাঘ্রের সহিত তাহার বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এইমাত্র নয়, ইউরোপে যত প্রকার পশুপক্ষী আছে, বঙ্গদেশে তাহার সমুদায় প্রকার নাই। আবার বঙ্গদেশে যে সকল পশুপক্ষী আছে, ইউরোপে তাহার অধিকাংশ নাই। অন্য কথা কি তরুলতা

গুল্মাদিরও বহুল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যখন সিংহ শার্দ্দূল নাগ কাকোলূক দংশমশকাদি ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তু জন্মিবার ব্যবস্থা হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য না জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়; যদি বল ভিন্ন দেশ হইতে মনুষ্য আসিয়া ভারতে বাস করিয়াছে, এই একটী চির প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটীও সত্য। যদি সেই প্রবাদটী সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা সেই প্রবাদের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটী প্রকৃত নহে। তাহার অন্য কারণ আছে। সে কারণ এই, পৃথিবী এককালে মানুষের বাসযোগ্য হয় না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথমে মৎস্য তাহার পর সরীসৃপ তাহার পর পক্ষী তাহার পর মনুষ্য ইত্যাদি ক্রমে জন্ম হইয়া থাকে (১)। যে রীতিক্রমে মানব সৃষ্টি হউক, সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই যে মনুষ্য এককালে সমতল ভূমিতে বাস করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। পর্ব্বতেই মনুষ্যের প্রথম জন্ম। প্রবাদও আছে মানুষ আদিম অবস্থায় পর্ব্বত গুহায় বাস ও নির্ঝর জল পান এবং মৃগব্য মৃগের মাংস ভোজন ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহার পর পৃথিবী যখন সাগর সলিল হইতে উত্থিত হইয়া কৃষিকার্য্যের যোগ্য হইল, সেই সময়ে মানুষ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপত্যকায়, উপত্যকা হইতে সমতলভূমিতে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি সঞ্চিত হইলে রক্ষকরূপ রাজার সৃষ্টি ও সমাজ বন্ধনের প্রয়োজন হয়। তাহার পর যত বংশ

(১) But we can affirm with certainty and this is a great point gained that one rock-system is younger than another; that these rock-systems follow in the order above given; that according to our present knowledge invertebrate life preceeded the vertebrate; that fishes preceeded reptiles, reptiles birds and birds mammalia. We can also affirming what is the object of the present sketch to prove, as there has been an ascent in time from lower to higher forms of life, so man, being the highest known creature, comes latest on the geological stage, and that evidences of his existence are to be found only in the most recent and superficial formations.

Geology by Dabid Page.

বিস্তার হয়, প্রথম বসতি স্থানে বাস সমাবেশ দুরূহ হইয়া উঠে,তখন তাহারা বাসোপযোগী সুখকর স্থান অন্বেষণ করিতে থাকে। যে দিকে শস্য সম্পত্তির সুবিধা দৃষ্ট হয়, সেই দিকেই ধাবমান হয়। ভারতীয়েরা এই রীতিক্রমে হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে উপন্ন হইয়া ক্রমে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে গমন করেন। বাঙ্গলা দেশে ক্রমে এইরূপে বসতি হইয়াছে। হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া যেমন পঞ্জাবাদি বলবীর্য্যকর শস্যভূয়িষ্ঠ উৎকৃষ্ট প্রদেশে বাস করিয়াছিল, তেমনি বিন্ধ্য শ্রেণীতেও প্রথম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমিতে বাস করে। পঞ্জাবাদি শস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহারা দাক্ষিণাত্যবাসিদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ হয়। ঐ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্যবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের অধীনস্থ করিয়া লয়। ইহাই ভারতীয় আর্য্যদিগের ভারতের বহির্ভাগ হইতে ভারতে আসিবার প্রবাদ প্রচলিত হইবার কারণ। বাস্তবিক, ভারতীয় আর্য্যেরা ভারতেরই লোক, ভারতই ইহাদিগের জন্মভূমি, ইহাঁরা অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতে বাস করেন নাই। ইটালিক, গ্রীক, পারসীক জার্ম্মণ প্রভৃতির যে বীজপুরুষ, ইহাদিগের সে বীজপুরুষ নহে।

তৃতীয়; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে বলেন, এক সময়ে এক স্থানে আর্য্যনামে এক জাতির বসতি ছিল, তাহারই বংশধরেরা গ্রীস ইটালি পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছে, এ কথা কোনক্রমেই সমূলক বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই, অমরসিংহ আর্য্য শব্দের সৎকুলোদ্ভব অর্থ করিয়াছেন। অন্য অন্য আভিধানিকেরা বলেন, আর্য্য শব্দের অর্থ পূজ্য। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে জাতির সন্তান সন্ততিগণের যে সময়ে নানাস্থানে গমনের কথা বলেন, সে সময়ে সে জাতি আর্য্য নামের যোগ্য হয় নাই। তখন সে জাতির আদিম অতি অসভ্য অবস্থা। তখন সে জাতির সমাজবন্ধন ও কুলের সৃষ্টি হইয়া কুলীন মৌলিক বংশজ এ বন্ধনও হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের সৎকুলোদ্ভব ও পূজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার অভিমান জন্মে নাই। যদি বল, সে জাতির সন্তান সন্ততিগণ যখন নানাস্থানে গমন করে, তখন তাহারা সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল এবং তাহাদিগের আর্য্য এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার অভিমান জন্মিয়াছিল।

এ বাক্যটীকেও বক্তার স্বকপোলকল্পিত বিনা প্রমাণসঙ্গত বলিয়া আদর করা যায় না। রোমকেরা যে সময়ে ইংলণ্ড জয় করিতে যায়, সে সময়ে সেখানে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ঐ অনুমিত জাতির বংশসম্ভূত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের তদানীন্তন অবস্থা ইতিহাসে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা কোনক্রমেই আর্য্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। রোমকেরা তাহাদিগকে অতি অসভ্য দর্শন করিয়াছিল। তাহারা এমনি অসভ্য যে ডারউইন বানর হইতে মনুষ্য সৃষ্টির যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত যদি রোমকদিগের সময়ে প্রচারিত থাকিত, তাহারা ব্রিটনদিগকে দেখিয়া সেই মতের যাথার্থ্য স্বীকার করিত সন্দেহ নাই। ব্রিটনেরা যদি বাস্তবিক আর্য্য (সৎকুলোদ্ভব) হইত, তাহাদিগের কখন তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইত না। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, রোমকদিগের সময়ের ব্রিটনেরা নরমাংস ভোজন করিত। আর্য্যনামধারীদিগের এ প্রকার রাক্ষসবৎ অনৈসর্গিক ঘৃণিত ব্যবহার হওয়া সম্ভাবিত নহে।

চতুর্থ; এদেশে একটী চির প্রচলিত কথা আছে “আকরে টানে।” ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ের যদি এক বীজপুরুষ হইত, উভয়ের শিরায় যদি এক শুক্র ও এক শোণিত প্রবাহিত হইত, বহু অংশে উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কোন অংশে কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে এমন বোধ হয় না। ইউরোপীয়েরা ঘোর সংসারী। তাহারা সাংসারিক কাজের নিমিত্ত সদা ব্যগ্র, ধন যাউক, প্রাণ যাউক, মান হউক, কার্য্য সম্পন্ন করিব, এই তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাহাদিগের স্বাধীনতারসজ্ঞতা ও স্বাধীনতা প্রবৃত্তিও অতিশয় প্রবল। আপনারা স্বাধীন থাকিয়া অপরকে পরাধীন করিয়া রাখিব, তাহাদিগের সতত এই চেষ্টা। ইউরোপীয়ের মত স্বার্থ ও কার্য্যতৎপর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কার্য্যসাধনকালে ন্যায্য উপায়ে যদি একান্ত না হয়, অন্যায্য উপায়ের অবলম্বনেও বিমুখতা নাই, তথাপি কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সাহসকার্য্যে ও সংশয়ে আরোহণ করিতেও ইহারা বিলক্ষণ উদ্যমশীল। ইহারা কখন কোন বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হয় না, কোন কার্য্যে অকৃতার্থ

হইলে দ্বিগুণতর উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে পুনরায় সেই কার্য্য আরম্ভ করে। শ্রম বিষয়ে ইহাদিগের অণুমাত্র কাতরতা নাই। যদি কেহ কার্য্যপথে বিঘ্ন উপস্থিত করেন, তাঁহার নিস্তার থাকে না। অপরজাতীয় কেহ যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জয়ী হইবে, সে যো নাই। ইউরোপীয় ছলে বলে কৌশলে তাহাকে পরাজয় করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিবে। আমরা সাধারণ্যে ইউরোপীয়ের যে এই স্বভাবের কথা কহিলাম, সাধারণ্যে ভারতবাসীর স্বভাব ইহার বিপরীত। ভারতবাসীর সাংসারিক বিষয়ে একান্ত অনাস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ের সহিত আত্মোন্নতি সাধন করিব, ভারতবাসির এ চেষ্টা বিরল। কার্য্য আরম্ভকালে সাধারণ্যে ভারতবাসী পরিণামে কি অনিষ্ট ঘটিবে কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এই চিন্তায় আকুল হয়, সুতরাং সাহস করিয়া উৎসাহসহকারে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। সংশয়ে আরোহণ না করিলে মানুষের মঙ্গল হয় না (২)। যাহারা নীচপ্রকৃতি, তাহারা বিঘ্ন হইবার ভয়ে কার্য্য আরম্ভ করে না। যাহাদিগের প্রকৃতি মধ্যম প্রকার, তাহারা কার্য্য আরম্ভ করে বটে, কিন্তু যদি বিঘ্ন হইল, ক্ষান্ত হইল। কিন্তু তোমার মত উত্তম প্রকৃতির লোকেরা কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন হয়, কার্য্য পরিত্যাগ করেন না (৩)। মুদ্রারাক্ষসের বৈতালিকেরা এই বাক্যগুলি কহিয়া নন্দবংশের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারদিগের এই প্রকার অনেক মহার্থ উপদেশ বাক্য আছে বটে, কিন্তু তাহার উদাহরণ বিরল। কোন প্রকারে দিনপাত হইলেই হইল, এই ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত। ইহাঁরা সাধারণ্যে শ্রমবিষয়ে নিতান্ত কাতর। শ্রমকাতর বলিয়া স্বল্পায়াসে মহালাভের যদি কেহ উপায় বলিয়া দেয় বা প্রলোভন প্রদর্শন করে, সেই দিকে ইহাঁদিগের চিত্ত নিতান্ত লোলুপভাবে ধাবমান হয়। এরূপ এক গোঁসাই আসিয়াছেন, রূপার টাকা দিলে সোণার টাকা করিয়া দেন; এরূপ এক নবাব আসিয়াছেন, তাহার সহিত খেলা করিলে এক শত টাকায় দশ

---

(২) ন সংশয় মনারুহ্য নরোভদ্রাণি পশ্যতি।

(৩) প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণাস্ত্বমিবোদ্বহন্তি॥

হাজার টাকা ছিতিয়া আনা যায়, ভারতবাসীর সমক্ষে এইরূপ গল্প কর, তাহার কর্ণ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তৎশ্রবণে উৎসুক ও একান্ত অনুরক্ত হইবে। সে কেবল সেই গল্প শুনিয়াই বিরত হইবে না, গোঁসাইকে অনুসন্ধান করিয়া আপনার বাটীতে আনিয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিবে। তাহার পর ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক গোঁসাই চক্ষুর্দ্দান দিয়া যখন প্রস্থান করিবে, তখন হতভাগা ভারতবাসী হাহুতোহস্মি করিতে থাকিবে। ধূর্ত্তেরা নবাব সাজিয়া প্রতিবৎসর কত লোককে ঠকাইতেছে, প্রতিবৎসর কত লোক প্রতারিত হইতেছে, কিন্তু নবাব সাজা বন্ধ নাই, হতভাগা ভারতবাসির ঠকিয়া হাহাকার করাও বন্ধ নাই। শ্রমকাতর বলিয়াই ভারতবাসির স্বাধীন কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে তাদৃশ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ভারতবাসির ধর্ম্মবিষয়ে যে দৃঢ়তা ছিল, পারত্রিক কল্যাণ লাভের আশায় যে কঠোর ক্লেশ সহিষ্ণুতা ছিল, এখন তাহাও অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ভারতবাসী এক বীজপুরুষের ঔরসে ও এক মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কখন স্বভাবের এ প্রকার বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য ঘটিত না।

পঞ্চম; আর্য্যজাতির যে কোন্ স্থানে প্রথম বসতি ছিল, আর কোন্ সময়ে আর্য্য সন্তানেরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানগামী হন, কোন পণ্ডিতই তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এদেশে একটী সংস্কৃত বাক্য প্রচলিত আছে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি মুনিই নন। আমরাও ঐরূপ বলিতে পারি, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমত আর্য্যজাতির বাসস্থানের ও তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের সময়ের বিষয়েও যে পণ্ডিতের মত ভিন্ন নয়, তিনি পণ্ডিতই নন। আর্য্যজাতির বাসস্থান ও ঐ জাতির সন্তান সন্ততির তৎস্থান পরিত্যাগ সম্বন্ধে প্রতি পণ্ডিতই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন এ দুটী বিষয়ে দুইজন পণ্ডিতের মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রাচীন গ্রীক রোমক পারসীক হিব্রু হিন্দু ইংরাজ জাতি প্রভৃতি এক আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এ মতটীই আদৌ সমূলক নহে।

ষষ্ঠ; অধ্যাপক মক্ষমূলার লিখিয়াছেন কোন ইতিহাস লেখক বলিতে

পারেন না যে আর্য্যেরা কি প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া আসিয়ার মধ্য দিয়া ইউরোপের অন্তঃপাতী দ্বীপ ও সাগর উপকূলে গমন করিয়াছে (৪)। এটীও আমাদিগেরই মতপরিপোষিণী অনুকূল যুক্তি। এ অংশেও ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতের ঐক্য নাই। যে বিষয়ে পরস্পরের মত বিসম্বাদী, তাহার মূল নাই এই সিদ্ধান্ত। এ স্থলে পাঠকও একবার তলপ্রবেশী হইয়া সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উল্লিখিত মত আদরযোগ্য কি না? তাঁহারা আর্য্য সন্তানগণের যে সময়ে ইউরোপ গমনের কথা বলেন, সে সময়ে তাহারা অতি অসভ্য অবস্থাসম্পন্ন ছিল সন্দেহ নাই। তখন তাহাদিগের দুরন্ত নদ নদী পার হইবার যোগ্য পোত নির্ম্মাণে অধিকার, দুর্গম হিমানীপূর্ণ অরণ্যানী প্রবেশ সামর্থ্য ও দুশ্ছেদ্য পর্ব্বত ছেদনের ক্ষমতা জন্মে নাই। অতএব তাহাদিগের তদবস্থায় ইউরোপের উপকূলে ও দ্বীপে গমন সম্ভাবিত কি না? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সময়ে আর্য্য সন্তানগণের নানাস্থানে গমনের কথা বলেন, সে সময়টী যে অতি প্রাচীন উক্ত অধ্যাপকই সে কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন, আর্য্য সন্তানগণ পৃথিবী ব্যাপিয়া যখন প্রথম গমন আরম্ভ করেন, সে সময়ের কথা ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। তখন ইউরোপের ভূমি কেল্টিক জার্ম্মণ স্লাবনিক রোমক ও গ্রীক *ইহাদিগের কাহারও পদস্পৃষ্ট হয় নাই (৫)।

সপ্তম; পৃথিবীর সমুদায় জাতির মধ্যে একমাত্র ইহুদি জাতির প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের ন্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছিল; আর সেই স্থানে তিনি আর্য্যজাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সন্তান সন্ততিকে যে নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণই নাই, কেবল ইটালিক গ্রীক জার্ম্মণ প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার কয়েকটী শব্দগত সাদৃশ্যই একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণ সম্বন্ধে উক্ত অধ্যা-

(৪) No historian can tell us by what impulse those adventerous Nomads were driven on through Asia towards the isles and shores of Europe.

(৫) The first start of this world-wide migration belongs to a period far beyond the reach ducumentary history; to times when the soil of

পক বলেন ভাষাগত প্রমাণ অখণ্ডনীয়। যে সময়ে ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, সে সময়কার শ্রবনযোগ্য ইহাই একমাত্র প্রমাণ। ভাষারূপ প্রমাণ যদি না থাকিত, কৃষ্ণকায় ভারতবাসির সহিত তাহার জেতা আলেগ্‌জাণ্ডর হউন আর ক্লাইব হউন, তাঁহার যে কোন সম্পর্ক আছে, তাহার আবিষ্কার করা একান্ত অসাধ্য হইত। এ প্রমাণ পরিত্যাগ করিলে যে সময়ে গ্রীসদেশে গ্রীকের এবং ভারতে ভারতবাসির বসতি হয় নাই, সে সময়ের অন্য কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে × × + অদ্যাপি ভারতে ও ইংলণ্ডে এরূপ কতক গুলি শব্দ আছে, যে ঐ গুলিই উত্তর ও দক্ষিণগামী আর্য্যগণের পৃথক হইবার প্রমাণ। জেরায় এ প্রমাণের খণ্ডন হয় না। দেবতা, গৃহ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, কুকুর, গাভি, হৃদয়, অশ্রুজল, কুঠার, ও বৃক্ষবাচক শব্দগুলি সৈনিকদিগের সাঙ্কেতিক বাক্যের ন্যায় ইউরো-ভারতীয় সকল ভাষাতেই সমান (৬)।

উল্লিখিত ভাষাসকলে উল্লিখিত শব্দগুলির কি প্রকার সাম্য এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মিলাইয়া দেখিলে সাম্য না হউক ঘুণাক্ষরের ন্যায় সেই সেই শব্দের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, ভাষা সৃষ্টির ক্রম দর্শন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সকল ভাষাতেই ওষ্ঠ্যবর্ণ প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে।

---

(৬) The evidence of language is irrefragable, and it is the only evidence worth listening to with regard to ante-historical periods. It would have been next to impossible to discover any traces of relationship between the swarthy natives of India and their conqueror's, whether Alexander or Clive but for the testimony borne by language. What evidence could have reached back to times when Greece was not peopled by Greeks nor India by Hindus ? × + + Many words still live in India and in England, that have witnessed the first separation of the northern and southern Aryans and these are witnesses not to be shaken by cross-examination. The terms for god, for house, for father, mother, son, daughter, for dog and cow, for heart and tears, for axe and tree, identical in all the Indo-European idioms, are like the wachwords of soldiers.

History of ancient Sanskrit literature. By Maxmuller.

বালকেরা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমেই ওষ্ঠ্যবর্ণ তাহাদিগের বদন হইতে বিনির্গত হয়। ইংরাজ বালকের বাক্য পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে তাহার মুখে পা পা এই শব্দ উচ্চারিত হয়; বাঙ্গালি বালকের মুখেও ঐ শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিরা পিতাকে বাবা বলিয়া অভ্যস্ত, সুতরাং বাঙ্গালি বালক সত্বর সেই বাবা শব্দ শিখিয়া লয়। ইংরাজী পাপা শব্দের সহিত বাঙ্গালি বাবা শব্দের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালির সহোদর এ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত উপহাসকর। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্য সন্তানগণের যে সময়ে ইউরোপে ও ভারতে গমনের কথা বলেন সে সময়ে পাপা ও বাবা উভয় শব্দের কোন শব্দই সৃষ্ট হয় নাই। যদি বা সৃষ্ট হইয়া থাকে, সংস্কৃত লাটিন গ্রীক ইহার অন্যতর কোন ভাষাতেই পিতৃবাচক পাপা বা বাবাশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তবেই বুঝা যাইতেছে পাপা ও বাবা এ দুটী শব্দই আধুনিক। অতএব যাঁহারা এই আধুনিক শব্দ দ্বয়ের সাদৃশ্য দর্শনে সিদ্ধান্ত করেন, বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয়েই এক, তাঁহাদিগের বাক্য যে অমূলক, তাহা সহজেই প্রমাণ হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শব্দ সাদৃশ্য থাকিলেও যে একজাতীয় হয় না, আমরা ব্যতিরেক উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। যথা বাঙ্গালা নাম শব্দ। সংস্কৃতে ইহাকে নামন শব্দ বলে। ইংরাজী নেম; সাকসন নামে; জর্ম্মণি নেমি; লাটিন নমেন; ডেনিশ নামিশ; ফরাসী নমিশ, সুইডিশ নম; চীন নন; আরব্য নম্; পুরাতন ইটালী নম্। আমরা অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে কহিয়াছি, শব্দসাদৃশ্য থাকিলেই যে এক জাতীয় হয়, তাহা হয় না, পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছেন যে চীন ভাষার নন শব্দের সহিত নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। কিন্তু ঐ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতেই চীনেরা ইটালিক গ্রীক পারসীক জর্ম্মণ ও ভারতবাসির সহিত একজাতীয় নহে।

পাঠক! আরো একটু চমৎকার দেখুন, সংস্কৃতের সহিত মিলাইয়া অন্য অন্য ভাষার শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত কখন কোন জাতির চলিত ভাষা ছিল না। এ মতটী যদি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উল্লিখিত

মতের পত্তন ভূমি বালুকারাশির উপরে স্থাপিত ভিত্তির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইল।

উপসংহারে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ভ্রম প্রদর্শনার্থ আর একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত পণ্ডিতগণ স্ববাক্যসমর্থনার্থ যবন শব্দের উদাহরণ দিয়াছেন। সংস্কৃত যবন; লাটিন য়ুবেনিষ; জেন্দ জিবান; পারসীক যমান; আরবী যোনা; চীন যোনে ইত্যাদি। পাঠক কি বিবেচনা করেন আর্য্যজাতির সন্তান সন্ততিগণ যখন নানাস্থানগামী হন, তখন সংস্কৃত -যবন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে? ভারতীয় আর্য্যেরা যখন প্রকৃত আর্য্য (সৎকুলোদ্ভব) নাম প্রাপ্ত হন ও পবিত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই যবন শব্দ সৃষ্ট হয়। আর্য্যধর্ম্মবহির্ভূতদিগকেই তাঁহারা যবন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করেন। যু ধাতু হইতে যবন শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যু ধাতুর মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এই দুটী অর্থ। যাহারা আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত ও আর্য্যদিগের সহিত মিশ্রিত না হয়, তাহারাই যবন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, কলিকাতার পুরাতন হিন্দু স্কুলে এক জন শিক্ষক ছিলেন (আমরা নামটী বিস্মৃত হইয়াছি) ভাষাতত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ইংরাজী ডেসপটিক (Despotic) শব্দটীকে বাঙ্গালা দেশপতিক শব্দের সহিত মিলাইয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালি এক জাতি বলিয়া একবার প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কি আমাদিগের পাঠকগণ সেই প্রমাণকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিতে উৎসুক হইবেন? ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে সময়ে আর্য্যজাতির নানাস্থান গমনের কথা বলেন, তখন কি দেশপতিক শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল? তখন কেহ দেশের পতিই হয় নাই, তখন দেশপতিক শব্দ সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? প্রয়াসবান্ হইলে অনুসন্ধান করিয়া পরস্পর সাদৃশ্যবান্ অনেক শব্দের আবিষ্কার করিতে পারা যায়। তাহা করিতে পারিলেও সেই সেই শব্দভাষী-দিগের একজাতিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির অনেক বিষয়ে ঘুণাক্ষরবৎ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে সাদৃশ্য এক জাতিত্ব প্রমাপক নহে। পূর্ব্বে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় জীবাত্মা আত্মা মন প্রভৃতি শব্দের একতা দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারতবাসিরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। শেষে এ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের

সিদ্ধান্তও ঐরূপ কালে বিপর্য্যস্ত হইবে সন্দেহ নাই। বাইবলের সৃষ্টিপ্রকরণে ও মনুর সৃষ্টিপ্রকরণে এবং বাইবলের প্রলয়ে ও পৌরাণিক প্রলয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাই বলিয়া কি একজন অপরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন অথবা উভয়ে একজাতীয় এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে?

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লব।

ইউরোপ খণ্ডে যেমন সচরাচর রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া সাধারণতন্ত্র অভিজাততন্ত্র প্রাকৃততন্ত্র প্রভৃতি নূতনবিধ নানাপ্রকার শাসনপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সে প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতে ইউরোপের বিপরীত ঘটনার কারণ এই, রাজায় ও প্রজায় বিরোধ না হইলে আর সাধারণ তন্ত্রাদির সৃষ্টি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ভারতে সে বিরোধ ঘটনার সম্ভাবনা অল্প। অল্প কেন প্রায় নাই বলিলে হয়। ব্রাহ্মণেরা এদেশের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারাই এদেশের শাস্ত্রপ্রণেতা, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, বিধিনিষেধের উপদেষ্টা ও হিতাহিতের উপদেশদাতা। পূর্ব্বে ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতেন। তাঁহারা যে উপদেশ দিতেন, সকলে নির্ব্বিচারচিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেন। কেহ যে তাঁহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ অথবা উপদেশের বিপরীত আচরণ করেন, কাহারও এরূপ সাহস হইত না। যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দুরাগ্রহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞার ও উপদেশের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইত, তাহার আর সমাজে স্থান হইত না। অন্য কথা কি, তাহার নিজ পরিবার তাহার পুত্র কলত্রাদিও তাহাকে মহাপাপী জ্ঞান করিয়া তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিত। সে এইরূপে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া সমাজবর্জ্জিত হইত। যে ব্রাহ্মণের এই প্রকার একাধিপত্য ও যাঁহার হস্তে এই প্রকার সর্ব্বস্ব ক্ষমতা ছিল, তিনি রাজার প্রধান সহায় ছিলেন। রাজ্যে কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, সদা শান্তি বিরাজমান থাকে প্রজারা বিদ্রোহী না হয়, সতত তাঁহার এই চেষ্টা ছিল। প্রজারা যাহাতে অবিচলিতচিত্তে রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করে ও তাঁহার অনুগত থাকে, তিনি সর্ব্বদা সেই উপদেশ দিতেন। রাজবিরুদ্ধ আচরণ করিলে ঐহিক পারত্রিক যে মহা অমঙ্গল হয়, তিনি তাহারও ভয় প্রদর্শন করিতেন। রাজার

বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইলে যে যে ভয়াবহ অনিষ্ট হয়, মনু তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

এই জগৎ অরাজক অবস্থায় থাকিয়া দস্যু তস্করাদি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপদ্রুত হইলে পর ব্রহ্মা এই সমুদায় জগতের রক্ষার্থ ইন্দ্র বায়ু যম সূর্য্য অগ্নি বরুণ চন্দ্র ও কুবেরের সার গ্রহণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করিলেন। যেহেতু রাজা এই সকল দেবগণের সার হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, অতএব তিনি তেজ দ্বারা সর্ব্ব প্রাণিকে অভিভূত করিয়া থাকেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় মন ও চক্ষুকে তাপিত করেন। অতএব কেহই তাঁহার দর্শনে সমর্থ হয় না। তিনি অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র যম কুবের বরুণ ও ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু তিনি নররূপী মহতী দেবতা। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নির নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হয়, অগ্নি তাহাকেই কেবল দগ্ধ করে, কিন্তু রাজাগ্নি অপরাধকারির দ্রব্য সামগ্রী ও পশ্বাদি সহিত কুল দগ্ধ করেন। সেই রাজা যথাযথরূপে দেশ কাল নিজ শক্তি ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রাজা যাহার উপরে প্রসন্ন হন, তাহার লক্ষ্মী লাভ হয়, আর তিনি যাহার উপরে কোপ করেন, তাহার মৃত্যু হয়। যেহেতু তিনি সূর্য্যাগ্নি সোমাদির তেজ ধারণ করেন। যে ব্যক্তি মোহাবিষ্ট হইয়া সেই রাজার দ্বেষ করে, সে নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। রাজা তাঁহার বিনাশ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন (১)।

(১) অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ। ৩॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ। ৪॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা। ৫॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং। ৬॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট্।
সকুবেরঃ সবরুণঃ সমহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ। ৭॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।

মনু প্রভৃতি মাননীয় বৃদ্ধপরম্পরার এই প্রকার মহার্থ উপদেশই যে কেবল ভারতীয় প্রজার রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিবার কারণ, তাহা নয়, আরো অনেকগুলি কারণ আছে। এখানকার প্রজাগণের প্রকৃতি দুরন্ত নয়, অতি শান্ত। বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা সর্ব্বদা যেমন পরিবর্ত্তন ভাল বাসেন, এদেশীয়েরা সেরূপ ভাল বাসেন না। পিতৃপারম্পর্য্যক্রমাগত আচার ব্যবহারের প্রতি ইহাদিগের অচলা ভক্তি। পিতৃপিতামহ বরাবর রাজার অনুগত হইয়া আসিয়াছেন; রাজা অত্যাচার করিলেও তাঁহারা অত্যাচার বলিয়া গণনা করেন নাই; রাজাকে দেবতা বলিয়া বোধ থাকাতে তাঁহারা অন্য অন্য দৈব উপদ্রবের ন্যায় রাজোপদ্রব সহ্য করিয়াছেন, আজ যে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পথ অতিক্রম করিয়া বিপরীতগামী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। পূর্ব্বকার ভারতীয় প্রজাগণ রাজার শাসন যে কেমন অবিচলিতচিত্তে প্রতিপালন করিত, মহাকবি কালিদাস দিলীপ রাজার গুণ বর্ণনাবসরে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, মনু অবধি করিয়া যে আচারবর্ত্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, শাসনকর্ত্তা দিলীপের প্রজাগণ তাহার রেখামাত্র অতিক্রম করে নাই। যেমন রথের অগ্রগামী চক্র যে পথ ক্ষুণ্ণ করিয়া যায়, পশ্চাৎগামী চক্রও সেই পথে যায়, তেমনি প্রজাগণের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে চলিয়াছেন, দিলীপের প্রজারাও সেই পথে গমন করে (২)। ভারতীয় প্রজার রাজার অনুগত থাকিবার আর একটী কারণ এই, ইউরোপ খণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত। খ্রীষ্টধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন অপরের পূজনীয়তা

মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি। ৮॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং। ৯॥
কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ। ১০॥
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ। ১১॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ সবিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ। ১২॥ মনু।

(২) রেখামাত্রমপিক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরং।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥ রঘুবংশঃ।

স্বীকার করে না। রাজা যে পূজ্য নন, তিনি রক্ষকমাত্র, খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা অবধি প্রজাগণের এই শিক্ষা ও সংস্কার জন্মিয়া আসিয়াছে। অতএব তত্রত্য রাজারা কোন প্রকার অত্যাচার করিলে প্রজারা তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া বসে। ভারতে এ ঘটনা হইবার যো নাই। এখানে স্মৃতি ও পুরাণাদির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এখানে গাভী পর্য্যন্ত দেবতা, এখানকার তরুলতাদি সকলই পূজনীয় হইয়াছে। দর্শনকারদিগের বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-দর্শন-প্রসূত এক ঈশ্বরের আরাধনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তিরোহিত হইয়া আছে। উল্লিখিত ধর্ম্মসংস্কার নিবন্ধন প্রজার হৃদয় এমনি সঙ্কুচিত হইয়া আছে, যে রাজকৃত সহস্র অত্যাচারের আঘাতেও তাহা বিস্ফারিত হয় না। রাজা যে অত্যাচার করিতেছেন তাহা দেবগণের ইচ্ছা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাজার প্রতি বৈরাচরণে অথবা তাহার আধিপত্য হরণে উন্মুখ হয় না। তবে যে বেণ নহুষ প্রভৃতির প্রতি প্রজার বিদ্রোহ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, সে কাদাচিৎক ঘটনা। তাহাও আবার সামান্য প্রজা দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। যাঁহারা রাজ্যের জীবন স্বরূপ, অভিশাপ ভয়ে যাঁহাদিগের হুঙ্কারে রাজারাও কম্পিতকলেবর হন, সেই ঋষিগণ হইতে সে ঘটনা হয়। বেণ প্রভৃতি ঋষিগণের জপ-হোমাদির বাধা দেওয়াতেই তাঁহারা কুপিত হইয়া তাহাদিগের নিধন সাধন করেন। ঋষিরা উদ্যোগী না হইলে সামান্য প্রজারা কখন রাজশক্তির উন্মূলনে উৎসুক উৎসাহী ও সমর্থ হইত না।

ভারতীয় প্রজার রাজার অনুগত থাকিবার অপর কারণ এই, রামায়ণ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণাদি পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাসগর্ভ উপাখ্যান, রঘুবংশ দশকুমারচরিত কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্য ও কথা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, ইহার মধ্যগত সমুদায় ভারতভূমি কখন এক রাজার হস্তগত ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন। গ্রীসের অন্তঃপাতী স্পার্টা এথেন্স থীবস ম্যাসিডন প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাধিকারী নরপতিগণের পরস্পর চিরবিরোধ ছিল। যিনি যখন প্রবল হইতেন, তিনি অপরকে আক্রমণ করিতেন এবং সম্রাট হইবার ইচ্ছায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সেই সেই রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন না। তত্তৎ স্থানের রাজগণ পরাভব

স্বীকার করিয়া বিজিগীষু রাজার নিকটে আপনার বিনয়নম্রতা প্রকাশ করিলেই তাঁহার অভিমান চরিতার্থ হইত, তিনি বিজিত রাজাকে পুনরায় তাঁহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিতেন। রাজনীতি গ্রন্থে বিজিগীষু রাজার পুরঃসর ও পার্ষ্ণিগ্রাহাদি ভেদে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিয়াও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ভারতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা না থাকিলে দ্বাদশ রাজমণ্ডল নির্দ্দেশ সঙ্গত হইত না। মাঘ কবি বলেন, যেমন দ্বাদশ সূর্য্যের মধ্যে যিনি উৎসাহ ও উদয়শীল, তিনি যেমন দিনের কর্ত্তা হন, তেমনি দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে জিগীষু রাজা উদ্যোগশীল বলিয়া অভ্যুন্নত হইয়া থাকেন (৩)।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবল দুর্ব্বল ভেদে বহুসংখ্য রাজা ছিলেন। সমুদায় রাজার সহিত সমুদায় প্রদেশের প্রজার যুগপৎ বিরোধ উপস্থিত হইল, আর সমুদায় রাজার সমুদায় প্রজাই যুগপৎ রাজশক্তি হরণ করিয়া স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিল, ইহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং অত্যাচারী রাজার প্রজাগণের অত্যাচার নিবারণের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিলেও তাহারা অপর প্রবল রাজার আক্রমণ শঙ্কায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপনে সাহসী হইত না। তাহারা ভাবিত, যদি আমরা স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করি, আর অমুক জিগীষু রাজা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, আর আমরা আত্মরক্ষা করিতে না পারি, আমাদিগের সমুদায় শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে,

(৩) উদেতুমত্যজন্নীহাং রাজসু দ্বাদশস্বপি।
জিগীষুরেকোদিনকৃদাদিত্যেষ্বিব কল্পতে। শিশুপালবধঃ।

দ্বাদশ রাজমণ্ডল যথা—

অরির্মিত্রমরের্মিত্রং মিত্রমিত্রমতঃপরং।

তথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরঃসরাঃ।

পার্ষ্ণিতি শেষঃ। পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরং। আসারাবনয়োশ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ। পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রন্দাসারশ্চেত্যর্থঃ। অত্র চত্বার ইতি শেষঃ। এবং নব ভবন্তি, বিজিগীষুস্তু দশমঃ। অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমোভূম্যনন্তরঃ। অনুগ্রহে সংহতয়োঃ সমর্থো ব্যস্তয়োর্ব্বধে। মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনোবলাধিকইতি। মধ্যমোদাসীনাভ্যাং সহ দ্বাদশ বেদিতব্যাঃ।

আমাদিগকে যে পরাধীন, সেই পরাধীন হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসির স্বভাব ইউরোপীয়ের ন্যায় উগ্র ও উদ্ধত নয়। ইহারা শান্তপ্রকৃতি। ইহারা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার ভাবী ফলাফল চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাতেই সাহসকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না।

যে কারণে হউক, ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের সংবাদ আমরা অল্প শুনিতে পাই বটে কিন্তু সমাজবিপ্লবের গতি এরূপ নয়। শত শত বার ভারতে সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারত দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজবিপ্লবের অত্যুপাদেয় ফল লাভে অধিকারী হয় নাই। ভারতীয় আর্য্যেরা উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইলে প্রথমে বেদের একাধিপত্য হয়। বৈদিক সময়ের আর্য্যগণের সহিত তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সন্তানগণের তুলনা করিলে ইহাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়াই বোধ হয় না। তখনকার আর্য্যেরা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও বেদ পাঠে নিয়ত নিরত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার আর্য্য সন্তানেরা যাগ যজ্ঞের ধার ধারেন না। দর্শ পৌর্ণমাস যাগ, অষ্ট কপাল, যজ্ঞে সোমপান এ সকল পদার্থ কি, যদি এখন কোন আর্য্য সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। যদি কোন অভিমানী ধূর্ত্ত আর্য্যসন্তান নিজ প্রতিপত্তি রক্ষার্থ ঐ সকল পদার্থ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা পান, তাঁহার সে চেষ্টা পশ্চিমদেশীয় অধ্যাপকের নারিকেল গাছ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় উপহাসকর হইবে সন্দেহ নাই। গল্প আছে, অধ্যাপক কখন নারিকেল গাছ দেখেন নাই, অভিধান পড়াইতেছেন, নারিকেল গাছের পর্য্যায় আইল, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় নারিকেল বৃক্ষ কিরূপ? অধ্যাপক উত্তর করিলেন, দক্ষিণ দেশ প্রসিদ্ধ লতা বিশেষ!!

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির যে সমাজ বন্ধন ছিল, তাহার যত প্রকার বিপ্লব ঘটনা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারজনিত মহাবিপ্লবই তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সংস্কৃত দর্শন পুরাণাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত দর্শনকারেরা বৌদ্ধমত খণ্ডনার্থ যে প্রকার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান

হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনার্থই সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি না হইলে ভারতে ষড়দর্শনেরও সৃষ্টি হইত না। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, এদেশে ষড়দর্শনের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে বহুকালের প্রাচীন ধর্ম্ম তাহা স্থিরীকৃত হইল। অনেকে অনুমান করেন, মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন নাটক। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল হইবে, ইহা বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণাদির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহাদিগের ব্যবহার বৃত্তান্তও অনেক জানিতে পারা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টের জন্ম হইবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে কেহ কেহ বলেন ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। এই ধর্ম্মের প্রচার ও সমধিক উন্নতি হইলে বৈদিক সমাজের মহাবিপ্লব ঘটে। অনেকে বেদোদিত ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধপ্রদর্শিত পথের পথিক হইল। যাগযজ্ঞাদির উচ্ছেদ সাধনই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। যজ্ঞিয় পশু হিংসা দর্শনও তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক ক্লেশকর হয়। ঐ প্রকার হিংসা যাহাতে না হয় এবং মানুষ যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহার উপায় চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া তুলে। তিনি রাজপুত্র। শুদোদন (৪) তাঁহার পিতার নাম। শুদ্ধোদন মগধ দেশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধ রাজপুত্র বলিয়া বোধ হয় তাঁহার অনেকের কষ্ট দর্শনের অবসর উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি লোকের যত কষ্ট দর্শন করেন, ততই তাঁহার চিত্ত কাতর হয়। ততই তিনি সেই কষ্টের উন্মূলন চেষ্টায় অভিভূত হন। অনুমান হয়, ঐ চেষ্টাই তাঁহার নূতনবিধ ধর্ম্মপ্রচার-চেষ্টার মূলীভূত কারণ। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনতা প্রতিপাদনে প্রয়াসবান, তাঁহারা এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইতেছেন। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির উন্মূলনই যখন বুদ্ধের প্রতিজ্ঞাত হইল, তখন যে তিনি বৈদিক সময়ের পরের লোক, সে বিষয়ে সংশয় রহিতেছে না। বুদ্ধ যে সময়ের লোক হউন, আর তাঁহার নূতনবিধ ধর্ম্মপ্রচার প্রবৃত্তির যে কারণ হউক, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হইতে বৈদিক সমাজের যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে

(৪) শুদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ। অমরকোষঃ।

বিষয়ে সংশয় নাই। অধিকাংশ আর্য্য সন্তান বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এক সময়ে ঐ ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্মকে যে একান্ত অভিভূত করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এ ধর্ম্মে লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মিবার কারণ এই, এ ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্মের অপেক্ষা অনেক সুখকর। আর্য্যধর্ম্মে অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলেই কষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সে সকল কঠোর নিয়মের প্রতিপালনের প্রয়োজন ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি বিচার নাই। সুখকর দেখিয়া অসংখ্য লোক আর্য্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কেবল যে অধিকসংখ্য আর্য্য সন্তানই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ নয়, অন্য অন্য জাতীয়েরাও ব্যগ্রচিত্তে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে চীন জাপান সিংহল নেপাল দাক্ষিণাত্য ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানকে অধিকার করিয়া লয়। হাসেন সাহেব অনুমান করেন, পৃথিবীতে ১১১০০০০০০ আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং ৩১৫০০০০০০ বৌদ্ধ আছে। যে ধর্ম্ম সুখসেব্য হয়, তাহাতেই সাধারণ লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে অনেক হিন্দু ঐ ধর্ম্মে স্বচ্ছন্দচারিতা আছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক সময়ে আর্য্যধর্ম্মের সহিত সাতিশয় প্রতিযোগিতা করিয়াছিল, বৌদ্ধদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও স্তূপ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া যখন আর্য্য সন্তানেরা নানা স্থানে দেব দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে বৌদ্ধেরাও প্রতিযোগী হইয়া তাহার অনতিদূরে বৌদ্ধ মন্দির ও আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠিত যূপের ন্যায় স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে। বারাণসীর উত্তরে আজিও ঐ স্তূপ অভগ্ন ও ভগ্নবিহার (বৌদ্ধদিগের মন্দির) চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধ গয়া মালব ইলোর নাসিক জুনর সালসেটি গম্বুর প্রভৃতি অনেক স্থানে ঐ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৌরাণিক বিপ্লবও আর্য্য সমাজের একটী সামান্য বিপ্লব নয়। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা অগ্নি বায়ু বরুণাদি কয়েকটী নৈসর্গিক পদার্থ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দান ও মনোমত বর প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক সময়ের আর্য্যদিগের অল্প বিষয়ে অভাবজ্ঞান ও অল্প বিষয়ে স্পৃহা ছিল। সুতরাং গোগবয়াদি ও যব গোধুম ধান্যাদির স্বচ্ছন্দে লাভ হইলেই তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতোষ জন্মিত। তাঁহারা উহা

রই বৃদ্ধি ও সচ্ছলে উহার উৎপত্তির প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা রাজ্য দেশ অতুল ঐশ্বর্য্য সৌধ প্রাসাদাদির বাসনা করিতেন না। সোমলতারস তাঁহাদিগের মাদক দ্রব্য ও মধু তাঁহাদিগের বিলাস দ্রব্য ছিল। পৌরাণিক সময়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা অগ্নি বায়ু বরুণাদির উদ্দেশে হব্যত্যাগ ও প্রার্থনা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন নাই। পৌরাণিক সময়ের আর্য্যদিগের অবয়বহীন অগ্নি বায়ু বরুণাদির আরাধনায় সন্তোষ জন্মিল না। তাঁহারা উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। কেবল উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন না, ছত্রিশকোটী দেবতার সৃষ্টি করিলেন। এই ছত্রিশকোটি দেবতা সৃষ্টি হওয়াতে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল। বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের মনের যে স্বাধীনতা তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও নির্ভীকতা ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। যে হৃদয় ছত্রিশকোটি দেবতার ভারে আক্রান্ত, ঐ ছত্রিশকোটি দেবতার ভয়ে বিহ্বল, সূর্য্যও দেবতা, চন্দ্রও দেবতা, মেঘও দেবতা, বট বৃক্ষও দেবতা, গাভিও দেবতা, ষাঁড়ও দেবতা, কখন কোন্ দেবতা রুষ্ট হন, কাহার কোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়, যে হৃদয়ের সর্ব্বদা এই শঙ্কা, সে হৃদয়ের স্বাধীনতা ওজস্বিতা তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা থাকিবার সম্ভাবনা কি? যে চিত্ত নিত্য শঙ্কায় আকুল, সে চিত্ত ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে, তাহার বিস্ফারতা ও উন্নতভাব থাকে না। পাঠক! বৈদিক সময়ের আর্য্য সমাজের সহিত পৌরাণিক আর্য্য সমাজের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য নয়, আরো অনেক আছে। বৈদিক সময়ের আর্য্যদিগের যব গোধূমাদির স্বচ্ছন্দে উৎপত্তি ও প্রাচুর্য্যই একান্ত প্রার্থনীয় ছিল, পৌরাণিক সময়ের আর্য্যদিগের পুত্র দার ধন ধান্য রম্য হর্ম্ম্য ও রাজ্য জনপদাদি প্রার্থনীয় হইল। যদি ভারতে ইংরাজ অধিকার না হইত এবং পৌরাণিকেরা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশের প্রবেশের ন্যায় পৌরাণিক আর্য্যদিগের প্রার্থনা মধ্যে জড়োয়া গহনা ও ঢাকাই শাড়ীও প্রবেশ করিত। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা সোমলতা রস ও মধুকে বিলাস দ্রব্য পাইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌরাণিক আর্য্যেরা গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী প্রভৃতি নানাপ্রকার মাদক দ্রব্যের এবং অপূর্ব্ব অট্টালিকা বৃক্ষবাটিকা স্বর্ণ পল্যঙ্ক দুগ্ধফেননিভ শয্যা সূক্ষ্মবস্ত্র বদ্ধোপল (পাথর বাসন) অলঙ্কার ও মণিমুক্তা প্রবালাদি নানা-

প্রকার বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করেন। পৌরাণিক আর্য্যেরা বৈদিক আর্য্য সমাজের যে প্রকার বিপ্লব ঘটাইয়াছেন, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ তাহার কতক পরিচয় দিয়া দিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন সমুদ্র যাত্রা কমণ্ডলুধারণ অসবর্ণাবিবাহ ভ্রাতৃভার্য্যায় দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন পশু বধ করিয়া সেই মাংস সহিত অতিথিকে মধুপর্ক দান শ্রাদ্ধে মাংসভোজন বানপ্রস্থাশ্রম দত্তাকন্যার পুনর্ব্বার দান দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হিমালয়াদি পর্ব্বতে গমন করিয়া দেহত্যাগ ও গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতগণ কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের বর্জ্জন করিয়াছেন। আদিত্যপুরাণেও এইরূপ ও আরো দুই একটী অধিক আছে। সেইগুলির উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলির প্রথমে ব্যবস্থাপূর্ব্বক এই সকল কার্য্যের নিষেধ করিয়াছেন (৫)। ভারতের কেমন দুর্ভাগ্য পাঠক এস্থলে দেখুন পৌরাণিক আর্য্যেরা নরমেধ ও অশ্বমেধাদি মন্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ভোজ্যান্নতাদি ভালগুলিরও লোপ করিয়াছেন। সমুদ্রে গমনাগমন থাকিলে কেবল যে সাহসের বৃদ্ধি নৌবিদ্যার উন্নতি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি তদানুষঙ্গিক কৃষি প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়, এরূপ নয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত পরিচয় হইয়া তত্তৎ দেশের বিবিধ বিষয় জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে। কলির মনীষিরা সে পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ভোজ্যান্নতা থাকাতে চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সমসুখদুঃখতা ও পরস্পরের যে সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিল, পৌরাণিক কালের মনীষিরা

---

(৫) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ। বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

তাহা ছিন্ন করিয়া দিলেন, তদবধি ভারতে একতার মূলও ছিন্ন হইয়া গেল।

পৌরাণিক সময়ে বৈদিক আর্য্য সমাজের যে বিপ্লব ঘটে, তাহার অপর প্রমাণ এই— পুরাণের ভাষা ও রচনা বেদের ভাষা ও রচনার সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙ্গলায় ও সংস্কৃত ভাষায় যে প্রকার প্রভেদ, পুরাণ ও বেদের ভাষায় সেইরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। যিনি কেবল বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, তিনি যেমন সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না, যিনি কেবল পৌরাণিক সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি তেমনি বেদের সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না।

পৌরাণিক প্রাদুর্ভাবমূলক শৈব বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে প্রাদুর্ভাব হয়, সেগুলিও আর্য্য সমাজের এক একটী বিপ্লব। তন্মধ্যে চৈতন্যকৃত বিপ্লবই প্রধান। বুদ্ধের ন্যায় চৈতন্যও জাতিভেদ মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানাদি কোন জাতির প্রতি বিমুখ ছিলেন না। যিনি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন, চৈতন্য তাঁহাকেই উদারভাবে সপ্রেম আলিঙ্গন দান করিয়াছেন। এ উদার ভাব আর্য্যধর্ম্মে লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের অনেকে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই, তিনি যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা হইতে বঙ্গদেশের উপকার না হইয়া বরং অপকারই ঘটিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম ভদ্রসমাজে আদৃত হয় নাই। ইতর সমাজই তাহার ক্রিয়া ক্ষেত্র। ইতর সমাজের চরিত্র মার্জ্জিত নয়। চৈতন্যের উদার ভাবের গুণে ভিন্ন ধাতুর ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের লোকের একত্র সম্মিলন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিশুদ্ধচরিত চৈতন্যের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন না হইয়া পরস্পরের হৃদয়ের অসাধুভাব সাংক্রামিক রোগের ন্যায় পরস্পর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ঐ সম্প্রদায়ে অসাধুতা স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। সে স্রোত আজিও প্রবল হইয়া আছে।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

রঘুরাজার দিগ্বিজয়।

(রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।)

রঘুবংশ সংস্কৃত ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। এ খানি কবিকুলরত্ন কালিদাসের মধুময়ী লেখনীর একটী অমৃত ফল। কালিদাস কোন্ সময়ে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা নির্ণয় করা সহজ নয়। সর্ব্বত্র বিদিত আছে যে তিনি উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তক সমালোচনা করিলে অনেকগুলি বিক্রমাদিত্য আমাদের নয়নপথে পতিত হন এবং ভোজরাজের সভাতেও এক জন কবি কালিদাসের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই জন্য আমাদের অনুসরণীয় কালিদাস যে কোথায়, তাহা আমরা সহজে জানিতে পারি না।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন,—

আর্য্যে ইয়ং হি রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ অস্যাঞ্চ কালিদাসগ্রথিত বস্তুনা——

ইহাতে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা পণ্ডিতরত্নে মণ্ডিত ছিল এবং কালিদাস্ তাহার অন্যতম পণ্ডিতরত্ন। আমরা নিম্নে যে নবরত্নের কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেও কালিদাসের নাম উপলব্ধ হয়—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে যদি অন্য কোন বিক্রমাদিত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে শকুন্তলায় তিনি তাহার পরিচয় বিশেষরূপে দিতেন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই যে সংসারপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এরূপও অনুমান করা যায় না। কুমারিকা খণ্ডের যুগব্যবস্থা অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যোবিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহত্র প্রলপ্স্যতে।

কলিযুগের ৪০০০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন।

বর্ত্তমান ১৮০১ শকে কলির গতাব্দ ৪৯৮০। বিক্রমাদিত্য কলির ৪০০০ বৎসর গত হইলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যদি এরূপ হয় তাহা হইলে এই স্থির হয় ৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন প্রচলিত সম্বৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত। সংবৎ ধরিয়া

গণনা করিলে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন এই কথা বলিতে হয়।

ভোজ প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ভোজের সভায় বররুচি, সুবন্ধু, বাণভট্ট, অমরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন, পরিশেষে কবি কালিদাস আসিয়া মিলিত হন। রাজা কালিদাসের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন কিন্তু সভাস্থ পণ্ডিতগণ তাঁহার লম্পটতার জন্য সাতিশয় বিরক্ত হইতেন। ভারতবর্ষে ভোজ রাজাও অনেকগুলি ছিলেন। সুতরাং এ স্থলে কোন্ ভোজকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা উল্লিখিত হইতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। কালিদাসের লম্পটতাদোষের এবং পরিশেষে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার অপ্রণয়ের কথা সর্ব্বত্র প্রথিত আছে। অতএব এই কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ কালিদাস হইলেও হইতে পারেন। রচনার প্রণালী দেখিয়া বিচার করিলেও কালিদাস, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ এক শতাব্দের ভিতরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত খণ্ডখাদ্যের আমরাজকৃত টীকায় দৃষ্ট হয়।—

নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যোদিবং গতঃ।

পাঁচ শত নয় শকাব্দে আচার্য্য বরাহ মিহির স্বর্গারোহণ করেন।

ওদিকে আমরা নবরত্নের মধ্যে বরাহ মিহিরের নাম দেখিয়াছি। এ সকল বিবাদ ভঞ্জন করা সহজ নয়।

কালিদাসের সময়ে ভারতের অতি উত্তম অবস্থা ছিল। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার যথেষ্ট অনুশীলন হইত। পরিধেয় বস্ত্রাদি অলঙ্কারপত্র সকলি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। চীনদেশ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেসমের কাপড় এদেশে আনীত হইত এবং নৃপতিগণ এতদূর সৌখীন হইয়াছিলেন যে এখনকার মত তখন অঙ্গুরীতে স্ব স্ব নাম ক্ষোদিত করাইতেন।

শকুন্তলা—(রাজা) তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইত্যঙ্গুরীয়কং দদাতি।)
(সখ্যৌ) প্রতিগৃহ্য নামাক্ষরাণি বাচয়িত্বা চ পরস্পরমবলো- কয়তঃ।

রাজা আমি ইহাকে অনৃণা করি, এই কথা কহিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। সখী দ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহাতে ক্ষোদিত রাজ নামাক্ষর পাঠ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

কিন্তু তৎকালে ভারতের সমস্ত প্রদেশ কেহই ভালরূপ জানিতেন না। মধ্য প্রদেশত নিতান্ত দুর্গম ছিল। রঘু রাজার দিগ্বিজয় বর্ণনায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রঘু প্রথমে উত্তরকোশল হইতে সসৈন্যে পূর্ব্ব সাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া গৌড়দেশের তালীবনশ্যামল উপখণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সুহ্মদেশীয় লোকের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। আধুনিক দিনাজপুর প্রভৃতি দেশ লইয়া সুহ্মরাজ্য পরিগণিত হয়। চন্দ্রবংশ-সম্ভূত বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র এদেশে আসিয়া স্ব স্ব নামে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল দেশ আর্য্যদিগের নিন্দনীয় হয়—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি।

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দেবল বচন।

আদিশূরের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, বোধ হয় তৎকালেও সেইরূপ কোন দোষ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য এই বচনের সৃষ্টি হইয়াছে। কালিদাসের সময় এ প্রদেশ অস্পৃশ্য ছিল কি না বলিতে পারা যায় না। কারণ তিনি ম্লেচ্ছজাতিসমাকীর্ণ পারস্যদেশেও রঘুর সমাগম বর্ণন করিয়াছেন এবং তথায় সৈনিকগণ দ্রাক্ষাসমুদ্ভূত মদিরা পান করিয়া সমরক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা করিতে কবিবর সঙ্কুচিত হন নাই।

পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রে বঙ্গদেশের নিন্দা দৃষ্ট হয় না—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ প্রিয়ে।
বঙ্গদেশোময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, প্রিয়ে আমি তোমাকে বঙ্গদেশের কথা কহিয়াছি। সাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ। এ দেশটী সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক।

অপর—

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।

ঐ

সর্ব্ব প্রকার বিদ্যায় পরিপূর্ণ গৌড় দেশের কথা বলা হইয়াছে।

কালিদাসের প্রদর্শিত একটী উদাহরণ পাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশে এখন

রোপণ-যোগ্য ধান্য যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রোপণ করা হয়, তৎকালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল —

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমাইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ উৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ। র। ৪। ৩৭।

বঙ্গবাসী নৃপতিগণ রঘুর নিকট সমরে পরাভূত হইয়া তাঁহার পদানত হইলেন। কলমধান্য যেমন একবার উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করিলে ফল প্রদান করে, সেইরূপ নৃপতিগণও একবার পদচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার সিংহাসন লাভ করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধন প্রদান করিলেন।

বঙ্গদেশ পরাজয় করিয়া রঘু গঙ্গাস্রোতোগত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন—

নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ। ৪। ৩৬।

সাগর সঙ্গম ভিন্ন অন্যত্র গঙ্গার উপর এক্ষণে দ্বীপ নাই। বোধ করি পূর্ব্বে গঙ্গা বিলক্ষণ প্রশস্ত ছিল, সুতরাং তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকিবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আধুনিক চাকদহ (চক্রদহ), অগ্রদ্বীপ, শুকসাগর (শুক্ল-সাগর) প্রভৃতি নাম দ্বারা উহা প্রতিপন্ন হইতেছে। বোধ হয় নিম্নবঙ্গ পর্য্যন্ত সাগরমোহানা বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার প্রমাণ এই স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার সময় বৃহৎ বৃহৎ জীর্ণ নৌকা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ হইতে রঘু গজময় সেতু দ্বারা কপিলা নদী পার হইয়া উৎকল দেশে গমন করিলেন। কপিলার আর একটী নাম করতা। এই নদীর নামে বোধ হইতেছে তিনি মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তমোলুক প্রাচীন তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী। বোধ হয় তৎকালে ঐ নগর নিষ্প্রভ হইয়াছিল। এ জন্য কালিদাস তাহার নামোল্লেখও করেন নাই। যদিও ব্রাহ্মবামলে দৃষ্ট হয় "কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।" কিন্তু এ কথা প্রামাণিক নয়। কালীঘাটের কালী ন্যূনাধিক দুই শত বর্ষ অতীত হইল কোন সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোধ হয় কলিকাতা নামটী কালীকুঠী শব্দের অপভ্রংশ হইবে।

পবিত্র উৎকল রাজ্যের ও তৎসন্নিহিত যমপুরী বৈতরণী নদী এবং প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর মন্দিরের বিষয় কালিদাস উল্লেখ করেন নাই। কপিল-সংহিতায় উক্ত আছে "সর্ব্বপাপং হরেদ্দেশঃ"। কালিদাসের সময় জগন্নাথ

বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই তিনি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে খ্রীঃ ৩১৮ অব্দে জগন্নাথ দেব জনসমাজে প্রথম পরিচিত হন (১)। ৩১৮ খ্রীঃঅব্দে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হন, এই প্রবাদ যদি প্রামাণিক হয় এবং আমাদিগের বর্ণনীয় কালিদাস সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ এ কথা যদি সত্য হয়, তাঁহার জগন্নাথের বিষয় জানা সম্ভাবিত নহে।

উৎকল রাজ্য হইতে কোশলপতি কলিঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন। সামান্যতঃ কলিঙ্গদেশ তিনটী, তন্মধ্যে বঙ্গোপসাগরের কূলবর্ত্তী কালিঙ্গই প্রধান।

জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগঃ শিবে।
কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো রামমার্গপরায়ণঃ॥ শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

জগন্নাথের পূর্ব্ব অবধি কৃষ্ণানদী তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ। রাম এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে কলিঙ্গদেশ একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্যবসায়ের জন্য বণিকগণ নানা দেশবিদেশ হইতে জলপথে এখানে গমনাগমন করিতেন। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় একজন বৌদ্ধরাজা কিছুকাল এই স্থান অধিকার করেন। পরে অগ্নিবাহু আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করেন। বলি ও যবদ্বীপাধিবাসিগণ ঐ স্থানকে ক্লিঙ্গ বলিত। টলমী ও প্লীনিও উহাকে কলিঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন। দিলীপতনয় কলিঙ্গ দেশের সপ্ত (২) কুলপর্ব্বতান্তর্গত মহেন্দ্রগিরির শিখরদেশে স্বীয় প্রতাপ চিহ্ন সংস্থাপিত করিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বত ঘাটগিরি (নীলাচল) ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যগত।

অনন্তর রঘু অগস্ত্যমার্গ অনুসরণ (৩) করিয়া কাবেরীকূলে উপনীত হইলেন। কাবেরী জলে অবগাহন করিয়া চতুরঙ্গ দলে মলয় পর্ব্বতের

( ) Jagannatha makes his first historical appearance in the year A. D. 318. Dr. Hunter.

(২) মহেন্দ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥
মৎস্য পুরাণ।

(৩) অগস্ত্যোদক্ষিণামাশাম্ আশ্রিত্য নভসি স্থিতঃ।
বরুণস্যাত্মজো যোগী বিন্ধ্যবাতাপিমর্দ্দনঃ।
ব্রহ্মপুরাণ।

উপত্যকায় প্রস্থান করিলেন। তথাকার অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। পরিশেষে পাণ্ডু-দেশীয় নৃপতির সঙ্গে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। পাণ্ডুদেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত। নরপতি সমরে পরাভূত হইয়া রঘুরাজের চরণে তাম্রপর্ণী ও মহাসাগর জাত মুক্তারাশি আনিয়া উপঢৌকন দিলেন। মল্লিনাথের টীকায় এবং কোন কোন সংস্কৃত কোষে তাম্রপর্ণী একটী নদী বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সিংহলদ্বীপকে গ্রিকেরা ট্র্যাবো বেনীস্ কহিত। ঐ শব্দ তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ বলিয়াও বোধ হইতে পারে। সিংহলদ্বীপ বহুকালাবধি মুক্তার জন্যও প্রসিদ্ধ আছে।

তৎপরে সূর্য্যবংশধুরন্ধর মহারাজ রঘু সহ্যগিরি অতিক্রম করিয়া কেরল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পরশুরাম মাতৃহত্যার পর কিছুকাল এই থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে তথাকার কৈবর্ত্তগণ দ্বিজাতিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

অব্রাহ্মণৈস্তদাদেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ
——————যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ। কুমারিল।

অতঃপর নর্ম্মদা নদীর কূল দিয়া রঘুরাজ ত্রিকুট পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পারস্য দেশ জয় করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। পারস্যাধি-পতিকে সমরে পরাজয় করিয়া তিনি হূন রাজ্যে স্বীয় জয়ধ্বজা উড্ডীন করিলেন। হূন রাজ্য আধুনিক জাইহূন ও সাইহূন নদীর কূলবর্ত্তী প্রদেশ। তদনন্তর কাম্বোজরাজও রঘুর প্রবল প্রতাপে পরাভূত হইলেন। যবনরাজ্য জয় করিয়া তিনি সসৈন্যে হিমালয় পর্ব্বত দিয়া কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রঘু যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কামাখ্যা তখন তাহার বিলক্ষণ সন্নিকটস্থ হইয়াছিল কিন্তু তৎপ্রদেশে কি জন্য গমন করিলেন না? কালিদাস ভৌগোলিক বৃত্তান্তে যে এককালে অনভিজ্ঞ ছিলেন; তাহা বিবেচনা করা যায় না। ভারতবর্ষের উভয় প্রান্তই নিবিড় গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কুমারসম্ভবের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ।

বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে আসাম প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধা

ছিল না। কামাখ্যার আর একটী নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ—

অত্রৈব হি স্থিতোব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥

কালীপুরাণ।

এই স্থানে ব্রহ্মা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এ পুরীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। এ পুরী ইন্দ্রপুরীর তুল্য।

এই নগর নরক রাজার প্রতিষ্ঠিত। মায়াদেবী নরক রাজার মহিষী। অনেকেই শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারিণী প্রস্তরময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিমা দেখিয়া থাকিবেন, উহাই মায়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। (কালীপুরাণ।)

প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে রঘু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মধ্য প্রদেশের কথা কালিদাস কিছুই লিখিলেন না। বোধ হয় তৎকালে ঐ সকল অঞ্চল বনবাসী ঋষি এবং অস্ত্রধারী নৃপতি দিগেরও দুর্গম্য ছিল।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

কালের কি অনন্ত মহিমা, কি মহীয়সী শক্তি!! জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কালবলে রূপান্তরিত না হইয়া থাকে। কালবলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ ভূধরসকল হাঙ্গর কুম্ভীর নক্রাদি মারাত্মক জলজন্তুপূর্ণ অতলস্পর্শসাগরে এবং রমণীয় হর্ম্ম্যশোভিত জনাকীর্ণ সুরম্য নয়নানন্দদায়ক নগরসকল শৃগালবানরাদির আবাসস্থলরূপে পরিণত হইতেছে। যে ভারত বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতাবলে একদা ভূমণ্ডলস্থ সুসভ্য দেশসমূহের শীর্ষস্থানে সমাসীন হইয়াছিল; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত গ্রীস রোম যাহার দৃষ্টান্তানুসারে নীতি ও বিদ্যা বুদ্ধিশিক্ষা করিয়া জগদারাধ্য হইয়া সগৌরবে দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে; যেখানে উন্নতকায় দীর্ঘজীবী রণবিদ্যাদি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রবীর-পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাহুবলে তৎকালপরিচিত ভূভাগসকল জয় করিয়া একছত্র রাজত্বদ্বারা জগতে অনুপম খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; এক দিন যাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই হৃদয়োত্তেজক ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; আজ সর্ব্বসংহারক কাল-

মাহাত্ম্যে অদৃষ্ট দোষে সেই ভারত পূর্ব্ব গৌরব সমুদয়চ্যুত হইয়া রোগপূর্ণ শীর্ণকায় সেবাবৃত্তিপরায়ণ অল্পায়ু বাঙ্গালী প্রভৃতি কতিপয় দুর্ব্বলজাতিপূর্ণ পরকরস্থিত সামান্য রাজ্যমধ্যে গণনীয় হইয়াছে। আজ তাহার সন্তান সন্ততিগণ আহারাভাবে কাল-দীপশিখায় পতঙ্গকুলের ন্যায় দলে দলে জীবনাহুতি প্রদান করিতেছে। আর যে জাতি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনায়াসলব্ধ ফলমূল মৃগয়ালব্ধ মাংস এমন কি নরমাংস দ্বারা উদর পূরণ করিত (১); আবাসস্থলাভাবে যাহারা নির্জ্জন গিরিকন্দরে তৃণশয্যায় শয়িত হইয়া বৃথা দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছে; গাত্রবস্ত্রাভাবে শীতাতপনিবারণের জন্য বৃক্ষবল্কল ও মৃগচর্ম্ম যে জাতির পরিধেয় ছিল; কালবশে সৌভাগ্য হেতু সেই জাতি আজ উত্তমোত্তম উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়িত ও অসংখ্য দাসদাসী মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বাণিজ্য হেতু জগৎপূজ্য ও সর্ব্বজাতিপরিচিত হইয়াছেন। ভারত এখন তাঁহাদিগের নিকট চিত্র পুত্তলিকার সমান। তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেছেন, ভারত বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেই দিকেই ফিরিয়া কালের অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন এমন সাগর নাই যেখানে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরীর গতি বিধি নাই, দুর্লঙ্ঘ্য বারিধিও তাঁহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় চরণে দাসত্বশৃঙ্খল পরিধান করিয়া অম্লানবদনে স্ববক্ষে ইংলিশ বাণিজ্যতরীর সুন্দর ধ্বজা সমূহ বহন করিতেছে। সকল মহাদেশেই এখন তাঁহাদিগের আধিপত্য চলিতেছে। " The sun never sets on the dominions of the Queen of England " অর্থাৎ ইংলণ্ডাধীশ্বরীর রাজ্যে সূর্য্যদেব কখন অস্তমিত হন না। এ কথার সত্যতা এখন অস্বীকার করিতে কে সমর্থ? বাণিজ্যই কি তাঁহাদিগের এই সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রাপ্তির প্রধান কারণ নহে? বাণিজ্য করিতে আসিয়াই কি তাঁহারা আজ সদর্পে সেই সৌভাগ্যলাভের কথা জগতে রটনা করিতে সক্ষম হইতেছেন না? স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির আধিপত্যও কি তাঁহাদিগের বাণি-

(১) ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন অধিবাসীরা যে নরমাংস ভক্ষণ করিত, তাহা পণ্ডিতবর ই, লেথব্রিজ মহোদয় তাঁহার প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের ৫ম পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে অন্য উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই যথা: " It has been suspected that they (Britons) were canibals, and it is merely certain that there were canidals in Britain before the Romans came. "

জ্যের একমাত্র ফল নহে? ইংরাজগণ বিশেষতঃ লর্ড মেকলে সগর্ব্বে বলিয়াছেন, জন কতক ইংরাজ বহুদূরস্থিত বীচিবিক্ষেপক বিপদসঙ্কুল সাগর বারি মধ্যস্থিত সামান্য একটী দ্বীপ হইতে বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া সুবিস্তৃত ভারতভূমিকে পদানত করিয়াছে (২)। বাস্তবিক মেকলের এ কথা বিন্দুমাত্রও অসত্য নহে। ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। যে ইংরেজ জাতির রাজত্বে আমরা বাস করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি, সেই ইংরাজ জাতি কত দিনে কত বিপদ সহ্য করিয়া কিরূপ অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাবলম্বনে ভারতের রাজা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্ব বাণিজ্যই বা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয় ক্ষণকালের জন্য মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দেখাও সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু বলিতে কি, তাঁহাদিগের আদিম বাণিজ্য ও বর্ত্তমান বাণিজ্য বিষয়ক সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ নাই। "Bruce's annals of the East Indian Company and Raynals History of the European settlements" নামক যদিও দুই একখানি ইংরাজি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, সত্য বটে, কিন্তু বঙ্গভাষায় শুদ্ধ এই সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদি নাই। ইতিহাসাদিতে স্থানে স্থানে এ বিষয়ের সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে। একারণ অদ্য আমরা আমাদের জেতৃগণের প্রধানতঃ ভারতে বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ! মনঃ-সংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন, কিরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় স্বদেশহিতৈষিতা সাহস ও উদ্‌যোগিতা বলে ইংরেজেরা সামান্য বাণিজ্য হইতে তাঁহাদিগের এই জগৎব্যাপী বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য উল্লিখিত গুণসকলের একত্র সমাবেশ হইলে জগতের শ্রমসাধ্য কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত থাকে না।

(খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজেরা প্রয়োজনীয় সামান্য অন্তর্ব্বাণিজ্যে বা বিনিময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কোনরূপে দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তখন বহির্ব্বাণিজ্য কাহাকে বলে, তাহা আদৌ অবগত ছিলেন না বা তাঁহাদের জানিবার ইচ্ছাও ছিল না) পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে

(২) "See the Maycaulay's Essays on Lord Clive"

ইংলণ্ডে গোলাপ যুদ্ধ (৩) নামক একটী প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই সুযোগে বহুতর দরিদ্র ব্যক্তি প্রভূত ধনশালী হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে যাহাতে রাজ্যের বাণিজ্যকার্য্য শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয়ে অনেকে মনঃসংযোগ করেন। কিন্তু শুদ্ধ মনঃসংযোগ করিলে কি হয়? রাজার সহানুভূতি ও বিদেশগমনোপযোগী অর্ণবপোতাদি না থাকায় সমুদয় বৃথা হইয়া গেল। তাঁহারা অগত্যা বহুদিন পর্য্যন্ত বোরদোঁ ও কেডিজ হইতে সুরাসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ণবপোতে অনুকূল বায়ুবশে সিল্‌ড ও টেম্‌স নদীতে আনয়ন করিতে এবং শীতকালের খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে "Iceland fleet" সকল প্রেরণ করিয়া কড ও লিং মৎস্যে ইয়ারমাউথ, সাউদামটন, পুলী, ব্রিকসহাম, ডরমাউথ প্লাইমাউথ প্রভৃতি খাড়ী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীতে পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হইলেও অনেক দিন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষ স্কাণ্ডিনেবিয়ানদিগের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া একরূপ উন্নতি-চেষ্টাশূন্য ছিলেন ও সামান্য মৎস্য বিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা কোন রূপে কায়ক্লেশে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতেন। এই ব্যবসায়ও আবার স্বাধীন ছিল না। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পার্লিয়ামেণ্ট (৪) নির্দ্ধারিত নিয়মানু-

(৩) গোলাপ যুদ্ধ ইংলণ্ড ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা ষষ্ঠ হেন্‌রীর সময় হইতে (১৪৫৫ খ্রীঃ) আরম্ভ হইয়া টিউডর বংশীয় সপ্তম হেনরির সময় (১৪৮৫) পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার শেষ সমর ক্ষেত্রের নাম বসওয়ার্থ। এই যুদ্ধে ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ান দল রক্ত গোলাপ ও ইয়র্কিষ্ট দল শ্বেত গোলাপের আকৃতি বিশিষ্ট নিশান ধারণ করায় ইহা গোলাপ যুদ্ধ (Wars of the Roses) নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গোলাপ যুদ্ধের ভারতের বিখ্যাত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সহিত অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত সমর যেমন রাজ্য প্রাপ্তির হেতু পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে রাজ্য যেমন যুধিষ্ঠিরেরই পাওয়া উচিত ছিল, এই গোলাপ যুদ্ধেও ইংলণ্ডরাজ্য তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্ল্যারেন্সের ঔরসজাত আরল্ অব্ মার্চ্চেরই হওয়া উচিত ছিল। ন্যায়তঃ ৩য় এডওয়ার্ডের চতুর্থ পুত্র ল্যাঙ্কাষ্টারের ডিউক, ষষ্ঠের জনের কোন অংশে অর্শাইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কুরু-পাণ্ডবের একতর পক্ষ অবলম্বনের ন্যায়, ইংলণ্ডের বহুতর ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও উক্ত দুই পক্ষের একতর পক্ষ অবলম্বন করতঃ সমরানলে জীবনাহুতি প্রদান করেন। শেষে বিজয়লক্ষ্মী অন্যায় পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সত্য পক্ষের (আরল অব মার্চ্চ বা তাঁহার ভাগিনেয় সপ্তম হেন্‌রীর) স্কন্ধেই ভর প্রদান করেন।

(৪) পার্লিয়ামেণ্ট সভা তৃতীয় হেন্‌রীর সময়ে ১২৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম স্থাপিত হয়।

সারে সম্পাদিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে 'লণ্ডন কোম্পানি' কোন খানেই যাতায়াত করিতে বা দ্রব্য সামগ্রীতে তরী সকল পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেন না। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বহু দিবস অতিবাহিত করিয়া যান।

পরিশেষে কলম্বস ১৪৯২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার করিয়া (৫) ইউরোপবাসী দুই এক জাতির বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে তাঁহারা ইংরেজ জাতির সম্মুখে দিবানিশি অর্ণবপোত সকল আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রেরণ করিতেন। ইহা দেখিয়াও তদানীন্তন ইংরেজ জাতির মনে বিদেশীয় বাণিজ্যেচ্ছা তাদৃশ বলবতী হয় নাই, যা হইলেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অধিক কি, ১৪৯৭ খ্রীঃঅব্দে জন কেবট নামা একজন ভিনিসিয়ান সিবাসষ্টেন কেবট নামক (৬) তাঁহার এক

(৫) কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্করণ অতি আশ্চর্য্য। তাঁহার সময়ে ইউরোপবাসী অনেক জাতি ভূগোল সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পাঠক! তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণ পাঠ করিয়া দেখুন—"কলম্বস ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরের নিকটে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে নৌবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ হইয়া উঠেন। একদিন তাঁহার মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হয়, যে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া অবশ্যই ভারতবর্ষ যাইবার কোন সহজ পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি সাহায্য প্রাপ্তির আশায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক দেশ ভ্রমণ করতঃ তত্তৎ দেশের ভূপতিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সকল ব্যক্তিই অজ্ঞতাবশতঃ, "অরে মূর্খ আটলাণ্টিক মহাসাগরের কি আবার পার আছে?" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ তিরস্কার ও শেষে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এজন্য অগত্যাই তাঁহাকে অপর স্থানানুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। এবার তিনি স্পেনে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় কেষ্টিলের অধীশ্বরী ইজাবেলা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে পাথেয় সমেত তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রদান করেন। তিনি সেই জাহাজ ত্রয় লইয়া ১৪৯২ সালের ৩ রা আগষ্ট কেষ্টিল পরিত্যাগ করতঃ ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ৬ ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার অন্তর্গত কেনেরি উপদ্বীপে উপস্থিত হন ও একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপকে শংশল্ভে উপদ্বীপ (পবিত্র রক্ষাকর্ত্তা) নাম প্রদান করিয়া কেষ্টিলে পুনরাগমন করেন। এইরূপে তাঁহা হইতে নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার হয়। তৎপরে আমেরিকা গোরেচ পুচি নামক অপর এক ব্যক্তি ঐ স্থানে যাইয়া আপন নামানুসারে ঐ স্থানকে আমেরিকা এই আখ্যা প্রদান করেন। See the discovery of America by Calumbus.

(৬) "Sebastian Cabot was born at Bristol in A. D. 1447. He was

পুত্রকে সমভিব্যাহারী করিয়া ব্রিষ্টল হইতে বাণিজ্যতরী লইয়া কেপে দ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে গ্রীনলণ্ডনস্থ বরফময় সাগরবারিতে তরী চালাইতে অসমর্থ হইয়া আমেরিকার অন্তর্গত নবস্কোসিয়া দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন করেন, এবং ফ্লোরিডা উপকূলে উত্তীর্ণ হন (৭)। তিনি দেশে আসিয়া সকলকে নূতন জনপদের বৃত্তান্ত শুনাইলেও স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে তুষ্ট ইংরেজজাতির মন বহির্ব্বাণিজ্য করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ স্থল। শেষে কেবট প্রদর্শিত পথে স্পেনবাসী মুরেরা বাণিজ্যোপলক্ষে গমন করিয়া সেই সকল জনপদ অধিকার করেন এবং নূতন পৃথিবীকে পুরাতন পৃথ্বীর সহিত সংযোগ দ্বারা পৃথিবীর পূর্ণত্ব সম্পাদন করিয়া দেন। এই বাণিজ্য যাত্রাই স্পেনবাসিদিগের উন্নতির ও একসময়ে জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু তাঁহাদেরও সে সুখের দিন গত হইয়া গিয়াছে। এখন তুরস্ক ভিন্ন ইউরোপের আর সকল দেশই স্পেন অপেক্ষা শিল্প বাণিজ্যাদি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে !!!!

উক্ত ঘটনাবলীর কিয়দ্দিবস পরে অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্ব সময়ে উন্নতি সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির অন্তঃকরণের ভাব পরিবর্ত্ত হয়। মার্টিন লুথার সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার এই ভাব পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণরূপে পরিগণিত না হউক, উহার চিহ্নরূপে পরিগণিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। পৃথিবীর আকৃতির ও গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নিরূপণ জন্য তাঁহাদিগের মনে পূর্ব্ব হইতে যে কল্পনার উদয় হয়, তাহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করা তাঁহাদিগের সুসাধ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে পৃথিবী অপরিসীম গভীরতাময় শূন্য স্থান মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া বলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিত, এক্ষণে তাহার সমুদয় বিষয় জ্ঞানচর্চ্চা প্রভাবে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে লাগিলেন এবং জ্ঞানচক্ষে তাঁহাদিগের পদতলে নূতন মহাদ্বীপের তালবৃক্ষপরিপূর্ণ দ্বীপসমূহ এবং স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট বালুকাময় উষ্ণকটিবন্ধের সাগর সকল নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। জ্ঞানই

---

the first man who noticed the variation of the compass and wrote his instructions for the direction of a voyage to Cathey."

(৭) See the Hume's History of the England. Reign of Henry the VII.

মানুষের অমূল্যরত্ন। জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে মনুষ্য কখন উন্নতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হন না। যে ইংরাজেরা বহু দিবস ধরিয়া অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগের চক্ষু পোপোৎপাদিত কুসংস্কার জাল মুক্ত হইয়া অধিকতররূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা পোপের ভ্রমরাশি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তৎসমুদয় পরিত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, এবং যেমন তাঁহাদিগের মনে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে উদ্যম অধ্যবসায় শত সহস্র নূতন ইচ্ছা অভাব ও চিন্তা বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া কুসংস্কার অজ্ঞতাদি শুষ্ক কাষ্ঠগুলিকে এককালে ভস্মীভূত করিয়া দিল (৮)।

তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় অবধি লোলার্ড সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, জন উইক্লিফ পোপের বিনানুমতিতে ইংরাজীতে বাইবলের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া যান (৯)। পরে অষ্টম হেনরীর সময়ে অক্সফোর্ডের উইলিয়ম টিণ্ডেল নামক একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ছাত্র ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে নূতন

(৮) " Meanwhile a vast intellectual revolution, of which the religious reformation was rather a sign than a cause, was making its way in the English mind. The discovery of the form of the earth, and of its place in the planetary system, was producing an effect on the imagination, which long familiarity with the truth renders it hard for us (to the Englishmen) now to realise. The very heaven itself had been rolled up like a scroll, laying bare the illimitable abyss of space; the solid frame of the earth had become a transparent ball; and in a hemisphere below their feet men saw the sunny Palm Isles and the golden glories of the tropic seas. Long impassive, long unable from the very toughness of their natures to appreahend these novel wonders, indifferent to them, even hating them as at first they hated the doctrines of Luther, the English opened their eyes at last. In the convulsions, which rent England from the Papacy, a thousand superstitions were blown away, a thousand new thoughts rushed in, bringing with them their train of new desires and new Emotions; and when the fire was once kindled, the dry wood burnt fiercely in the wind. History of England. J. A. Froude "

(৯) See the William Francis Collier, History of the British Empire.

বাইবেল ও ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে পুরাতন বাইবেলের অনুবাদ করেন। ঐ সময়ে ৮ম হেনরী স্বয়ংই পোপ প্রদত্ত "Defender of the Faith" উপাধি দূরে প্রক্ষেপ করিয়া পোপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং নিয়ত বিবাদ ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলে ছিদ্রের অভাব কি? দৈববশে একটী ছিদ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেটী এই;—

তাঁহার পত্নী ক্যাথেরাইন এক্ষণে পরিণতবয়স্কা হওয়াতে তাঁহার মন আর তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিল না। এ জগতের নিয়মই এই, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের কামক্ষুধা নিতান্ত বৃদ্ধ পলিতকেশ গলিতদন্ত না হইলে আর নিবৃত্ত হয় না। হেনরীর পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি কোন বিশেষ কারণ না দেখাইয়া তাঁহার প্রথমা পত্নী রাজ্ঞী ক্যাথেরাইনকে হৃদয়মন্দির হইতে দূরীভূত করিয়া পূর্ণযৌবনসম্পন্না মনোহর রূপলাবণ্যবতী অ্যান্ বোলেনকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিবার সংকল্প করেন। ইহাতে পোপ দশম লিও ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ডিনাল উল্‌জিকে ও কার্ডিনাল ক্যাম্পিগিও নামা দুইজন কার্য্যদক্ষ প্রধান ব্যক্তিকে কমিশনরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। উলজি, ক্যাথেরাইনের বিপক্ষ হইয়া ইংলণ্ডাধীশ্বরকে অ্যান্ বোলিনের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইতে উপরোধ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

যাহা হউক, কার্ডিনাল উলজির এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শন করিয়া, কার্ডিনাল ক্যাম্পিগিও প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র শিথিল-যত্ন হন নাই। বরং সমধিক উৎসাহের সহিত প্রকৃত বিশ্বাসপাত্রের ন্যায়, রাজ্ঞীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুই মাস কাল লণ্ডন রাজসভায় থাকিয়া এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস বিচারালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইলে যখন রাজা ও রাজ্ঞী উপস্থিত হইতে আহূত হন, তখন সেই হতভাগিনী স্বামিপরিত্যক্তা রমণী প্রশংসনীয় পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক, দৃঢ়তার সহিত রাজার চরণতলে পতিত হইয়া অতি দীনভাবে বলিতে লাগিলেন "রাজন্! আমি আপনার রাজ্যে অপরিচিতার ন্যায় আগমন করিয়া এই বিংশতি বৎসর

পর্য্যন্ত সাধ্বী পত্নীর ন্যায় আপনার মনোরঞ্জন করিলাম। আমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আপনার প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ বা অনাথিনীরূপে পরিত্যাগ করিতে আপনারই সম্পূর্ণ ক্ষমতা। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এ বিষয়ে কার্ডিনাল দ্বয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কোন ফল নাই। এই বলিয়া রাজ্ঞী জন্মের মত সভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আর প্রত্যাগমন করেন নাই (১০)। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে তৎপরে অ্যান্ বোলিন মহাসমাদরে রাজার পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পাঠক! হিউম প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইতে পারেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তৎসমুদয় সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আপনাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলাম না।

এইরূপে অষ্টম হেন্‌রী পোপকে অপমান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং ইংলণ্ডবাসিগণকে নৌবিদ্যায় ও বাণিজ্য কার্য্যে সুনিপুণ করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে রত হইলেন। যাহাতে পিতার (৭ম হেন্‌রীর) প্রথমারব্ধ বাণিজ্য কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতিসাধন হয়, এই উদ্দেশে তিনি স্বয়ং নৌবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিতার নির্ম্মিত "গ্রেট হারি" (১১) নামা প্রকাণ্ড রণপোত

---

(১০) "On the opening of the Court when the king and the queen were called on to appear, that poor ill-used lady with a dignity and firmness, and yet with a womanly affection worthy to be always admired went and kneeled at the king's feet. and said that she had come a stranger to his dominion; that she had been a good and true wife to him for twenty years; and that she could acknowledge no power of these Cardinals to try whether she should be considered his wife after all that time, or should be put away. With that she got up and left the Court and would never afterwards come back to it." See the History of England. By Charles Dickens. Page from 187 to 188 Reign of Henry the VIII.

(১১) By Henry the Seventh's order the "Great Harry" a worship of two decks, was built. It costs 14000,£ and was of one thousand tons burden (See the Collier's History.)

বাণিজ্যার্থ মহাসাগরে প্রেরণ ও নিজে "মেরি রোজ" নামক আর একখানি জাহাজ প্রস্তুত করাইলেন; ইহার তুল্য প্রকাণ্ড জাহাজ আর কখন সমুদ্রে ভাসমান হয় নাই (১২)।

অষ্টম হেনরী গর্ব্বিত যথেচ্ছাচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অত্যন্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজগণ এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী আছেন বলিতে হইবে। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে যখন পত্নী পরিত্যাগ (ডাইভোর্স) প্রশ্ন প্রথম উত্থিত হয়, তখনও তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র সুদক্ষ অধ্যবসায়শীল প্লাইমাউথনিবাসী উইলিয়ম হকিন্সকে বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী সহিত সুন্দর ও বৃহৎ অর্ণবপোত প্রদান করিয়া বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমতঃ গিনিতে উপস্থিত হইয়া কাফ্রিদিগের নিকট স্বর্ণরেণু ও গজদন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ব্রেজিলে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা অত্রত্য লোকদিগকে এমন বাধ্য করিয়াছিলেন, যে ব্রেজিলের অধিপতি ইংলণ্ডে আগমন করেন ও রাজা অষ্টম হেন্‌রী কর্ত্তৃক সাদরে "হোয়াইট হলে" অভ্যর্থিত হন (১৩)। পর বৎসর স্বার্থ সিদ্ধির আশয়ে সাউদামটনবাসী ইংরেজেরা তাঁহাকে পুনরায় দেশে লইয়া যান। পথিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে জলবায়ুর দোষে ও মন্দ খাদ্য সামগ্রী ভোজন জন্য অনেকে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি ইংরেজদিগের আশা উন্মূলিত হয় নাই। তাঁহারা আদিম আমেরিকাবাসীদিগের কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বাণিজ্যকার্য্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাউদামটনের বণিক দিগের দ্বারা আমেরিকার বাণিজ্য পথ প্রথম উন্মুক্ত ও অল্প দিবস মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক্ষণে বলা বাহুল্য ইংরেজেরা আমেরিকার গায়েনা প্রভৃতি বহুদেশে আধিপত্য করিতেছেন ও সেখানে তাঁহাদিগের সম্ভ্রমের ইয়ত্তা নাই।

ইংরেজেরা মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বে বাস করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা

(১২) See the Hume's History of England. Reign of Henry the Eighth.

(১৩) See the Hume's History of England. Reign of Henry the Eighth.

প্রভাবে আপনাদিগের মনের ও বাণিজ্যকার্য্যের অনেক উন্নতি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে ভারত একদা স্বপ্রসূত শিল্প বাণিজ্যাদিতে রোম সম্রাটের মন মুগ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে পর্ত্তুগীজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে সেই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহারাণী তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহারা ভারতের পথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিলেন। কারণ, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতে বাণিজ্য করেন নাই। খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে যখন রোমকদিগের প্রভুশক্তি দিগ্‌দিগন্তরে প্রসারিত হয়, এবং যখন রাজ্যতন্ত্রের উন্নতির সহিত তাঁহারা ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়েন, তখন বণিকেরা ভারতবর্ষীয় মনোহর পণ্যজাত দ্রব্য গ্রহণাশয়ে মিসর হইতে লোহিত সাগর দিয়া মলবর উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু তৎকালে নৌবিদ্যার হীনাবস্থা প্রযুক্ত বাণিজ্যের উৎকর্ষ লাভ না হওয়ায় কোন নাবিকই সাহস করিয়া সাগরের মধ্য দিয়া অর্ণবপোত চালাইয়া এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই আরব ও পারস্য উপকূলের সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম দিয়া গমনাগমন করিতেন বলিয়া বৃথা বহু সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগকেও অকারণ বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইত। এইরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বণিকদিগের বহুদিন গত হয়।

শেষে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে রোম যখন ধ্বংস হয়, এবং মুসলমানেরা যখন দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন, তখন ভারতভূমির সহিত ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্যকার্য্য এককালে বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় বহুমূল্য বিচিত্র পণ্যজাত দ্রব্য সমুদয় আরবীয় নাবিক দিগের দ্বারা এবং স্থলপথগামী বণিকদিগের কর্ত্তৃক ভূমধ্যস্থসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে উপনীত হইত (১৪)। ভিনিস ও জেনোয়াবাসীরা তথা হইতে ঐ সমুদয় ক্রয় করিয়া ইউরোপের নানা স্থানে বিক্রয়

(১৪) আরবেরা শুদ্ধ ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ইউরোপবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন না। তাঁহারা ভারতে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া উহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। See the History of India by J. C Marshman.

এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভিনিসিয় ও জেনোয়াবাসীরা তৎকালে নৌবিদ্যায় মহতী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও এবং ভারতের পণ্যজাত দ্রব্যে বিপুল অর্থশালী হইয়াও ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে কোন সুগম পথের আবিষ্ক্রিয়ায় উৎদ্যোগী হন নাই। শেষে যে জাতির অবিচলিত অধ্যবসায় ও সাহসে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, ও যে পর্ত্তুগিজ জাতির ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর উদয় হইতে দেখিয়া তদানীন্তন বাণিজ্যপ্রিয় ইংরেজ জাতি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা নিম্নে অগত্যা বাধ্য হইয়া সেই পর্ত্তুগীজ জাতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালের তদানীন্তন রাজকুমার প্রথম জনের পুত্র ও ল্যাঙ্কাষ্টারের ইংলিস ডিউক ঘণ্টের জনের দৌহিত্র হেনরী অসামান্য উৎসাহ প্রদান করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে উত্তেজিত করিয়া দিলে তাঁহারা নৌবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে ১৪২০ খ্রীঃ অব্দে মেডিরা এবং ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে কেপ ডি ভার্ডদ্বীপ আবিষ্কৃত হইলে পর্ত্তুগীজদিগের অন্তঃকরণে আফ্রিকা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের নূতন বর্ত্ম আবিষ্করণের আশা বলবতী হইল। বলিতে কি এই আশা ফলবতী হইলে পর্ত্তুগীজদিগের অদৃষ্ট চক্রের গতির সহিত এককালে ইউরোপের সমস্ত দেশের বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

বার্থলমিউ ডাএজ নামা এক জন সুদক্ষ বহুজ্ঞ নাবিক ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিতে আসিয়া অফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে প্রবল ঝটিকাক্রান্ত ও বিফলমনোরথ হইয়া ঐ অন্তরীপের নাম "Cape of Tempest" প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত পথটিতে পর্ত্তুগীজদিগের বহুদিবস সঞ্চিত আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন ঐ অন্তরীপের নাম উত্তমাশা "Cape of Goodhope" রাখিয়া দিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে আসিবার আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তস্থ বর্ত্মটি আবিষ্কৃত হয়। এই বর্ত্ম দিয়া ইংরেজেরাও বহুদিবস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছেন। এক্ষণে আর এ পথ দিয়া কেহই ভারতবর্ষে গমনাগমন করেন না। সুয়েজ

যোজক প্রণালীরূপে পরিণত হওয়াতে ইউরোপবাসীরা ভূমধ্যস্থসাগর হইয়া এদেশে আগমন ও প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

আমরা উপরেই বলিলাম, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে রাজা এমানুয়েল ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে ভাস্ক ডি গামা নামা অপর একজন নাবিককে তিনখানি জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া এদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি বহু কষ্টের পর ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দের ১১ ই মে মলবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উত্তীর্ণ হন। এইরূপে ভাস্কডিগামা কর্তৃক ভারতের পথ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। তিনি যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় লোডি বংশসম্ভূত সেকেন্দর লোডি, দাক্ষিণাত্যে বামনিবংশে হীনপ্রতাপ দ্বিতীয় মামুদ, বিজাপুরে আজস্ আদিল সা, এবং গোয়ার দক্ষিণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তন্মধ্যে কালিকটে জামোরিন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন (১৫)। ভাস্ক ডি গামা উপরি উক্ত জামারিনবংশীয় তদানীন্তন হিন্দুরাজা কর্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য লাভ করিবেন এইরূপ আশা অচিরাৎ দুরাশায় পরিণত হইল। তৎকালে মুর নামে খ্যাত আরবীয় ও মিশরদেশীয় মুসলমানেরা মলবার উপকূলের যাবতীয় বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। রাজসভায় তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা থাকায় তাঁহারা পর্ত্তগীজদিগের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে জলদস্যু বা বোম্বেটিয়া বলিয়া রাজসভায় পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে এই ফল হইল, যে রাজ্যের যাবতীয় প্রজা জলদস্যু বোধে পর্ত্তুগীজ দিগের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। ভাস্ক ডি গামা আপনাকে তাঁহাদিগের সমকক্ষবলসম্পন্ন বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা ১৪৯৯ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে পর্ত্তুগালে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

ভাস্ক ডি গামা এইরূপে স্বদেশে যাত্রা করিলে পর অ্যালব্যারেজ ক্যাবরাল নামক এক জন পর্ত্তুগীজ আমেরিকায় যাইয়া ব্রেজিল অধিকার করেন এবং ১৫০০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিকট নগরীতে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার

(১৫) See the History of India by E. Lethbridge M. A. and the Rev G. U. Pope D. D. And also the History of India by John. C. Marshman. Part I. The Portugeese in India.

সহিত মুরদিগের বহুতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এ সকল বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নয়, এ জন্য এস্থলে অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করিলাম। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা ভারতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া অনেক স্থানে কারখানা ও অধিকার পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গানুক্রমে এস্থলে ওলন্দাজদিগেরও বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক। তাঁহারা বহুদিবস পর্য্যন্ত স্পানিয়ার্ডদিগের দাসত্বশৃঙ্খলভার বহন করিয়া স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় আর দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং স্পেনদিগের হস্ত হইতে স্বাধীনতা রত্ন পুনর্গ্রহণ করেন। তাঁহারা পর্ত্তুগাল হইতে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় ও তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতেন। শেষে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন হাউটন নামক এক ব্যক্তিকে এখানে প্রেরণ করেন। হাউটন বহুদিবসের পর যাবা দ্বীপস্থ বাণ্টাম নগরে উত্তীর্ণ হন। ১৫৯৯ ও ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজদিগের আরও দুই এক খানি জাহাজ এদেশে আসিয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা বল প্রাপ্ত হইয়া ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্বসাগরস্থ মসলাদির বাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন এবং সিংহল ও মলক্কা ব্যতীত ভারত সাগরস্থ প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থান হইতে প্রতিদ্বন্দীদিগকে (পর্ত্তুগীজ) বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। (১৬)।

১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে উক্ত দুই দ্বীপও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে তাঁহারা ব্যাটেভিয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন এবং ক্রমশঃ পর্ত্তুগীজদিগকে হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া আপনারা সমধিক উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহারও প্রতি চির দিনের জন্য দয়া প্রকাশ করেন না, ওলন্দাজদিগকে অল্প দিবস পরে একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির নিকট অপদস্থ ও হীনবল হইয়া শেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাঠক! বোধ হয় এ জাতি কে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাঁরা ভীম পরাক্রমশালী আমাদিগের রাজা ইংরাজ জাতি। বলা বাহুল্য, ইহাঁদেরই বাণিজ্য কার্য্যের বিবরণ প্রকটন করা এই " ভারতে

(১৬) See the J. C. Marshman's History of India.

ইংরাজ বাণিজ্য" শীর্ষক প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে ইহাঁরাই ভারতবর্ষের সর্ব্বে সর্ব্বা ও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ভারত ইহাঁদের কথায় উঠিতেছে বসিতেছে হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইহাঁদের বাহুবলে, ও বজ্র সদৃশ কামানের শব্দে অদৃষ্টদেব পিতার নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছেন!!! সৌভাগ লক্ষ্মীও জালনিবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় চিরনিবদ্ধ হইয়া আছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৭ ম ও অষ্টম হেনরীর সময় হইতে ইংরেজেরা বিদেশীয় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় তাঁহারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার জন্য আরও অধিক যত্নবান হন।) যাহাতে উত্তর মহাসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, তজ্জন্য দিবানিশি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ও ওলন্দাজ দিগের এ চেষ্টা কোন কার্য্যেরই হয় নাই। তবে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ষ্টিভেন্স নামা একজন ইংরাজ (ইনিই প্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন) গোয়া নগরী পরিদর্শন পুর্ব্বক স্বীয় জন্মভূমি ইংলণ্ডে যাইয়া স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহানলে ভারতবর্ষের অসামান্য বাণিজ্য প্রলোভনরূপ ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। অগ্নি এক কালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সুখসম্পদ লাভের নানা পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। রাজ্ঞী এলিজাবেথ এক এক খণ্ড অনুরোধ পত্র প্রদান করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য নিউবেরি লিড্‌স ও ফিচ নামক কয়েক জন ইংরেজকে ভারতের তদানীন্তন অধিপতি প্রাতঃ স্মরণীয় আকবরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে আলিপো ও বোগ্‌দাদ নগরী দিয়া ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে জলপথেও ড্রেক ক্যাভিণ্ডিস আদি অনেক নাবিক প্রেরিত হইয়াছিলেন। নিউবেরি প্রভৃতি দিল্লীর অতুল শোভাসমৃদ্ধি ও ভারতের বাণিজ্যকার্য্যের উপযোগিতা দর্শন করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া যেমন তাহার বর্ণন করিলেন, অমনি ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমনের উদ্যোগ আরম্ভ হইল।

একদল বণিক আপাততঃ ১৫ বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের শেষ দিনে

শুভ লগ্নে ভারতে আগমন করিলেন। এই বণিক দলই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নামে বিখ্যাত। ইহাদিগের হইতে কেবলই ইংরেজ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, ভারত সাম্রাজ্যেরও বীজ অঙ্কুরিত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিতে আসিয়া আজ ইংলণ্ডকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় দেশের শীর্ষ স্থানে অধিরোহিত করিয়াছেন। অতুল বিভবশালিনী ভারতলক্ষ্মীকে নিরলঙ্কৃত করিয়া এই কোম্পানি সেই অলঙ্কারে আজ পর্ণ-কুটীরবাসিনী ইংলণ্ডলক্ষ্মীকে বিভূষিতা করিয়াছেন, ও তাঁহার পরিচর্য্যার্থ ইহাকে চিরপরাধীনা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড এই কোম্পানির হস্তে ছিল। পরে কানপুরে সিপাই বিদ্রোহ হওয়া অবধি উহা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিজ হস্তগত হইয়াছে।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বামদেব।

বীররসপ্রধান উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুখোপাধ্যায় ইহাঁর উপাধি। ইনি স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র। ১৩৭৫ শকাব্দের বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ নবমী তিথি বৃহস্পতিবার পুনর্ব্বসু নক্ষত্র কর্কট লগ্ন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় অরুণনগরে মাতামহাশ্রয়ে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর মাতামহ কুমুদিনীকান্ত অতুল সম্পদের অধিকারী। তাঁহার তালুক মুলুক জায়গা জমী জমিদারী এত যে বঙ্গাধিপতি রাজরাজেশ্বরের অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁহার হস্ত-গত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বঙ্গাধিপতির এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিয়ত পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিতে ও নিয়মিতরূপে তাহাদিগের বেতন দিতে হইত। তাহাদিগের বাসার্থ ও অস্ত্রগৃহ রক্ষার্থ বহু ব্যয়ে একটী দৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইত। তিনি ইহার বেতন স্বরূপ ঐ বিশাল জমীদারীর সমুদায় উপস্বত্ব নিষ্কর ভোগ করিতেন। তিনি অরুণ নগরের বনিয়াদী লোক। তাঁহার পিতৃপিতামহাদি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী ও বঙ্গরাজের চির অনুগত ছিলেন। তিনি যে অট্টালি-

স্থায় বাস করিতেন, তাহা তাঁহার প্রপিতামহের নির্ম্মিত। সেকেলে লোকের রুচি পরিশুদ্ধ ছিল না। সেকালের লোকে জাঁক জমক ও আড়ম্বর ভাল বাসিতেন। ঐ অট্টালিকা দ্বারাই তাহার পরিচয় হইত। অট্টালিকার গৃহগুলি সুরুচিসম্পাদিত নয়, কিন্তু অতিবিশাল ও উচ্চ। দেখিলে হৃদয়ে উদাত্ত ভাবের আবির্ভাব হইত। এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, তাঁহার এরূপ পুত্রসন্তান ছিল না, নলিনী একমাত্র কন্যা, আর বামদেব একমাত্র দৌহিত্র। সুতরাং বামদেব তাঁহার বিষয়বিভবের ন্যায় সমুদায় অপত্যস্নেহের একমাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতারও স্নেহ বিভাগ করিয়া লয়, আর কেহ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগের উভয়ের এবং তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনাভিলাষী অনুচর সহচর ও পরিচারকদিগের অতিশয় আদরের ও যত্নের ধন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রার্থিত কিছু মাত্র অসম্পাদিত ছিল না। তাঁহার মাতামহ ও মাতা তাঁহার প্রার্থনাধিকদাতা হইয়া কল্পবৃক্ষকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ ও তাঁহার মাতা আপনাদিগের সাধ মিটাইয়া এত বিলাস ও ভোগ্য দ্রব্য দিয়াছিলেন যে ভোগ করিয়া ক্রমে তাহাতে অরুচি জন্মিল।

গাড়ি ঘোড়া জোড়া প্রভৃতি সামান্য বিলাসদ্রব্যের আমরা আর কি বর্ণন করিব, তবে তাঁহার মাতামহ তাঁহার বাসার্থ আপনার উচ্চ বিভব ও উচ্চ অভিলাষের অনুরূপ যে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক হইতেছে। শরৎকালের শুক্লপক্ষের রাত্রিতে দূর হইতে সেই অট্টালিকাটী দর্শন করিলে বোধ হইত বিধাতা যেন বামদেবের প্রীত্যর্থ অরুণনগরে একটী তুষারপর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অট্টালিকাটী সুধাধবলিত অতি শুভ্র বলিয়া তুষারসৌধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উহা যে স্থানে সন্নিবেশিত হয়, সে স্থানটী অতি মনোহর। স্থানের গুণে উহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। উহার পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিরজা নদী, মধ্যে কেবল নানাজাতীয় তরুলতা মণ্ডিত একটী উদ্যান ও একটী ইষ্টকনির্ম্মিত সিন্দূরবর্ণ উজ্জ্বল রমণীয় রাস্তা। বাটীর দক্ষিণাংশে সম্মুখে অতি প্রশস্ত একটী পুষ্পোদ্যান। বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে পৃথিবীর নানাজতীয় পুষ্প সেখানে সংগৃহীত হইয়াছিল। অন্যদেশীয় পুষ্পবৃক্ষ রোপণার্থ তত্তৎ দেশীয় মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয়। ইহাতে কুমুদিনীকান্তের যে কত

ব্যয় পড়িয়াছিল, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। যাহার রচনার্থ এত যত্ন ও এত ব্যয়, সে বস্তু যে কেমন অপূর্ব্ব, তাহা পাঠকের অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে নয়ন ও মন যে কেমন প্রীত ও প্রসন্ন হইত, দর্শকের অন্তরাত্মাই তাহা জানিতেন। দেখিলে বোধ হইত বসন্ত যেন এখানে নিত্য বিরাজমান। যিনি সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, সতত উড্ডীয়মান মধুকর ও মধুমক্ষিকাদির মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণযুগলকে মোহিত করিয়া তুলিত। মলয় মারুত মন্দমন্দভাবে সেই পুষ্পোদ্যান হইয়া সতত অট্টালিকায় প্রবেশ করিত। নিত্য সুগন্ধি সমীরণ সেবন করিয়া অট্টালিকাবাসিদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল গন্ধ পৃথিবীর গুণ নয়, বায়ুরই গুণ। উদ্যানের মধ্যে মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত এক একটী রাস্তা। সেই রাস্তাগুলির শ্রী সন্দর্শন করিয়া দর্শকের মনে সময়ে সময়ে এই ভাবের উদয় হইত, মনুষ্যকৃত সৃষ্টিও সৌন্দর্য্যগুণে কখন কখন বিধাতার সৃষ্টিকে পরাজয় করিয়া থাকে। ঐ রাস্তার ধারে ধারে স্থানে স্থানে গোলাপ বেল মল্লিকা গন্ধরাজ প্রভৃতির গোলাকৃতি ক্ষেত্র এবং কোথায় নীল, কোথায় লোহিত কোথায় বা পীত কোথায় বা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত উপবেশন স্থান। বহ্নি নৈঋত মরুৎ ঈশান এই চারি কোণে চারি বটবৃক্ষ। একএক বৃক্ষ এক এক বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছে। তাহার নিবিড়-পত্র নব পল্লব ভেদ করিয়া মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকিরণও তল স্পর্শ করিতে পারিত না। নিদাঘকালের নিদারুণ আতপ তাপে তাপিত হইয়াও যদি পথিক তাহার ছায়া আশ্রয় করে, তৎক্ষণাৎ তাহার তাপ শান্তি হইয়া সমুদায় ক্লান্তি দূর হয়। তাহার মনে এই চিন্তার উদয় হইতে থাকে, বিধাতা বটবৃক্ষকেই বুঝি হিমানীর আবসথ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা যদি না করিবেন, এখানকার সমীরণ এমন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও এত শীতল হইবে কেন ?

বাটীর পশ্চিমাংশেও একটী আম্রপনসাদি নানাজাতীয় ফলপূর্ণ চারা বাগান। এ বাগানটীও এমনি বিচিত্র/ভাবে বিরচিত হইয়াছিল যে নয়ন একবার তাহাতে নিহিত হইলে সে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে উন্মুখ হইত না। কুমুদিনীকান্ত পরিজন স্ত্রীগণের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। তিনি তাহাদিগের জল বিহার বন বিহার ও শৈল বিহারার্থ বাটীর উত্তরে

একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন এবং দীর্ঘায়ত উপবন ও একটী কৃত্রিম পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমুদিনীকান্ত বড় সহৃদয় সামাজিক লোক। তিনি ঐ পর্ব্বতটীর পাঁচটী শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দক্ষিণে শ্বেত, পশ্চিমে পীত, উত্তরে নীল, পূর্ব্বে লোহিত; চারি দিকে এই চারি রঙ্গের শৃঙ্গ, আর মধ্যস্থলের উচ্চতর শিখরটী মরকতপ্রস্তরে রচিত। দীর্ঘিকা উপবন ও এই কৃত্রিম পর্ব্বতটী থাকাতে অট্টালিকার উত্তরাংশের শোভা সন্দর্শন করিলে চিত্ত অধিকতর চমৎকৃত হইত। পাঠক! বাটীর দক্ষিণাংশে যে পুষ্পোদ্যান দেখিয়াছেন, তাহার দক্ষিণে বিরজা নদীর সহিত যোগ করিয়া একটী ঝিল কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ ঝিল বাটীর পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া বরাবর উত্তরের কৃত্রিম পর্ব্বতের উত্তর দিয়া ঐ নদীতে সংযোজিত হইয়াছিল। চতুঃপার্শ্বে নদী ও ঝিল থাকাতে বাটীটীকে পরিখা বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইত। বাটীর চারি দিকে চারিটী বৃহৎ তোরণ ছিল। তাহার কবাট দুর্ভেদ্য। দ্বারগুলি রুদ্ধ হইলে বাটী মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। চারি দিকের চারিটী তোরণের ঠিক সম্মুখে ঝিলের উপরে চারিটী সেতু ছিল। সেতুগুলি নানা বর্ণের প্রস্তরে এমনি কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত, রাবণের দ্বারে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দেবগণের ন্যায় ইন্দ্রধনু বামদেবের তুষারসৌধের দ্বার সম্মুখে চিরনিবদ্ধ হইয়া আছে। প্রতি সেতুরই উভয় পার্শ্বে ঝিলে নামিবার দুটী করিয়া শ্বেত প্রস্তরের ঘাট। ঘাটগুলি এমনি শুভ্র যে শরৎকালের শুক্লপক্ষের রজনীতে সেখানে ঘাট আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রতি ঘাটেরই পার্শ্বে কয়েকখানি করিয়া সুগঠিত সুধাধবলিত সুসজ্জিত নৌকা বাঁধা থাকিত। তাহার গবাক্ষ কর্ণ ও ক্ষেপণী প্রভৃতি সকলই বিচিত্র। বামদেবই যে কেবল সহচর সঙ্গে পরম রঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া জলক্রীড়া করিতেন এরূপ নয়, অত্যুদারপ্রকৃতি কুমুদিনীকান্তের অনুমতি ছিল, অন্তঃপুররমণীগণও স্বেচ্ছামত জলবিহার করিবেন। তাঁহাদিগের জলবিহারকালে তথায় পুরুষের গমনানুমতি ছিল না। তাঁহারা স্বয়ংই নৌকা চালন করিতেন। তাঁহারা যখন কোমল করে নৌকার কর্ণ ও ক্ষেপণী ধারণ করিয়া জলবিহার করিতেন, ঝিলের অপূর্ব্ব শোভা হইত। নৌকা মধ্যে কয়েকখানি দর্পণ এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে ক্রীড়াকুতুকিনী কামিনীগণের মূর্ত্তি

প্রতিফলিত হইয়া জলে গিয়া প্রতিবিম্বিত হইত। তৎকালে জলের সেই চমৎকারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া চিত্তমধ্যে এই ভাবের উদয় হইত, বিধাতা যেন বামদেবের প্রীতার্থ জলহস্তী ও জল তুরঙ্গমাদির ন্যায় জলরমণীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। অঙ্গনাগণ তরঙ্গের রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত কখন দুইখানি নৌকা পাশাপাশি করিয়া বেগে চালাইতেন, কখন বা পরস্পরস্পর্দ্ধী হইয়া পরাভবের ইচ্ছায় পিচকারি দিয়া পরস্পরের গায়ে বেগে কুঙ্কুম জল নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে রমণীগণের অনিচ্ছাকৃত বামদেবের অভিমত যুদ্ধশিক্ষা হইয়া উঠিত। বামদেব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। যিনি জয়ী হইতেন, তিনি পুরস্কার পাইতেন। এ প্রকার উৎসাহ দিবার তাঁহার দুটী উদ্দেশ্য ছিল। এক, অবলাগণকে বলসম্পন্ন ও সাহসসম্পন্ন করা; দ্বিতীয়; অবিবেচক লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহারা বঙ্গের কুলাঙ্গনাগণকে যেরূপ জন্তু ভাবেন, তাঁহারা সে জন্তু নন, তাঁহাদিগকে যা শিখাও তাই তাঁহারা শিখিতে পারেন, দর্ব্বী ও কটাহের সহিত পরিচয় দীক্ষাই তাঁহাদিগের শেষ শিক্ষা নয়।

অট্টালিকাটী ত্রিতল। অতি সুকৌশলে মধ্যস্থলে গৃহসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহগুলি অতি উচ্চ এবং উচ্চতর বিবিধ কারুক্রিয়া খচিত দারুময় গবাক্ষ দ্বারা উপশোভিত। প্রতি গৃহেরই বহির্ভাগে এক একটী প্রশস্ত বারাণ্ডা। ঐ বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইলে বহুদূরস্থ শস্যক্ষেত্রের শারদীয় শ্যামল শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া চিত্তকে একান্ত পুলকিত করিয়া তুলিত। ঐ অট্টালিকার স্থানে স্থানে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ক্লেশ পরিহারের এবং স্নান ভোজন ও সভাদির উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন গৃহ নির্ম্মিত ছিল। নীচের তালার পশ্চিম পার্শ্বে স্নানগৃহ, তাহার পার্শ্বে মরুৎকোণে জলযন্ত্রগৃহ। সেখানে সর্ব্বদাই যন্ত্রযোগে জল উত্থিত ও পতিত হইত। দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও সে গৃহে প্রবেশ করিলে বিধাতা নিজ সৃষ্টির মধ্যে গ্রীষ্ম নামে একটী কালের সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ বোধ হইত না। ঐ জলযন্ত্রগৃহের একটী ঘরের পর অগ্নিগৃহ। ঐ গৃহের মধ্যে যন্ত্রযোগে এরূপ কৌশলে অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল, বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইত না, কিন্তু দুরন্ত পৌষ মাসের শীতের সময়েও গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হইত যেন তথায় সমকটিবন্ধের চৈত্র মাস সদা বিরাজমান। দোতালার সিঁড়ির উপরে উঠিয়াই নাচঘর। তাহার পশ্চিমে

সভাগৃহ, পূর্ব্বাংশে অভ্যর্থনাগৃহ এবং উত্তরাংশে মন্ত্রণাগৃহ। ঐ মন্ত্রণাগৃহে কতকগুলি বিচিত্র চিত্র ছিল, সেগুলি এমনি কৌশলে অঙ্কিত হইয়াছিল, যে দেখিবামাত্র গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের হঠাৎ সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মিত। ঐ মন্ত্রণাগৃহের উত্তরেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের রচনাপ্রণালীও কোন অংশে ইহার ন্যূন নহে। কুমুদিনীকান্ত অন্তঃপুর রমণীগণের সবিশেষ সম্মাননা করিতেন। পাছে তাহাদিগের মনে ক্ষোভ হয়, এই শঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগের বিলাস সামগ্রীর সমাধান বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইতেন। কাহার কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষোভ করিবার কারণ ছিল না।

তখনকার লোকে চিত্রকর্ম্ম বড় ভাল বাসিত। তুষারসৌধের সমুদায় গৃহই যথাযোগ্য স্থানে লতাপল্লবাদি সমুচিত চিত্রকর্ম্ম দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পাঠক! সকল কার্য্যেই দেখিবেন, কুমুদিনীকান্তের রুচি অতি পরিশুদ্ধ। তিনি যে গৃহে যে চিত্রকর্ম্ম করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই পরিশুদ্ধ উন্নত রুচির ফল। লোকে চিত্রকর্ম্ম ভাল বাসিত বলিয়া তিনি গ্রাম্যদিগের প্রীত্যর্থ ভিত্তিতে বিকটাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গৃহগুলিকে জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় জবড়জঙ্গ করিয়া তুলেন নাই।

তেতালার ঘরগুলি নিত্য ব্যবহারকার্য্যে বিনিযোজিত হইত না। কুমুদিনীকান্ত যেখানে যে অদ্ভুত ও সুন্দর পদার্থ পাইয়াছেন, সমুদায় আনিয়া সেগুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া নানা দিগ্‌দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত বড় লোক সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা ও আনন্দার্থই ঐ গৃহগুলি ঐরূপে সজ্জিত হয়। অদ্ভুত পদার্থসকল গৃহমধ্যে এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, অতি-চতুর বুদ্ধিমান্ নাগরিক লোকও গৃহে প্রবেশ করিয়া গ্রাম্য লোকের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া যাইতেন।

বামদেব পরিণামে যে একজন বড়লোক হইবেন, অতি শৈশবকালেই তাঁহার শরীর ও কার্য্য তাহার পরিচয় দিতে লাগিল। তাঁহার শরীর দেখিলে বোধ হইত, তিনি একজন বিলক্ষণ বলবীর্য্যবান পুরুষ হইবেন। হাত পাগুলি বেশ গোলাল হৃষ্ট পুষ্ট ও দৃঢ়িষ্ট। তাঁহার দয়া সময়ে সময়ে যেন স্রোতোবেগে বহির্গত হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার মাতামহের বিশাল জমীদারী ছিল। জমিদারী থাকিলেই প্রজাপীড়ন যেন তাহার সঙ্গে

ঘটিয়া উঠে। তাঁহার মাতামহের প্রজাপীড়নে ইচ্ছা ছিল না বরং বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু তিনি তাহার পরিহারে সমর্থ হইতেন না। মনু রাজাকে কর্ম্মচারির হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার বার বার উপদেশ দিয়াছেন। রাজভৃত্যেরা প্রায়ই পরস্বগ্রাহক শঠ ও বঞ্চক হইয়া থাকে। কুমুদিনীকান্তের কর্ম্মচারিদিগের এ গুণে ঘাটি ছিল না। তিনি বারণ করিয়া তাহাদিগকে রাখিতে পারিতেন না। বামদেবের কর্ণে ঐ অত্যাচারের কথা প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, কলেবর কম্পিত হইত, এবং ললাট ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের উদয় হইয়া মুক্তাজালের ন্যায় শোভা পাইত। গমন ভ্রমণ শয়ন উপবেশন কথোপকথন ইত্যাদি যে কোন কার্য্য হউক সকল কার্য্যে তাঁহাকে অকুতোভয় বলিয়া বোধ হইত। যুদ্ধ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দাঙ্গা হাঙ্গামা ভাল বাসিতেন। তাহার মাতামহের হিন্দু ধর্ম্মে ও হিন্দু শাস্ত্রে অতিশয় আস্থা ছিল। তিনি বামদেবকে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে দেন। সেইখানে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। রামভদ্র যে কিরূপ লোক পাঠক অবিলম্বে জানিতে পারিবেন। উভয়ের কার্য্য ও আকারপ্রকার দেখিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না কোন অংশে উভয়ের স্বভাবের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিধাতার কিরূপ বিধি বলা যায় না। উভয়ের গাঢ়তর দুশ্ছেদ্য প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ের মরণ পর্য্যন্ত তাহার বিচ্ছেদ বা বিরস ভাব হয় নাই। বোধ হয় উভয়ের প্রণয় হইবার এমন একটী নিগূঢ় কারণ ছিল, আমরা তাহার উদ্ভেদে শক্ত হইতেছি না। অথবা বিভিন্ন স্বভাবের পদার্থ দ্বয়ের প্রণয় বন্ধন বিধাতার অদ্ভুত বিধান। লৌহ চুম্বক, সাগর নিশাকর, পদ্মিনী ও দিবাকর তাহার প্রমাণ। যে কারণে উভয়ের প্রণয় হউক, বামদেব ও রামভদ্র উভয়ে পাঠের পর টোলের আর সকল ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া অন্য টোলের ছাত্রদিগের সহিত দাঙ্গা করিতে যাইতেন। তখন ছাপার বহি ছিল না। খেরো বাঁধা কাঠের মলাট দেওয়া তুলটে লেখা ব্যাকরণের পুঁথি তাঁহাদের যুদ্ধের অস্ত্রস্থানীয় হইত। প্রতিযুদ্ধেই উভয়ে জয়ী হইয়া আসিতেন। অষ্টমী ও প্রতিপদাদি পর্ব্বাহে চতুষ্পাঠীর পাঠ বন্ধ হইলে উভয় বন্ধুতে গ্রামের বালকদিগকে সৈনিক সাজাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া বামদেব এক দলের ও রামভদ্র আর এক দলের সেনাপতি হইয়া

যুদ্ধ করাইতেন। উভয় বন্ধুতে অবসর পাইলেই প্রায় এইরূপ খেলা হইত। তাঁহারা অন্য খেলা ভাল বাসিতেন না। বামদেবের যখন ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি সেনাগণের রণশিক্ষা দর্শনার্থ সময়ে সময়ে মাতামহের সেনানিবেশে যাইতেন। সৈনিকপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা কহিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতিভাসমুত্থিত নূতনবিধ যুদ্ধ কৌশলের কথা শুনিয়া সেনাগণ বিস্ময়াপন্ন হইত। প্রায়ই দেখা যাইত, বামদেব সেনাগণের কৃত্রিম যুদ্ধকালে এক দলের সেনাপতি হইয়া দক্ষতাসহকারে সেনাপতির কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। সৈন্যগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিবে বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিত। সকলেই তাঁহাকে মহারাজ জী বলিয়া আদর করিত। তাঁহার যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, তখন তিনি যবনদিগের সহিত যুদ্ধে নিজ মাতামহকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কুমুদিনীকান্ত যুদ্ধ করিতেছেন, ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, বামদেব পার্শ্বে আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন কালান্তক যমোপম এক কাল যবন করাল করবাল হস্তে কুমদিনীকান্তকে লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। কুমুদিনীকান্ত অন্য বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে মত্ত ছিলেন। তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। যবন প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ। তাহার তরবারিও তদনুরূপ। যবন আর পাঁচ পা অগ্রসর হইলেই কুমুদিনীকান্তের মস্তকে সেই ভয়ঙ্কর অসি পতিত হয়। বামদেব এই অবস্থা দেখিয়া বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইয়া এক করাল অসির আঘাতে যবনের মুণ্ড তাহার দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হত যবনদেহ আঘাত ও শোণিতপাত বেগে কবন্ধের ন্যায় ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া ছিন্নমূল বৃহৎ তালতরুর মত সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। তখন কুমুদিনী কান্ত চকিত হইয়া উঠিলেন। সেনাগণ ধন্য বামদেব বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা বালকের এই অদ্ভুত পরাক্রম বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত ও পরিতুষ্ট হইলেন এবং বীরবর এই উপাধি দ্বারা তাঁহার মান ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

বামদেব বীরগণের চরিত শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসুক হইতেন। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বধ ও কুম্ভকর্ণের বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বলিয়া তিনি অভিনিবিষ্টচিত্তে রামায়ণের ঐ অংশ পাঠ করিতেন। মহাভারতের

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের ও ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ তাঁহাকে একান্ত পুলকিত করিত।

ক্রমে তিনি যৌবন দশায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবয়বের সহিত গুণ গুলিও পূর্ণ দশা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার উন্নত ললাট, দীর্ঘ নাসিকা, কর্ণান্ত বিশ্রান্ত নয়ন দ্বয়, গজস্কন্ধ, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, করিশুণ্ড সদৃশ উরুদ্বয়, মুষ্টিমেয় মধ্য। এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে পৌরুষের অবতার ও সাহসের আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন একটী মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত নানা বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বান্ধবগণ তাঁহার মুখে প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ের বিতর্ক শুনিতেন। প্রথম, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি স্বকৃতভঙ্গের পুত্র। তাঁহার পিতার আশীটী বিবাহ। তাঁহার মাতা তাঁহার পিতার পঞ্চম পত্নী। তাঁহার মাতামহের বিলক্ষণ অর্থসঙ্গতি ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহার মাতামহ গৃহে আইলে তাঁহার মাতামহ যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং যাইবার সময়ে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন; তথাপি তাঁহার পদধূলি অরুণনগরে প্রায় পড়িত না। এই নিমিত্ত বামদেবের মাতা সর্ব্বদাই খেদ প্রকাশ করিতেন। বামদেব মাতার কষ্ট দেখিয়া রাঢ়ীয় কৌলীন্য মর্য্যাদার উপরে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ইহার কথা উঠিলে ইহার নানাপ্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে ইহার উন্মূলন প্রতিজ্ঞা করিতেন। কিন্তু কি উপায়ে উন্মূলন করি- বেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতেন না।

দ্বিতীয়; রাজনীতি ও শাসনপ্রণালীর আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বলি- তেন, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট হয় নাই। সকল শাসন- প্রণালীই প্রবল ও প্রধানের সপক্ষতা করিয়া থাকে। অনুন্নতকে উন্নত করা দরিদ্রকে ধনী করা দুর্ব্বলকে বলসম্পন্ন করা অথবা তাহার চেষ্টা করা প্রকৃত- রূপে কোন শাসনপ্রণালীরই অভিপ্রেত নয়। রাজার সমদর্শিতা ও অপক্ষ- পাতিতাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল দোষ না থাকে জগতের সর্ব্বত্র এরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। এই বলিয়া এক এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাক্য সমাপ্তি করিতেন। তাঁহার বাক্যের ভাবে বোধ হইত তিনি কেবল বাক্য কহিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহার ঐ বাক্য-

গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। সর্ব্বদা দুই বন্ধুতে নির্জ্জনে বসিয়া যে পরামর্শ করিতেন, যাহারা কদাচিৎ সে পরামর্শ শুনিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

তৃতীয়; বিতর্ক কালে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, যাহার পৌরুষ নাই, সাহস নাই, বলবীর্য্য নাই, তিনি পুরুষ নন। আমি বাঙ্গালির মধ্যে অল্প পুরুষ দেখিতে পাই। বাঙ্গালির সাহস এমনি যে অনেকে অন্ধকার রাত্রিতে বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে মনে করেন, যমালয়ে চলিলেন। পৌরুষ এমনি যে যদি কদাচিৎ গ্রামমধ্যে একটা তরক্ষু প্রবেশ করে, কেহই তাহার বধে অগ্রসর হইতে উৎসুক হন না। গ্রামবাসিরা সকলে মিলিত হইয়া যে তাহাকে সংহার করিবেন, সে ঐক্য ও সে ক্ষমতাও হয় না, তাহার বধার্থে রাজসহায়তা প্রার্থনা করিতে হয়। বাঙ্গালির বলবীর্য্যের কথা ত সর্ব্বদেশরাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, আসন হইতে উত্থিত হইলেন অথবা ইতস্ততঃ হস্ত পদ বিক্ষেপ করিলেন, তিনি মনে করিলেন, অসাধ্য সাধন করিয়া আইলেন। বান্ধবগণ! আমার এ বর্ণন অত্যুক্ত মনে করিবেন না। অধিকাংশ লোকই এই প্রকার অলস ও অপদার্থ। তাহা যদি না হইবে, এমন সোণার বঙ্গদেশ, তাহার এ প্রকার দুর্দ্দশা হইবে কেন? বাঙ্গালি স্বয়ংই আপনার এই শোচনীয় দশার কারণ। বাঙ্গালি প্রথমে যে পরাধীনতা শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। যত পরাধীনতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তিনি অধঃপাতে যাইতেছেন। বৃদ্ধ পিতামহীর মুখে আমরা যে শুনিয়াছিলাম, কলির লোকেরা বেগুন গাছে আঁকুশী দিবে, বাঙ্গালির অদৃষ্টে ক্রমে তাহাই ঘটিতেছে। একটা গাছের উপরে যদি আর এক গাছের পাতা আসিয়া পড়ে, তাহার বৃদ্ধি থাকে না, তাহার অবয়ব ক্রমে ম্লান ও শীর্ণ হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। আর বাঙ্গালিকে চতুর্দ্দিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ইহার মাথা তুলিবার পথ নাই। অতএব ইহার শরীরের স্ফারতা ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকিবার সম্ভাবনা কি? বান্ধবগণ! তোমরা অনেক সময়ে অনেক স্থানে শতাধিক বাঙ্গালি একত্র হইতে দেখিয়াছ সন্দেহ নাই। তোমরা বল দেখি, তাহাদিগের সেই ম্লান মুখশ্রী শুষ্ক কান্তি ও শীর্ণ দেহ দেখিয়া তোমাদিগের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা জন্মিয়াছে কি না? একমাত্র পরাধীনতাই বাঙ্গালির এই শোচনীয় দশার কারণ

নয়, বাঙ্গালির আরো অনেক রোগ আছে। শরীর পুষ্টি ও অবয়বের উন্নতির প্রধান কারণ যে আহার সৌষ্ঠব ও বাসসৌষ্ঠব, তাহা ইহাদিগের নাই। তাহার উপরে আবার বাল্যবিবাহরূপ একটী বিষম উপসর্গ আছে। অল্প বয়সেই অধিকাংশ লোকের কতকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। সুতরাং তাঁহারা বিষম বিব্রত হইয়া পড়েন। যাবৎ বাঙ্গালির এ সকল দোষের সংশোধন না হইতেছে, তাবৎ মঙ্গল নাই। বিধাতা এক জাতিকে ভীরু ও কাপুরুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, বান্ধবগণ! কখন এরূপ মনে করিবেন না। যে দেশে জ্ঞানের চর্চ্চা বিলুপ্ত হয়, সে দেশের লোকে ক্রমে মূর্খ হইয়া যায়। চর্চ্চা ও অনুশীলনই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। ইহাঁদিগের সাহসিক ক্রিয়ার অনুশীলন নাই। সুতরাং ক্রমে সাহসহীন হইয়া অধিকতর ভীরু হইয়া পড়িতেছেন এবং যাহাতে শারীরিক বলবীর্য্যের উন্নতি হয় সে চর্চ্চাও নাই, সুতরাং শরীর নির্ব্বীর্য্য হইয়া নানাপ্রকার রোগের আধার হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালির বিলক্ষণ বংশ বৃদ্ধি আছে বটে কিন্তু সে বংশবৃদ্ধিতে কি গুণ। ছাগীর ও কুক্কুটীর অনেক শাবক জন্মে, সে সকল শাবক কেবল অপরের ভোগের সাধন হয়, এই মাত্র।

চতুর্থ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমদর্শিনী স্বাধীন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কোনক্রমে রাজপদ থাকা উচিত নয়। রাজারা কষাইর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কষাইরা নিরপরাধ পশুর জীবন হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে। আর সেই অর্থ নিজ পরিবারের ভরণপোষণাদি নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকে। মনুর মতে তাহারা তত দূষিত নহে।

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যামনুরব্রবীৎ॥

বৃদ্ধ মাতা পিতা পতিব্রতা পত্নী, শিশু সন্তান ইহাদিগকে শত শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিতে হইবে, মনু এই কথা বলিয়াছেন।

আমি রাজাদিগকে কষাইর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট কহিলাম, তাহার কারণ এই; রাজারা বিশেষতঃ জিগীষু রাজারা কষাইর ন্যায় নিরপরাধ বালক বৃদ্ধ যুবার প্রাণসংহার করিয়া অন্য দেশ অধিকার করিয়া লন। সেই অধিকৃত দেশবাসিদিগের কেবল যে স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় তাহা নয়, তাহাদিগের ধন প্রাণ মান সমুদায়ই সেই এক বিজিগীষু নায়কের ইচ্ছার একান্ত আয়ত্ত হইয়া

উঠে। তাঁহার ইচ্ছাই আইন, তাঁহার ইচ্ছাই ধর্ম্ম, তাঁহার ইচ্ছাই যুক্তি। তিনি যদি কোন অন্যায় কাজ করিলেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল, তাহার নিস্তার রহিল না। রাজার কোপ জন্মিল। তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এবং তাহার বিষয় বিভব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। রাজার হস্তে আইনরূপ যে এক দারুণ অস্ত্র আছে, সেটী বড় ভয়ঙ্কর। তিনি সেই আইন করিয়া যা ইচ্ছা তাই করিয়া থাকেন। বিজিগীষু রাজার এই মাত্র অত্যাচার নয়, তিনি বিজিত দেশে আপনার দেশের সমুদায় লোক আনিয়া ফেলেন। তাহারাই সমুদায় গ্রাস করিয়া বসে। যাহাদিগের বিষয়, যাহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। এইরূপে বিজিগীষুর যে রাজ্য লাভ ও অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা তাঁহার ইন্দ্রিয়সেবায় বিনিযোজিত হইয়া থাকে। কাজ হইল কি? অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণসংহার হইল, তাহাদিগের স্বাধীনতা গেল, তাহাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইল, শেষে সেই অর্থ সুরায় পরদারে ও অন্যান্য কুক্রিয়ায় ব্যয়িত হইল। এক্ষণে বান্ধবগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, রাজারা কষাইর অপেক্ষা নিকৃষ্ট কি না? কষাইরা নিরপরাধের প্রাণ সংহার রূপ একবিধ পাপে পাপী কিন্তু রাজারা নিরপরাধের প্রাণবধ অপরের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি কুকার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা সুরাসেবনাদি অন্য অন্য কুকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করা হয়। তোমরা এখন বিবেচনা করিয়া বল, রাজারা দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পাতকে পাতকী হইল কি না? রাজপদের উন্মূলন উচিত হইতেছে কি না? পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া বিধেয় হইতেছে কি না? স্বাধীন শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে জগতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন শাসন প্রণালী হইলে লোকের চিন্তা কার্য্য ও বাক্য সকল বিষয়েরই স্বাধীনতা থাকে। সুতরাং মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা বল বিক্রমাদি সকল বিষয়েরই উন্নতি সহজে সাধিত হইয়া উঠে। রাজপদের যে কত দোষ বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যাঁহার অন্ত নাই বলি, বিশ্বের সৃজন পালন ও সংহার কর্ত্তা সেই অদ্বিতীয়ের বরং অন্ত পাওয়া যায়, এই অপরিচ্ছিন্ন ব্যোমদিগ্দেশকালের বরং পরিচ্ছেদ হয়; গ্রহনক্ষত্রাদিপূর্ণ এই অনন্ত সৌর জগতের বরং অন্ত হয়, কিন্তু জিগীষু রাজার লোভের অন্ত হয় না।

একটী রাজ্য হস্তগত হইল, আর একটী ধনজনপূর্ণ সুসমৃদ্ধ জনপদে তাঁহার লোভদৃষ্টি পড়িল। সেখানেও নরমেধ আরম্ভ হইল। অসংখ্য নিরপরাধ স্ত্রী বাল বৃদ্ধ তাঁহার লোভাগ্নিতে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল। সেখানকার যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছিল, তাহা রসাতলগত হইল। লোকের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। রাজবিধিরূপ দুর্ভেদ্য কঞ্চুকে অবগুণ্ঠিত শত শত অত্যাচার প্রবাহিত হইতে লাগিল। বান্ধবগণ! প্রাচীন ও নব্য উভয়কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, জিগীষু রাজার দুর্ব্বার লোভ নিবন্ধন জগতের কত অমঙ্গল না হইয়াছে? আর একটী চমৎকার দেখ, যে দেশ নূতন আক্রান্ত হয়, সেই দেশেরই লোক কেবল নিহত হয় না। বিজিগীষুর পূর্ব্বাধিকৃত দেশের লোকেরাও সৈনিকরূপে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। বান্ধবগণ! তোমারা কি বলিতে পার, কোন্ ধর্ম্ম কোন্ ন্যায় ও কোন্ যুক্তির অনুসারে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অপরের স্বাধীনতা হরণে ও সুসমৃদ্ধ জনপদের সমৃদ্ধিসংহারে জিগীষুর অধিকার হয়? আমি ত ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ ও যুক্তিতঃ তাহার এ অধিকারের কোন কারণ দেখিতে পাই না। কারণের মধ্যে তাহার গায়ের জোর সৈন্যের জোর ও অর্থের জোর দেখিতে পাই। "জোর যার মুল্লুক তার" এই অসৎ বাক্যেরই যদি চিরকাল আধিপত্য চলে, ন্যায়ের প্রভুত্ব কবে হইবে? তবে ন্যায় ধর্ম্ম ও যুক্তি সমুদায় উৎসন্ন যাউক, অধঃপাতে যাউক, এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি নিরস্ত হইতেন।

বামদেব যখন এই সকল কথা কহিতেন এবং রাজপদ উন্মূলিত হইতেছে না ও অত্যাচারের স্রোত প্রতিহত হইতেছে না বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, তখন বোধ হইত তাঁহার চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ তেজ নির্গত হইতেছে স্বর ক্রমে কর্কশ হইয়া উঠিতেছে, শরীর উষ্ণ হইতেছে এবং ললাটফলকে ঘর্ম্ম বিন্দু মুক্তাজালের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ভয় বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে বামদেব তাহা জানিতেন না। যাহাতে প্রাণসঙ্কট সম্ভাবনা ও বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই কার্য্যে তাঁহার সোৎসাহ ও সানুরাগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। তিনি মৃগয়া ভাল বাসিতেন। জীবহিংসা করিবেন, মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংসে বন্ধুবান্ধবসহ প্রমোদ ভোজন করিবেন, এ উদ্দেশে তিনি মৃগয়া করিতে যাইতেন না। বনে গিয়া সিংহ শার্দ্দূলের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাদের অনুসরণ করিয়া অত্যুচ্চ

গিরি শিখরে আরোহণ করিবেন, দুস্তর নির্ঝরিণী পার হইবেন, অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও তরুলতাদির স্বরূপ এবং ভয় ও ক্রোধকালে পশুপক্ষ্যাদির ভাব ভঙ্গী দর্শন করিবেন, এই নিমিত্ত তাঁহার মৃগয়া গমন। অমাবস্যার রাত্রি; নিশীথ সময়; গগনমণ্ডল নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন, পবন ও বরুণদেব নিজ নিজ আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ যেন বায়ু ও জলের রোধগৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে; প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে; সকলে নিস্তব্ধ নিঃশব্দ ও নিযুপ্ত; অন্য পশুপক্ষির কথা দূরে থাকুক, রাত্রির নিত্য প্রহরী যে কুক্কুর ভয়ে তাহারও কণ্ঠরোধ হইয়াছে; ঘন ঘন অশনিধ্বনি ও বিদ্যুদ্বিলাস হইতেছে; ঘন সৌদামনীবিলাস দেখিয়া সংশয় জন্মিতেছে নীরদরাজি যেন বিদ্যুৎ গলাইয়া স্বগাত্রে মর্দ্দন করিয়া তড়িত্বান এই নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিতেছে। সেই ভীষণ সময়ে বামদেব একাকী বীরজানদী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সকৌতুক চিত্তে তরঙ্গসংগ্রাম দর্শন করিতেন। তালতরু প্রমাণ এক একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, অপর তরঙ্গে আঘাত করিতেছে, উভয় তরঙ্গই বিলীন হইয়া যাইতেছে, এক একবার উত্তাল তরঙ্গ বেগে আসিয়া তটে আঘাত করিতেছে, তট যেন নিজ সহিষ্ণুতাগুণ প্রদর্শনার্থ স্থিরভাবে তাহা সহ্য করিতেছে। যে পর্য্যন্ত না ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম হইত, বামদেব চিত্রার্পিতের ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। অবিরল জলধারা পতিত হইয়া সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া যাইতেছে; প্রবল জলার্দ্র বায়ু লাগিয়া অঙ্গসকল অবশ করিয়া তুলিতেছে; শিরা সঙ্কুচিত হইয়া শোণিত সঞ্চার মন্দ হইতেছে, কখন্ মস্তকে বজ্রপাত হয়, প্রতিক্ষণে এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, কিন্তু বামদেব সে সকলে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

এক দিবস বামদেব রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, অতি দূরতর প্রদেশ হইতে কামিনীকণ্ঠের কোমল করুণ ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন বালুকা ঘড়ির ব্যবহার ছিল, দেখিলেন রাত্রি একটা বাজিয়াছে। তিনি রাত্রিকালে যখন বাহিরে যাইতেন, মল্লবেশ ধারণ করিতেন। মল্লের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন; কিরীচ কোমরে বাঁধিলেন এবং হীরকখচিত অত্যুজ্জ্বল কটিবন্ধ কটিদেশে বন্ধন করিয়া ঢাল ও করবাল করে গ্রহণ

করিলেন। নিমেষ মধ্যে বহির্দ্বারে উপনীত। দ্বারবানেরা উঠিয়া প্রণাম করিল। তিনি ঐ বেশে প্রায় প্রতিরাত্রিতেই বহির্গত হইতেন। নগরবাসিদিগের উপর কেহ কোন উপদ্রব করে কি না দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। দ্বারবানেরা তাঁহার ঐ প্রকার বেশ ও বহির্গমন দর্শনে অভ্যস্ত ছিল। তিনি "হুসিয়ার" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া রাম সীতার গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, আর এক একবার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে অর্দ্ধপরিস্ফুট স্বরে "কোন্ হ্যায়" এই কথা উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের জীবনসত্ত্বা পবনদেবের চরণে নিবেদন করিতে লাগিল।

ওদিকে বামদেবের প্রিয়তমা পত্নী কমলিনী স্বপ্নে দেখিলেন, বামদেব জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্বপ্ন দর্শন মাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ভয়ে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু হস্ত পদ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না, শয্যা যেন বলপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গসকল ধরিয়া রাখিয়াছে, কোনক্রমে ছাড়িয়া দিতেছে না। তিনি বহু কষ্টে পার্শ্বে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখিলেন, স্বামী শয়নে নাই। প্রাণপক্ষী যেন উড়িয়া গেল। কণ্ঠ রোধ হইল, তিনি সেই শয্যাতলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাদেবী তাঁহাকে দীর্ঘকাল অনুগ্রহ করিলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কি হইল কি হইল বলিয়া অন্তঃপুর নারীগণ ক্ষণমধ্যে সেই স্থানে উপনীত হইলেন, দেখিলেন কমলিনীর দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে,তিনি শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অতি কষ্টে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বামদেব গৃহে নাই দেখিয়া সকলে তাঁহার অত্যাহিত শঙ্কায় যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সংবাদ বামদেবের মাতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কুমুদিনীকান্ত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক। তিনি সহসা বিচলিত হইলেন না। একবার ভাবিলেন, স্বপ্ন মিথ্যা, বামদেব যেমন রাত্রিকালে নগর ভ্রমণার্থ বাহিরে যায়, তেমনি গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। আবার ভাবিলেন, সকল স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। আমরা অনেক সময়ে অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি,

শেষে ফলে তাহা ঘটিয়াছে। দিন বিশেষে ও ক্ষণ বিশেষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা সত্য হয়। ভানুমতী রাজা দুর্য্যোধনের যে অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা ঘটিয়াছিল। জুলিয়স সীজারের স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার অনিষ্ট শঙ্কায় তাঁহাকে রাজবেশে সেনেট সভায় যাইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সে বারণ শুনিলেন না। সেনেট সভায় গেলেন হাতে হাতে তাহার ফল পাইলেন। কুমুদিনীকান্ত মনে মনে এইরূপ যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে নানাপ্রকার অনিষ্ট শঙ্কার উদয় হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বামদেবের অন্বেষণার্থ নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন একে কুমুদিনী কান্তের অমোঘ আজ্ঞা, তাহাতে বামদেব অরুণনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের স্নেহপাত্র। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহার অন্বেষণ আরম্ভ করিল। নগরের সমুদায় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, ভগ্ন দেবালয় মালয়ক (১) শ্মশানাদি কোন স্থান অনবেক্ষিত রহিল না। ওদিকে জেলেরা নদী ঝিল বিল সরোবর সমুদায় অন্বেষণ করিল, জল তোল পাড় হইল, তলার মৃত্তিকা উপরে তুলিয়া ফেলা হইল, মাছ লাফিয়া তীরে উঠিল। কিন্তু সঙ্কেতগামিনী কামিনীগণের অভিসম্পাত ও সুখসুপ্ত মীনগণের অভিশাপ বিনা আর কোন ফল হইল না।

মনুসংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনুর মতে ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ ও সেই সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গভূত সংস্কারাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ করা হইতেছে।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতোযোধর্ম্মস্তং নিবোধত। ১।

(১) সাহিত্যদর্পণকার বলেন ভগ্ন দেবালয় মালয়ক ও দূতিগৃহাদি সঙ্কেত স্থান।

রাগদ্বেষশূন্য বেদবিৎ ধার্ম্মিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হৃদয়ের অভিমত যে ধর্ম্ম, ঋষিগণ! আপনারা তাহা অবগত হউন।

ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, বেদপ্রমাণক শ্রেয়ঃসাধন পদার্থের নাম ধর্ম্ম। হারীতও এই কথা কহিয়াছেন "অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যাম শ্রুতিপ্রমাণকো-ধর্ম্মঃ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অতঃপর আমরা ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব। শ্রুতিপ্রমাণক ধর্ম্ম। শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। ভবিষ্যপুরাণে আছে।

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণং। সতু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গোমোক্ষশ্চ জায়তে। ইহ লোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ।"

শ্রেয়ঃ সাধন ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ অভ্যুদয় স্বরূপ। বেদমূলক সনাতন সেই ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার। ঐ ধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান হেতুক স্বর্গ ও মোক্ষ হয় এবং ইহ লোকে অতুল সুখৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। জৈমিনিও একমাত্র বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়াছেন।

কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥

যে কোন কর্ম্ম কর, তাহার ফলাভিলাষ প্রশস্ত নয়। স্বর্গাদি ফলাভিলাষ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধের কারণ হয়; আর নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে মোক্ষ হয়। মনু নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন বটে কিন্তু তিনি সকাম কর্ম্মের নিষেধ করিতেছেন না। তিনি বলেন এই সংসারে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবার লোক বিরল। যেহেতু লোক ফলাভিলাষ করি-য়াই বেদাধ্যয়ন করে এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকে।

লোকে ফলাভিলাষ করিয়া যে কর্ম্ম করে, এক্ষণে স্পষ্ট ও বিস্তারিত করিয়া তাহা বলা হইতেছে।

সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ। ৩॥

এই কর্ম্ম করিলে ইষ্টলাভ হইবে, ইত্যাকার বুদ্ধির নাম সঙ্কল্প। প্রথমে সঙ্কল্প হয়, তাহার পর কর্ম্মে ইচ্ছা জন্মে। যজ্ঞ ব্রত ও নিয়মধর্ম্ম সমুদায়ই সঙ্কল্পজাত।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং। ৪॥

অগ্রে ইচ্ছা না হইলে লোকে গমন ভোজনাদি কোন কর্ম্মই করে না। পুরুষ লৌকিক বৈদিক যে কোন কর্ম্ম করুক, সে সমুদায়ই ইচ্ছাজাত।

তেষু সম্যগ্ বর্ত্তমানোগচ্ছত্যমরলোকতাং।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে। ৫॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করে, সে অমরলোক প্রাপ্ত হয়, ইহ লোকেও তাহার সমুদায় অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কি কি ধর্ম্মের প্রমাণ, এক্ষণে সেইগুলি বলা হইতেছে।

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ। ৬॥

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতি, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শীল ও সাধু ব্যক্তিদিগের আচার এবং মতদ্বৈধে আত্মতুষ্টি এইগুলি ধর্ম্মের প্রমাণ। হারীত বলেন শীল ত্রয়োদশ প্রকার। যথা ব্রহ্মণ্যতা দেবপিতৃভক্ততা সৌম্যতা অপরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্য মৈত্রতা প্রিয়বাদিতা কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্য ও শান্তি।

এক্ষণে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা মনু স্মৃতির প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইতেছে।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মোমনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সসর্ব্বোঽভিহিতোবেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহি সঃ॥

মনু ব্রাহ্মণাদি যাহার যে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সমুদায় বেদে আছে। যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ। ৮॥

বিদ্বান ব্যক্তি বেদপ্রামাণ্যে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং। ৯॥

মানুষ শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি সুখ লাভ করে।

শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়োধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ। ১০ ॥

শ্রুতির নাম বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। প্রতিকূল তর্ক দ্বারা এ উভয়ের বিচার করিবে না। যেহেতু ঐ উভয় হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ দ্বিজঃ।
সসাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ। ১১ ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রতিকূল তর্ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল সেই শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সাধুগণ বেদনিন্দক সেই নাস্তিককে ব্রাহ্মণানুষ্ঠের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং। ১২ ॥

বেদ স্মৃতি সাধু ব্যক্তিদিগের আচার আত্মতুষ্টি এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। ১৩ ॥

যাহারা অর্থকামে আসক্ত নয়, তাহাদিগেরই ধর্ম্মজ্ঞানের বিধি দেওয়া যাইতেছে, যাহারা অর্থকামে আসক্ত হইয়া লোক প্রতিপত্তির নিমিত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের নিমিত্ত এ বিধি নয়, তাহাদিগের কর্ম্মফল হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা করেন, শ্রুতিই তাঁহাদিগের বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হইলে স্মৃতি আদরণীয় হয় না।

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ। ১৪ ॥

যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানে উভয়ই ধর্ম্ম। পূর্ব্বাচার্য্যেরা উভয়কেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইলেও তুল্যবল বলিয়া উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তুল্যবলবিরোধে যে বিকল্প হয়, এক্ষণে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ। ১৫

শ্রুতিতে উদয় অনুদয় আর সময়াধ্যুষিত এই তিনটী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকাল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যে সময়ে আকাশমণ্ডলে দুই একটী নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অনুদয়কাল, আর যে সময়ে সূর্য্য ও নক্ষত্র কিছুই না থাকে, তাহাকে সময়াধ্যুষিত বলে। তুল্যবল বিরোধ বলিয়া এই তিন সময়েই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে এই তিন সময়েই যজ্ঞ করিবার উপদেশ আছে।

নিষেকাদিশ্মশানান্তোমন্ত্রৈর্যস্যোদিতোবিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥ ১৫॥

যে বর্ণের গর্ভাধানাদি অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সংস্কারবিধি মন্ত্রদ্বারা কথিত হইয়াছে, এই মানবশাস্ত্রে তাহারই অধিকার, অন্য কাহার নয়।

এক্ষণে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য দেশের কথা বলা হইতেছে।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ১৭॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া থাকে।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং সসদাচার উচ্যতে। ১৮।

ঐ দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও সংকীর্ণ জাতির পুরুষপরম্পরা ক্রমাগত যে আচার, তাহাকে সদাচার কহিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ। ১৯॥

কুরুক্ষেত্র মৎস্য কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টী প্রদেশ যে দেশের অন্তগত, তাহাকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ। ২৫॥

পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য ব্রহ্মর্ষিদেশজাত ব্রাহ্মণের নিকটে নিজ নিজ আচার শিক্ষা করিবে।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২১॥

উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পূর্ব্বে প্রয়াগ ও পশ্চিমে বিনশন (যেখানে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে) এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দেশ মধ্যদেশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ। ২২॥

পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্য-পর্ব্বত, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আর্য্যেরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হন, এই নিমিত্ত ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগোযত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশোম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ। ২৩॥

কৃষ্ণসার মৃগ বলপূর্ব্বক আনীত না হইয়া স্বভাবতঃ আপন ইচ্ছায় যেখানে চরিয়া থাকে, সেই যজ্ঞার্হ দেশ, তদ্ভিন্ন যে দেশ সে ম্লেচ্ছদেশ, সে যজ্ঞার্হ নয়।

এতান্ দ্বিজাতয়োদেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্ষিতঃ। ২৪॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা যত্নপূর্ব্বক এই সকল দেশে বাস করিবে। শূদ্রের জীবিকার কষ্ট উপস্থিত হইলে যে কোন স্থানে বাস করিতে পারে।

এষা ধর্ম্মস্য বোযোনিঃ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতা।
সম্ভবশ্চাস্য সর্ব্বস্য বর্ণধর্ম্মান্ নিবোধত। ২৫॥

ধর্ম্মজ্ঞানের এই উপায় আপনাদিগকে সংক্ষেপে বলিলাম, জগতের উৎপত্তি বৃত্তান্তও বলা হইয়াছে, এক্ষণে আপনারা বর্ণ ও আশ্রমাদি ধর্ম্ম শ্রবণ করুন।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

পাঠক! নবম খণ্ড কল্পদ্রুমে দেখিবেন, সাংখ্যসূত্রকার পদার্থমাত্রের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মত তুলিয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। এক্ষণকার যুক্তি এই, যদি যাবতীয় পদার্থ ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণ ভাব সঙ্গতি থাকে না। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে এই নিয়ম। কিন্তু কার্য্য ও কারণ উভয়ই যদি ক্ষণিক হইল, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকে না। যে হেতু কার্য্যের উৎপত্তিকালে কারণ ধ্বংস হইয়া যায়। যদি বল কার্য্য ও কারণ উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি হয়; সূত্রকার কহিতেছেন, তাহা হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের যে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না, তাহারই নির্দ্দেশার্থ সূত্রকার অষ্টাত্রিংশ সূত্র আরম্ভ করিতেছেন।

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ। ৩৮। সূ।

কিং যুগপজ্জায়মানয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ কিং বা ক্রমিকয়োঃ। তত্র নাদ্যোবিনিগমকাভাবাদিত্যাইতিভাবঃ। ভা।

যে দুই পদার্থ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যকারণ ভাব হয় না। তাহার কার্য্যকারণ ভাব হইবার বিনিগমক নাই।

নাস্তিক যদি এ কথা বলে, প্রথমে কারণের তাহার পর কার্য্যের ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি হয়, সূত্রকার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, পদার্থের ক্ষণিকতাবাদমতে তাহাও সম্ভবিতে পারে না। তদর্থ উনচত্বারিংশ সূত্রের আরম্ভ হইতেছে।

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। ৩৯। সূ।

পূর্ব্বস্য কারণস্যাপায়কালে উত্তরস্য কার্য্যস্যোৎপত্ত্যনৌচিত্যাদপি ন ক্ষণিকবাদে সম্ভবতি কার্য্যকারণভাবঃ। উপাদানকারণানুগতত্বস্যৈব কার্য্যানুভবাদিত্যর্থঃ। ভা॥

ক্ষণিকবাদমতে কার্য্যের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বক্ষণে কারণ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং কার্য্যোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপাদান কারণ ধরিয়া অন্য আর একটী দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন। ৪০॥ সূ।

যতঃ পূর্ব্বস্য ভাবকালে উত্তরস্যাসম্বন্ধোঽতউভয়ব্যভিচারাদন্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাদপি ন কার্য্যকারণভাবইত্যর্থঃ। তথাহি যদোপাদেয়োৎপত্তিস্তদোপাদানং যদাচোপদানাভাবস্তদোপাদেয়োৎপত্ত্যভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকেণৈব উপাদানোপাদেয়য়োঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহো ভবতি। তত্র ক্ষণিকত্বেন ক্রমিকয়োস্তয়োর্বিরুদ্ধকালতয়া অন্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাভ্যাং ন কার্য্যকারণভাবসিদ্ধিরিতি। ভা॥

উপাদান কারণের সদ্ভাব হইলে উপাদেয় কার্য্যের উৎপত্তি হয়, আর উপাদান কারণের অভাব হইলে উপাদেয়ের উৎপত্তির অভাব হয়। এই অন্বয় ব্যতিরেকভাবেই কার্য্যকারণভাবগ্রহ হইয়া থাকে। ক্ষণিকবাদ মতে প্রথমে উপাদান কারণ, তাহার পর উপাদেয় কার্য্য, এ প্রকার ক্রমিকভাব থাকে না, সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেকভাবে কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি ঘটিয়া উঠে না।

যদি বল নিমিত্ত কারণের পূর্ব্বভাবমাত্রে যেমন কারণতা স্বীকার করা যায়, তেমনি উপাদান কারণেরও পূর্ব্বভাবমাত্রে কারণতা স্বীকার করা যাইবে, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ। ৪১। সূ

পূর্ব্বভাবমাত্রাভ্যুপগমে চেদমেবোপাদানমিতি নিয়মোন স্যাৎ নিমিত্ত কারণানামপি পূর্ব্বভাবাবিশেষাৎ। উপাদাননিমিত্তয়োর্ব্বিভাগঃ সর্ব্বলোক সিদ্ধ ইত্যর্থঃ। ভা॥

কার্য্যের উৎপত্তি কালের পূর্ব্বে সত্তামাত্র নিবন্ধন নিমিত্ত কারণের যেমন কারণতাসিদ্ধি হয়, উপাদান কারণের সেরূপ হয় না। উভয়ের যে বহু বৈলক্ষণ্য আছে তাহা লোকসিদ্ধ।

কল্পদ্রুম।

শকুন্তলা ও কালিদাস।

শকুন্তলা কেমন কাব্য, কালিদাস কেমন কবি, তিনি এই কাব্যে কেমন কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের আরম্ভ নয়। কালিদাস যদি স্কটের নবেল আদর্শ ও পংক্তি পংক্তি অনুবাদ করিয়া দোআসলা সংস্কৃতে দুই একটী উপন্যাস লিখিতেন, আমরা বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে সহস্র সাধুবাদ দিয়া বলিতাম, ত্রিলোকে এমন কবি এমন লেখক এমন রসিক এমন দার্শনিক এমন বিজ্ঞানবিৎ এমন ভূতত্ত্ববেত্তা ও এমন তত্ত্বদর্শী আর হয় নাই! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিধি কালিদাসের কপালে এ সাধুবাদ লিখেন নাই! তিনি আদি কবি, তিনি দোআসলা সংস্কৃত লিখিতে জানিতেন না। তিনি কাহার উচ্ছিষ্টও ভোজন করেন নাই। এদেশের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কবিকুলগুরু বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই কবিগুরু যে সমস্ত কৃতি ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এদেশের পণ্ডিতের মুখে " কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলং " সচরাচর এই বাক্যটী শুনিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলা যদি কালিদাসের সর্ব্বস্ব হইল, তিনি যে ইহার রচনার উৎকর্ষ সাধন ও অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন বিষয়ে যত্নের অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। কালিদাস ও শকুন্তলা কেবল যে এদেশীয় পণ্ডিতের নিকটেই প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নয়, বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার ও তাঁহার শকুন্তলার পরম সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি জগৎপূজ্য কবি, আজ আমরা পাঠকের নিকটে তাঁহার গুণের কি নূতন পরিচয় দিব। এক জন জর্ম্মণ পণ্ডিত শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করিয়া যেকিরূপ মোহিত

হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞানশকুন্তল, তোমার নাম নির্দ্দেশ করি।"

শকুন্তলা পাঠ করিলে কালিদাসের বিষয়ে, প্রাচীন আর্য্য সমাজের বিষয়ে ও অন্য অন্য বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার পর্য্যালোচনার্থই অদ্যকার এ প্রস্তাবের আরম্ভ। পাঠক! শকুন্তলার মঙ্গলাচরণ পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, কালিদাস এক জন শৈব ছিলেন। তিনি নিজ পরমারাধ্য দেবের অপরিচ্ছিন্নতা সর্ব্বময়তা বিশ্বব্যাপিতা ও অলৌকিক মহিমার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোমাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা শিবের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণটী এই:—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী·
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥"

জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী ও বায়ু, প্রত্যক্ষ এই অষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

পৃথিবী জলাদি মহাদেবের মূর্ত্তি, কালিদাস এ মতটীর নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমরা এ কথা কহিতেছি না, এ মতের উদ্ভাবয়িতা যিনি হউন, কালিদাস শৈব না হইলে কখন আপনার সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাহার উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেন না।

শকুন্তলার উপসংহারেও তাঁহার শিবপরায়ণতার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। রাজা দুষ্মন্ত ইন্দ্রালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মারীচাশ্রমে (১) উপনীত হইলেন। সেই স্থানে ঋষির কৃপায় পুত্র ভরত ও বিরহকাতরা পত্নী শকুন্তলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। মারীচ রাজাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

(১) । মরীচি ঋষির পুত্র মারীচ।

"বৎস! কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।"

বৎস তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?

রাজা উত্তর করিলেন

"অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি। তথাপ্যেতদস্তু।"

ইহার পরও কি আর প্রিয়কার্য্য আছে? তথাপি এই প্রিয় কার্য্য হউক।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।

রাজা প্রজার হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, বেদমহতী বিদ্যা হীন না হউক, গৌরীসহিত মহাদেব আমারও পুনর্জন্মের উচ্ছেদ করুন।

কালিদাস, উপসংহারে রাজা দুষ্মন্তের মুখে এইরূপে আপনার শিব ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কালিদাস যে শৈব ছিলেন, তাঁহার কৃত অন্য অন্য গ্রন্থ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। রঘুবংশের মঙ্গলাচরণে আছেঃ—

"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

আমি বাক্য ও অর্থ জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্য ও অর্থের ন্যায় মিলিত জগতের মাতা পিতা পর্ব্বতী পরমেশ্বরকে বন্দনা করিতেছি।

পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের লীলা লইয়াই কুমারসম্ভব বিরচিত হইয়াছে। মেঘদূতে তিনি মেঘের গন্তব্য পথের নির্দ্দেশকালে স্থানে স্থানে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হইতেছে কালিদাসের সময়ে শৈবসম্প্রদায়েরই সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে যেথায় সেথায় শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

শকুন্তলার মঙ্গলাচরণে জলসৃষ্টিকে বিধাতার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এটী মনুর মত (২)। শ্রুতিতে লিখিত আছে, আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ জন্মিল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী (৩)। বোধ হইতেছে, পুরাণ ও স্মৃতির প্রাদুর্ভাব

(২)। সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

(৩)। তস্মাদেতস্মাদাত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

কালে বৈদিক আচার্য্যদিগের মতের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। কালিদাস সেই পৌরাণিকদিগের প্রবর্ত্তিত পথের পথিক হইয়াছিলেন। শকুন্তলার ঐ এক মঙ্গলাচরণ দ্বারা কালিদাসের সময়ের রীতি পদ্ধতিরও অনেক আভাস পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের সময়ে লোকে কৃষ্ণলীলায় আদরবান্ বা বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না, শকুন্তলা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ উভয় বিষয় যদি প্রচররূপ থাকিত, কালিদাস নিজ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করিতেন সন্দেহ নাই।

নান্দীর পর সূত্রধার নটীকে নেপথ্য হইতে আহ্বান করিলেন। নটী সূত্রধারের পত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

সূত্রধারের নটীকে আহ্বান এবং নটীর নেপথ্য হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ দ্বারা, এক্ষণকার ইংরাজীর অনুকরণে নির্ম্মিত নেপথ্য ও রঙ্গভূমির সহিত উহার যে বৈলক্ষণ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীদাম সুবল পরমানন্দ প্রভৃতি বাঙ্গালা যাত্রার যে সৃষ্টি করেন, সংস্কৃত নেপথ্য ও রঙ্গভূমিই তাহার আদর্শ।

কালিদাসের সময়ে সমাজের অবস্থা যে উন্নত ছিল, শকুন্তলা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মৃগয়াবেশে রাজার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ, তপস্বিদ্বয়ের মৃগবধনিষেধের প্রার্থনা, সখীসমভিব্যাহারে শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন এবং উহার উপযোগী পরস্পর কথোপকথন, এ সকলের দ্বারা অনুন্নত অবস্থার লোকে কখন তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহাদিগের প্রীতি সাধনার্থ সংগীত চাই ও বিদ্যা সুন্দরের পয়ার চাই।

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াৎ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ং।
শষ্পৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।

রথারূঢ় রাজা ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, মৃগ গ্রীবা ফিরাইয়া বারম্বার রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এক একবার মনে করিতেছে রাজা যেন শরক্ষেপ করিয়াছেন, আর সেই শর যেন তাহার পশ্চাৎভাগে পতিত হইল, এই ভাবিয়া পশ্চাৎ ভাগ গুটাইয়া উদরের মধ্যে প্রবেশিত

করিতেছে। মৃগের পলায়ন শ্রমে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত হইয়াছে, সে যে নূতন ঘাস খাইয়াছিল, তাহা মুখ হইতে পথে পড়িতে পড়িতে যাইতেছে। আর মৃগ ভয়ে এক এক দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিতেছে, ভূতলে এক একবার পদ নিক্ষিপ্ত হইতেছে এই মাত্র। সুতরাং মৃগের আকাশে অধিকাংশ এবং ভূতলে অল্পমাত্র গমন করা হইতেছে।

এ প্রকার চমৎকার স্বভাববর্ণন, এ প্রকার শব্দবিন্যাস কৌশল, এ প্রকার রচনামাধুর্য্য ও এ প্রকার ভাবুকতার পরিচয় পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করা অনুন্নত অবস্থার লোকের কর্ম্ম নয়। সমাজের উন্নত অবস্থা না হইলে গুণ-ভূষিত সুরীতির অনুগত অলঙ্কারশোভিত রসভাবমধুর এ প্রকার উন্নত কাব্যাদির সৃষ্টি হয় না। সমাজ যখন পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত হয়, সেই সময়েই অত্যুন্নত কাব্যাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে; এবং পণ্ডিতেরা সেই কাব্যের আমোদে সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। একটী প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বাক্য আছে ;—

" কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।

কাব্যশাস্ত্রের আমোদে পণ্ডিতগণের কালাতিপাত হইয়া থাকে।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন। কাব্য দুই প্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকাদি আর শ্রব্যকাব্য রঘুবংশাদি। শকুন্তলা ও রঘুবংশাদি বিরচিত হওয়াতে কালিদাসের সময়ের লোকেরা শ্রবণ নয়ন ও মনের প্রীতি সাধনের অতি বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সূত্রধার নটীর প্রশ্নের এই উত্তর দিলেন, রসভাব-বিশেষ-দীক্ষাগুরু রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সভা, এখানে অনেক পণ্ডিত আছেন। কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন, এই সভায় তাহার অভিনয় করিয়া সামাজিকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক পাত্রের প্রতি যত্নবিধান কর।

কালিদাস কোন্ সময়ের ও কোথাকার লোক, সূত্রধারের এই কয়টী বাক্য তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য কেবল বীরব্রতে দীক্ষিত ছিলেন না। তিনি কাব্যশাস্ত্রাদির বিশেষ রসজ্ঞ ভাবজ্ঞ ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহদানগুণে শকুন্তলা বিরচিত ও তাঁহারই

সভায় প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়কার্য্য বহুলব্যয়সাধ্য। গুণজ্ঞ বিভ-ববান্ ব্যক্তির উৎসাহ দান ও সাহায্য দান ব্যতিরেকে কাব্যসৃষ্টি ও অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহ দান না থাকিলে আমরা রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের অনুপম কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইতাম কি না সন্দেহ স্থল। আমরা রত্নাবলী ও নবনাটকাদির অভিনয় দর্শন করিয়াছি; ইহাও দর্শন করিয়াছি, যেখানে যত অধিক ব্যয় করা হইয়াছে, সেখানকার অভিনয় কার্য্য তত সুন্দর হইয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্য একজন গুণজ্ঞ, গুণের উৎসাহদাতা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে শকুন্তলার প্রণয়ন ও তাঁহার সভায় তাহার অভিনয় হওয়াই সম্ভাবিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে যত বিক্রমাদিত্য ও যত কালিদাস থাকুন এই বিক্রমাদিত্যই যে সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস তাঁহার সভাসদ ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক ব্যতিরেকে কেহ অব্দ প্রচলিত করিতে পারেন না। খ্রীষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় রাজা বিক্রমাদিত্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, অতএব তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হওয়া বিচারসঙ্গত। আমরা যে সম্বৎ প্রচলিত দেখিতেছি, উহা যে ঐ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ,সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় জন্মিতেছে না। সংবৎ যদি বিক্রমাদিত্যের হইল কালিদাস যদি তাঁহার সভাপণ্ডিত হইলেন, তাহা হইলে কালিদাস দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের লোক হইলেন। বিক্রমাদিত্যের অদ্ভুত সিংহাসন ও নবরত্নের কথা সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কালিদাস সেই অন্যতম রত্ন ইহাও অপ্রসিদ্ধ নয়। বিক্রমাদিত্য যে পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সভার " অভিরূপভূয়িষ্ঠা " এই বিশেষণ দেওয়াতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। অভিরূপ শব্দের অর্থ পণ্ডিত, ভূয়িষ্ঠ শব্দের অর্থ বহুল। ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, যে সভায় বহু পণ্ডিত ছিলেন।

* কালিদাস জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, শকুন্তলা পাঠ করিয়া তাহা জানিতে পারা যায় না। কালিদাস এই নাম দ্বারা বোধ হয়, তিনি বঙ্গদেশের লোক। বঙ্গদেশেই কালিদাস হরিদাস দেবিদাস রঘুনাথ রঘুনন্দন প্রভৃতি নামের সৃষ্টি। অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা বঙ্গদেশেই পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রাদির অধিকতর প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি। বঙ্গদেশের

লোকেরা কালী দুর্গা প্রভৃতির প্রতি যেরূপ ভক্তিমান, অন্য দেশের লোকে সেরূপ নয়। যে কোন রূপে হউক, কালী দুর্গা প্রভৃতি নামের উচ্চারণ জন্য পুণ্যলাভ হইবে, এই মনে করিয়া বঙ্গদেশের লোকেরাই পুত্রের নাম কালিদাস দুর্গাদাস প্রভৃতি এবং কন্যার নাম জয়কালী ও জয়দুর্গা প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। অন্য দেশের লোকে এরূপ ফাঁকি দিয়া পুণ্য লাভ করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত নয়। বিক্রমাদিত্যের অন্য অন্য আটটী রত্নের নাম দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, কালিদাস উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বা মধ্যদেশের লোক নহেন। সে আটটী নাম এই, ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির আর বররুচি (৪)। ইহাঁদিগের কাহারও নাম বঙ্গদেশীয়ের নামের সদৃশ নহে। অতএব স্পষ্ট অনুমান হইতেছে কালিদাস বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অলোকসামান্য প্রতিভা ও অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর করে, বোধ হয় তৎকালে বঙ্গদেশে এরূপ গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা লোক ছিলেন না। তিনি বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ গুণজ্ঞতাখ্যাতি শুনিয়া উজ্জয়িনীতে যান, বিক্রমাদিত্যের নিকটে পরিচিত হন, রাজা তাঁহার গুণের সমুচিত পূজা করেন এবং তাঁহাকে অন্যতর রত্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়া লন।

নীতিশাস্ত্রকারেরা যে কহিয়াছেন,

"নমন্তি ফলিনোবৃক্ষানমন্তি গুণিনোজনাঃ।"

ফলবান বৃক্ষ ও গুণবান জন নত হন।

কালিদাসে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি অলৌকিক কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে তজ্জন্য অহঙ্কারের লেশও ছিল না। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। শকুন্তলার সূত্রধারের মুখে তাঁহার সেই বিনয়নম্রতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সূত্রধার নটীর প্রতি প্রতিপাত্রে যত্ন বিধানের কথা বলিলে নটী বলিল, আপনি নটী নট প্রভৃতিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব কোন বিষয়ের অঙ্গহানি বা ত্রুটি হইবে না। তদুত্তরে সূত্রধার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আর্য্যে আমি তোমাকে যথার্থ কথা কহিতেছি।

আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

---

(৪)। ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য॥

যে পর্য্যন্ত না পণ্ডিতগণের পরিতোষ জন্মিতেছে, সে পর্য্যন্ত অভিনয়কারিদিগের শিক্ষানৈপুণ্যে বিশ্বাস জন্মিতেছে না। ভালরূপে শিক্ষিত হইলেও মনের বিশ্বাস থাকে না। পাঠক! কালিদাসের কেমন আশ্চর্য্য বিনয়গুণ দেখুন। তাঁহার লেখনী অভিজ্ঞান শকুন্তলরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ প্রসব করিলেও পণ্ডিতগণ তাহার আদর করেন কি না, মনে মনে তাঁহার এই শঙ্কা ছিল। রঘুবংশও তাঁহার এই বিনয়গুণের প্রধান সাক্ষিস্থল। কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেনঃ—

ক্ব সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥"

সূর্য্যবংশ কোথায় আর আমার এই সামান্য বুদ্ধি কোথায়। আমি মূর্খতাবশতঃ উড়ুপ দ্বারা সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

মাদৃশ সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তি অতি বিশাল সূর্য্যবংশ বর্ণন চেষ্টা আর ভেলায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা তুল্য। মহাপ্রতিভাশালী হইয়াও এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি যে কেমন সুজন, তাঁহার বিনয়গুণ যে কেমন অসাধারণ, পাঠক এখন তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। ইহার পরেই কালিদাস কহিয়াছেনঃ—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

দীর্ঘবাহু দীর্ঘাকার পুরুষ বাহু দ্বারা যে ফল পাড়িতে পারে, বামন সেই ফলপ্রার্থী হইয়া উদ্বাহু হইলে যে প্রকার উপহাসাস্পদ হয়, অল্পবুদ্ধি মূর্খ আমি কবিযশঃ প্রার্থী হইয়াছি, অতএব আমিও তেমনি উপহাসাস্পদ হইব।

বোধ হয়, ইহার তুল্য কালিদাসের বিনয়যোগিতার অপর উদাহরণ হইতে পারে না।

সূত্রধার নটীকে বলিলেন, গান ব্যতিরেকে সভার প্রমোদ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি একটী গান কর। নটী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঋতু আশ্রয় করিয়া গান করিব। সূত্রধার বলিলেন, উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম ঋতু সম্প্রতি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া গান কর। এই কথা কহিয়া গ্রীষ্মকালের উপভোগযোগ্যতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত বর্ণন করিলেনঃ—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাদিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।

গ্রীষ্মকালে স্নানাবগাহনে বড় স্বচ্ছন্দ, বনের বাতাস পাটল ফুলের গন্ধে আমোদিত, ছায়ায় গেলেই নিদ্রা সুলভ হয়, এবং দিনের শেষ ভাগ রমণীয়।

শকুন্তলা উজ্জয়িনীতে অভিনীত হইয়াছিল। গ্রীষ্ম ঋতুতে উজ্জয়িনীর যে ভাব হয়, কালিদাস তাহারই বর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঐ বর্ণন দ্বারা আমরা এই জানিতে পারিতেছি, বঙ্গদেশ আর উজ্জয়িনী উভয় এককটি বন্ধে আছে, গ্রীষ্মকালে উভয়ের তুল্য ভাব হইয়া থাকে।

শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তের যে প্রকার রথের গতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে কালিদাসের সময়ে বিক্রমাদিত্যের অধিকার মধ্যে রাস্তা সকল প্রশস্ত ও উন্নত অবস্থাসম্পন্ন ছিল। রাস্তা ভাল না হইলে কখন রথ গতির এরূপ বর্ণন সম্ভবিতে পারে না। যথাঃ—

সারথি রাজাকে বলিল, আয়ুষ্মন্ দেখুন দেখুন,—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়াঃ স্বেষামপি প্রসরতাং রজসামলঙ্ঘ্যাঃ
নিষ্কম্পচামরশিখাশ্চ্যুত কর্ণভঙ্গাধাবন্তি বর্ত্মনি তরন্তি নু বাজিনস্তে॥

আমি রশ্মি (লাগাম) ছাড়িয়া দিয়াছি, আপনার অশ্বগণ পথে দৌড়িয়া বা উড়িয়া যাইতেছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, ঘোড়ার কাণ কেমন খাড়া, শরীরের পূর্ব্বভাগ কেমন সোজা এবং অশ্বের গ্রীবায় যে চামর দেওয়া হইয়াছে, তাহার অগ্রভাগ কেমন স্থির হইয়াছে। ঘোড়া এমনি বেগে যাইতেছে যে উহার খুরোত্থিত রেণু উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

রাজা ঐ কথা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া কহিলেনঃ—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ॥
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্ন্মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ।

রথ এমনি বেগে যাইতেছে যে কোন পদার্থই ক্ষণকাল আমার পার্শ্বে বা দূরে থাকিতেছে না। এই আমি দূর হইতে যে বস্তু সূক্ষ্ম দেখিলাম, ক্ষণমধ্যে তাহা অতি বৃহৎ দেখাইতেছে। আবার যে বস্তু এইমাত্র এক অংশে

বিচ্ছিন্ন দেখা গেল, দেখিতে দেখিতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে তাহার সে বিচ্ছিন্নভাব আর লক্ষিত হইতেছে না। আর, যে পদার্থ স্বভাবতঃ বক্র, তাহাও চক্ষে সমান দেখাইতেছে।

রাজা বনের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, দুইজন তপস্বী বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া হস্ত তুলিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মহারাজ আশ্রম-মৃগ হনন করিবেন না, হনন করিবেন না।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতাবজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কং।
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।

আপনার শর বজ্রতুল্য, মৃগের জীবন অতি সামান্য, তূলরাশিতে অগ্নি পতিত হইলে যেরূপ হয়, আপনার শর ইহার শরীরে পতিত হইলে সেইরূপ ক্ষণমাত্রে ইহার জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

অতএব আপনি শীঘ্র শরের প্রতিসংহার করুন। আপনার শস্ত্র বিপদাপন্ন ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত, নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নয়।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শরের প্রতিসংহার করিলেন।

এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় জাতির বিনীত ব্যবহারের এবং আশ্রমের ও আশ্রমবাসিদিগের জীবনবৃত্তের আভাস পাওয়া যাইতেছে। মানুষ সংসার পরিত্যাগ করুন, বনে গিয়া বাস করুন, আর গিরিগুহায় অবস্থিতি করুন, এককালে নিস্নেহ ও নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কশূন্য হইয়া নির্জ্জনে একাকী থাকা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নয়। বিধাতার সৃষ্টিরই এ প্রকার অভিপ্রায় নহে। যিনি বিধিসৃষ্টির বিরুদ্ধাচারী হইয়া সংসারপরিত্যাগী হন, তিনি যেখানে থাকুন, তাঁহাকে পশু হউক, পক্ষী হউক, অন্ততঃ কোন বৃক্ষকেও দারাপত্যস্থানীয় করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। আমাদিগের এ বাক্য অমূলক নহে। কণ্বমুনির আশ্রমবাসিরা মৃগ ও আশ্রমতরুগুলিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে দর্শন করিতেন। রাজা তাঁহাদিগের অন্যতর আশ্রমমৃগের বধে উদ্যত হইলে

তাঁহারা তাহার রক্ষার্থ মহাব্যগ্র হন এবং মহাব্যাকুল হইয়া রাজাকে তাহার বধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। রাজা শরপ্রহারে বিরত হইলে তাঁহাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা হস্ত তুলিয়া পুরুবংশ সদৃশ পুত্র লাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশ্রমমৃগের প্রতি তাঁহাদিগের কেমন অপত্য তুল্য স্নেহ, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে, সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বাস করিবার মতটী ভ্রান্ত মত। এ আচরণ নৈসর্গিক নয়, বিধাতা আমাদিগকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার উপযোগী ভোগ্য পদার্থ দিয়াছেন, আমরা যদি তাহার ন্যায়ানুগত ভোগের নিরোধ করিয়া বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হই, আমাদিগের তাহাতে পাপ জন্মে সন্দেহ নাই। এই সংসারে বিষয় ভোগ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন উভয়ই অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা গৃহস্থাশ্রমের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। সংসারে ধৈর্য্যগুণ ও সহিষ্ণুতাগুণ একান্ত আবশ্যক। কতকগুলি লোকের তাহা নাই। তাহারাই ঐ প্রস্থান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন রাজার শাসনপ্রণালীর দোষে রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার হয়। সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে সংসারে বিরক্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকে, এ সিদ্ধান্তটী ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণেরাই প্রায়শঃ সংসারত্যাগী হইয়া থাকেন। কোন হিন্দু রাজারই অধিকারে ব্রাহ্মণের প্রতি কখন অত্যাচার হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণেরা বনবাসী হন কেন? বনে বাস করিলে অধিকতর ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইবে, এই ভ্রান্ত বুদ্ধিই তাঁহাদিগের অরণ্য আশ্রয়ের প্রকৃত কারণ। রাজারা বনেও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা করিতেন। ভ্রমর শকুন্তলাকে ব্যাকুল করিলে সখীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিল, তপোবন রাজরক্ষিত, অতএব তুমি রাজার শরণ প্রার্থনা কর। অনন্তর রাজা শকুন্তলার ভ্রমরবাধাজনিত কাতর বাক্য ও রক্ষা-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেনঃ—

"কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাং।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥

দুর্ব্বিনীতের শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় রাজা পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা থাকিতে কে মুগ্ধ তপস্বিকন্যাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছে?

রাজা তপস্বিবাক্যে মৃগবধে বিরত হইলে পর তপস্বিদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া

রাজাকে কুলপতি কর্ণ্বের আশ্রমদর্শনের অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেনঃ—

ধর্ম্ম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজোমে রক্ষতি মৌর্ব্বীকিণাঙ্ক ইতি।

আপনি তপস্বিদিগের নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত ধর্ম্ম ক্রিয়া দর্শন করিয়া জানিতে পারিবেন, আপনার জ্যাবর্ষণ জাত কিণ (জামড়ো) দ্বারা অঙ্কিত হস্ত কিরূপ রক্ষা করিতেছে।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মণেরা যে আশ্রমে ও যে অবস্থায় থাকুন, ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। অতএব যাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকার লোকেরা রাজার শাসনপ্রণালীর দোষ ও রাজার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সংসারত্যাগী হইতেন, তাঁহারা ভ্রান্ত কি না? এখন পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ক্রমশঃ। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

———::o::———

বামদেব ।

বীররসপ্রধান উপন্যাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীনেরা গুরুপরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছেন, ১৩৯৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মের মত গ্রীষ্ম বঙ্গদেশে আর কখন হয় নাই। দিবাকর দিবা দুই প্রহরের সময়ে দাবানলসদৃশ দুঃসহ কিরণজাল অগ্নিময় লৌহ-শলাকার ন্যায় জগতীতলে এমনি তীক্ষ্ণ বেগে নিক্ষেপ করিতেন যে প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই মনে হইত, সূর্য্যদেব বিশ্ব দগ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বাদশাত্মরূপে উদিত হইয়াছেন, এই বার জগৎ ভস্মরাশি হইল। সকল পদার্থই অগ্নিবৎ উষ্ণ। কোন পদার্থের স্পর্শ হইলে শৈত্যানুভব করিয়া কেহ যে শরীরকে শীতল করিবেন, সে সম্ভাবনা ছিল না। যে সকল বস্তু স্বভাব-শীতল, ছায়ায় নিহিত হইত, তাহাও প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণসংযোগে এমনি তপ্ত হইত যে, তাহা স্পর্শ করিয়াও সুখলাভ হইত না। বায়ু যেন অগ্নিমাখা। বাতাস গায়ে লাগিলে গা যেন ঝলসিয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কানপুর প্রভৃতি স্থানে মধ্যাহ্ন কালে লূ চলিয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা

লু কাহাকে বলে কখন জানিতেন না। যদি কখন কাহার নিকট লুর গল্প শুনিতেন, লু এক প্রকার অগ্নিময় বায়ু ইহাই বুঝিতেন, কিন্তু তাহার স্বরূপ জ্ঞান হইত না। বিধাতা সে বৎসর বঙ্গদেশের বাতাসকে এমনি উষ্ণ করিয়াছিলেন যে বঙ্গবাসিরা লুর স্বরূপজ্ঞানের কতক আভাস পাইয়াছিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে জীবজন্তু সকলেই অস্থির। পশুপক্ষি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানচ্যুত, আহারে বিরত, সকলেই কেবল ছায়া ও শীতল স্থানের অন্বেষণে ব্যগ্র। কাহার কোন বিষয়ে রুচি প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ছিল না। অন্য কথা কি, নবানুরাগী নবযুবকেরাও নবপ্রণয়িনী নবযুবতীর সহিত রসালাপে বিরত ও তাহার কোমল অঙ্গ সেবনে বিমুখ। যে বড় প্রসিদ্ধ ঔদরিক, মিষ্টান্ন দেখিলে যাহার জিহ্বা লালাক্লিন্ন হয় ও মস্তক ঘুরিয়া যায়, তাহারও মিষ্টান্নে অরুচি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় সকলেই ব্যজন হস্ত, ভূতলে পড়িয়া আঃ উঃ করিত। যাহারা বিষধর খল, তাহাদিগের আর উপায় ছিল না। একে তাহাদিগের অন্তরের বিষের জ্বালা, তাহার উপর ঐ নিদারুণ তাপ; তাহারা একবার ছুটিয়া জলে গিয়া পড়িত। জল তখন অগ্নিময়। জলে তাপ শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ তাপ বৃদ্ধি হইত। সেখানে স্থির হইতে পারিত না, ছায়া আশ্রয় করিত, সেখানেও স্বচ্ছন্দ হইত না। বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল। এ কৌশল বুঝিয়া উঠে কাহার সাধ্য? তিনি বিষধর খল জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাহাদিগের নিত্য দণ্ড বিধানের উপায় করিয়াও দিয়াছেন। মানুষেরও নিস্তার ছিল না। অনেককে আফ্রিকাবাসিদিগের ন্যায় ভূমধ্যে গর্ত্ত করিয়া মধ্যাহ্ন কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

কেবল জঙ্গম জগতের নয়, স্থাবর জগতেরও বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। দারুণ আতপতাপে তাপিত তরু লতাদিও শুষ্কপ্রায় হইয়া হতশ্রী হয়। তাহাদিগের নবপল্লবের আর সে মনোহারিণী স্নিগ্ধ কান্তি ছিল না। নয়নের তদ্দর্শনে প্রীতিলাভ দূরে থাকুক, বরং বিরক্তি জন্মিত। যাঁহারা সক করিয়া নূতন বাগান করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন। কেবল যে বৃক্ষগুলি শ্রীভ্রষ্ট হয়, এরূপ নয়, অনেক চারাগাছ শুকাইয়া যায়।

পাঠক! মধ্যাহ্নকাল যেরূপ ভীষণ শুনিলেন, অপরাহ্ণ সেরূপ নয়, কবিগুরু কালিদাস কহিয়াছেন, গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ রমণীয়। সচরাচর গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ সময়ে যেরূপ রমণীয়তা হইয়া থাকে, উল্লিখিত বর্ষে রমণীয়তা তদপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল। কবি মৃচ্ছকটিককার কহিয়াছেন নিবিড় অন্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় দুঃখের পর সুখের অধিকতর শোভা হইয়া থাকে। যেমন মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ, তেমনি অপরাহ্ণে তাঁহার শান্তভাব। সকল কাল সমান যায় না। অতি বাড়াবাড়ি হইলেই পতন হয়। সূর্য্যের যখন অতি উন্নতদশা, গগনের মধ্যভাগে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। সেই অভ্যুদয়ের সময়ে কোথায় তিনি স্ববিভব বিতরণ করিয়া অপরকে সুখিত করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি স্বকিরণ দ্বারা জগৎকে মহাতাপিত করিয়া গুরুতর পাপ অর্জ্জন করিলেন। পাপী হইয়া কেহ অপতিত থাকিতে পারে না। পাপপ্রভাবে তিনি গগনতল-মধ্যগত উচ্চ সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন; ভাবিলেন, পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত না করি, দেহ অপবিত্র ও চিত্ত চিরযন্ত্রণাগ্রস্ত থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি স্বপাপ-ক্ষালনার্থ পশ্চিম পয়োধি জলে মগ্ন হইতে চলিলেন। জল আর তাঁহার দেহ উভয়ের মধ্যে একহস্তমাত্র ব্যবধান আছে। সমুদায় স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। সমীরণের আর সে উষ্ণ ভাব নাই, সাগরজলে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। বিহঙ্গমগণ নিজ নীড় নিকেতনে গমনোদ্যত হইয়া পক্ষপুট সঞ্চারণ করিতেছে। সিংহশার্দ্দূলশৃগালাদি শ্বাপদগণ এক একবার সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, আর তাঁহার জলে মগ্ন হইবার কত বিলম্ব আছে তাহার পরিমাণ করিতেছে। ভুজঙ্গমগণ গর্ত্তের মধ্য হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছে, তখনও সূর্য্য জলমগ্ন হন নাই, তাহারা পুনরায় গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। পেচকেরা আহারের অন্বেষণার্থ বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছে। কুলটাগণ নায়কের আগমনের আকাজ্ক্ষায় বাসগৃহ সাজাইতেছে এবং আপনারাও সজ্জিত হইতেছে। গোপগণ রজ্জুহস্তে বৎস-রোধের উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সায়ন্তন সন্ধ্যাবন্দনের আয়োজন করিতেছেন। ক্রমেই সূর্য্যের রূপান্তর হইতেছে। ক্রমেই তিনি লোহিতায়মান হইতেছেন। তাঁহার সেই লোহিত আভা লাগিয়া শাখিশাখার শিরোভাগসকল যেন সিন্দূররঞ্জিত হইতেছে। এমন

সময়ে দূর হইতে দৃষ্ট হইল, প্রায় পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী বলবান পুরুষ, বৃহৎ পোত হইতে এক যুবাপুরুষকে নীবীদ্বীপে নামাইতেছে। যুবার হস্ত পদ নিগড় দ্বারা নিবদ্ধ। যুবা অন্যমনস্ক। দেখিয়া বোধ হইল যেন গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। যুবার অলৌকিক আকৃতি, অলৌকিক মুখশ্রী, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অলৌকিক বলবিক্রম, অলৌকিক ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, বিধাতা তাঁহাকে পৌরুষের অবতার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হইল, যুবা দীর্ঘ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে বিষণ্ণ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু সেই বিষণ্ণতার মধ্য হইতে তাঁহার স্বাভাবিক সুশ্রীকতাজ্ঞানের লেশমাত্র বিঘ্ন জন্মিতেছে না। মধুর আকৃতির কি অপূর্ব্ব গুণ! সেই বিষণ্ণ ভাব তাঁহার মুখের শোভাকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। রসভাবদীক্ষাগুরু কবি কালিদাস সত্য কথাই বলিয়াছেনঃ—

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং।"

মনোহর আকৃতির কি না শোভার কারণ হয়।

যুবার ওষ্ঠ দুটী যেন বিক্রমে নির্ম্মিত, নয়নদ্বয় যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; ভ্রূযুগল কর্ণান্তগামী; নাসিকা দীর্ঘ, কিন্তু ঈষৎ স্থূল, মধ্যে কিঞ্চিন্নিম্ন, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত; ভ্রমরকান্তি কেশগুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন ছিন্ন ভিন্ন মেঘমালা অষ্টমীচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে; বাহুযুগল ও উরুদ্বয় করিশুণ্ডসদৃশ, পীন ও ক্রমশঃ বর্ত্তুল, যুবার বয়স সতর বৎসরের অধিক নয়। শ্মশ্রুরাজির ঈষন্মাত্র রেখার উদয় হইয়াছে। কিন্তু শরীর সতর বৎসরের মত দেখাইতেছে না। চৌত্রিশ বৎসর-বয়স্ক বলবান্ পুরুষেরও সে প্রকার আকার হয় না। যুবা প্রায় চারি হাত দীর্ঘ। বর্ণ গৌর। দেখিলে বোধ হয় গা দিয়া রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

অস্ত্রধারী পুরুষেরা যুবাকে দ্বীপে অবতারিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেল এবং পরস্পর পরামর্শ আরম্ভ করিল। মহারাজজীর আজ্ঞা পায়ের বেড়ী ও হাতের হাতকড়ি কাটিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কে কাটিয়া দেয়। কেহই সাহস বাঁধিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্রের শৃঙ্খল কাটিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু যুবার নিগড় ভগ্ন করিয়া দেওয়া কেহ সহজ ভাবিতেছে না। তুমি যাও,

তুমি যাও, বলিয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করিল। শেষে এক বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া যুবার সমীপতরবর্ত্তী হইল।

বৃদ্ধের বয়ঃক্রম ষাটি বৎসরের ন্যূন নহে। তাহার শরীর স্থূলও নয়, কৃশও নয়। তখনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিলক্ষণ সবল বলিয়া বোধ হইল। বৃদ্ধ যৌবনকালে যে একজন ব্যায়ামশীল বলবান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে পরিচয় দিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার মুখ ঘোরাল; নাসিকা স্থূল, চক্ষু উৎফুল্ল; ললাট সঙ্কীর্ণ; একটীও দন্ত বিগলিত হয় নাই; কিন্তু সমুদয় চুল পাকিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল, যেন পাণ্ডব পোড়া মাটির উপরে কেশে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, বৃদ্ধের কফো ধাতু, তাই কেশপাশ ও শ্মশ্রুরাজি তত শুভ্র হইয়াছিল, নতুবা সচরাচর তাহার বয়সের লোকের কেশপাশে তেমন সর্ব্বশুভ্রতা লক্ষিত হয় না।

বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, যুবক হতাশ হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; ধৈর্য্যই এ সংসারে সুখী হইবার প্রধান সাধন। অধীর পুরুষ কখন এ সংসারে সুখী হইতে পারে না। মহারাজজী আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমাকে তিন মাস কাল এই নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিতে হইবে। তাহার পর নিঃসংশয় তোমার দুঃখের অবসান হইবে। মহারাজজী তোমার আকার প্রকার ভাবভঙ্গী বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তুমি যে একটী অলোক সাধারণ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হইলে তোমার বাঞ্ছনীয় ফল অনায়াসলভ্য হইবে। তুমি আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কোপভাজন হইও না। আমরা মহারাজজীর হৃদয়ের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তোমার সহিত মৈত্রীবন্ধনে তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। কিন্তু অগ্রে তোমার এই দ্বীপবাসরূপ দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিয়ম এই, অপরাধী ব্যক্তি যে প্রকার পদস্থ হউন, যে প্রকার গুণশালী হউন, তিনি তাহার অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। তাঁহার প্রায় পুরুষের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল পূর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু কখন তিনি ঐ নিয়মের রেখামাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। ঐ চাহিয়া দেখ, পর্ব্বতের ভৃগুর উপর একটী কুটীর দেখা যাইতেছে। উহাই এই তিন মাস কাল

তোমার আশ্রয় ও বাসগৃহ হইবে। জগদীশ্বর তোমাকে হস্তপদ ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, তুমি আপনার আহার সামগ্রী আপনি সংগ্রহ করিয়া লইবে। এখানে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি অনেক হিংস্র জন্তু আছে, তাহাদিগের হস্ত হইতেও তোমাকে বুদ্ধি ও বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই দেখ সান্ধ্য জলদ-গণ গগন-পশ্চিম ভাগের লোহিত আভায় রঞ্জিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে? সায়ন্তন শিশির পাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষিগণ সন্ধ্যাব্যঞ্জক কূজন ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ নীড়ে নিলীন হইতেছে। প্রদোষকালের মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে আসিয়া কাণে কাণে যেন বলিয়া দিতেছে, তোমরা আর বিলম্ব করিও না, হিংস্র জন্তুগণ আহারা-ন্বেষণার্থী হইয়া নিজ নিজ বাসস্থানের পরিত্যাগে উন্মুখ হইয়াছে। এই পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখ, দ্বিজরাজ গগনপ্রাঙ্গণে আপনার আসন স্থাপন করিয়াছেন, আর আমরা বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। তাঁহার চারি জন সহচর সত্বর অগ্রসর হইয়া যুবার হস্ত ও পদের নিগড় ভগ্ন করিয়া দিল। যুবা একবার মাত্র বৃদ্ধের নয়নে নিজ নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন না। তিনি পুনরায় অন্যমনস্ক হইলেন এবং গভীরতর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ সহচর-সমভিব্যাহারে পোতে আরোহণ করিলেন।

পোত বায়ুভরে উত্তরাভিমুখে চলিল। বৃদ্ধ যুবার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিল, তিনি দেখিলেন, যুবা সেই পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, সমুদ্রকূলে নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন।

যুবা অনেকক্ষণ সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিয়া সাগরতরঙ্গের রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল না। তিনি কেবল এই ভাবিতে লাগিলেন, সমুদ্র অগাধ অপরিচ্ছিন্ন মহামহিম-শালী, কিন্তু তাহার এমন কাপুরুষবৎ কাজ কেন? সমুদ্র মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে; তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু দ্বারা তটে ঘোরতর আঘাত করিতেছে, ক্রোধে ফেন বমন করিতেছে; কিন্তু তীরের কণামাত্র বালুকা উৎখাত করিতে না পারিয়া বিমুখ হইয়া যাইতেছে; পুনরায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, পুনরায় সেই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ক্রোধ হইলে কাপুরুষেরা

যে প্রকার ব্যবহার করে, যুবা সমুদ্রে সম্পূর্ণ সেই কাপুরুষ ব্যবহার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, জগৎ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এইরূপ কাপুরুষেই পূর্ণ। অধিকাংশেরই সার নাই। অধিকাংশ লোকই পশুবৎ আহার নিদ্রা মৈথুনে জীবন যাপন করিয়া কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেছে। মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে আত্মসম্বন্ধে পরিবার সম্বন্ধে প্রতিবেশি সম্বন্ধে স্বদেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহারা সে সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া জড়পদার্থের ন্যায় অলস ও অবশ ভাবে কেবল আহার নিদ্রায় কাল ক্ষেপ করে, তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বিড়ম্বনা মাত্র। কোন সুরসিক ব্যক্তি ঈদৃশ অপদার্থকে দেখিয়াই উপহাস করিয়া বলিয়াছেন "দ্বিপদোঽপি চতুষ্পদঃ।" বঙ্গদেশে এ বাক্যের সার্থকতা উপপত্তিসহ সম্পূর্ণ সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এই চতুষ্পদ দ্বিপদের অভাব নাই। কবে যে বঙ্গদেশীয়েরা মানুষের মত হইবেন, কবে যে তাঁহারা স্বকর্ম্মক্ষম হইবেন, কবে যে তাঁহারা স্বাধীনতারসজ্ঞ ও স্বাধীন শাসন প্রণালীর মর্ম্মজ্ঞ হইবেন, কবে যে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া যুবা দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। তখন প্রায় ছয় দণ্ড রাত্রি। নিশাপতি নভোমণ্ডলের চতুর্থ ভাগ আক্রমণ করিয়া সুশীতল করজাল বিস্তার করিতেছেন, একে নীবীদ্বীপ বালুকাময় স্থান, স্বভাবতঃ শুক্ল, তাহার উপরে জ্যোৎস্না পতিত হইয়া তাহার শুভ্রতার দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়াছে। অতি দূরস্থ বস্তুরও সর্ব্ব অবয়ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে একখানি মেঘ উঠিল, মেঘ ক্রমে নিবিড় হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার বর্ণ ঘোর নীল হইয়া উঠিল; চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল; অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল: আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্য কথা কি? আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও দৃষ্টিগোচর হয় না। হঠাৎ উত্তর দিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, দ্বীপের বালুকা রাশি বেগে উড়িয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যুবার সমুদায় অবয়ব বালুকাতে পূর্ণ হইয়া গেল। মুখ নাসিকাদি এরূপ রুদ্ধ হইল। যে তাঁহার নিশ্বাস নিক্ষেপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই মুষল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। ঘন ঘন অশনি ধ্বনি হইতে লাগিল। বজ্রের কড় কড় শব্দে শ্রবণ বিবর বধির হইয়া গেল। মেঘের উদয় দেখিয়া সৌদামনী সহর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিল। সাগরও দেখাদেখি তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু উত্তোলন করিয়া

নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল এবং মেঘের গভীর গর্জ্জনকে পরাভব করিবার অভিপ্রায়েই যেন ঘোরতর গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

বাহিরে নৈসর্গিক পদার্থসমূহের এইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম, সাগরতরঙ্গ বেগে আসিয়া যুবার চরণতলে আস্ফালন করিতেছ, বরুণদেব যুবার শরীরে তীক্ষ্ণতর সম্পাত প্রহার করিতেছেন এবং পবন ক্ষণে ক্ষণে দৃঢ়তর আঘাত করিয়া যুবার শরীরের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছেন ; ওদিকে যুবার অন্তরেও চিন্তা ও ভাব সমূহের মহাসংগ্রাম। সাগর তরঙ্গের ন্যায় একটী চিন্তাতরঙ্গের পর আর একটী চিন্তা তরঙ্গ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিয়া যুবার হৃদয় বিলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল ; দিক প্রসন্ন হইল, গগনতল সাধুহৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল হইল ; কুমুদিনীনায়ক পুনঃ প্রকাশ পাইলেন, তাঁহার অমৃতময় কিরণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

অতঃপর যুবা খিদ্যমান মনে ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট কুটীরের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার হস্তে কেবল একখানি তীক্ষ্ণতর তরবারি শোভা পাইতেছিল। আর কোন সম্বল ছিল না। মহারাজজীর অনুচরেরা যখন কর-হইতে ঐ করবাল গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, যুবা তখন অতিশয় অনিচ্ছা এমন কি বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজজী যুবার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অতএব তিনি তাঁহার অনিচ্ছা দর্শনে তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া অনুচরগণকে তরবারি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

যুবার এক্ষণকার আবাসভূত দ্বীপটী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, প্রায় দুই ক্রোশ; পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত, এক ক্রোশের অধিক হইবে না। প্রায় শত হাত উচ্চ একটী পর্ব্বত দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছে। যাঁহারা পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে অবতারিত হন, তাঁহারা ঐ পর্ব্বতকেই দ্বীপের উত্তর সীমা মনে করেন, আবার যাঁহারা উত্তর পার্শ্বে উপনীত হন তাঁহারা পর্ব্বতটীকে দ্বীপের দক্ষিণ সীমা মনে করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেরই সম্মুখভাগ শ্বেত বালুকাময়। বরাবর ধূধূ করিতেছে। একটীও ফলবান বা পুষ্পবান বৃক্ষ নয়নগোচর হয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পর্ব্বতটী ভূভেদ করিয়া নূতন উত্থিত

হইয়াছে। আজিও তাহার প্রস্তর সকল কঠিন নিবিড় দৃঢ় দুর্ভেদ্য হইয়া বিপক্ক হয় নাই। উহাতে মৃত্তিকার ভাগই অধিক। সমকটিবন্ধে যে সমস্ত তরুলতাদি সচরাচর জন্মিয়া থাকে, শৈলের উপরিভাগে ভূরি পরিমাণে তাহা বিরাজমান আছে। কোন স্থানে আম কোন স্থানে জাম কোন স্থানে মাখনা কোন স্থানে লটকা কোন স্থানে বেল কোন স্থানে নারিকেল কোন স্থানে পেয়ারা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া আছে। ভোগ করিবার লোক নাই।

কুটীরটী পর্ব্বতের এক ভৃগুর উপরে নির্ম্মিত। প্রথম উপত্যকার মধ্য দিয়া তথায় উঠিবার একটী মাত্র পথ আছে। সে পথ এমনি সঙ্কীর্ণ যে এক জন স্থূলকায় পুরুষ অতি কষ্টে উঠিতে পারে। যুবা কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষের পত্রের ভিতর দিয়া চন্দ্রের কিরণ নিপতিত হইয়াছে, তাহার সহিত দীপালোক মিশ্রিত হইয়াছে। যুবা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন এই নির্জ্জন দ্বীপে কিরূপে দীপালোকের সম্ভাবনা। পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন, উপবীতধারী গৌরবর্ণ এক পুরুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছে। সেই পুরুষ পথপ্রদর্শক হইয়া যুবাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ কিরূপে সেখানে আইলেন? কেনই বা আসিয়াছেন? কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ? কত দিন তিনি সেখানে আছেন? তাঁহার নাম কি? যুবা এই সকল প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণ কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না, কেবল এই মাত্র উত্তর দিলেন, তাঁহার নাম হারীতনাথ, উপাধি চট্টোপাধ্যায়।

যুবা কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কুটীরের দুই পার্শ্বে দুটী শয্যা পাতিত আছে এবং খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। যুবা আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শয্যাতল আশ্রয় করিলেন। অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেন, ক্ষণমধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাত্রিবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে বিহঙ্গমগণের কল কল রবে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগরিত হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সেখানে নাই, কুটীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। যুবা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণ বাহিরে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ক্রমে এক দণ্ড দুই দণ্ড চারিদণ্ড অতীত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিলেন না। তাহার পর যুবা কুটীরের বাহিরে গেলেন, এবং পর্ব্বতের এক উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি সাগরের তদানীন্তন শোভা সন্দর্শন করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। মরকতসদৃশ সাগরসলিলে পদ্মরাগসদৃশ অরুণকিরণ নিপতিত হইয়াছে। তরঙ্গসকল যেন উত্তাল হইয়া পরম রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। মানুষের মন প্রতিক্ষণেই নূতন চায়। কিয়ৎক্ষণ সাগর শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তাঁহার নয়ন যুগল প্রীতিকর অপর পদার্থের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তিনি একে একে পর্ব্বতের সমুদায় পদার্থ দর্শন করিলেন। ক্রমে সকল পদার্থেই তাঁহার চিত্ত বীতস্পৃহ হইল।

তিনি কিরূপে তিন মাস কাল সেই নির্জ্জন দ্বীপে অতিবাহিত করিবেন, এখন এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তিনি পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার যত তারতম্য করিলেন, ততই তাঁহার কষ্ট বাড়িতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার কারাবরোধ ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ছিল। আমি বন্দীদিগকে অনেক বিষয়ে সদুপদেশ দিয়াছি, পাপের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়াছি, অনেকে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আর কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা কেবল বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত নয়, কার্য্যেও পরিণত হইবে, তাহা স্পষ্ট বোধ হইয়াছে। অনেকে স্বাধীন শাসনপ্রণালীর মর্ম্ম বুঝিয়াছে, যে রীতিতে এ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, তাহাও আমি তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছি। এখানে কাহাকে সে সকল শিক্ষা দিব? দুর্ব্বার ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি এখানকার প্রতিবেশী।

যুবার কারাবাস অপেক্ষাও এই নির্জ্জন বাসকে যে অধিকতর ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। একে মানুষ স্বজাতিসহবাস বিনা থাকিতে পারে না, তাহাতে যুবার চিরপরিচিত পরম প্রেমাস্পদ বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার উপর আবার তাঁহার প্রিয়তম স্বাধীন শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তবে মানুষের সকল অবস্থাতেই সুখ দুঃখে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এই বলিয়া যুবা সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

যুবা এক দিবস পর্ব্বতের পাদদেশে পাদপতলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, অতিদূরে দেখিতে পাইলেন, একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র এক হরিণ শাবকের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে; হরিণশিশু প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে নক্ষত্র-

বেগে পলাইতেছে ; নিমেষ মধ্যে আসিয়া যুবার চরণ তলে নিপতিত হইল, ব্যাঘ্রও তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবা অমনি ব্যাঘ্রের সম্মুখের দুটী পা ধরিয়া উচু করিয়া তুলিলেন। ব্যাঘ্র পশ্চাতের পায়ে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যুবা নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে এমনি ভাবে ধরিলেন যে, তাহার আর গতিশক্তি রহিল না। সে যে দংশন করিবে, সে পথও ছিল না। ব্যাঘ্র কেবল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে অনবরত বৃহৎ লাঙ্গুলের আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার ঘোর গর্জ্জন শব্দে পর্ব্বতের গুহাসকল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ব্যাঘ্র নিজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুবাকে দংশন করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু অবগ্রহহত কৃষকের শস্যবপনচেষ্টার ন্যায় বিফল হইয়া গেল। সে বহুক্ষণ এইরূপে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাহার মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল, যুবা তাহাকে উত্তান করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কোষ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তাহার পর হরিণশিশুকে কক্ষে করিয়া নির্ঝরপার্শ্বে লইয়া গেলেন, এবং তাহার মুখে বিমল বারি প্রদান করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিলেন।

তিনি যখন হরিণ শিশুকে নির্ঝরপার্শ্বে লইয়া যান, তখন বিস্ময়াপন্ন মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি এই জনশূন্য অরণ্যে বাস করিতেছি, এখানেও দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার! কিন্তু পশুর এ অত্যাচার মার্জ্জনীয়। বিধাতা ইহাদিগের পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মাংস বিনা ব্যাঘ্রের অন্য খাদ্য নাই। বিধাতা তাহাকে প্রবল জিঘাংসা বৃত্তিও দিয়াছেন। যে পশু তাহার ভক্ষ্য, তদ্দর্শন মাত্র সেই বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহার মানুষের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি নাই। সুতরাং সে সেই জিঘাংসাবৃত্তির একান্ত পরবশ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের অত্যাচার মার্জ্জনীয় হয় না। বিধাতা মানুষকে বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন এবং ন্যায়ান্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রবলেরা যদি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখে, স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুর্ব্বলেরা তাহাদিগের অত্যাচার নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। মানুষ মানুষের কার্য্যসহায়; পরস্পর পরস্পরের উন্নতির মূল। দুর্ব্বলেরা প্রবলের

অত্যাচারবলে যদি জগৎ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়, প্রবলকেও উৎসন্ন হইতে হয় সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলেরা উন্নত হইয়া উঠিলে প্রবলের অধিকতর উন্নতি হয়, বলগর্ব্বিত মূঢ়েরা তাহা বুঝিতে পারে না।

একদিন যুবা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে যেমন, উত্তরাংশেও তেমনি বালুকাময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমে পর্ব্বতের উত্তর পৃষ্ঠে নামিতে লাগিলেন। আর দশ পনর হাত নামিলে নীচে নামিতে পারেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র বেগে একটী স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি এক লম্ফ প্রদান করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্র ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া করাল করবালের আঘাতে ব্যাঘ্রকে ভূতলশায়ী করিলেন। দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী মূর্চ্ছিত, সংজ্ঞাশূন্য, তাহার অঙ্গসকল শীতল অবশ ও জড় হইয়া গিয়াছে। যুবা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন চেষ্টা আরম্ভ করিলেন; মুখ নাসিকাদি সর্ব্ব অঙ্গে সুশীতল নির্ঝর বারি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনেক শুশ্রূষাদি করিলেন, কিছুতেই মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল না, শরীরের শীতলতাও দূরীভূত হইল না। শেষে তিনি রমণীকে বক্ষে লইয়া আপনার মুখনাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহার মুখ নাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাপিতে লাগিলেন। প্রায় চারি দণ্ড পরে তাহার শরীর উষ্ণ ও চৈতন্য হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, হঠাৎ বোধ হইল, তিনি যেন অনঙ্গদেবের বক্ষে শয়ন করিয়া আছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন, এরূপ ইচ্ছা হইল, কিন্তু লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল। যুবা তাঁহার মুখনাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একে একে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

মনুসংহিতা।

ভৃগু ধর্ম্মের মূল ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য দেশাদির উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ২৬।

বেদোক্ত শুভমন্ত্রপূত কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজাতির গর্ভাধানাদি শরীর সংস্কার করিবে। এই শরীর সংস্কারদ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। পাপক্ষয় হইলে ইহ লোকে বেদাদির অধ্যয়নে এবং পারলৌকিক মঙ্গলার্থ যাগাদির অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে।

উপরে শরীর সংস্কারের যে কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইল, তাহার কারণ কি? কোন্ পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত শরীরসংস্কার আবশ্যক, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে। ২৭॥

পিতার রেতোদোষ ও অশুচি মাতৃগর্ভ বাস নিবন্ধন দ্বিজাতির যে অপবিত্রতা জন্মে, গর্ভাধানক্রিয়া জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ ও উপনয়ন দ্বারা তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ। ২৮॥

বেদাধ্যয়ন, মধুমাংসাদিপরিত্যাগরূপ নিয়ম, সায়ংপ্রাতঃকালীন হোম, ত্রৈবিদ্য নামে ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় দেবর্ষিপিতৃতর্পণ, গৃহস্থাবস্থায় পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পাঁচটী মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা এই শরীর ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য হয়।

মনুর মতে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না।

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাং। ২৯॥

পুরুষের জাতকর্ম্ম নামে সংস্কার নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে হইয়া থাকে। ঐ সময়ে স্বগৃহ্যোক্ত মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য মধু ও ঘৃত প্রাশন করাইতে হয়।

নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥ ৩০॥

জন্মদিন হইতে গণনা করিয়া দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে অথবা প্রশস্ত তিথি শুভ মুহূর্ত্ত ও গুণবৎ নক্ষত্রে শিশুর নামকরণ করিবে।

শঙ্খ বচনে অশৌচান্তে নামকরণ ব্যবস্থা আছে, টীকাকার কুল্লুকভট্ট সেই বচনের সহিত একবাক্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মূলে যে দশম পদ আছে, তাহার অর্থ একাদশ দিবস। যদি ঐ একাদশ ও দ্বাদশ দিবসে নামকরণ না হয়, প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রাদি দেখিয়া নাম করণ করিবে।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং। ৩১॥

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক ক্ষত্রিয়ের বলসূচক বৈশ্যের ধনজ্ঞাপক এবং শূদ্রের দীনতাব্যঞ্জক নাম রাখিবে।

শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ রাজ্ঞোরক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতং। ৩২॥

ব্রাহ্মণাদির নামের পর শর্ম্ম রক্ষা পুষ্টি প্রেষ্যতাবাচক উপাধি হইবে। ব্রাহ্মণের নাম ও উপাধি যথা—শুভশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বলবর্ম্মা, বৈশ্যের বসুভূতি এবং শূদ্রের দীনদাস।

কুল্লূকভট্ট যমবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, শর্ম্মা ও দেব এই দুই উপাধি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস এই উপাধি রাখিবে।

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ। ৩৩॥

স্ত্রীলোকের এমন নাম রাখিবে যে সুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রূরার্থ-বাচক না হয় এবং স্পষ্টার্থ শ্রবণমনোহর মঙ্গলবাচক দীর্ঘস্বরান্ত ও আশী-র্ব্বাদবাচক শব্দ যুক্ত হইবে। যথা—যশোদা দেবী ইত্যাদি।

চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে। ৩৪॥

জন্ম মাস হইতে গণনা করিয়া চতুর্থ মাসে বালককে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া সূর্য্যদর্শন করাইবে। ষষ্ঠমাসে অথবা যাহার যে কুলাচার আছে তদনুসারে অন্নপ্রাশন দিবে।

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ। ৩৫॥

শ্রুতিতে আছে দ্বিজাতিগণের চূড়াকর্ম্ম প্রথম বর্ষে অথবা তৃতীয় বর্ষে হইবে।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥

গর্ভবর্ষ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন দিবে।

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞোবলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ॥ ৩৭ ॥

উপরে ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে উপনয়নের বিধি দেওয়া হইল কিন্তু ব্রাহ্মণের যদি অধিকতর ব্রহ্মতেজের কামনা করা হয়, গর্ভপঞ্চমে; ক্ষত্রিয়ের যদি অধিকতর হস্ত্যশ্বরথপাদাতাদি বলের প্রার্থনা করা হয় গর্ভষষ্ঠে এবং অধিকতর কৃষ্যাদির বাসনা করিলে বৈশ্যের গর্ভাষ্টমে উপনয়ন দিবে।

এক্ষণে উপনয়নের গৌণকালের কথা বলা হইতেছে।

আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ ॥ ৩৮ ॥

ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়ন হইতে পারে।

যমের মতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল।

অতউর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যাভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

ইহার পর অর্থাৎ ষোড়শ দ্বাবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ বৎসরের পর যদি উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই পতিত ও শিষ্টজনবিনিন্দিত হয়। তখন ইহাদিগের ব্রাত্য নাম হইয়া থাকে।

নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপিহি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেৎ ব্রাহ্মণঃ সহ ॥ ৪০ ॥

এই ব্রাত্যেরা যদি বিধিবৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃতোপবীত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ আপদ কালেও ইহাদিগের সহিত অধ্যাপন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ করিবে না।

কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্ব্যেন শাণক্ষৌমাবিকানি চ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রহ্মচারী ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণমৃগ রুরুমৃগ ও ছাগচর্ম্মের

উত্তরীয় করিবে এবং শণ ক্ষুমা ও মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে।

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী। ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের শরমুঞ্জের, ক্ষত্রিয়ের ধনুকের ছিলার এবং বৈশ্যের শণতন্তুর মেখলা করিবে। মেখলা সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট হইবে।

মুঞ্জালাভেতু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা ॥ ৪৩ ॥

মুঞ্জাদির যদি অলাভ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারিরা ক্রমান্বয়ে কুশের অশ্মান্তক তৃণের ও বল্বজ তৃণের মেখলা করিবে। মেখলা সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট হইবে, কিন্তু গ্রন্থি কুলাচারানুসারে এক হউক তিন হউক আর পাঁচ হউক, হইবে।

কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞোবৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রের এবং বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত হইবে। উপবীত সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ত্তিত হইবে।

ব্রাহ্মণোবৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়োবাটখাদিরৌ।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যোদণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণ বেলের হউক আর পলাশের হউক, ক্ষত্রিয় বটের হউক আর খদিরের হউক, বৈশ্য পিলুর হউক আর উডুম্বরের হউক দণ্ড ধারণ করিবে।

কেশান্তিকোব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতোরাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকোবিশঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মণের কেশ ক্ষত্রিয়ের ললাট ও বৈশ্যের নাসাপর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাণ হইবে।

ঋজবস্তে তু সর্ব্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরান্নৃণাং সত্বচোনাগ্নিদূষিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

দণ্ডগুলি সরল অক্ষত সৌম্যদর্শন ও ত্বগাচ্ছাদিত হইবে। তাহার কোন স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না এবং দেখিলে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে না।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেৎ ভৈক্ষং যথাবিধি ॥ ৪৮ ॥

অভিলষিত দণ্ড গ্রহণ, সূর্য্যের উপাসনা ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া যথা-বিধি ভিক্ষা করিবে।

ভবৎপূর্ব্বং চরেৎ ভৈক্ষমুপনীতোদ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরং॥ ৪৯॥

উপনীত ব্রাহ্মণ ভবৎশব্দ প্রথমে রাখিয়া, ক্ষত্রিয় ভবৎশব্দ মধ্যে রাখিয়া এবং বৈশ্য ভবৎশব্দ শেষে রাখিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ক্ষত্রিয় বলিবে ভিক্ষাং ভবতি দেহি, বৈশ্য বলিবে ভিক্ষাং দেহি ভবতী।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্ব্বা ভগিনীং নিজাং।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥ ৫০॥

ব্রহ্মচারী মাতা ভগিনী বা মাতার নিজ ভগিনী অথবা যে স্ত্রী অবমাননা না করে, তাহার নিকটে প্রথমে ভিক্ষা করিবে।

সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদন্নমমায়য়া।
নিবেদ্য গুরবেহশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্‌মুখঃ শুচিঃ॥ ৫১॥

ব্রহ্মচারী এইরূপে ভিক্ষা আহরণ করিয়া কোন প্রকার কপট না করিয়া গুরুর তৃপ্তিসাধনোপযোগী অন্ন গুরুকে দিবে এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া শুচি ও পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখোভুংক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্‌মুখোভুংক্তে ঋতং ভুংক্তেহ্যুদঙ্‌মুখঃ॥ ৫২॥

পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ু, দক্ষিণ মুখে যশ, পশ্চিম মুখে শ্রী এবং উত্তরমুখ হইয়া ভোজনে সত্যফল লাভ হইয়া থাকে।

উপস্পৃশ্য দ্বিজোনিত্যমন্নদদ্যাৎসমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ॥ ৫৩॥

নিত্য আচমন করিয়া অনন্যমনা হইয়া অন্ন ভক্ষণ করিবে, ভোজনের পর পুনরায় আচমন করিবে এবং যথাশাস্ত্র জল দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে।

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎপ্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৫৪॥

নিত্য ভোজন কালে অন্নের পূজা করিবে, কুল্লুকভট্ট বলেন অন্ন প্রাণ-

প্রদ এই ধ্যান করিবে এবং অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দর্শন করিয়া হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে এবং নিত্য আমাদিগের এই প্রকার অন্ন লাভ হউক, এই বলিয়া তাহার বন্দনা করিবে।

পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদং ॥ ৫৬ ॥

অন্নের পূজা করিয়া ভক্ষণ করিলে অন্ন বল ও বীর্য্য প্রদান করে, আর পূজা না করিয়া ভক্ষণ করিলে ঐ উভয় বিনষ্ট করে।

এটী অতি যুক্তিসিদ্ধ কথা, যে অন্ন দেখিয়া মন প্রসন্ন না হয়, ঘৃণা জন্মে, তাহা ভোজন করিলে বল বীর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, পীড়া জন্মে। এই নিমিত্ত মনু অন্নের পূজার অর্থাৎ প্রশংসার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রশংসা যোগ্য অন্নই ভক্ষণ করিবে। কোনক্রমে কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিবে না।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিৎ দদ্যাৎ নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিৎ ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন কাহাকে দিবে না, দিবা ও রাত্রি ভোজনের যে এই দুটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে আর ভোজন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথায়ও যাইবে না।

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অতিভোজনে স্বাস্থ্যহানি সুতরাং আয়ুরও হানি হয়। স্বাস্থ্যহানি হইলে স্বর্গাদিসাধন যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্য অন্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, লোকেও অতিশয় নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন পরিত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্মোণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্রেণ কদাচন। ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ নিত্যকাল ব্রাহ্ম্য তীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন, কায় ও দৈব তীর্থ দ্বারাও আচমন করিতে পারেন কিন্তু পিত্র্য তীর্থ দ্বারা কদাচ আচমন করিবেন না।

অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্ম্যং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ ॥ ৫৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে ব্রাহ্মতীর্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে কায়, সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈব এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যে পিত্র্য তীর্থ, মন্বাদি ঋষিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃপ্রমৃজ্যাৎ ততোমুখং।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শিরএব চ ॥ ৬০ ॥

প্রথমে ব্রাহ্মাদি তীর্থ দ্বারা তিন গণ্ডূষ জল পান করিবে, তাহার পর দুটী ওষ্ঠ মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিবে। তাহার পর জল দ্বারা মুখস্থ চক্ষু ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হৃদয় ও শিরঃপ্রদেশ মার্জ্জন করিবে।

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥ ৬১ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি শুচি হইবার ইচ্ছু হইলে ব্রাহ্ম্যাদি তীর্থে অনুষ্ণ ফেনবর্জ্জিত জল খাইয়া শুচিপ্রদেশে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া সর্ব্বদা আচমন করিবেন।

এক্ষণে আচমন জলের পরিমাণ বলা হইতেছে।

হৃদ্‌গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। ৬২ ॥

হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে এরূপ পরিমাণ জল দ্বারা ব্রাহ্মণ, কণ্ঠগামী জল দ্বারা ক্ষত্রিয়, মুখমধ্যগত জল দ্বারা বৈশ্য এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বার অন্তগামী জল দ্বারা শূদ্র শুদ্ধ হয়।

আচমনকালে উপবীতাদির অবস্থাপন বিশেষের আবশ্যকতা আছে, এই নিমিত্ত তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
মধ্যে প্রাচীনআবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে ॥ ৬৩।

যে যজ্ঞসূত্র বাম স্কন্ধে অবস্থাপিত হইয়া দক্ষিণ কক্ষে অবলম্বিত হয়, তাহার নাম উপবীত; যে যজ্ঞসূত্র দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত হইয়া বাম কক্ষে অবলম্বিত হয়, তাহার নাম প্রাচীনাবীত; আর যে যজ্ঞসূত্র মালার ন্যায় কণ্ঠে লম্বিত হয়, তাহার নাম নিবীত।

মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুং।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ ॥ ৬৪ ॥

মেখলা চর্ম্ম দণ্ড উপবীত কমণ্ডলু, এগুলি ভিন্ন বা ছিন্ন হইলে জলে

নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নূতন গ্রহণ করিবে।

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥ ৬৫॥

কেশান্ত নামে যে সংস্কার আছে, তাহা ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শবর্ষে ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশে বৈশ্যের গর্ভচতুর্ব্বিংশ বর্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেশান্ত শব্দের অর্থ কেশচ্ছেদন।

অমন্ত্রিকাতু কার্য্যোয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ৬৬॥

স্ত্রীলোকের শরীর সংস্কারার্থ যথাকালে যথাক্রমে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ করিবে, কিন্তু মন্ত্র পাঠ করিবে না।

বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসোগৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ ৬৭॥

স্ত্রীলোকের উপনয়ন নাই, বিবাহই উপনয়নস্থানীয় বেদোক্ত সংস্কার। ব্রহ্মচারিকে গুরুকুলে বাস ও সায়ং প্রাতর্হোমাদি করিতে হয়, স্ত্রীলোকের পতিসেবাই গুরুকুলে বাস ও গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতর্হোম স্বরূপ।

এষপ্রোক্তোদ্বিজাতীনামৌপনায়নিকোবিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত॥ ৬৮॥

দ্বিজাতিগণের উপনয়নসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এই বলা হইল। এই উপনয়ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দ্বিতীয় জন্মের ব্যঞ্জক। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারিকে যে যে কাজ করিতে হইবে, ঋষিগণ অতঃপর তাহা শ্রবণ করুন।

মন্বাদি ঋষিগণ উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই উপনয়ন হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ দ্বিজন্মা ও দ্বিজাতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

——o——

মেরী সমের ভাইল।

প্রায় ৯। ১০ বৎসর অতীত হইল মেরী সমের ভাইলের মৃত্যু হয়। ইনি সর্ব্বতোভাবে অসামান্যা স্ত্রী। বিদ্যা, জ্ঞান লাভের ও সৌজন্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি স্ত্রীজাতির আদর্শস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে যে সকল প্রসঙ্গ করিয়াছেন,

তাহার অনুমোদন করি কিম্বা অথবা না করি। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধি পরিচালনা হইলে স্ত্রীজাতিও অনেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ থাকে, তাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক মেরী সমর ভাইলের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করুন। এতাদৃশ অসামান্য স্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর সারাংশ পাঠ করিলে অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ ডিসেম্বরে এডিনবরার সমীপস্থিত এক গ্রামে মেরী সমের ভাইলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আডমিরেল, উইলিয়ম ফেয়ারফ্যাক্স। পিতা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্যসূত্রে গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন। মেরী আপনার ভ্রাতা সামুএল ও হেনরীর সহিত মাতৃ-গৃহে বাস করিতেন। মেরী একাকী বন্য ফুল অথবা অন্য কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রকূলে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা যৎ সামান্য মাত্র।

মেরী আপনি কহেন যে " আমার মাতা আমাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতে এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ে আমার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতাম। যখন আমার বয়স সাত আট বৎসর, তখন আমি ফল ফুল সংগ্রহ ও অন্য অন্য গৃহকার্য্য করিতাম। খেলায় আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না এবং যাহার সহিত খেলিব এমন কোন সমবয়স্ক বন্ধুও ছিল না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমীপবর্ত্তি এক উদ্যানে নানাপ্রকার পক্ষির ক্রীড়া দেখিতে যাইতাম। আমার মাতা একদিন কিঞ্চিৎ ভাবিত হইয়া বলিলেন, তুমি ভাল করিয়া বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হও। এই কথা শুনিবামাত্র আমার মহা ভাবনা উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীরে যেন জ্বর আসিল। কি করিব কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে পিতা দূরদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে আমার কিছুই মানসিক উন্নতি হয় নাই, কেবল ক্রীড়া ও বৃথা কর্ম্মে ব্যস্ত।"

কিছু দিন গত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমীপবর্ত্তি একটী বোরডিং স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশ পাঠ করিয়া মেরী বুঝিতে পারিলেন যে এখানে থাকিলে প্রকৃত রূপে লেখা

পড়া হইবে না। কিছু দিন সেখানে থাকিয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার পিতা নিজে বিদ্বান ছিলেন না এবং সন্তান সন্ততিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবারও তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। অতএব কন্যা বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করাতে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন না। একদিন তিনি মেরীর সাক্ষাতে বলিলেন, বিদ্যাভ্যাসে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সূচের কর্ম্ম শিখিলে উপকার হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে সূচের কার্য্য শিক্ষা করিবার সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি মেরীকে আবার একটী নূতন সিলাই শিখিবার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। তথায় থাকিয়া তিনি শিল্প কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি আপনি লিখিয়াছেন " বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার শক্তি ও ইচ্ছা সত্বেও আমার পিতা আমাকে বিদ্যা শিখাইতে ইচ্ছা করেন না। পিতার এই প্রকার সংস্কার ছিল, জ্ঞানলাভ করিবার শক্তি থাকিলেও স্ত্রী জাতির জ্ঞানোপার্জ্জনের যত্ন করা অবিহিত। "

যদিও বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ ও উত্তেজনা গৃহে পাওয়া যাইত না, তথাপি তিনি যে কোন প্রকারে হউক জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। গৃহে পৃথিবীর একটী মানচিত্র ছিল। গ্রামস্থ একটী শিক্ষককে অনুরোধ করাতে তিনি উহা হইতে মেরীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উক্ত শিক্ষক গ্রামস্থ বালকদিগকে ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা দিতেন। যখন মেরীর বয়স ১৪ বৎসর, তখন তিনি মাতৃ সমভিব্যাহারে এডিনবরা নগরে আপনার ভ্রাতা সামুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই নগরে গিয়া তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কোন কারণ বশতঃ এডিনবরা নগরে অনেক দিন থাকিবার সুবিধা না হওয়াতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন " বরণ্ট য়াইলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা একাদিক্রমে পিয়ানো বাজাইতাম এবং কোন প্রকারে সময় ক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমি ল্যাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। " সিজারের কমেণ্টরী সুচারু রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর ধরিয়া ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু মেরী অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে ও সম্পূর্ণ রূপে

বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আপনার বুদ্ধি শক্তির অপরিসীম পরিচয় দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি পুনর্ব্বার এডিনবরা নগরে গমন করেন এবং এই সময়ে পাটীগণিত শিক্ষার সূত্রপাত করিলেন। এডিনবরা হইতে ফিরিয়া আসিলে দৈবযোগে একখানি মাসিক পত্রে কতকগুলি বীজগণিতের প্রশ্ন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিপূর্ব্বে বীজগণিত কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ঐ সকল প্রশ্ন দেখিয়া তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল যে, যে কোন প্রকারে হউক আমি ঐ প্রশ্ন কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। একখানি পুস্তকও তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি বলেন "আমি ভাবিয়াছিলাম, এই পুস্তকে আমার বিশেষ উপকারলাভ হইবে, কিন্তু এই ভ্রম শীঘ্রই তিরোহিত হইল। যাহাতে নক্ষত্র দর্শন হয়, তাহারই নাম জ্যোতিঃশাস্ত্র এই বলিয়া আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহারও অন্তর্দ্ধান হইল। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে নানা বিষয়ের অপরিস্ফুট ও অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের পরিবার অথবা কুটুম্বগণের মধ্যে কাহারও বিজ্ঞান কিম্বা প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যায় অধিকার ছিল না। থাকিলেও যে কাহাকে জিজ্ঞাসা করি এমন সাহস হইত না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতাম। আমাকে যে সাহায্য করে এমন কেহ ছিল না। এইরূপ অবস্থা, যে কিরূপ দারুণ পরীক্ষার অবস্থা, তাহা যাঁহারা স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন।

যখন মেরী ফেয়ারফ্যাক্সের বয়স কেবল ১৫ বৎসর, তখন বিনা সাহায্যে জনোফন ও হেরদোতসের গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় বার তিনি আপন মাতার সহিত এডিনবরা নগরে যাত্রা করিলেন, এবার বিদ্যাশিক্ষার অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইল। তিনি শুনিলেন যে তথায় একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে। অবিলম্বে ছাত্রী হইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল না বটে; কিন্তু নানা বিষয়ে কিছু না কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল। শিক্ষা দিবার সময় তিনি একদিন আপন ছাত্রীদিগকে বলিলেন, ইউক্লিডের জ্যামিতি অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ত্ব পাঠ না করিলে পরিপ্রেক্ষিত অথবা অন্য কোন বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয় না। এই কথা শুনিবামাত্র মেরীর হৃদয়ে নূতন আলোকের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে

তিনি আপন ভ্রাতা হেনরীর শিক্ষকের নিকট একখানি ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বনিকাশল রচিত বীজগণিত সংগ্রহ করিলেন এবং অমিত অধ্যবসায় সহকারে উক্ত পুস্তক দ্বয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া তিনি অন্য অন্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। যে প্রকারে তিনি সময়ক্ষেপ করিতেন নিজেই তাহা বলিয়াছেন "আমাকে গৃহের কার্য্য করিতে হইত। শয্যা হইতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত গীত বাদ্য করিতাম। তাহার পর গৃহের বহির্ভাগে গিয়া আলেখ্য বিন্যাসে ব্যস্ত থাকিতাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইউক্লিড অধ্যয়ন করিতাম। ভৃত্যগণ একদিন অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, প্রদীপ যে শীঘ্র নিবিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এতক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িলে প্রদীপ আর কতক্ষণ থাকে। এই কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে এমন গর্হিত কর্ম্ম যেন আর কখন না করা হয়। রাত্রি পাঠ বন্ধ করিতে হইল। ইহাতে এই সুবিধা হইল যে এই ক্ষুদ্র অত্যাচারের পর মেরী আপন স্মরণ শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিলেন। শয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি অনেক গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিতেন।

কয়েক বৎসর এইরূপে এডিনবরায় গত হইল। মেরী এই সময়ে পূর্ণযৌবনা হইয়াছিলেন। তাঁহার রূপ ও গুণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি অনেকের আদর ও প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া উপন্যাস নভেল ও পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি ওসিয়ান গ্রন্থ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনা স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইল। দ্বিতীয় কাথারিন প্রার্থনা করাতে আডমিরাল গ্রেগ নামে একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী রুশিয়ায় যুদ্ধ জাহাজের অবেক্ষণাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। যেথানে ফেয়ারফ্যাক্সের পরিবার বাস করিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র সামুএল গ্রেগ কর্ম্মসূত্রে তথায় আসিলেন। সেই পরিবার তাঁহার সাতিশয় সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে ঐ পরিবারের সহিত সবিশেষ আনুগত্য ও ঘনিষ্ঠতা হইল। অবশেষে জানাগেল

যে গ্রেগ সাহেব রুশিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিবেন। ফেয়ারফ্যাক্স পরিবারের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার উপক্রম দেখা দিল। গ্রেগ সাহেব মেরির প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এমন রূপবতী, গুণবতী বুদ্ধিমতী, ধীরপ্রকৃতি যুবতীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। গ্রেগ সাহেব মেরী ফেয়ার ফ্যাক্সের পাণিগ্রহণ করিলেন। কথিত আছে যে গ্রেগ সাহেবের পত্নী আপনার স্বামীর নিকট হইতে গণিত বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বিবাহের অনেক পূর্ব্বে তিনি গণিতশাস্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, গ্রেগ সাহেব তিন বৎসর মাত্র দাম্পত্য সুখ ভোগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার ঔরসে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। একটীর বাল্যাবস্থায় মৃত্যু হয়। আর একটী প্রকৃতরূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ওকালতী কর্ম্ম করেন। এরূপ শোচনীয় দশায় পতিত হইয়া গ্রেগ সাহেবের বিধবা পত্নী একেবারে হতাশ হইয়া যান নাই। এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ওয়ালেস সাহেবের পরামর্শানুসারে এই অদ্ভুত স্ত্রী নানাপ্রকার ইংরাজী ও ফরাসিস পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। সে সকল পুস্তকের নাম শুনিলে ইদানীন্তন সভ্য ও বিদ্যাবিশারদ রমণীগণও বোধ হয় ভয় পাইবেন (১)।

(৮) হিন্দু অবলাগণ বোধ হয় শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে মেরী গ্রেগ এই দুরূহ গ্রন্থ পাঠে অপরিসীম ও অনুপম আনন্দ ভোগ করিতেন। বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ কেবল যে বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, তাঁহারা বিদ্রূপ করিতেও ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিন্তু মেরী গ্রেগ তাহাদের উপহাস বাক্যে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয়েন নাই। তিনি আপনার গৃহকার্য্য করিতেন ও লাপ্লাস পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন।

অনেক দিন তাঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮১২ খ্রীঅব্দে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবার

(১) Differential and Integral calculus, Lagrange's Theory of Analytical Functions, Callet's Logarithms, La Place's Mecanigue Celeste, and his Analytical Theory of probabilities.

জেডবর্গের ডাক্তার সমেরভাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়ম সমেরভাইলের সহিত বিবাহ হইল। উইলিয়ম সমেরভাইল চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন এবং যদিও নিজে বড় বিদ্বান ছিলেন না, তথাপি আপনার স্ত্রীর জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে যাহাতে কোন ব্যাঘাত না জন্মে, তদ্বিষয়ে সম্যকরূপে যত্নবান ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে জেডবর্গে থাকিতে থাকিতে সার ওয়াল্টর স্কট ও তদীয় বন্ধুবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার সমেরভাইল আর্মী মেডিকাল বোর্ডের মেম্বর হইয়া লণ্ডন নগরে গমন করেন। এরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে তাঁহার স্ত্রীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই সময় হরশেল, ওলষ্টন, ডাক্তার বকলণ্ড, বাবেজ, সার এডওয়ার্ড প্যারী এবং অন্য অন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মেরী সমেরভাইলের সহিত পরিচিত হওয়া অনেকে সম্মানের বিষয় বিবেচনা করিতেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ তাঁহারই গৃহে একত্রিত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এবম্প্রকার উন্নতি হইলেও তাঁহার মনোবিকার জন্মে নাই। যেরূপ বিনীত ও নিরহঙ্কারী পূর্ব্বে ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। কোন প্রকার বিকার জন্মিল না। স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা, দয়া, স্নেহ, প্রেম, মৃদুতা সকলই তাহাতে দিন দিন দেদীপ্যমান হইতে লাগিল।

যাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রগাঢ়রূপে পরিচালিত হইলে স্ত্রীজাতি "পুরুষত্বে" পরিণত হয়, তাঁহারা যেন মেরী সমেরভাইলের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মেরী সমেরভাইলের জীবনে স্ত্রীসুলভ গুণ সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। তিনি নিজে বলেন যে "আমি সর্ব্বদাই সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাবেজ সাহেবের নিকট যাইতাম। তাঁহার গণিতশাস্ত্রে অধিকার দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। আমি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সমুদয় দেখিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতাম। যখন আমি এই সকল আবিষ্কৃত জ্ঞানের পরম উৎস পরমেশ্বরকে স্মরণ করি, তখন আমার মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। তখন আমার মনে হয়, গণিত ও অন্য অন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা না করিলে আমরা ঈশ্বরের সুকৌশলপূর্ণ বিশ্বমণ্ডলের সুনিয়মগুলি প্রায় কিছুই বুঝিতে পারি না।"

এইরূপ কিছু দিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে করিতে নিরানন্দ ও দুঃখের দিবস আসিল। এই সময়ে তাহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইল এবং প্রবঞ্চকের প্রতারণায় তাঁহাদের অনেক সাংসারিক বিষয়ের ক্ষতি হইল। তৎপরে তাঁহারা চেলসিয়ায় গমন করিলেন। ডাক্তর সমেরভাইল তত্রত্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। এইখানে তাঁহারা অনেক বৎসর বাস করেন। লার্ড ব্রাউহ্যাম অনেক দিন হইতে মেরী সমেরভাইলের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য লার্ড ব্রাউহাম "ইউসফুল নলেজ" সোসাইটীর উপকারার্থ জগদ্বিখ্যাত লাপ্লাসের প্রসিদ্ধ পুস্তকের সংগ্রহ করিতে মেরিকে অনুরোধ করিলেন। মেরি স্বভাবতঃ অতি বিনীত ছিলেন বলিয়া এই গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে সাহস করেন নাই, কিন্তু বন্ধুবর্গের উপরোধে সম্মত হইলেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও অলৌকিক পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি এই মহৎ কার্য্য সমাধা করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় এতাদৃশ পারদর্শিতা প্রকাশ করাতে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। মহাত্মা হারসেল এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিউএল সাহেব সাদরে উক্ত পুস্তক গ্রহণ করিলেন। উহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া হিউএল সাহেব একটী কবিতা রচনা করিলেন। অনতিকালের মধ্যে উহা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নিরূপিত হইল। নানা প্রকার বাহিরের ও গৃহের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যে তিনি এরূপ গভীর চিন্তা পূর্ণ পুস্তকের সংকলনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তিনি আপনার মনকে এরূপ সংযত করিয়াছিলেন যে যখন ইচ্ছা তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতে পারিতেন। যাহা অন্যের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীত হইত তাহা তাঁহার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলিয়াই বোধ হইত না। বন্ধুদিগের সহিত সামান্য কথোপকথনে যোগ দিয়াও তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে পারিতেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি রয়্যাল য়্যাষ্ট্রনমিকেল সোসাইটীর মাননীয় মেম্বরের পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। এইরূপ এক সভার নয়, নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ সভার মেম্বর হইলেন, কেবল ইংলণ্ডে নয়; কিন্তু সমস্ত ইউরোপে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত ও ঘোষিত হইতে লাগিল। এতদুপলক্ষে তাঁহার স্বামীরও

যদিও এই সময়ে তাঁহার অনেক ব
অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে
সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপা
করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম ও
১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে বিজ্ঞান বিষয়ক অ
বৃদ্ধাবস্থায় যেরূপে সময় অতি
লিখিয়াছেন "আমি পুনর্ব্বার নিয়া
চসমা ব্যতিরেকে আমি শিল্পকার্য্য
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আ
নিযুক্ত থাকি। সায়া কালে সচরাচ

কার্য্যের সুবিধা হইতে লাগিল। ভুবন বিখ্যাত সহধর্ম্মিনীর গুণে আপনিও বিখ্যাত হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে মেরী সমের ভাইল ও তাঁহার স্বামী ফ্রান্স দেশে গমন করিলেন। তথায় প্রতিদিন অসংখ্য বিদ্বান জনগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। প্যারিসে থাকিতে মেরীর বৃদ্ধা জননীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার ইতিপূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি কোন প্রকার শোক ও দুঃখে বিচলিত হইতেন না। তাহার প্রমাণ এই যে, সে সময়ে তিনি স্বয়ং রুগ্ন অবস্থায় নিপতিত ছিলেন, তথাপি বিজ্ঞান সংক্রান্ত একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এইখানি তাঁহার কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক এবং ইহার অনেক সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তক প্রচারের পর তিনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে সার রবর্ট পিল যখন ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী হন তখন মেরির বাৎসরিক দুই সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনসন নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্রাকৃত ভূগোল নামে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রচারিত হইল। ইহার অনেকবার সংস্করণ হইয়াছে এবং ইউরোপীয় নানা ভাষাতে অনুবাদ হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে পতিসমভিব্যাহারে তিনি ফ্লোরেন্সে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইবার কিঞ্চৎ কাল পরেই ডাক্তার সমের ভাইলের প্রাণ বিয়োগ হয়। দ্বিতীয় বার বিধবা হইয়া তিনি ইতালীতে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। যদিও এই সময়ে তাঁহার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বে যেরূপ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেন, সেইরূপ এখনও করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম ও উদ্যমের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে বিজ্ঞান বিষয়ক আর একখানি পুস্তক রচনা করিলেন।

বৃদ্ধাবস্থায় যেরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, তিনি আপনিই তাহা লিখিয়াছেন " আমি পুনর্ব্বার নিয়মিত দৈনিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছি। চসমা ব্যতিরেকে আমি শিল্পকার্য্যাদি করিতে এখনও সক্ষম। কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকি। রাত্রি কালে সচরাচর নভেল পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু সেদিন

আর নাই। পূর্ব্বে যে প্রকার নভেল পাঠে আনন্দ উদ্ভূত হইত, তদ্রূপ এখন আর হয় না। কিছুদিন গত হইল সর ওয়াল্‌টর স্কটের নভেল দ্বিতীয়বার পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। রাত্রিতে আমার এক কন্যার সহিত কিছু কালের জন্য তাস খেলিয়া শয়নাগারে গমন করি।"

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ, মেরী সমের ভাইলের মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে নেপল্‌সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। দর্শনান্তে তাঁহার যেরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

আমি ১৮৭০ অব্দে নেপল্‌সে মেরী সমের ভাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি তখন রিভিইরা ডি চিয়াজার সন্নিকটস্থ একটী রমণীয় স্থানে বাস করিতেছিলেন। যখন আমি গৃহে উপনীত হইলাম একজন ভৃত্য আমাকে গৃহের উপর তলায় লইয়া গেল। গিয়া দেখিলাম এক পার্শ্বে দুই জন স্ত্রী কার্য্যে ব্যস্ত আর এক পার্শ্বে একটী জীর্ণ শীর্ণা বৃদ্ধা চিন্তাশীলা স্ত্রী উপবেশন করিয়া আছেন। অবিলম্বেই জ্ঞাত হইলাম, উনি মেরী সমের ভাইল। তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইবামাত্র হস্ত হইতে একখানি ইংরাজী সমাচার পত্র নীচে রাখিয়া স্নেহভাবে করুণচিত্তে আমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর, তথাপি কথোপকথনে ক্লান্ত হইতেন না। অসুবিধার মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্স বিষয়ক কথা বার্ত্তা হওয়াতে ফ্রান্সের শোচনীয় অবস্থার প্রতি যৎপরোনাস্তি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ইতালী, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য স্থানের বিষয়ে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। কথা বার্ত্তায় বোধ হইল না যে আমি নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছি। আমি দৃষ্টিশক্তি বিহীন হইলে বোধ করিতাম একজন নবীনা অষ্টাদশবর্ষীয়া বিদ্যাবতী স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছি। কিয়ৎক্ষণের পর বলিলেন "বৎস! আমি একটুকু নিজের বিষয় বলিতে চাই। অসন্তুষ্ট হইও না। যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা যদি বৃদ্ধ লোকদের কথা শ্রবণ করে, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। বিস্মিত হইও না, আমার জীবন প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ। আমি অতি প্রাতে কাফি খাই; বেলা ৮ টা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত শয্যায় থাকিয়া হয় লিখি, নতুবা কোন পুস্তক অধ্যয়ন করি। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া চিত্রপটে ক্ষণকালের জন্য অঙ্কিত করি। ইহার অধিক কিছু

করিবার আর শক্তি নাই। সায়াহ্নে বিশ্রাম করিয়া থাকি। তাহার পর ভোজনের সময়। ভোজনান্তে এই খানে বসিয়া থাকি; যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন; তাহা হইলে আহ্লাদ সহকারে ক্ষণকাল কথা বার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করি।

এইরূপ কথা সাঙ্গ হইলে সেই সময় তিনি যে বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা আমাকে বলিলেন। কন্যাগণের কথা উপস্থিত হওয়াতে বলিলেন, আমি নিজে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে উঁহাদিগকে শিক্ষিত করিতে যত্ন পাইয়াছি। এখন যে কিছু পড়া শুনা করি না, এমন বলিতে পারি না। সে দিন সেলফ হইতে হেরোদোতস পড়িয়া লইলাম। ৫০ বৎসর কাল গ্রীক পুস্তক পাঠ করি নাই। মনে করিলাম অক্ষর পর্য্যন্ত বুঝি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি কেবল সহজে পড়িতে পারিলাম এমত নহে, অক্লেশে সমস্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম. হেরোদোতস কি সুলেখকই ছিলেন!"

যতবার আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, ততবার তাঁহার সহবাসে অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি আপনাকে অপর অপেক্ষা কথনই শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন না। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে অহঙ্কার কি অভিমানের গন্ধমাত্র ছিল না। আত্মাদর কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। অন্য লোককে সন্তুষ্ট ও সুখী করিব এই তাঁহার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রত্যেক বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি প্রকটিত হইত। যাঁহার প্রকৃতি এরূপ তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি ভোগ করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নারীগণের মধ্যে তাঁহার জীবন ধন্য বলিতে হইবে।

মেরী সমের ভাইল পক্ষী বড় ভাল বাসিতেন, নেপল্‌সে যে গৃহে বাস করিতেন, তথা হইতে ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখা যাইত। এই স্থানেই এই অসামান্যা অলৌকিক রমণীর প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার বয়স এখন ৯২ বৎসর। শীঘ্রই আমাকে শরীররূপ শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই ভয়ানক যাত্রা স্মরণ করিয়া আমি কিছুই উৎকণ্ঠিত হই না। যখন আমি আপনার অযোগ্যতা ও পরমেশ্বরের অসীম কৃপা স্মরণ করিয়াছি, তখনই আমি তাঁহার দয়ালু হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তিনি আমার

বুদ্ধিবৃত্তি এখনও কলুষিত হইতে দেন নাই। যদ্যপি আমি দুর্ব্বল, তথাপি আমার প্রিয়তমা কন্যাগণ আমার বল ও সহায়। তাহাদেরই সাহায্যে ও অনবরত শুশ্রূষায় আমি সদা সুখ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছি।

১৮৭২ খ্রীঃঅব্দের ২৯ এ নবেম্বরে মেরী সমের ভাইলের মৃত্যু হয়। এমন শান্তিপূর্ণ, অদ্ভুত মৃত্যু কেহ কখন দেখে নাই। যেরূপ কান্তি ও যেরূপ অবিচলিত শান্তি তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত, সেই শান্তি মৃত্যুর পরও দৃষ্টিগোচর হইল।

মেরী সমের ভাইল রমণীকুলের একটী রত্ন ছিলেন। তাঁহার জীবন পাঠ ও ধ্যান করিলে যদি আমাদের উপকার না হয়, তাহা হইলে আর কাহার জীবনে হইবে? বিদ্যা শিক্ষা করিবার কত প্রতিবন্ধক ছিল, কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করিয়াছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অন্তের ইচ্ছার কাছে প্রতিবন্ধকস্রোত কি করিতে পারে? বঙ্গমহিলাগণের অনেক প্রতিবন্ধক আছে, স্বীকার করিলাম, কিন্তু যদি তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন ব্রতে ব্রতী হন, তাঁহারাও যে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? অলঙ্কারে বিভূষিত হইলে প্রকৃত সুখ হইল না। সুখের, নির্ম্মল সুখের, কারণ অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে।

শ্রীবরদাচরণ দাস ঘোষ।—মিসনরী।

———o———

ভারতীয় রমণীগণের প্রতি আর্য্যদিগের ব্যবহার।

যাঁহারা ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী সীমন্তিনীগণের অবস্থা বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত নন এবং প্রাচীন আর্য্যেরা যে কারণে বেদাদি শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে রমণীগণের অধিকার দানে বিমুখ হইয়াছিলেন সে কারণের উচ্ছেদে সমর্থ না হন, তাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় আর্য্যেরা অতি অসভ্য নিষ্ঠুর ও পশুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই, আর্য্যেরা যদি বাস্তবিক সভ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখন স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ বিরূপ আচরণ করিতেন না। সভ্য

জাতির নিকটে স্ত্রীলোকের সম্মাননা অধিক। তাঁহারা আর্য্যজাতীয় যোষিৎ গণের শিক্ষা লাভ ও স্বাধীনতা লাভরূপ সম্মাননা চিহ্ন দেখিতে পান না, তাহাতেই মনে করেন আর্য্যজাতীয়েরা স্ত্রীগণের প্রতি অসভ্য ব্যবহার-পরায়ণ ছিলেন। যাঁহারা কারণের নিগূঢ় অনুসন্ধান না করিয়া দূর হইতে উপরিভাবে দর্শন করেন, আর্য্যজাতীয় স্ত্রীগণের প্রতি আর্য্যদিগের তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাঁহাদিগের উল্লিখিত প্রকার দূষিত সংস্কার জন্মিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বাস্তবিক, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দর্শন করিলে স্ত্রী জাতির প্রতি আর্য্যজাতির ব্যবহার বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা ঐ ব্যবহারের প্রকৃত কারণের উদ্ভেদে সমর্থ হই, তখন আর আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়রসের প্রাদুর্ভাব থাকে না। কারণটী এই—

মনু প্রভৃতি মাননীয় মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য সমাজের সৃষ্টি অবধি বর্ণভেদ ও জাতিভেদ হইয়া আসিয়াছে। সময়ে সময়ে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে; কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন আর্য্যেরা অন্নশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ও পিণ্ডশুদ্ধির অত্যন্ত বিচার করিতেন। অন্য বর্ণের বা অন্য জাতির পাক করা অন্ন ভোজনে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। স্বজাতীয় স্ত্রীর প্রতি সেই পাক কার্য্যের ভার সমর্পিত ছিল। তাঁহারা নিজে কার্য্যবিভাগ ও তন্মূলক বর্ণবিভাগ করিয়া যজন যাজন, রক্ষা, কৃষি ও পশুপালনাদির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বহস্তে পাক ও গৃহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, তাঁহাদিগের এরূপ অবসর ছিল না। উপরেই বলা হইল, তাঁহারা অন্যের পাক করা অন্ন ভোজন করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের স্বজাতীয় স্ত্রীর দ্বারা পাকাদি ক্রিয়া সম্পাদন বিনা অন্য গতি ছিল না। স্ত্রীগণও যদি পুরুষদিগের ন্যায় যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিয়ত নিরত থাকিতেন, তাহা হইলে সংসারনির্ব্বাহ হইত না। এই কারণে আর্য্যেরা যে কার্য্য-বিভাগ-যুক্তিতে বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন, সেই যুক্তিতেই স্বজাতীয় স্ত্রীগণকে বেদ পাঠে অনধিকৃত ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগের উপরে পাকাদি গৃহ কার্য্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। অঙ্গনাগণ যাহাতে ভিন্ন ভাব না ভাবেন, তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বিকার না জন্মে এবং এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, মন্বাদি মহর্ষিগণ তদর্থ বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার উপায় বিধানের চেষ্টারও ত্রুটি

করেন নাই। পুরুষের উপনয়ন হয়। ব্রহ্মচর্য্যকালে পুরুষ গুরুকুলে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সায়ং প্রাতর্হোমাদি করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের প্রতি সে সকল বিধান করা হইল না। অতএব স্ত্রীগণের মন পাছে বিকৃত হয়, এই শঙ্কা করিয়া মনু ব্যবস্থা করিলেনঃ—

বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসোগৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়ন স্বরূপ। পতিসেবা গুরুকুলে বাসের তুল্য এবং গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতর্হোমাদি সদৃশ।

এখন পাঠক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন প্রাচীন আর্য্যেরা যে কারণে স্ত্রীজাতির বেদাদি শিক্ষা দান বিষয়ে অসম্মত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা দানে বিমুখ হন। অবলাগণ স্বতন্ত্রভাবে যদি স্বচ্ছন্দচারিণী হন, তাহা হইলে গৃহকার্য্যে তাঁহাদিগের অভিনিবেশ থাকিবে না। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। এই শঙ্কাই আর্য্যগণের উল্লিখিত ব্যবহারের কারণ। বাস্তবিক, স্ত্রীগণকে মূর্খ ও দাসী করিয়া রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে পুরুষের যেরূপ স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির গৃহকার্য্যেও সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ অংশে উভয়েই সমকক্ষ। বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য সমুদায় বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের তুল্যকক্ষতা ছিল। পুরুষ যখন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, স্ত্রীসাহচর্য্য ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হইত না।

"সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ।"

সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে। এই বচনও আছে।

রাজা দিলীপ অনেক দিন প্রতীক্ষা করিলেন, তাঁহার পুত্র হইল না। শেষে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা পুত্র লাভ করিবেন, এই সংকল্প করিয়া সুদক্ষিণাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। কালিদাস বলেন—

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীৎ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ।
হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব॥

বিশুদ্ধ বেশে পথিমধ্যে গমন করিতেছেন, সেই সুদক্ষিণা ও দিলীপের হিমনির্ম্মুক্ত চিত্রা চন্দ্রমার ন্যায় অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যেরা স্ত্রীগণকে যে দাসী জ্ঞান করিতেন না। মনুর নিম্নলিখিত বচনগুলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পুরুষের উপনয়ন হইল, তিনি নিয়মিতকাল গুরুকুলে বাস করিলেন, তাহার পর সমাবর্ত্তন স্নান ও দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। তিনি কিরূপ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবেন, মনু তাহার গুণ ও লক্ষণাদির যে প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধিযোগ আছে, তাহারও কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে তিনি পুরুষের পরিচর্য্যাকারিণী দাসী সংগ্রহের ব্যবস্থা দিতেছেন। যথাঃ—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তোযথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমত হইয়া যথাবিধি সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া শুভ লক্ষণ সম্পন্ন স্বজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

মনু কন্যার যে সকল লক্ষণের কথা কহিয়াছেন, তাহা এই—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

যাহার চুল কটা, ষড়ঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, গায়ে লোম নাই, অথবা লোমে পরিপূর্ণ, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ তাহাকে এবং চিররোগিণী ও বহুপরুষভাষিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নক্ষত্র বৃক্ষ নদী পর্ব্বত ম্লেচ্ছ দাস পক্ষি ও সর্পের নামে যাহার নাম এবং যাহার নাম শুনিলে ভয় হয়, তাদৃশ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না।

যাহার সমুদায় অঙ্গ সম্পূর্ণ, নাম মনোহর, গমন হংস ও গজের ন্যায় রুচির, কেশ ও লোম সূক্ষ্ম, দন্তগুলি ক্ষুদ্র, অঙ্গ কোমল, তাদৃশ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

প্রাচীন আর্য্যগণের যদি স্ত্রীজাতির প্রতি অনাস্থা থাকিবে এবং তাঁহারা অসভ্য হইবেন, তাহা হইলে পরিণয়কালে এ প্রকার সুলক্ষণা কন্যার অনুস-

দ্ধানের কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহারা রমণীগণের যে প্রকার সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন, যে জাতি সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হয় নাই, স্ত্রীলোকের সে সম্মাননা তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। ভগবান মনু কহিয়াছেনঃ—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়োযানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

বহু ধন সম্পদাদি লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর ইহাদিগের কর্ত্তব্য, উত্তম ভোজনাদি দ্বারা রমণীগণকে পূজিত ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করেন।

যে কুলে নারীগণ পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক পূজিত হন, দেবতাগণ সেখানে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যে খানে ইহারা পূজিত না হন, সেখানে দেবগণ প্রসন্ন থাকেন না, সেখানে যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

কুল স্ত্রীগণ যেখানে যথোচিত গ্রাসাচ্ছাদনাদি না পাইয়া দুঃখিত হইয়া শোক করেন, সে কুল শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। আর যেখানে ইহারা শোক না করেন, সে কুল বর্দ্ধিত হয়। কুল স্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে গৃহে অভিশাপ দেন, সে গৃহ অভিচারহতের ন্যায় ধনপশ্বাদি সহিত বিনষ্ট হয়।

অতএব যাহাদিগের সমৃদ্ধি লাভের কামনা আছে, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন ও ভূষণ দ্বারা ইহাদিগের নিত্য পূজা করিবে। যে কুলে ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে কুলে নিত্য মঙ্গল হয়।

প্রাচীন আর্য্যেরা স্ত্রীজাতির প্রতি যে অসভ্যজনোচিত রূঢ় ব্যবহার করিতেন না, এখন পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। পাঠক বলুন তাঁহারা রমণীগণের শিক্ষা দান ও স্বাধীনতা দানে যে বিমুখ ছিলেন, আমরা তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা সঙ্গত কি না?

এরূপ ব্যবহারের আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। সেটী নৈসর্গিক। স্ত্রীলোকের শিক্ষাকার্য্যের অনেক স্বাভাবিক বিঘ্ন আছে। তাহাদিগের মনও পুরুষের ন্যায় দৃঢ় ও বলবান নয়। তাহাদিগের শ্রমশক্তিও অল্প। সুতরাং তাহাদিগের বেদ বেদাঙ্গাদিরূপ উচ্চ ও কঠিন বিষয়ের শিক্ষা লাভ সম্ভাবিত নয়। এ চিন্তাও দীর্ঘদর্শী প্রাচীন আর্য্যদিগের স্ত্রীলোকের শিক্ষা দান বিষয়ে বিমুখতা সম্পাদন করিয়াছিল। উদাত্তাদিভেদে বেদের উচ্চারণ ও তাহার দুর্ব্বোধ অর্থ বোধ করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ স্ত্রীলোকের অসাধ্য বলিয়াই প্রাচীন আর্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়াও প্রতীয়মান হইতেছে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার এত বহুল অনুশীলন হইয়াছে, কিন্তু কয় জন স্ত্রীলোক উচ্চতর বিষয়ের শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছেন? বৈদিক আর্য্যগণের সময়ে লঘু শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা হতাশ হইয়া স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মনে এ শঙ্কাও জন্মিয়াছিল, তাঁহারা যদি স্ত্রীজাতিকে বেদাদি শিক্ষার অধিকার দেন, তাহা হইলে রমণীগণ চতুর্ব্বর্গের সাধনভূত বেদকে বিকৃত স্বরে উচ্চাচরণ ও তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া অপবিত্র করিয়া তুলিবে। বেদ যদি অপবিত্র হয়, ইহলোক পরলোক উভয় লোক নষ্ট হইবে। বেদের উপরে প্রাচীন আর্য্যগণের এমনি অবিচলিত ভক্তি ছিল, উচ্চারণে হউক আর অর্থে হউক, একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহারা মনে করিতেন সর্ব্বনাশ হইল। তাঁহারা যে কারণে ও যে যুক্তিতে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা বিষয়ে অনধিকৃত করিয়া রাখুন, স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূর্য্য উদিত না হইলে অন্ধকার দূরীভূত হয় না, বিদ্যার বিমল তীব্র জ্যোতি বিনা মানসান্ধকার কে দূর করিতে পারে? একজন কবি কহিয়াছেন "বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ" এটী যথার্থ কথা। বিদ্যাবিহীনে আর পশুতে বড় ইতরবিশেষ নাই। এই বিশ্ব যে কি অদ্ভুত পদার্থ, সৃষ্টিকর্ত্তার যে কি অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল, ক্ষিত্যপ-

তেজমরুদ্ব্যোম যে কি অপরূপ পদার্থ, এই প্রাণিদেহ যে কি আশ্চর্য্য যন্ত্র, ইহার নির্ম্মাণকৌশল যে কি অপরূপ, তাহা পশুরা বুঝিতে পারে না, বিদ্যাবিহীনেরাও বুঝিতে পারে না। মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিয়া মূর্খ হইয়া থাকার পর বিড়ম্বনা আর নাই। যাবৎ ভারতীয় রমণীগণ বিদ্যাবতী না হইবেন, তাবৎ ভারতীয় আর্য্যসন্তানেরা প্রকৃত সাংসারিক সুখে সুখী হইবেন না। ভারতসমাজে দ্বেষ হিংসা কলহাদি যে নিত্য বিজৃম্ভমাণ, ভারতীয় স্ত্রীজাতির মূর্খতা কি তাহার প্রধান কারণ নয়? সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ স্ত্রী। সেই অর্দ্ধ অঙ্গ যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল, তাহা হইলে সমাজের পূর্ণ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা কি? স্ত্রীলোকেরা তরল ও কোমলমতি, তাহাদিগকে বেদ শিখাইবার চেষ্টা পাইলে বেদের দুর্গতি হইবে, প্রাচীন আর্য্যেরা এই যে শঙ্কা করিয়াছিলেন, এখন সে শঙ্কার অবসর নাই। এখন স্ত্রীলোকের শিখিবার যোগ্য অনেক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন বেদভিন্ন স্ত্রীলোকের বেদ শিক্ষা দূরে থাকুক, পুরুষেরই বেদ শিক্ষা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ফলতঃ রূপবতীদিগকে বিদ্যাবতী করা যে একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে যে প্রকার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশে অতি যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, তাহাও আবার বিশুদ্ধ ও অত্যুদার নহে। সে শিক্ষা কেবল কতকগুলি অসার উপন্যাস ও কথা শিক্ষায় পর্য্যবসিত, তাহাতে হৃদয়ের উদারভাব জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। একে স্ত্রীলোকের চিত্ত লঘু, তাহাতে লঘুশিক্ষা, সে শিক্ষায় উন্নতভাব না হইয়া হৃদয়ের অধিকতর লঘুতা জন্মিবারই সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের, মন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ। অতএব স্ত্রীলোকের মনকে লঘু বিষয়ের আলোচনা হইতে বিনিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে বিনিযোজিত করাই কর্ত্তব্য।

আমরা রমণীগণকে বিদ্যা শিখাইবার কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু এখনও তাঁহাদিগের অত্যুদার শিক্ষালাভের বহু বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। যে যে কারণ প্রাচীন আর্য্যগণের স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্নভূত হইয়াছিল। এখনও সে সে কারণের সমুদায় অপনীত হয় নাই। এখনও গৃহকার্য্যের ভার কুলাঙ্গনাগণের উপরে নিহিত। এখনও সর্ব্বত্র অন্নবিচার ও জাতিবিচার রহিত হয় নাই। যে অবস্থা হইলে সচ্ছন্দে লেখাপড়া শিক্ষা হয়, ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী কুলকামিনীগণের সে অবস্থা হয় নাই। সে অবস্থা হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষাদা-

নবিষয়ে উদাসীন হওয়া বিধেয় নহে। যেমন সুযোগ, যেমন অবসর, যেমন অবস্থা, তেমনি শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সমাজের এখন যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে রমণীগণের ধর্ম্মনীতি ও শিল্পশিক্ষাই সময়োচিত ও উপযোগী।

এক্ষণে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা লইয়া কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। মনু বলেন।

> পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

শৈশবকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রে রক্ষা করিয়া থাকে; স্ত্রী স্বাধীনতালাভের যোগ্য নয়।

মনু স্পষ্টাক্ষরেই স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে যুক্তি ও যে কারণ মনে করিয়া নিষেধ করুন "স্ত্রী স্বাধীনতার যোগ্য নয়" এই যে বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইউরোপে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যুক্তিপরম্পরারূপ তরঙ্গমালা তথায় উত্থিত হইতেছে। এ স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ কি? স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দচারিতা? অথবা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি গুরুজন ও অভিভাবকগণের পরতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ? পতিপ্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাবহতা লঙ্ঘন করিয়া স্বচ্ছন্দচারিতার নাম যদি স্বাধীনতা হয়, সে স্বাধীনতা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই রোচনীয় নয়। যেখানে এ প্রকার স্বাধীনতা, সেইখানেই মহা গোলযোগ, সেই খানেই মহা কলঙ্ক, সেই খানেই নানা বিবাদ বিসম্বাদ। অনেক বিজ্ঞ ইউরোপীয়, স্ত্রীগণের এ স্বাধীনতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অপর পর্য্যায়। এ স্বাধীনতা নৈসর্গিক নয়। বিশ্ববিধাতা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের একান্ত পরাধীন করিয়া দিয়াছেন। যিনি সেই পরাধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বচ্ছন্দচারিণী হন, তিনি সুখিত হন না। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের সে চেষ্টা অনৈসর্গিক। সে চেষ্টা কল্যাণদায়িনী হয় না।

পতি প্রভৃতি গুরুজনের অধীন থাকিয়া যে স্বাধীনতা ভোগ হয়, তাহাই

বাঞ্ছনীয়। এ স্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি সীমন্তিনীগণ পতিপ্রভৃতি গুরুজনের অধীন রহিলেন, তবে তাঁহাদিগের কি স্বাধীনতা হইল? এ স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা যে গুরুজনের অধীন থাকিয়া স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লাভের কথা কহিতেছি, তাহার তাৎপর্য্য এই, গুরুজন যখন দেখিবেন রমণীগণ অসৎপথে গমনোন্মুখ হইয়াছেন, অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসুক হইয়াছেন, ও অকর্ত্তব্যকর্ম্মের আচরণে যত্নবান হইয়াছেন, তখনি নিষেধ করিবেন। স্ত্রীগণকে সেই নিষেধাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। আর গুরুজন যখন দেখিবেন, অঙ্গনাগণ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। আমাদিগের সমাজে এক্ষণে এই প্রকার স্বাধীনতাই প্রচলিত আছে। নারীগণের সৎকার্য্য বা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের পক্ষে কোন প্রকার পরাধীনতা বা বাধা নাই। স্ত্রীলোকেরা পতির অনুমতি লইয়া দূরতর প্রদেশে স্বচ্ছন্দে তীর্থযাত্রা করিতেছেন। মনু যে স্ত্রীর স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য ঐ প্রকার। তিনি স্ত্রীর সাধু কার্য্য আচরণ নিষেধ করেন নাই। মানুষের হৃদয় অতি দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয় বেগবান, চিত্ত চঞ্চল। এই দেখিয়াই, লঘুচিত্ত কামিনীগণ স্বাধীন হইলে অনায়াসে পাছে বিপথে নীত হয়, এই শঙ্কায় তিনি পতি প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাবহ থাকিয়া রমণীদিগকে কার্য্য করিবার বিধি দিয়াছেন। যে সকল বিদেশী লোক মনুর এই বিধির তাৎপর্য্য ও ভারতবাসীর অন্তঃপুর বৃত্তান্ত অবগত নন, তাঁহারাই মনুর উক্ত বচন দেখিয়া মনে করেন, ভারতবাসিরা বন্দীর ন্যায় অন্তঃপুর নারীগণকে অবরোধরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অশন বসনাদি কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নাই। তাঁহারা বন্দীদিগের ন্যায় হাতা মাপ ভাত খান এবং জাঙিয়া পরিয়া থাকেন।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অতঃপর সূত্রকার বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত তুলিয়া তাহার খণ্ডন

করিতেছেন। বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত এই, পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও সংসার কিছুই নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ইহার ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় মাত্র। দুঃখও ভ্রমাত্মক বিজ্ঞানময় পদার্থ, অতএব তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার দ্বাচত্বারিংশ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। ৪২॥ সূ।

ন বিজ্ঞানমাত্রং তত্ত্বং বাহ্যার্থানামপি বিজ্ঞানবৎ প্রতীতিসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। ভা।

যখন বাহ্য পদার্থের প্রতীতি হইতেছে, তখন এ জগৎ প্রপঞ্চ ও সংসার কিছু নয়, কেবল বিজ্ঞান মাত্র, এ মতটী সত্য নহে।

সূত্রকার স্বমত সমর্থনার্থ বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মতে আর একটী দোষারোপ করিতেছেন।

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। ৪৩॥ সূ।

তর্হি বাহ্যাভাবে শূন্যমেব প্রসজ্যেত নতু বিজ্ঞানমপি। কুতঃ তদভাবে তদভাবাৎ বাহ্যাভাবে বিজ্ঞানস্যাপ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ বিজ্ঞান প্রতীতেরপি বাহ্যপ্রতীতিবদবস্তুবিষয়ত্বানুমানসম্ভবাৎ। বিজ্ঞানপ্রামাণ্যস্য কাপ্যসিদ্ধত্বাচ্চ। তথা বিজ্ঞানে প্রমাণানামপি বাহ্যতয়াপলাপাচ্চেত্যর্থঃ। নম্বস্তুতবে কস্যাপি বিবাদাভাবেন নাস্তি তত্র প্রমাণাপেক্ষা ইতি চেন্ন শূন্যবাদিনামেব তত্র বিবাদাৎ। অথাসতাপি প্রমাণেন বস্তু সিদ্ধ্যতি বিষয়াবাধ স্যৈব প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বান্নতু প্রমাণপারমার্থিকত্বস্যেতি চেন্ন। এবং সত্যসৎপ্রমাণস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বেন কাপ্যর্থে প্রমাণান্বেষণস্যাযোগাৎ। অথাসন্মধ্যেঽপি ব্যাবহারিক সত্ত্বরূপোবিশেষঃ প্রমাণাদিম্বেষ্টব্য ইতিচেৎ। আয়াতং মার্গেণ। কিং পুনরিদং ব্যাবহারিকত্বং। যদি পরিণামিত্বং তদা অস্মাভিরপি ঈদৃশমেব সত্ত্বং গ্রাহ্যগ্রাহকপ্রমাণানামিষ্টং শুক্তিরজতাদিতুল্যত্বস্যৈব প্রপঞ্চেঽস্মাভিঃ প্রতিষেধাৎ। যদি পুনঃ প্রতীয়মানতামাত্রং তদাপি তাদৃশৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যার্থস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। লাঘবতর্কানুগৃহীতেন যথাকথঞ্চিদনুমানেনৈব বাধস্তু বিজ্ঞানেপি সমান ইতি। এতেনাধুনিকানাং বেদান্তিব্রুবাণামপি মতং বিজ্ঞানবাদতুল্যযোগক্ষেমতয়া নিরস্তং। বিজ্ঞানমাত্রসত্যতাপ্রতিপাদকশ্রুতিস্মৃতয়স্তু কূটস্থত্বরূপাং পারমার্থিকসত্তামেব বাহ্যানাং প্রতিষেধন্তি। নতু পরিণামিত্ব রূপাং ব্যাবহারিকসত্তামপি।

যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিং॥
বস্তু রাজেতি যল্লোকে যত্তু রাজভটাদিকং।
তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তু ন সৎসঙ্কল্পনাময়ং॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ পরিণামিত্বস্যৈব অসত্তাত্বাবগমাদিতি। সঙ্কল্পনাময়মীশ্বরাদিসংকল্পরচিতং। এতেন

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত।

ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহরূপিণা বিষ্ণুনাঽসুরেভ্যোঽপি তত্ত্বমেবোপদিষ্টং। তে তু অনধিকারাদিদোষৈর্ব্বিপরীতার্থগ্রহণেন বিজ্ঞানবাদিনো-নাস্তিকাবভূবুরিত্যবগন্তব্যং। তদেতৎ সর্ব্বং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে মায়াবাদনিরসনপ্রসঙ্গতোবিস্তারিত মস্মাভিঃ। ভা।

যদি বাহ্য বিষয়ের অভাব স্বীকার কর, বিজ্ঞানেরও অভাব হইয়া শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ফলতঃ বাহ্য পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার যদি অপলাপ না হইল, তবেই জগৎপ্রপঞ্চ ও সংসার কিছুই নয়, কেবল বিজ্ঞানময় এ মত উন্মূলিত হইল।

যদি বল, বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিলে শূন্যবাদপ্রসঙ্গ হয়; হয় হউক; যদি সমুদায়ই শূন্য হইল, দুঃখও শূন্য, শূন্য পদার্থ দ্বারা পুরুষের দুঃখবন্ধের সম্ভাবনা কি? এই অভিপ্রায় করিয়া নাস্তিক শিরোমণি কহিতেছেন।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্য। ৪৪॥ সূ।

শূন্যমেব তত্ত্বং যতঃ সর্ব্বোঽপি ভাবো বিনশ্যতি যশ্চ বিনাশী স মিথ্যা স্বপ্নবৎ। অতঃ সর্ব্ববস্তূনামাদ্যন্তয়োরভাবমাত্রত্বাৎ মধ্যে ক্ষণিকসত্ত্বং সাংবৃত্তিকং ন পারমার্থিকং বন্ধাদি। ততঃ কিং কেন বধ্যেত ইত্যাশয়ঃ। ভাবানাং বিনাশিত্বে হেতুর্ব্বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্যেতি। বিনাশস্য বস্তুস্বভাবত্বাৎ। স্বভাবং তু বিহায় ন পদার্থস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ভা॥

সমুদায়ই শূন্য, এই কথাই ঠিক, যেহেতু সমুদায় পদার্থই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বিনাশী সে মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায়। পদার্থমাত্রেরই বিনাশস্বভাব। সকল পদার্থ যদি অলীক হইল, দুঃখও অলীক, দুঃখও যদি অলীক হইল তবে কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে? সূত্রকার পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছেন।

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাং। ৪৫॥ সূ।

ভাবত্বাৎ বিনাশিত্বমিতি মূঢ়ানামপবাদমাত্রং মিথ্যাবাদএব। নাশকারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাসম্ভবাৎ। কার্য্যাণামপি বিনাশাসিদ্ধেশ্চ। ঘটোজীর্ণ ইতি প্রত্যয়বদেব ঘটোঽতীত ইত্যাদি প্রতীত্যা ঘটাদেরতীতাখ্যায়া অবস্থায়া এব সিদ্ধেঃ। অব্যক্ততায়াশ্চ কার্য্যাতীততাভ্যুপগমেঽস্মন্মত প্রবেশএব। কিঞ্চ বিনাশস্য প্রপঞ্চতত্ত্বতাভ্যুপগমেঽপি বিনাশএব বন্ধস্য পুরুষার্থঃ সম্ভবত্যেবেতি। কশ্চিৎ তু ব্যাচষ্টে। শূন্যং তত্ত্বমিত্যজ্ঞানাং কুৎসিতবাদমাত্রং ন পুনরত্র যুক্তিরস্তি। প্রমাণসত্ত্বসত্ত্ববিকল্পাসহত্বাৎ। শূন্যে প্রমাণাঙ্গীকারে তেনৈব শূন্যতাক্ষতিঃ। অনঙ্গীকারে প্রমাণাভাবাৎ ন শূন্যসিদ্ধিঃ। স্বতঃসিদ্ধৌচ চিদ্রূপতাদ্যাপত্তিরিত্যর্থ ইতি। ন চ

> ন বিরোধোনচোৎপত্তির্ন বদ্ধো নচ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুন বৈমুক্তইত্যেষা পরমার্থতা॥
> সর্ব্বশূন্যং নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে।
> অভাবযোগঃ সপ্রোক্তোযেনাত্মানং প্রপশ্যতি॥

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামপি শূন্যং তত্ত্বতয়া প্রতিপাদ্যতে ইতি বাচ্যং। পুরুষাণাং নিরোধাদ্যভাবস্যৈব তাদৃশীষু শ্রুতিষু তত্ত্বতয়োক্তত্বাৎ। পূর্ব্বোত্তর বাক্যাভ্যাং পুরুষস্যৈব প্রকরণাৎ। বিলীনবিশ্বচিদাকাশস্যৈব এতাদৃশস্মৃতিষু তত্ত্বতয়া প্রতিপাদনাচ্ছ।

> ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভস্তুল্যং বপুঃ স্বকং।
> বিয়দ্গামি মনোধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব গীয়তে॥

ইত্যাদি বাক্যান্তরৈরেকবাক্যত্বাৎ। আকাশশূন্যয়োরেকপর্য্যায়ত্বাদিতি। মনোমহত্তত্ত্বাদ্যখিলান্তঃকরণং বিয়দ্গামিচিদাকাশে লীনং। ভা।

পদার্থ মাত্রেই বিনষ্ট হয়, এ কথা মূঢ় ব্যক্তিদিগের মিথ্যা বাক্য মাত্র। নাশ কারণ না থাকাতে নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ বিনাশ, বস্তুর স্বভাব, বস্তুমাত্রেই বিনাশশীল, এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। আর বস্তু বিনাশশীল হইলেই যে অলীক হয়, তাহা হয় না। দুঃখ যদি অলীক না হইল, তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

পুনরায় দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি। ৪৬॥ সূ।

ক্ষণিকবাহ্যবিজ্ঞানোভয়পক্ষয়োঃ সমানক্ষেমত্বাৎ তুল্যনিরসনহেতুকত্বা-

দয়মপি পক্ষোবিনশ্যতীত্যনুষঙ্গঃ। ক্ষণিকপক্ষনিরাসহেতুর্হি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্ত্যাদিঃ শূন্যবাদেঽপি সমানঃ। তথা বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতুর্বাহ্য প্রতীত্যাদিরপ্যত্র সমানঃ ইত্যর্থ। ভা।

পদার্থের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ যে যুক্তি এবং জগৎপ্রপঞ্চের বিজ্ঞানময়তাবাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই উভয় যুক্তিই শূন্যবাদপক্ষে সমান। অতএব শূন্যবাদ পক্ষ ঐ উভয় পক্ষের ন্যায় নিরস্ত হইতেছে। ক্ষণিকতা পক্ষবাদীর মত নিরাসার্থ বলা হইয়াছে, আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছি, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি, পদার্থ ক্ষণিক হইলে আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা নাই, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার বাধা জন্মে। বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাসার্থও ঐরূপ বলা হইয়াছিল, বাহ্য পদার্থ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন সেই পদার্থজ্ঞান স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমাত্মক নয়। ঐ উভয় যুক্তি শূন্যবাদে তুল্যরূপে খাটিতেছে। পদার্থ যদি শূন্য হইল, তাহা হইলে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান কিরূপে হয়, আর কল্য যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি, এ জ্ঞানই বা কিরূপে হইতে পারে?

শূন্যতাবাদে আর একটী আপত্তি দেখান হইতেছে।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা। ৪৭॥ সূ।

উভয়থা স্বতঃ পরতশ্চ শূন্যতায়াঃ পুরুষার্থত্বং ন সম্ভবতি। স্বনিষ্ঠত্বেনৈব সুখাদীনাং পুরুষার্থত্বাৎ। স্থিরস্য চ পুরুষস্যানভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। ভা॥

সুখ যখন পুরুষনিষ্ঠ হয়, তখনই তাহা পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পুরুষ যদি স্থির না হইল, শূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার সুখও শূন্য হইল। অতএব স্বতঃ পরতঃ উভয়থা শূন্যতার পুরুষার্থতা সম্ভাবিত নয়।

নাস্তিক মত দূষিত হইল, অধিকাংশ আস্তিক মতও পূর্ব্বে দূষিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট আস্তিক মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে।

ন গতিবিশেষাৎ॥ ৪৮॥ সূ॥

প্রকরণাৎ বন্ধোলভ্যতে। ন গতিবিশেষাৎ শরীরপ্রবেশাদিরূপাদপি পুরুষস্য বন্ধইত্যর্থঃ। ভা॥

পুরুষের শরীর পরিগ্রহ হয়। সেই শরীর পরিগ্রহ নিবন্ধন পুরুষের দুঃখ-বন্ধ হইয়া থাকে, যদি এ কথা বল, তাহার নিরাসার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, পুরুষের শরীর প্রবেশ হেতুক দুঃখবন্ধ হয় না। তাহার কারণ এই ;—

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৬ ॥ সূ ॥

নিষ্ক্রিয়স্য বিভোঃ পুরুষস্য গত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ভা ॥

পুরুষের ক্রিয়া নাই। সুতরাং তাহার গতিরও সম্ভাবনা নাই। তিনি পরিচ্ছিন্নও নহেন। অতএব পুরুষের শরীরপ্রবেশরূপ বন্ধের যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইতেছে।

যদি বল শ্রুতি স্মৃতিতে দেখা যাইতেছে, পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করেন। "অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষের পরিমাণও দৃষ্ট হইতেছে। তবে যে পুরুষের গতি নাই ও পরিমাণ নাই, এই কথা বলিতেছ, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার তাহার নিরাকরণ করিতেছেন।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০। সূ ॥

যদি চ ঘটাদিবৎ পুমান্ মূর্ত্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ স্বীক্রিয়তে তদা সাবয়বত্ববিনাশিত্বাদিনা ঘটাদিসমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ভা ॥

পুরুষের যদি ঘটাদির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ ঘটাদির ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট ও বিনশ্বর হইয়া পড়েন। সাংখ্য-মতে পুরুষের অবয়ব ও বিনাশ নাই। অতএব ঘটাদির ন্যায় অবয়ব ও বিনাশ স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্ত হয়।

ভাল ; পুরুষের যদি গতি নাই, তবে ইহলোক ও পরলোকে পুরুষের গমনাগমনের কথা যে শুনা যাইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ কি ? সূত্রকার তাহার উপপত্তি করিতেছেন।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৫১ ॥ সূ ॥

যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেন আকাশস্যেবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যা ইত্যর্থঃ। তত্র চ প্রমাণং।

ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।

ঘটোনীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবোনভোপমঃ ॥ ইত্যাদি।

আকাশের পরিমাণ নাই, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে তাহার

পরিমাণ করা হয়। সেই পরিমাণ যেমন ঔপাধিক, তেমনি পুরুষের ইহলোক ও পরলোক গমনাগমন ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। এক স্থানে একটী ঘট রাখিয়া দিলে তাহার মধ্যে আকাশ অর্থাৎ শূন্যভাগ দৃষ্ট হইল, ঘট তত্রত্য আকাশের ক্ষণিক ঔপাধিক আবরণ মাত্র হইল, তাহার পর ঘট সে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলে যেমন আকাশ স্থানান্তরে নীত হয় না, যেমন আকাশ তেমনি থাকে, সেইরূপ পুরুষ যেমন তেমনি আছেন, তাঁহার দেহরূপ আবরণ উপাধি মাত্র।

ন কর্ম্মণাপ্যন্যধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ সূ ॥

কর্ম্মণা দৃষ্টেনাপি সাক্ষান্ন পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ পুরুষধর্ম্মত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং বিহিতনিষিদ্ধব্যাপাররূপেণ কর্ম্মণা বন্ধো নিরাকৃতঃ। অত্র তু তজ্জন্যা-দৃষ্টেনেত্যার্থিকবিভাগাদপৌনরুক্ত্যং। ভা।

কর্ম্মদ্বারাও পুরুষের বন্ধ হয় না। যেহেতু কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম নয়।

কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরায় সেই কথা বলাতে পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটিতেছে, ভাষ্যকার এই দোষের পরিহারার্থ এস্থলে কর্ম্মশব্দে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট এই অর্থ করিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন, একের কর্ম্মদ্বারা অপরের দুঃখ ঘটনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার তাহারও পরিহার করিতেছেন।

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥ ৫৩ ॥ সূ ॥

বন্ধ তৎকারণয়োর্ভিন্নধর্ম্মত্বে অতিপ্রশক্তির্মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ। ভা।

দুঃখবন্ধ ও দুঃখবন্ধের কারণ যদি একবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে দুঃখ মুক্ত ব্যক্তিরও দুঃখবন্ধরূপ অতিপ্রশক্তি দোষের আপত্তি উপস্থিত হয়। ফলতঃ যাহার দুঃখ বন্ধ হইবে, দুঃখবন্ধের কারণ তাহাতেই থাকা আবশ্যক।

পুরুষের দুঃখবন্ধের যতপ্রকার আপত্তি হইতে পারে, একৈকক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইল, এক্ষণে উপসংহারার্থ সাধারণতঃ বলা হইতেছে, পুরুষের দুঃখ-বন্ধের বাস্তবিক কারণ আছে, যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। সূত্রকার এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন।

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥ ৫৪ ॥ সূ ।

পুরুষ নিগুর্ণ, ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

সাংখ্য সূত্রকারের মতে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই পুরুষের দুঃখবন্ধের কারণ। কিন্তু প্রতিবাদী যদি এস্থলে একথা বলেন, অন্য অন্য দুঃখ কারণের উল্লেখ করিয়া দুঃখমুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তোমার মতেও সে দোষ ঘটনা না হয় কেন? এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বং। ৫৫ ॥

পূর্ব্বোক্ততদ্যোগোঽপি পুরুষস্য অবিবেকাৎ বক্ষ্যমাণাৎ অবিবেকাদেব হি নিমিত্তাৎ সংযোগোভবতি। অতোনোক্তদোষাণাং সমানত্বমস্তীত্যর্থঃ। স চ অবিবেকোমুক্তেষু নাস্তীতি ন তেষাং পুনঃ সংযোগোভবতীতি। ইত্যাদিঃ। ভা।

পুরুষের অবিবেকনিবন্ধনই প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষে সে অবিবেক সম্ভাবিত নয়। অতএব মুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে দোষের আশঙ্কা করা হইয়াছে, উপস্থিত স্থলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতি পুরুষ সংযোগই পুরুষের দুঃখবন্ধের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইল, সেই দুঃখনাশের উপায় কি, এক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইতেছে।

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥ ৫৬ ॥ সূ ॥

শুক্তিরজতাদিস্থলে লোকসিদ্ধং যন্নিয়তকারণং বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মাৎ তস্য অবিবেকস্য উচ্ছিত্তির্ভবতি ধ্বান্তবৎ। যথা ধ্বান্তমালোকাদেব নিয়তকারণান্নশ্যতি নোপায়ান্তরেণ তথৈব অবিবেকোঽপি বিবেকাদেব নশ্যতি ন তু কর্ম্মাদিভ্যঃ সাক্ষাদিত্যর্থঃ। তদেতদুক্তং যোগসূত্রেণ বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায় ইতি কর্ম্মাদীনি তু জ্ঞানস্যৈব সাধনানি যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেরিতি যোগসূত্রেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানএব যোগাঙ্গান্তর্গতসর্ব্বকর্ম্মণাং সাধনত্বাবধারণাদিতি। ইত্যাদিঃ। ভা।

"যেমন অন্ধকারনাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে আলোক, তাহা হইতে অন্ধকারের বিনাশ হয়, তেমনি অবিবেক নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে বিবেক, তাহা হইতে অবিবেকের উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

উপরে বলা হইল, অবিবেকমূলক প্রকৃতিপুরুষসংযোগ পুরুষের আধ্যাত্মি-

কাদিদুঃখ-ভোগের কারণ হয় এবং বিবেক হইলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবেকই যদি মোক্ষের মূল হইল, তাহা হইলে দেহাদির জ্ঞান সত্ত্বেও মোক্ষ হউক, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেনঃ—

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং ॥ ৫৭ ॥ সূ ॥

পুরুষে প্রধানাবিবেকাৎ কারণাৎ যোঽন্যাবিবেকো বুদ্ধ্যাদ্যবিবেকো জায়তে কার্য্যাবিবেকস্য কার্য্যতয়া অনাদিকারণবিবেকমূলকত্বাৎ তস্য প্রধানাবিবেকহানে সত্যবশ্যং হানমিত্যর্থঃ। যথা শরীরাদাত্মনি বিবিক্তে শরীরকার্য্যেষু রূপাদিষবিবেকো ন সম্ভবতি তথা কূটস্থত্বাদিধর্ম্মৈঃ প্রধানাৎ পুরুষে বিবিক্তে তৎকার্য্যেষু পরিণামাদিধর্ম্মকেষু বুদ্ধ্যাদিষভিমানোনোৎপত্তুমুৎসহতে তুল্যন্যায়াৎ কারণনাশাচ্চেতি ভাবঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

পুরুষে প্রকৃতির অবিবেকনিবন্ধন বুদ্ধ্যাদির যে অবিবেক অর্থাৎ দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান জন্মে, বিবেক জন্মিলে তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুরুষ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তাহার বন্ধ মোক্ষ ও বিবেকাবিবেক নাই, কিন্তু এখানে আবার তাহার বন্ধ মোক্ষের কথা বলা হইতেছে। অতএব স্ববাক্যেরই পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

বাঙ্মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ। ৫৮ ॥ সূ।

বন্ধাদীনাং সর্ব্বেষাং চিত্তএব অবস্থানাৎ তৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং সর্ব্বং স্ফটিকলৌহিত্যবৎ প্রতিবিম্বমাত্রত্বায় তু তত্ত্বং তস্য ভাবঃ। অনারোপিতং জপালৌহিত্যবদিত্যর্থঃ। অতোনোক্তবিরোধ ইতি ভাবঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

সাংখ্যমতে দুঃখ ও সুখ ভোগাদি বুদ্ধিরই হইয়া থাকে। চিত্ত শব্দ বুদ্ধির পর্য্যায়ান্তর। সূত্রকার বলেন, বন্ধাদি চিত্তের ধর্ম্ম। স্ফটিক লৌহিত্যের ন্যায় সেই বন্ধাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এই মাত্র। অতএব স্থির হইতেছে, পুরুষের দুঃখাদি নাই, সে দুঃখাদি বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত, বাস্তবিক নয়।

যদি বাস্তবিক পুরুষের দুঃখ না হইল, চিত্তের দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহা হইলে সেই কল্পিত দুঃখাদির উন্মূলনার্থ তত্ত্বজ্ঞানমূলক বিবেকসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন কি? শ্রবণ মননাদির দ্বারা সে দুঃখাদির সহজে বিনাশ হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া ঊনষষ্ট সূত্রের আরম্ভ করা হইতেছে।

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে। ৫৯ ॥ সূ ॥

যুক্তির্মননং অপিশব্দঃ শ্রবণসমুচ্চয়ার্থঃ। বাঙ্মাত্রমপি পুরুষস্য বন্ধাদিকং শ্রবণমননমাত্রেণ ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনা যথা দিঙ্মূঢ়স্য জনস্য বাঙ্মাত্রমপি দিগ্বৈপরীত্যং শ্রবণযুক্তিভ্যাং ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনেত্যর্থঃ প্রকৃতে চেদমেব বাধ্যত্বং যৎ পুরুষে বন্ধাদিবুদ্ধিনিবৃত্তিন্তদ্ভাবসাক্ষাৎকারঃ শ্রবণাদিনা তদুৎপত্তিসম্ভাবনায়া অপ্যভাবাদিতি। অথবা ইথং ব্যাখ্যেয়ং। নন্থ নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিরিত্যনেন বিবেকজ্ঞানমবিবেকোচ্ছেদকমুক্তং। তজ্জ্ঞানং কিং শ্রবণাদিসাধারণং উতাস্তি কশ্চিদ্বিশেষইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যুক্তিতোঽপীত্যাদি সূত্রং। অবিবেকোযুক্তিতঃ শ্রবণতশ্চ ন বাধ্যতে নোচ্ছিদ্যতে বিবেকাপরোক্ষং বিনা দিঙ্মোহবদিত্যর্থঃ। সাক্ষাৎকারভ্রমে সাক্ষাৎকারবিশেষদর্শনস্যৈব বিরোধিত্বাদিতি।

যাহার দিক্‌ভ্রম জন্মে, তাহার গন্তব্য দিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া বুঝাইয়া না দিলে যেমন তাহার ভ্রম দূরীকৃত হয় না, তেমনি পুরুষের দুঃখাদি ভ্রমমাত্র হইলেও বিবেক সাক্ষাৎকার বিনা কেবল শ্রবণ মননাদি দ্বারা তাহার অপনয়ন সম্ভাবিত নয়।

এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানের উপায় ও প্রমাণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধোধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ। ৬০ ॥ সূ।

অচাক্ষুষাণাং অপ্রত্যক্ষাণাং। কেচিৎ তাবৎ পদার্থাঃ স্থূলভূত তৎকার্য্য দেহাদয়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধাএব। প্রত্যক্ষেণ অসিদ্ধানাং প্রকৃতিপুরুষাদীনাং অনুমানেন প্রমাণেন বোধঃ পুরুষনিষ্ঠফলসিদ্ধির্ভবতি যথা ধূমাদিভির্জনিতেন অনুমানেন বহ্নেঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অনুমানাসিদ্ধমপি আগমাৎ সিদ্ধ্যতি ইত্যপি বোধ্যং। অস্য শাস্ত্রস্য অনুমানপ্রাধান্যাত্তু কেবলানুমানস্য মুখ্যতয়ৈব উপন্যাসোনত্বাগমস্য অনপেক্ষেতি। ইত্যাদি। ভা।

দেহাদির ন্যায় যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার বোধ হয়, যেমন ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয়। প্রকৃতি পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নন, অতএব অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলেন, যে পদার্থ অনুমানসিদ্ধ না হয়, তাহা আগমবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। আগমকে প্রমাণরূপে গণনা করা সাংখ্যসূত্রকারের অনভিপ্রেত নহে।

সাংখ্যমতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি, এক্ষণে সেই পদার্থসকল নির্ণীত হইতেছে।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ৬১ ॥

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকাগুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ লঘুত্বচলত্ব-গুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাদিধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থা ন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেন অসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্য্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ। অকার্য্যাবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বৈষম্যাবস্থায়াং প্রকৃতিনাশ প্রসঙ্গাৎ।

সত্ত্বংরজস্তমইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা।
এষৈব সংসৃতির্জন্তোরস্যাঃ পারে পরং পদং॥

ইত্যাদিস্মৃতিভির্গুণমাত্রস্যৈব প্রকৃতিবচনাচ্চ সত্ত্বাদীনামনুগমায় সামান্যেতি। পুরুষব্যাবর্ত্তনায় গুণেতি। মহদাদিব্যাবর্ত্তনায় চোপলক্ষিতান্তমিতি মহদাদয়োঽপি হি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপাঃ পুরুষোপকরণতয়া গুণাশ্চ ভবন্তীতি। তদত্র প্রকৃতেঃ স্বরূপমেবোক্তং। অন্যাবিশেষস্তু পশ্চাৎ বক্ষ্যতে। প্রকৃতেঃ কার্য্যোমহান্ মহত্তত্বং। মহদাদীনাং স্বরূপং বিশেষশ্চ বক্ষ্যতে। মহতশ্চ কার্য্যোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্য কার্য্যদ্বয়ং তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং চ। অত্রোভয়মিন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন একাদশবিধং। তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চ স্থূলভূতানি। স্থূলশব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতং। পুরুষস্তু কার্য্যকারণবিলক্ষণইতি। ইত্যেবং পঞ্চবিংশতির্গণঃ পদার্থব্যূহএতদতিরিক্তঃ পদার্থোনাস্তীত্যর্থঃ। ইত্যাদি ॥ ভা।

সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মহত্তত্ব। সূত্রকার মহত্তত্ত্বের লক্ষণ পরে করিবেন। বুদ্ধি মন চিত্ত প্রভৃতি মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায়। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কারের কার্য্য দুই প্রকার পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূত এবং জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে একাদশ ইন্দ্রিয়। পাঁচটী সূক্ষ্মভূত হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আর পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি

পদার্থ। এতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। পঞ্চবিংশতি পদার্থের পরিষ্কৃত গণনা এই। (১) প্রকৃতি। (২) মহত্তত্ত্ব। (৩) অহঙ্কার। (৪) পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় সমুদায়ে ষোল। (৫) পাঁচটী স্থূলভূত। (৬) পুরুষ। সমুদায়ে পঁচিশ।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বোধ হয় কল্পদ্রুম পাঠকগণের স্মরণ আছে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (একদল বণিক রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে আপাততঃ ১৫ বৎসরের নিমিত্ত বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই কোম্পানিই ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত হন।) ইহাঁদের মূলধন ৩০১৩৩০ টাকা মাত্র। এই সমান্য মূলধন (বর্ত্তমান সময়ের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছি) লইয়া তাঁহারা কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টারের অধীনে ৫ খানি জাহাজে ৬৮০০০ হাজার টাকা মূল্যের লৌহ সীসা টিন গ্লাস বস্ত্র ছুরী কাঁচি পারদ ও মস্কাউ চর্ম্ম এবং ২৮৭৪২০ টাকার সুবর্ণ ও রজত চাক্তি বোঝাই করিয়া ১৬০১ খ্রীঃ অব্দের ২ রা মে সুমাত্রা দ্বীপস্থ আচীন নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন। অনুকূল বায়ু বশে নিরাপদে তথায় উপস্থিত হইয়া মরিচাদি দ্রব্য সংগ্রহ ও ম্যালেয়ার সর্দ্দারের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, এবং কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার মেলেয়া উপসাগরের নিকট পর্ত্তুগীজদিগের মসলাদি দ্রব্য পরিপূর্ণ ৯০০ শত টন ওজনের একখানি জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। পাঠক! একবার মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এই খানেই ইহাঁদের অসীম সাহস প্রদর্শনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করুন। সিংহশিশু যতই কেন অল্পবয়স্ক হউক না, ব্যাঘ্র দেখিলেই উৎফুল্ল হইয়া তাহার হননার্থ ব্যগ্র হইয়া থাকে। সামান্য ৫ খানি জাহাজ লইয়া যাঁহারা প্রথমবারেই প্রবল-পরাক্রম-শালী পর্ত্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই, তাঁহারা পরিণামে উপযুক্ত বলসম্পন্ন হইয়া যে কিরূপ অমানুষ শৌর্য্য বীর্য্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ও করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমান হইতেছে। এই ন্যায়বিরুদ্ধ বল প্রয়োগই ইংরাজদিগের ভাবী সৌভাগ্য লাভের ভিত্তিস্বরূপ হইল।

কাপ্তেন ল্যাঙ্কেষ্টার পর্ত্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া যাবাদ্বীপের অন্তর্গত সমৃদ্ধিশালী বাণ্টাম নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় আপনাদের বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে এইবারের বাণিজ্যে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হইয়াছিল। এরূপ আশাতীত লাভ দর্শনে অর্থগৃধ্নু কোন্ জাতি স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহারা ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় ভারতীয় উপকূলে কালিকো (চিত্রিত বস্ত্র বিশেষ) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য জাহাজ প্রেরণ করিয়া দিলেন। কিন্তু এবার পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিহিংসায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পর্ত্তুগীজেরা এই সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব মহাদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের সমকক্ষ আর কোন জাতিই ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অরমজ ও এডেনে, সিংহলের উপকূলস্থ প্রধান প্রধান বন্দর সমূহে, ফিলিপাইন, মরক্কস বা স্পাইস দ্বীপে চীনের নিকটস্থিত মেকো এবং হুগলী ও গোয়া নগরীতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রভুত্ব হয়।

যে বৎসর কাপ্তেন হকিন্স ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেম্‌স (১৭) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুরোধ পত্র লইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, সেই বৎসর (১৬০৯ খ্রীঃ অব্দ) স্যার এইচ মিডলটন

(১৭) প্রথম জেম্‌স রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ ও ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি প্রথমে রোমান ক্যাথলিক পরে প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় এবং মদ্যপায়ী ছিলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুতে রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের মতের পোষকতা হইবে, কিন্তু অবশেষে বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া রবার্ট কেটেসবি, এডার্ড ডিগবি নামা দুইজন প্রসিদ্ধ সঙ্গতিপন্ন রোমান ক্যাথলিক রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের সমুদয় সভ্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য, গোপনে ৩৬ ব্যারেল বারুদ পার্লিয়ামেণ্টের নিম্নে প্রোথিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লার্ড মণ্টিগেলের শিরোনামীয় একখানি বিনামস্বাক্ষরিত পত্রে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায়, গি ফক্স প্রভৃতি কতকগুলি লোক ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ধৃত হন। এই ষড়যন্ত্র ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে "গন পাউডার প্লট" নামে খ্যাত। যাহা হউক, ইঁহার সময়ে ইংরেজ বাণিজ্যের কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই। হিউম সাহেব কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন।

দুই খানি জাহাজ লইয়া এদেশীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য সুরাট নগরীতে উত্তীর্ণ হন। তদ্দর্শনে সুরাটবাসী পর্ত্তুগীজেরা আপনাদিগের প্রাধান্য লোপের আশঙ্কায় ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। অনুমান দুই বৎসর বিবাদের পর ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়া সুরাটে আপনাদিগের প্রধান কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন। পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজেরা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের সেই প্রাধান্য গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। ইংরেজদিগের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা ঐ স্থানের বিচার কার্য্যও কতক পরিমাণে আপনাদের ক্ষমতাধীন করিয়া লইলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ শ্রবণে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু পর বৎসর ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট ইংরেজদিগকে পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করিবার স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানি, যাহাতে ভারতের বাণিজ্য দৃঢ়মূল হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ডাধিপতি জেম্‌সকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিবার অনুরোধ করেন। তদনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তিনি স্যর টমাস রোকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। টমাস ঐ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে আঠার জন তরবারিধারী শরীররক্ষক ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে উপস্থিত হন। সম্রাট তাঁহাদিগের যেপ্রকার আদর ও অভ্যর্থনা করেন, পারসীক কিম্বা তুরস্কীয় রাজদূতেরা কখন তাঁহার নিকট সে প্রকার সম্মান লাভে সমর্থ হন নাই। প্রথমে দিল্লীশ্বর তদীয় দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য করিবার আশা দেন কিন্তু প্রতিহিংসাপরতন্ত্র পর্ত্তুগীজেরা প্রধান মন্ত্রী ও যুবরাজ সাজিহানের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন বিষয়ে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করেন। স্যর টমাস রো সহজে নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি স্বীয় অসামান্য বুদ্ধির গুণে অনতিকাল মধ্যে সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিলেন এবং কোম্পানির অনুকূলে বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৮)।

(১৮) See the History of India, By John Clark Marshman. Chapter VIII.

এইরূপে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে সুরাট, কালিকট এবং পূর্ব্ব সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত অনেক স্থান, জাভার বাণ্টাম প্রভৃতি নগর, সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লন।

ভারতবর্ষে যত প্রদেশ আছে, বঙ্গদেশ তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও উর্ব্বরতাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যাহাতে বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারেন, সেই চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার সুবেদার ইসলেমখাঁর মৃত্যু হইলে কাসিমখাঁ বাঙ্গালার সুবেদারী পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার অধিকার সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম প্রদেশে আরাকানবাসিদিগের সহিত পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদে উভয় পক্ষকেই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পর্ত্তুগীজেরা পূর্ব্বাঞ্চলে অবিকল মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদিগের ন্যায় উপদ্রব করাতে তথায় অত্যন্ত অরজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিই নিরাপদে দিন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই (১৯)।

কাসিম খাঁ এই উপদ্রব নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে এব্রাহিম খাঁকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহাঁরই শাসন সময়ে (১৬২০ খ্রীঃ অব্দে) ইংরেজেরা পাটনা নগরীতে আসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করেন এবং নৌকাযোগে তৎসমুদয় আগরা নগরীতে লইয়া যাইতেন এবং তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য সুরাট প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেন। এরূপ করাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইত বলিয়া ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

(১৯) বঙ্গাধিপ পরাজয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখুন। গঞ্জালের বা (জঞ্জালের) অনেক অত্যাচারের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। See also Translation of Faria De Souza's History Vol III. P 154 – 155.

কল্পদ্রুম।

শকুন্তলা ও কালিদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাজা মৃগবধ হইতে বিরত হইলেন, তপস্বিদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রথম তপস্বী হৃষ্ট হইয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জন্ম যস্য পুরোর্ব্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি॥

পুরুর বংশে তোমার জন্ম। এ কার্য্য তোমার উচিতই হইয়াছে। তুমি এই প্রকার গুণ সম্পন্ন চক্রবর্ত্তী (সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি) পুত্র লাভ কর। অপর তপস্বীও হস্ত তুলিয়া চক্রবর্ত্তি পুত্র লাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ স্থলে আমরা দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। এক, ব্রাহ্মণের অল্পে সন্তোষ লাভ; দ্বিতীয়, আশীর্ব্বাদকালে হস্ত উত্তোলন করা। শেষোক্ত ব্যবহারটী আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের যেমন অল্পে সন্তোষ হয়, এমন আর কোন জাতির হয় না। রাজা ব্রাহ্মণের অনুরোধে আশ্রমমৃগ বধ করিলেন না। এটী অতি সামান্য কার্য্য। তপস্বিদ্বয়ের ইহাতে সামান্য মাত্র উপকার লাভ। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের এত দূর হৃদয়পরিতোষ জন্মিল যে তাঁহারা রাজার বাঞ্ছাধিক চক্রবর্ত্তি-পুত্রলাভরূপ মহালাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন। এটী কেবল আশীর্ব্বাদও নয়, রাজা দুষ্মন্তের পক্ষে এটী যথার্থ ঘটনাও হইয়াছিল। তিনি চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এ প্রকার অল্প লাভে তুষ্ট ও বহুফলের দাতা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি আছে এমন বোধ হয় না।

রাজা ব্রাহ্মণবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। প্রথম তপস্বী কহিলেনঃ—

রাজন্ সমিদাহরণায় প্রস্থিতাবয়ং। এবচাস্মদ্ গুরোঃ কণ্বস্য কুলপতেঃ

সাধিদৈবতএব শকুন্তলয়া অনুমালিনীতীরমাশ্রমোদৃশ্যতে। ন চেদন্যঃ কার্য্যাতিপাতস্তদত্র প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামতিথিসৎকারঃ।

আমরা যজ্ঞকাষ্ঠের আহরণার্থ চলিয়াছি। আমাদিগের গুরু কুলপতি কণ্বের মালিনী নদীতীরে এই আশ্রম দেখা যাইতেছে। শকুন্তলা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় সেই আশ্রমে আছেন। যদি আপনার অন্য কার্য্যের বিঘ্ন না হয়, তাহা হইলে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন।

এই কয় পংক্তি পাঠ করিয়া অনেকগুলি প্রাচীন আচার ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে। ঋষিরা স্বয়ংই যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ করিতেন। যজ্ঞ কাষ্ঠ ও পূজোপকরণ পুষ্পাদির স্বয়ং আহরণ শাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিয়া দশ সহস্র মুনির অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই বিপ্রর্ষি কুলপতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে অধ্যাপনার যে রীতি ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। অধ্যাপকেরাই ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদনাদি দান করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। যেখানে আজও চতুষ্পাঠী আছে, সেখানে আজও ঐ ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শকুন্তলার উপরে অতিথিসৎকারের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি শকুন্তলার বিবাহপ্রতিবন্ধক দৈবপ্রশমনার্থ সোমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, অতিথিসৎকার ভারতবাসিদিগের একটী গুরুতর ধর্ম্ম বলিয়া চির বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসিদিগের চিরন্তন সংস্কার এই, অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথি আপনার সমুদায় পাপ সেই গৃহস্থকে দিয়া তাহার সমুদায় পুণ্য লইয়া চলিয়া যায়। এ সংস্কার আজও বিলুপ্ত হয় নাই। অতিথি পাছে ফিরিয়া যান, পাছে পাপসঞ্চয় হয়; এই ভয়ে কণ্ব মুনি পূর্ণযৌবনা পালিত কন্যা শকুন্তলার উপরে অতিথি সৎকারের ভার দিয়া তীর্থ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। আর ইহাও জানা যাইতেছে যুবতী স্ত্রীলোকের উপরেও অতিথি সপর্য্যাদিরূপ সৎকার্য্যের ভার সমর্পণ বিষয়ে পূর্ব্বকার লোকের মনে কিছুমাত্র দ্বৈধ জন্মিত না।

তপস্বিরা চলিয়া গেলেন। রাজা সারথিকে বলিলেন, রথ লইয়া চল, পুণ্যা-শ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করি। কিয়দ্দূর গমনের পর তপোবন নয়ন গোচর হইল। রাজা বলিলেন কেহ বলিয়া দিতেছে না; তথাপি তপোবন বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। সারথি তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এই স্থানে

নীবারাঃ শুককোটরার্ভকমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

কোটরস্থ শুক শাবকের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীবার ধান্য তরুতলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ কোন কোন স্থানে মুনিপত্নীগণ তৈলার্থ প্রস্তরের উপরে রাখিয়া ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন। প্রস্তরগুলি তৈলাক্ত হইয়া বিলক্ষণ চিক্কণ হইয়াছে। মৃগসকলের এমনি বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে শব্দ শুনিয়াও তাহারা পলাইতেছে না। জলাশয়ের পথসকল বল্কলের শিখাগ্র হইতে নিপ-তিত জলের দ্বারা রেখায় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।

উল্লিখিত চিহ্নগুলি কেবল যে তপোবনসীমার পরিচায়ক এরূপ নয়, উহা দ্বারা তপোবনসম্পত্তি ও তপোবনবাসিদিগের অশন বসনাদি ও জীবিকা নির্ব্বাহের রীতিও পরিস্ফুটরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। তপোবনে কৃষিকার্য্য বা শিল্পকার্য্য ছিল না। নীবার ধান্যের চাউলই তাহাদিগের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। বোধ হয়, ঐ ধান্য শ্যামাকাদির ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বনে স্বয়ং জন্মে। সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র ছিল না। মুনিরা বল্কল পরিধান করিতেন। তাঁহারা এ প্রকার সামান্য অশন বসনে পরিতৃপ্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাদৃশ উপায় বিধান চেষ্টার অণুমাত্র ত্রুটী ছিল না। তাঁহারা আশ্রম স্থানকে উপবন ও নানাবিধ পুষ্পোদ্যান দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহাদিগের আশ্রম প্রায় নির্ঝর ও নদ্যাদি জলাশয়ের নিকট নির্ম্মিত হইত এবং আপনারা পরিশ্রম করিয়া তোয়, সমিধের, ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেন এবং অতি পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিতেন।

রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীলোকের কথোপকথন শুনিতে পাই-লেন। সেই দিকে কাণ দিয়া কহিলেন:—

অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপইব শ্রূয়তে যাবদত্র গচ্ছামি। পরিক্রম্যাবলোক্য চ অয়ে এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্ব্বালপাদপেভ্যঃ পয়োদাতুমিত এভাভিবর্ত্তন্তে।

বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণে কথা বার্ত্তার ন্যায় শুনা যাইতেছে যাহা হউক, এই স্থানে যাই। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া বলিলেন, এই তপস্বিকন্যারা স্বপ্রমাণানুরূপ সেচনঘট লইয়া চারাগাছে জল দিবার নিমিত্ত এই দিকে আসিতেছেন।

এই বাক্যগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, আশ্রমগুলি পুষ্পোদ্যান ও উপবনাদি দ্বারা উপশোভিত হইত এবং তপোবনবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যথাশক্তি পরিশ্রম করিতেন। কেহই আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। আশ্রমবাসিরা যে শ্রমশীল ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। রাজা তপস্বিকন্যাদিগকে দেখিয়া বলিলেন কি আশ্চর্য্য! ইহাদিগের আকৃতি কি মনোহর।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনোযদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাবনলতাভিঃ॥

আশ্রমবাসীর শরীর যদি অন্তঃপুরদুর্লভ হইল, তাহা হইলে বনলতা নিজগুণ দ্বারা উদ্যানলতাকে দূরীভূত করিয়া দিল।

অন্তঃপুরবাসী রমণীগণকে পরিশ্রম করিতে হয় না। তাঁহারা অতি যত্নে থাকেন। দিবাকর নিজ কর দ্বারা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেন না। তাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান এবং সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃত দধি দুগ্ধ নবনীতাদি অতি উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর অধিকতর কোমল ও সুন্দর হয়। আশ্রমবাসিনী কামিনীগণের এরূপ হইবার সম্ভাবনা নয়। মুনিকন্যাদিগকে স্বহস্তে অধিকাংশ গৃহকার্য্য সম্পাদন ও ধর্ম্ম কার্য্যের পরিচর্য্যা করিতে হইত। তাহাতে বিলক্ষণ পরিশ্রম হইত। তাঁহারা মোটা চাউলের ভাত খাইতেন এবং গাছের মোটা ছাল পরিধান করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর কোমল ও সুন্দর হইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে পরমাসুন্দরী ও কোমলাঙ্গী দেখিলেন। তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তাহাতেই উল্লিখিত কবিতাটী তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল।

মুনি ঋষিরা যে দীর্ঘজীবী হইতেন, এস্থলে তাহারও কারণ পরিস্ফুটরূপে

পরিজ্ঞাত হইতেছে। তাঁহাদিগের নিয়মিত পরিশ্রম ছিল। তাঁহাদিগের মন সদা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ও ঈশ্বরচিন্তায় নিহিত হইত। তাঁহারা কখন দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন না। দুশ্চিন্তাও কখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। অন্তঃকরণ সদা প্রফুল্ল থাকিত। তাঁহারা অতি পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানে বাস করিতেন। আশ্রমগুলি নানাজাতীয় পুষ্পোদ্যানাদি দ্বারা উপশোভিত হইত। তাঁহারা বিলাসী ছিলেন না। তাঁহাদিগের অসঙ্গত ইন্দ্রিয় সেবা ও অমিত পান ভোজনাদিও ছিল না। তাঁহারা ঘৃতদধিদুগ্ধাদিশোভিত শাল্যন্ন ভোজন করিতেন না, পল্যঙ্কেও শয়ন করিতেন না। নগরবাসিরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। জনতার নিশ্বাস ও মলাদি দূষিত স্থানে বাস, অসঙ্গত ইন্দ্রিয় সেবা ও অতিরিক্ত পান ভোজনাদিই নগরবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যহানির প্রধান কারণ।

অনসূয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—

হলা সউন্তলে তত্তোবি তাদকণ্ণস্য অস্সমরুক্খআ পিঅদরাত্তি তক্কেমি জেণ ণোমালিআকুসুমপরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবালপরিউরণে নিউত্তা।

প্রিয়সখি শকুন্তলা আমি অনুমান করি আশ্রমবৃক্ষগুলি তোমার অপেক্ষাও তাতকণ্বের প্রিয়তর। যেহেতু, তুমি নবমালিকাকুসুমের ন্যায় অতি-কোমলাঙ্গী হইলেও পিতা জল দ্বারা বৃক্ষের আলবালপূরণরূপ কঠিন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

হলা অণসূএ ণ কেবলং তাদস্স ণিওও মমাবি এদেসুং সহোঅরসিণেহো।

সখি অনসূয়া কেবল পিতার আজ্ঞা নয়, এই বৃক্ষগুলির প্রতি আমার সহোদর স্নেহ আছে।

অনেকের সংস্কার আছে, যাহারা বনে গিয়া বাস করে তাহাদিগের স্নেহ মমতাদি ঈশ্বরদত্ত গুণগুলি উপযুক্ত পাত্র ও অনুশীলনের অভাবে সঙ্কুচিত, মুদ্রিত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সংস্কারটী ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। স্নেহ অতি বিচিত্র পদার্থ। ইহা যদি স্বজাতীয় বিষয় না পায়, বিজাতীয়েও বিস্তৃত হইয়া থাকে। অনেকের আবার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় উভয়েই সমভাবে

স্নেহ সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। মুনি ঋষি মুনিপত্নী ও মুনি কন্যাদিগের স্নেহের স্বজাতীয় বিষয় দুর্লভ হইত; সুতরাং অন্ধের শ্রবণ শক্তির ন্যায় বধিরের দর্শনশক্তির ন্যায় বিজাতীয় স্নেহ সঞ্চার প্রবল হইয়া উঠিত। শকুন্তলা বনে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা পিতা ও ভ্রাতা ছিল না। কণ্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব কণ্বের প্রতি তাঁহার মাতাপিতৃগত স্নেহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার সহোদর ছিল না। তিনি বৃক্ষগুলিকে সহোদর জ্ঞান করিতেন। স্নেহ বিধাতার একটী বিচিত্র সৃষ্টি। ইহাতে তাঁহার বিচিত্র কৌশল ও মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। জীবের প্রতি দয়াবান যে এক ঈশ্বর আছেন, এই স্নেহই সহজে তাহা অনুমান করাইয়া দিতেছে। এই স্নেহ দুশ্ছেদ্য রজ্জু স্বরূপ হইয়া জগৎকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যদি এ স্নেহ না থাকিত, জগৎ কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। স্নেহের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহা নূতন বা পুরাতন হয় না। আমরা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কালিদাসের শকুন্তলায় যে স্নেহের সংবাদ পাঠ করিতেছি, বর্ত্তমান ক্ষণেও সেই স্নেহের পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ ক্রিয়া দেখিতেছি।

শকুন্তলা অনসূয়াকে বলিলেনঃ—

হলা অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅম্বদাএ দঢ়ং পীড়িদহ্মি তা সিঢ়িলেহি দাব ণং।

প্রিয়সখি অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদা বক্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। অতএব তুমি একটু আলগা করিয়া দাও।

অনসূয়া আলগা করিয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা হাসিয়া কহিলেনঃ—

এত্থ দাব পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণারম্ভং উবালহস্স মং কিং উবালহসি।

তুমি আপনার স্তনদ্বয় বৃদ্ধির কারণ যে যৌবনারম্ভ, তাহাকে তিরস্কার কর, আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন?

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, প্রিয়ম্বদা যখন বক্কল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তখন তাহা আলগা ছিল। তখন শকুন্তলার যৌবনের উদয় হয় নাই। তাহার পর যৌবনারম্ভ হইয়া স্তনদ্বয় প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বক্কল আঁটিয়া গিয়াছে। যৌবনপ্রভাবে পয়োধরদ্বয় যে পীনোন্নত হইয়াছে, মুগ্ধস্বভাবা শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ইহা পাঠ করিয়া আমরা ইতিহাসযোগ্য যে বিষয়টী জানিতে পারিতেছি, তাহা এই, তপোবনে বল্কল পরিধানের রীতি ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যেমন তাঁতে বুনা একখণ্ড শাটী পরিধান করেন, ঋষিকন্যারা সেরূপে বল্কল পরিতেন না। শাটীর ন্যায় একখণ্ডে বল্কল পাওয়া সম্ভাবিত নয়। খণ্ড খণ্ড বল্কল গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিতেন। প্রিয়ম্বদার বাক্য দ্বারা বোধ হইতেছে, একবার যে বল্কলের সংগ্রহ করা হইত, অনেকদিন তাহাতেই চলিত। সে বল্কলের প্রতিদিন পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তনের নিয়ম ছিল, এরূপও বোধ হইতেছে না। উত্তর পশ্চিমাদি অঞ্চলে এই রীতি অনুসৃত দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ ইতরজাতীয় স্ত্রীলোকেরা এক কাপড়েই অধিক দিন কাটাইয়া দেয়। এ রীতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়, ভদ্রতারও একান্ত বিরোধিনী। প্রতিদিন বল্কল পরিত্যাগ ও নূতন বল্কল পরিধান সহজ নয় বলিয়া ঋষিকন্যারা এক বল্কলে অধিক দিন থাকিতেন। কিন্তু মুনিগণ এরূপ করিতেন না। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং অতিশয় পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। শৌচ আচমনাদি তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহারা যে নিত্য বল্কল ধৌত করিতেন,

" তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।

কালিদাসের লিখিত এই শ্লোক চতুর্থাংশ দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগেরও বল্কলের যে যে ভাগ পরিত্যাগ করা সহজ, তাঁহারা যে তাহা প্রত্যহ ধৌত করিতেন না, এরূপও বোধ হইতেছে না।

শকুন্তলা বৃক্ষে জল সেচন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মাধবীলতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে বলিলেন তাত কণ্ব তোমার ন্যায় স্বহস্তে এই মাধবীলতাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তুমি ইহাকে জল দিতে বিস্মৃত হইলে কেন ? শকুন্তলা উত্তর করিলেন, আমি যদি মাধবী লতাকে বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমি আপনাকেও বিস্মৃত হইব। এই কথা বলিয়া লতার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মাধবীলতা অকালে আমূলতঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শকুন্তলা প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন আমি তোমাকে একটী প্রিয় কথা বলি। এই বলিয়া সেই মাধবীলতা দেখাইয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলিলেন আমিও তোমাকে একটী প্রতিপ্রিয় নিবেদন করি। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আমার প্রতিপ্রিয় ? প্রিয়ম্বদা বলিলেনঃ—

আসন্নপাণিগ্গহণাসি তুমং।

তোমার বিবাহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

শকুন্তলা। সাহ্যমিব এস দে অত্তণো চিত্তগদো মনোরহো, তা ণ দে বঅণং শুনিস্সং।

শকুন্তলা যেন কুপিত হইয়াই কহিলেন এটী তোমার আপনার মনোগত কথা। অতএব আমি তোমার কথা শুনিব না।

প্রিয়ম্বদা বলিলেন,

সহি ণক্খু পরিহাসেণ ভণামি, সুদং মএ তাদকণ্ণস্স মুহাদো তুহ কল্যাণ সুঅঅং এদং নিমিত্তং ত্তি।

আমি পরিহাস করিয়া বলিতেছি না। আমি তাত কণ্বের মুখে শুনিয়াছি এটী তোমার কল্যাণসূচক নিমিত্ত।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, পিতা কণ্ব আমাকে কহিয়াছিলেন যখন অকালে মাধবীলতার ফুল ফুটিবে তখন তোমার বিবাহ হইবে। সেই মাধবীলতার ফুল ফুটিয়াছে। অতএব তোমার বিবাহ দূরবর্ত্তী নয়।

শুভাশুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়া শুভাশুভ ঘটনার অনুমান করা আজও ভারতে প্রচলিত আছে। কোন স্থানে যাত্রাকালে পূর্ণ কুম্ভ যদি দৃষ্টিগোচর হয়, যে উদ্দেশে যাওয়া যাইতেছে তাহা সিদ্ধ হইবে এই মনে করা হয়। যদি শূন্য কুম্ভ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, যাত্রা নিষ্ফল হইবে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। বিবাহের ফুল না ফুটিলে বিবাহ হয় না বলিয়া এদেশে যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে পূর্ব্বে যেমন বিধিনির্ব্বন্ধ ও প্রজাপতির ইচ্ছা না হইলে বিবাহ হয় না এই সংস্কার ছিল এখনও সেই সংস্কার আছে।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলে প্রিয়ম্বদা অভ্যর্থনা করিলেনঃ—

সাঅদং অজ্জস্স। হলা শউন্তলে গচ্ছ উড়আদো ফলমিস্সং অগ্ঘভাঅণং উবহর ইদম্পি পাদোদঅং ভবিস্সদি। ইতি ঘটং দর্শয়তি।

আসতে আজ্ঞা হউক। সখি শকুন্তলা তুমি কুটীরে যাও, ফলযুক্ত অর্ঘ্য পাত্র আনয়ন কর, এই কলসস্থিত জল পাদোদক হইবে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, কালিদাসের সময়ে অতিথিকে পাদ্য

অর্ঘ্য দিবার রীতি ছিল। ভারতবর্ষের সকল স্থানের কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশে সে রীতি সম্পূর্নরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। এখন পাদোদক দিবার পদ্ধতি আছে এই মাত্র। এখন বঙ্গদেশে অতিথি পর্য্যুপাসনের একটী নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রকুট সেই নূতন দ্রব্য। তাম্রকুট দান করিলে অতিথির পরিতোষের পরিসীমা থাকে না। অতিথি আর কিছু পান না পান তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না। হুকা হস্তগত হইলে স্বর্গ সুখের অপেক্ষাও অধিক সুখ লাভ হয়।

অনসূয়া রাজাকে বলিলেনঃ—

ইমস্সিং দাব পচ্ছারসীদলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ উপবিসিঅ অজ্জো পরিস্সমং অবণেদু।

আপনি এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদিকায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়কে বলিলেন।

নূনং যুষ্মমপ্যনেন ধর্ম্মকর্ম্মণা পরিশ্রান্তাস্তন্মুহূর্ত্তমুপবিশত।

তোমরাও এই ধর্ম্মকার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ। অতএব মুহূর্ত্তকাল উপবেশন কর।

প্রিয়ম্বদা গোপনে শকুন্তলাকে বলিলেন অতিথিসেবা আমাদিগের কর্ত্তব্য, এস আমরা উপবেশন করি। অনন্তর সকলে সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়ের অপরিচিত। তিনি যে একজন সামান্য লোক নন উচ্চপদস্থ বড় লোক সখীরা তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা সেই অতিথির সহিত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এ ব্যবহার বঙ্গবাসী কুলকামিনীগণের চক্ষে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তাঁহারা এরূপ অপরিচিত বড় লোকের সহিত বিশ্বস্তভাবে কথোপকথন করিতে পারেন, আমাদিগের এমন বিশ্বাস হয় না। বঙ্গদেশীয় রমণীগণ এরূপ বিশ্বস্তভাবে কথোপকথন করিতে পারেন না তাহার কারণ এই, বোধ হয়, অনেকে অতিথি হইবার ছলে আসিয়া অনেক কুলকামিনীর উপরে অনেক প্রকার উপদ্রব করিয়াছেন সুতরাং অতিথিকে কেহ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কালিদাসের সময়ে

এ প্রকার অবিশ্বাস ছিল না। তখন অতিথিরা আতিথেয়ের পরিবারগণকে আত্মীয় পরিবার ভাবিতেন। আতিথেয়ের পরিবারেরাও অতিথিদিগকে পর ভাবিতেন না, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

হয় ত অনেকে মনে করেন, যাঁহারা বনে বাস করে তাঁহারা গ্রাম্য। তাঁহারা শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহার জানেন না এবং সভ্যজনোচিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন না। কিন্তু অনসূয়া যে প্রকার চতুরতা ও ভদ্রতা অসহকারে রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এরূপ চতুরতা ও ভদ্রতা অসভ্য জনের স্বপ্নের অগোচর অনসূয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

অজ্জস্স মধুরালাবজনিদো বীসম্ভো মং আলাবেদি কদমো রাত্রসিবংসো অলঙ্করীঅদু অজ্জেণ কদমো বা দেশোবিরহপজ্জুস্সুও করীঅদি কিং নিমিত্তং বা অজ্জেণ সুউমারেণ তবোবনগমনপরিস্সমে অপ্পা উপণীদোত্তি।

আর্য্যের মধুর আলাপে আমাদিগের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই বিশ্বাস আমাকে আপনার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা বিরহকাতর করিয়াছেন? আপনার শরীর অতি কোমল, আপনি কি নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন শ্রমে আত্মাকে নিয়োজিত করিয়াছেন?

এই কি গ্রাম্য জনোচিত পরিচয় জিজ্ঞাসা? এই কি অসভ্য রূঢ়বৎ প্রশ্ন? এই কি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব্যবহার? তবে যদি পাঠক বলেন, এ কালিদাসের কথা, তিনি শকুন্তলার সখী মুখদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইলেও কালিদাসের সময়ে সভ্যতা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বিদিত হইতেছে।

রাজা যে ইহার উত্তর দান করেন, তাহাতে তাঁহার যে অতি চমৎকৃত চতুরতা ও বিনয় প্রকাশ পায়, তাহাও অসভ্যজনের অবিদিত। রাজা উত্তর দিলেনঃ—

ভবতি বেদবিদস্মি রাজ্ঞঃ পৌরবস্য নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ পুণ্যাশ্রম দর্শনপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

আমি বেদজ্ঞ, পুরুবংশীয় রাজার নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, পুণ্যাশ্রম দর্শনার্থ এই ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিয়াছি।

পাঠক দেখুন, রাজা কেমন চতুরতা করিয়া উত্তর দান করিলেন। আমি

রাজা এ কথা বলিলেন না; আর আমি রাজা নহি এ কথাও বলিলেন না। ঐ কয় পংক্তি পাঠ করিলে আপাততঃ এই অর্থ বোধ হয়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যেমন রাজকার্য্য দর্শনার্থ নগরে নগরে রাজার প্রতিনিধি প্রাড় বিবাকরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমিও তেমনি পুরুবংশীয় রাজার একজন প্রতিনিধি প্রাড় বিবাক। আবার এ অর্থও হয়, এ পুরুবংশীয় রাজার রাজ্য, আমি ধর্ম্মতঃ তাহার অধিকারী হইয়াছি। এ অর্থে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল। পশ্চাৎ দ্ব্যর্থবাচী এইরূপ আর একটী বাক্যও বলা হইয়াছে। সেটী এই অর্থের সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। শকুন্তলা প্রিয়ম্বদার বাক্যে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উটজ গমনে উদ্যত হইলে প্রিয়ম্বদা এই বলিয়া ধরিয়া বসাইলেন, তুমি আমার দুই কলসী জল ধার না দিয়া যাইতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া রাজা, আমি ইহাঁর ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেছি বলিয়া আপনার হস্ত হইতে উন্মোচন করিয়া অঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। সখীদ্বয় তাহাতে রাজার নামাক্ষর দেখিয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেনঃ—

অলমন্যথা সম্ভাবনয়া রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহোঽয়ং।

তোমরা অন্য কিছু ভাবিও না, এ রাজার প্রতিগ্রহ।

"রাজার প্রতিগ্রহ" এই বাক্যটীর দুই প্রকার অর্থ হয়। আমি রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এ অর্থ যেমন করা যায়, আবার এ অর্থও তেমনি করা যায়, আমি রাজা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহ স্বরূপ দিতেছি। একজন কবি কহিয়াছেনঃ—

"যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।"

যে চাতুরীতে ইহলোক পরলোক উভয় লোক রক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।

রাজা মিথ্যা কথা কহিয়া পরকাল নষ্ট করিলেন না। ইহ লোকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম রটিল না। এ প্রকার চমৎকৃত চাতুরী অসভ্য কালের লোকের স্বপ্নের অগোচর। কালিদাসের সময়ে সভ্যতার যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। অদ্ভুত চাতুরী প্রবঞ্চনাদি সভ্যতার একটী প্রধান প্রমাণ, প্রধান অঙ্গ বলিলেও দোষ হয় না।

রাজা শকুন্তলার ঋণমোচনার্থ যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, তাহাতে রাজনাম ক্ষোদিত ছিল, সখী দ্বয় তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এতদ্দ্বারা আমরা ইতিহাসযোগ্য দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। এক, কালিদাসের পূর্ব্বের ও কালিদাসের সময়ের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিতেন। দ্বিতীয়, শিল্প বিদ্যার তখন বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পবিদ্যার বিশেষ উন্নতি ব্যতিরেকে অঙ্গুরীয়কে নামাক্ষর মুদ্রিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিতেন যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা আর্য্য স্ত্রীলোকদিগের বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ ও বেদ শিক্ষায়ই নিষেধ করিয়াছেন, বেদাঙ্গ শিক্ষার নিষেধ করেন নাই।

শকুন্তলা দুই কলসী জল ধারেন বলিয়া প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে পর্ণশালায় যাইতে দিলেন না, ধরিয়া রাখিলেন। ইহাতে প্রাচীন কালের এই একটী ব্যবহারের বিষয় জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন রোমকদিগের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতীয় উত্তমর্ণেরা অধমর্ণকে আটক করিয়া ঋণ আদায় করিয়া লইতেন।

রাজা প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যং।
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভি
রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ।

যে পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, ইনি (শকুন্তলা) সেই পর্য্যন্ত তপস্যা করিবেন, অথবা চিরকাল সদৃশনয়না প্রিয়তমা হরিণীগণের সহিত বনে বাস করিবেন?

প্রাচীন রোমকাদির ন্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতিরও যে চিরকৌমার ব্রত ধারণের বিধি ছিল, উল্লিখিত কবিতাটী দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

—:•:—

বামদেব।

বীররস প্রধান উপন্যাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃখের নিশা অবসান হয় না। পণ্ডিতেরা রাত্রিকে ত্রিযামা বলেন।

কিন্তু রোগগ্রস্ত শোকগ্রস্ত ও দারিদ্র্যগ্রস্তের নিকটে রাত্রি পঞ্চযামারও অধিক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেদিন বামদেব অদৃশ্য হন, সেদিন অরুণনগর-বাসিদিগের রাত্রি আর প্রভাত হইতে চায় না। সকলেই দীর্ঘজাগরণখিন্ন; রোদন করিয়া সকলেরই নয়নদ্বয় উচ্ছূন; সকলেই চিন্তিত; সকলেই হায় হায় করিতেছে; রাত্রিও যেন দ্বিগুণ কলেবর ধারণ করিয়াছে। বামদেবের তেমন সুরম্য শুভ্র সৌধ নিষ্প্রদীপ হইয়া যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তঃপুর দ্বিতীয় শ্মশানপুরী হইয়া উঠিয়াছে। কমলিনী ও নলিনীকে দেখিয়া জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্যা, স্পন্দনহীন, উত্তান-নয়ন, ভূতলে পতিত আছেন। অন্য অন্য পরিজনগণও ধূল্যবলুণ্ঠিত, সান্নিপাতিক-রোগ-গ্রস্তের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদিগের সেই দারুণ শোক সংক্রামিত হইয়া যেন পশুপক্ষিগ্রহনক্ষত্রাদি সকলকেই শোকাতুর ও কাতর করিয়া তুলিল। চন্দ্র তারকা প্রভৃতি শোকবশে মন্দকান্তি হইয়া ক্রমে ধূসরবর্ণ হইতে লাগিল। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বামদেবের পরিবারের কাতরতা দেখিতে না পারিয়া দুই একটী করিয়া ক্রমে গগনতল হইতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বদিকও ক্রমে শোকবশে ধূসর হইল। পক্ষিগণ কূজনচ্ছলে বামদেবের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অরুণ নগর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ, অরুণ নগরে যেন লোক নাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে তার স্বরে যে সামগান হইয়া থাকে, সেদিন তাহা আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মন্দ্র দধিমন্থন-ধ্বনিও শ্রবণগোচর হইতেছে না। কৃষক রাখাল দোকানি প্রভৃতি সকলই স্ব স্ব কার্য্যে বিরত, সকলেই হাহাকার করিতেছে এবং কল্পনাবলে বামদেবের অন্তর্দ্ধানের কথা লইয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, প্রাতঃস্নায়ী, তাঁহারাও নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনে ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। তর্কালঙ্কার প্রাচীন লোক, নিত্য কর্ত্তব্য প্রাতঃস্নানের বাধ হইলে পাছে প্রত্যবায় জন্মে, এই শঙ্কায় কোশা হস্তে ধীরে ধীরে বিরজা নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। তিনি বামদেবের দুঃখে ম্রিয়মাণ ম্লানকান্তি বিষণ্ণবদন, অশ্রুজলে নয়নদ্বয় পূর্ণ, বামদেব কোথায় গেলেন তাঁহার কি হইল, এই ভাবিতে ভাবিতে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। বামদেবের শোকে তিনি যে প্রকার অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিয়োগেও তিনি তেমন

কাতর হন নাই। বামদেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনাদি সর্ব্ব নিষ্পত্তি করিতেন। তর্কালঙ্কার যেমন সুরূপ, তেমনি সদ্গুণশালী। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও হৃদয়ের ভাব অতি উন্নত। তাঁহার বহু শাস্ত্রে ও বহু বিষয়ে দৃষ্টি আছে। তিনি যে বিষয় কখন দেখেন নাই ও কখন শুনেন নাই, তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও তিনি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাবলে তাহার যুক্তিসিদ্ধ সদুত্তর করিতে পারিতেন। এই কারণে তিনি বামদেবের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। বামদেব তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বদা নানা বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিতেন।

উপরে বলা হইয়াছে, তর্কালঙ্কার যেমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও গুণবান ছিলেন, তেমনি রূপবানও ছিলেন। যৌবনসময়ে তিনি অরুণনগরে একজন সুশ্রী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তখন যে তত বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি সুশ্রীকতা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ। দক্ষিণ চক্ষুর পার্শ্বে একটী আঁচিল আছে। মস্তক মুণ্ডিত, দেখিলে ঋষিটী বলিয়া বোধ হয়। তর্কালঙ্কারকে দেখিয়া দেবে হাড়ির মার লাল পড়িত। তর্কালঙ্কার যখন পথ দিয়া যাইতেন, দেবে হাড়ির মা পাঁচ জন মেয়েকে ডাকিয়া বলিত, ঐ দেখ্ তপ্ত লঙ্কা ঠাকুর যাচ্ছেন; দেখ্ দেখ্ কেমন উপ, ঠিক্ যেন পাকা আঁবটী। তর্কালঙ্কারের একে বয়স অধিক হইয়াছে, বয়োধর্ম্মে শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল ও লোল হইয়াছে, তাহাতে আবার বামদেবের চিন্তায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়াছেন, সুতরাং দ্রুত গমন করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালঙ্কার তাঁহার অনেক পরে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া তর্কালঙ্কারের সঙ্গ লইলেন। তর্কালঙ্কার বিদ্যালঙ্কারকে দেখিয়া কলের ধোঁয়ার ন্যায় এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনের বেগের অনেক শান্তি করিলেন।

বিদ্যালঙ্কার যজমেনে ব্রাহ্মণ, যজমানের বাটীতে প্রায় তাঁহার নিত্য ক্রিয়া আছে, প্রাতঃস্নান না করিলে স্নান আর ঘটিয়া উঠে না। আজ যজমানের বাটীতে সূতিকাষষ্ঠীপূজা, আজ লক্ষ্মী পূজা আজ শ্যামাপূজা, আজ দুর্গোৎসব ইত্যাদি রূপে অনেক দিন দিবাভাগ তাঁহার অনশনে যায়। যে দিন দিবাভাগে আহার হয়, সে দিনও আড়াই প্রহর বা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে হয় না। সুতরাং শরীর শীর্ণ,

অসময়ে ভোজন নিবন্ধন উদরটী অলাবুর মত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দন্ত-গুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ ও বিরল। এই কারণে ইতরমহলে বিদ্যালঙ্কারের লেও-পেটা চেরনদেঁতো ঠাকুর বলিয়া খ্যাতি। তর্কালঙ্কার তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন কেমন হে বিদ্যালঙ্কার ভায়া কল্য রাত্রিতে বামদেব বাবু কোথায় গেলেন, তাহার কারণ টা নির্ব্বচিতে পার? তিনি যে জলে ঝাঁপ দেন, তাঁহার এরূপ বিবেকের কোন কারণ ত দেখিতে পাই না। তাঁহার মাতা ও প্রিয়তমা পত্নী সতী-লক্ষ্মী, তাঁহারা তাঁহার একান্ত অনুগত। তাঁহার মাতামহ কুমদিনীকান্ত অতি শান্তপ্রকৃতি। তিনি কখন তাঁহাকে উচ্চ কথা বা রূঢ় কথা বলেন নাই। বামদেব যখন যাহা বলিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। বামদেবও তাঁহার একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন। তবে জলে ঝাঁপ দিবার কারণ কি? বিদ্যালঙ্কার যজমেনে ব্রাহ্মণ,আভ্যুদয়িকে কত চাউল কত বস্ত্র কত কলা কয়-জোড়া ধুতি লাগে, তিনি তাহাই বুঝিতে পারেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্র পড়া নয়, তর্ক করিবারও শক্তি নাই। তিনি যে, হেতু ও পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বামদেবের অন্তর্দ্ধানের কারণরূপ সাধ্যের অনুমান করিবেন, তাঁহার সে ক্ষমতা কোথায়? তিনি কেবল তর্কালঙ্কারের কথায় হুঁ হুঁ করিয়া সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার পুনরায় বলিলেন, বামদেব জলমগ্ন হইয়াছেন তাঁহার পরিবার যে এই স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন,এটী অলীক। স্বপ্ন ঘটনা প্রায়ই মিথ্যা হয়। দুষ্ট লোকেরা তাঁহার উপরে রুষ্ট ছিল। তিনি সর্ব্বদা দুষ্টের উন্মূলন চেষ্টা পাইতেন। দুষ্টেরা তাঁহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, সেই দুষ্টেরা মিলিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তেমন গুণবান্ ও তেমন রূপবানের শরীরে কিরূপে দারুণ শস্ত্র প্রহার করিব, দুষ্টের এ দয়া ও বিবেচনা থাকে না। মহাকবি ভারবি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

"কিমিব হ্যস্তি দুরাত্মনামলভ্যং"

দুরাত্মার কি অসাধ্য আছে?

এইরূপে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে নদীতীরে উপনীত হইলেন। ক্রমে স্পষ্ট প্রভাত হইল। সকলেই বামদেবের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। যাহার যেমন অবস্থানুরূপ বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেচনা ও সংস্কার, সে তেমনি তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল। একজন সুবর্ণ বণিক এক জন তন্তুবায়কে বলিল, আমার বোধ হয়, নিশাভোর রাত্রে ডাকিনীরা ছব চলাচল করে।

তাহারা বামদেবকে দিব্বি সুন্দর পুরুষ দেখিয়া চালিয়া কোন লঙ্কায় লিয়া ফেলিয়াছে। তন্তুবায় বলিল, তাহা নয় আমার মনে হয় বামদেব জলের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন বকে আছিয়া টিপি টিপি তাঁহার পায়ে রূপার ছিকলি বাঁধিয়া দেয়, তিনি কিছু টের পান নাই। তাহার পর বকে ক্রমে ছিকলি টানিয়া তাঁহাকে জলের ভিতর লিয়া গিয়াছে। একজন গোঁপছাঁটা কায়স্থ সেই খানে বসিয়াছিল, সে চোখ টিপিয়া টিপিয়া মুখ মুছকিয়া হাসিতে হাসিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, এ সকল কিছু নয়, বামদেব মরেন নাই। আমি যদি কিছু খরচ পাই, তাঁহাকে খুজিয়া আনিয়া দিতে পারি। শুভ ঘটনা হউক আর অশুভ ঘটনা হউক, কায়স্থের তাহাতে কিছু উপার্জ্জন চাই। দেশ শুদ্ধ লোক হাহাকার করিতেছে, রোদন করিতেছে, বিমনায়মান হইয়া গৃহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এই শোচনীয় কাণ্ডের মধ্যেও কিসে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিব, কায়স্থ এই ফন্দী দেখিতেছে। সেখানে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা গোঁপছাটার এই ঘৃণিত স্বার্থপরতা দেখিয়া ঝঙ্কার মারিয়া উঠিল। স্ত্রীগণও নানা প্রকার অদ্ভুত কল্পনা প্রসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারি ছয় দণ্ড বেলা হইল। প্রতিবেশিদিগের মধ্যে যাহাদিগের ধৈর্য্যগুণ অধিক, সহিষ্ণুতা গুণ প্রবল, মন দৃঢ় অথবা কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর, পরের দুঃখে দুঃখ বোধ অল্প, অপরের চক্ষে জল দেখিলে চক্ষে জল আইসে না, পরের শোককাতরতা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হয় না, তাঁহারা আসিয়া বামদেবের পরিজনগণের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া তুলিলেন, মুখে জল দিলেন, নানা প্রকার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। শোকের ধর্ম্ম এই, বন্যার জলের ন্যায় ক্রমে উহার বেগ লঘু হইয়া আইসে। অন্য অন্য পরিজনের শোকবেগ ক্রমে কমিয়া আসিল। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কেবল বামদেবের মাতা, তাঁহার পত্নী ও তাঁহার মাতামহের মন প্রবোধ মানিল না। বামদেবের মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি যে দিন যত কষ্ট পাইয়াছেন, তাঁহার লালন পালনে যে দিন যে আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে তাঁহার ভাবি সুখের যে আশা ছিল, সেইগুলি যত মনে হইতে লাগিল, তত তাঁহার হৃদয়ে যেন দাবানল জ্বালিয়া দিল। তাঁহার মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন, পদ্মের ন্যায় তেমন

যে প্রফুল্ল বদন, তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তেমন যে শ্রী, তেমন যে লাবণ্য, তেমন যে কান্তি, সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বামদেবের প্রিয়তমা পত্নী কমলিনীরও ঐ দশা। মুখ মলিন, শরীর বিবর্ণ, তাঁহাকে আ. চনা যাইতেছে না। বামদেব তাঁহাকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন,' তিনি যোগীর ন্যায় একতান মনে কেবল তাহারই ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিয়া বোধ হইল।

বামদেবের মাতামহ কুমদিনীকান্তের দশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। তিনি একজন বীরপুরুষ, বঙ্গাধিপতির প্রধান সেনাপতি। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও অসীম সাহসের গুণে জয়লক্ষ্মী অনেকবার বঙ্গাধিপের অঙ্কগামিনী হইয়াছেন। তিনিও রাজার নিকটে সেই সেই জয়ের চিহ্নস্বরূপ অসংখ্য মহামূল্য পুরস্কার পাইয়াছেন। সেগুলি তাঁহার উপবেশনগৃহের ভিত্তির অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া আছে। দর্শকগণ সেগুলির প্রশংসা করিলে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দের উদয় হইত, আর কিছুতে সেরূপ হইত না। তেমন বীরপুরুষের আজকার দশা দেখিলে মনে বিজাতীয় শোক, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইয়া ছটফট করিতেছেন; কতই প্রলাপ বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে; কিছুতেই স্থির নন; কিছুতে সুখী নন; একবার শয়ন একবার উপবেশন একবার ভ্রমণ করিতেছেন; এক একবার এক এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে যেন কি দেখিতেছেন; যেন কি অসাধ্য সাধনের ভাবনা ভাবিতেছেন; এক এক বার দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলিয়া নিজ বক্ষস্থলকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছেন। তেমন যে তাঁহার উৎফুল্ল নয়ন দ্বয়, তাহা যেন কোটরান্তর্গত হইয়াছে; তেমন যে বিক্রমসদৃশ ওষ্ঠদ্বয়, তাহা যেন অঙ্গারতুল্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিলে বিলক্ষণ মাংসল সুদীর্ঘ সুপুরুষ বলিয়া বোধ হইত, আজ কদর্য্য কুরূপ কাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরের দ্রাঘিমা যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে; তাঁহার বল যেন কে হরিয়া লইয়াছে; তাঁহার স্থৌল্য যেন উবিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি! বীরপুরুষে কি বিচিত্র স্বভাবের সমাবেশ! যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রচণ্ড অসির আঘাতে শত শত যোধপুরুষের শিরশ্ছেদন করিয়া যার পর নাই নৃশংসতার পরিচয় দেন, যুদ্ধস্থলে অচলের ন্যায় স্থির ভাব

প্রকাশ করেন, আজ তিনি দৌহিত্রের শোকে একান্ত অভিভূত; আজ তিনি সহস্রবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। এই সংসারে প্রিয়-বিয়োগ হইলে কেহ শোকে অভিভূত হন; কাহার বা কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হয় না। অনুভবশালী সহৃদয় পাঠক ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা ত দেখিতে পাই, যাহার শরীরে দয়া ও মায়া অধিক, তাহারই শোক অধিক হয়। সেই ব্যক্তিই প্রিয়বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া থাকে। আর, যাহার দয়া মায়া নাই, হৃদয় পাষাণসদৃশ, প্রিয়বিয়োগজনিত শোকে তাহার হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুভিত হয় না। কিন্তু বীরপুরুষের অন্তঃকরণসৃষ্টি অন্য প্রকার। ইহাতে দয়া ও নিষ্ঠুরতা উভয়ই তুল্যরূপে সমাবেশিত হইয়াছে। মহিষাসুরবধ হইলে পর দেবগণ যখন ভগবতীর স্তব করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেনঃ—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।"

আপনার হৃদয়ে দয়া ও সমর নিষ্ঠুরতা উভয়ই দৃষ্ট হইয়াছে।

বীরপুরুষে এই দুটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কুমুদিনীকান্তই তাহার প্রধান উদাহরণ।

রামোত্তম চট্টোপাধ্যায় কুমুদিনীকান্তের বাল্যকালের বন্ধু। তিনি বন্ধুর বিপন্ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কুমদিনীকান্তের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন, বোধ হইল কে যেন হৃদয়ে শল্যের আঘাত করিল। নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু অশ্রুমোচন ও সে ভাব গোপন করিয়া ক্রমে বন্ধুর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়া বন্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন। কুমুদিনীকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। তুমি সমুদায়ই বুঝিতে পার। জগতের গতিই এইরূপ, জগতের সমুদায় পদার্থই ক্ষণবিনশ্বর। তুমি এক দৌহিত্রের জন্য এত কাতর হইয়াছ; কিন্তু রাজপদ ও অতুল বিভব সহিত শত পুত্র বিনষ্ট হইলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। তোমার সদৃশ উচ্চমনা বিজ্ঞ ব্যক্তির সামান্য লোকের মত শোক করা শোভা পায় না। তুমি এ কাল পর্য্যন্ত রণস্থলে যে অদ্ভুত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ প্রদর্শন করিয়া

আইলে, এই কি তাহার পরিণাম হইল ? আজ সে ধৈর্য্য ও সে সহিষ্ণুতা কোথায় গেল ? তোমার মুখে যে সর্ব্বদা শুনিতাম,

যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং জগদিদং ন সদিত্যবধারয় ॥ *

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরী কোথায় গিয়াছে, রঘুপতি রামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায়। এই চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, এই জগৎ স্থায়ী নয় ইহা অবধারণ কর।

সেই মহার্থ উপদেশ বাক্যের কি শেষে এই ফল হইল ? তুমি বামদেবের মৃত্যু অবধারণ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়াছ, কিন্তু কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে বামদেবের মৃত্যু হইয়াছে ? তিনি হয় ত দুই দিন পরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। তাঁহার অনুসন্ধানার্থ দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ভালরূপে অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রীলোকের মত কেবল রোদন করা ও ব্যাকুল হইয়া কার্য্য ধ্বংস করা তোমার মত বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। অধৈর্য্য হইলে কার্য্য বিনষ্ট হয়, এ কথা কি আজ নূতন তোমাকে শিখাইতে হইবে ?

কুমুদিনীকান্ত অবহিত হইয়া এই কথাগুলি শুনিলেন। অবশেষে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি আমাকে যে সমস্ত হিতোপদেশ দিলে সে সমুদায় আমি জানি। কিন্তু বামদেবের প্রতি স্নেহ আজ আমাকে তাহা জানিতে দিতেছে না। তুমি যে সকল প্রবোধ বাক্য বলিলে আমি তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু বামদেবের অনিষ্টশঙ্কা আজ আমাকে তাহা বুঝিতে দিতেছে না। আমার পুত্র নাই পৌত্র নাই বংশের নাম লোপ হইতে বসিয়াছে, আমি বামদেবকে পাইয়া অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অপুত্রতানিবন্ধন পরলোকে দুর্গতি শঙ্কাও [illegible] হইয়াছিল। বামদেব হইতে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই অধিকতর উজ্জ্বল [illegible], দেশের মঙ্গল হইবে, নিজ পদমর্য্যাদারও অধিকতর বৃদ্ধি হইবে, বঙ্গাধি[illegible] বামদেবের অলোকসামান্য শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহস গুণে একান্ত মোহিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাঁহার অসামান্য বীরত্ব দর্শন করিয়া বীরবর এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলাম, ক্রমে বামদেব বঙ্গাধিপতির প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রির পদে অভি-

ষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমার সেই সমুদায় আশা পদ্মকোষনিরুদ্ধ ভ্রমরের আশার ন্যায় এককালে উন্মূলিত হইয়া গেল।

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
আমূলতঃ কমলিনীং গজ উজ্জহার।

রাত্রি যাইবে, প্রভাত হইবে, সূর্য্য উদিত হইবেন, পদ্মসকল প্রকাশ পাইবে; পদ্মকোষমধ্যে রুদ্ধ ভ্রমর এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, এমন সময় এক হস্তী আসিয়া সেই পদ্মিনীকে সমূলে উৎপাটিত করিল।

আমারও অবিকল সেই ঘটনা হইয়াছে। আমি কত মঙ্গলের আশা করিতেছিলাম, এমন সময়ে দুর্ব্বার বারণ তুল্য কাল আমার সমুদায় আশা উন্মূলিত করিল। কবি ভ্রমরের ছলে মানুষের অসার আশা ও তাহার দারুণ পরিণামের যে বর্ণন করিয়াছেন, আজ আমি তাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।

বামদেবের প্রিয় সুহৃদ রামভদ্র করে কপোল বিন্যাস করিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা অবিরল বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। তিনি এই ভাবিতেছেন, বামদেব তাঁহাকে না বলিয়া কোন কাজই করেন না, কোথাও যান না, কিন্তু গত কল্য তাঁহাকে না বলিয়া কি কার্য্যে কোথায় গেলেন। তিনি যে বলিয়া যান নাই, ইহাই মর্ম্মভেদি শল্যের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল, এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, হৃদয় যেন শোকে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। কুমুদিনীকান্তের গৃহে এইরূপ শোচনীয় কাণ্ড চলিতেছে, এমন সময়ে পত্রহস্ত এক রাজদূত দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে বামদেবের অমঙ্গল সংবাদ ও কুমুদিনীকান্তের শোচনীয় দশার কথা শুনিল। মুহূর্ত্তকাল তাহার হৃদয়ে বিরুদ্ধ ভাবসমূহের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, এই বিপদের সময়ে কিরূপে কুমুদিনীকান্তের হস্তে পত্র প্রদান করি, কিরূপেই বা রাজাজ্ঞার অবহেলা করি। রাজার আজ্ঞা এই, যতক্ষণ পত্র প্রেরয়িতব্য স্থানে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সময়ের অপেক্ষা কিম্বা কোন কার্য্যের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। রাজকার্য্যের

নিকটে শোক ও ক্ষোভাদি অন্য কোন উপরোধই অপেক্ষিত হয় না। সে অপেক্ষা বিচারসঙ্গতও নয়। রাজার মুহূর্ত্ত মধ্যে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা যে একের অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। দূত এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কাল প্রতীক্ষায় অসমর্থ হইয়া কুমুদিনীকান্তের হস্তে সত্বর পত্র প্রদান করিল। রামোত্তম চট্টোপাধ্যায় সেই পত্র লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রধান সেনাপতি মহোদয়েষু—

শ্রীশ্রীচন্দ্র শর্ম্মণঃ সবিনয়ং নিবেদনমিদং—

মহারাজ আপনাকে এই আদেশপত্র দ্বারা জানাইতেছেন, বিন্ধ্যগিরি নিবাসী দুরাচার দেবব্রর সিং বঙ্গদেশ আক্রমণার্থী হইয়া সসৈন্যে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি পত্র পাঠ মাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া বিলাসপুরে উপনীত হইবেন। ক্ষিক্ষণ বিলম্ব করিবেন না। দুরাত্মার দর্প চূর্ণ করা একান্ত আবশ্যক। মহারাজের বিশেষ আদেশ এই, আপনি বীরবর বামদেবকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। মহারাজ তাঁহার উপরে বড় প্রসন্ন। তাঁহা হইতে মহারাজের সবিশেষ সাহায্য হইবে, মহারাজ এরূপ বাসনা করেন। দুরাত্মা দেবব্রর সিং যে প্রকার ধৃষ্টতা গর্ব্বান্ধতা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রেরিত পত্র পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সে পত্র এই পত্রমধ্যগত করিয়া পাঠান হইল। ইতি ১৩৯৭ শকাব্দাঃ ২ রা মাঘ।

স্বাক্ষর

শ্রীচন্দ্রচক্রবর্ত্তিনঃ

প্রধানকর্ম্মাধ্যক্ষস্য।

এই পত্র পাঠের পর রামোত্তম দেবব্রর সিংহের পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। যথা—

বঙ্গাধিপতিসদুদারচরিতেষু—

তোমাকে লেখা যাইতেছে, আমার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যদি তুমি সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া দাও, মঙ্গল, নচেৎ সপ্তাহান্তে আমার এই রাজশোণিতপিপাসু তরবারি তোমার শোণিত পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। ইতি—

বিন্ধ্যগিরিনিবাসিনঃ

শ্রীদেবব্রর সিংহস্য—

এই পত্র পাঠ মাত্র তত্রত্য সমুদয় লোকই এক বাক্যে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন কি অহঙ্কার ! কি অশিষ্টাচার ! কি অভদ্রতা ! এখনি দুরাত্মার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য । সকলেরই অন্তর হইতে করুণরস অন্তরিত হইল। বীররসের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। কে রাজাজ্ঞা সম্পাদন করে এখন সেই চিন্তা উপস্থিত হইল । কুমুদিনীকান্ত বামদেবের শোকে কাতর হইয়া এরূপ খিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার উত্থানশক্তি নাই । আর সে বাম-দেব নাই যে তিনি সংগ্রাম জয় করিয়া রাজপ্রসাদভাজন হইয়া আসিবেন । রামভদ্রের দিকে সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল । তৎক্ষণাৎ সেনানিবেশে যুদ্ধসজ্জার আজ্ঞা প্রচারিত হইল । মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত হইল । সৈনিক পুরু-ষেরা যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিল । সেনাপতিগণ অশ্বে গজে রথে আরোহণ করিলেন । হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হেষারব, রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি ও দুন্দুভির গুম গুম শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল । বাদ্যকরদিগের উন্মাদ হর্ষ ও নৃত্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, অরুণনগর যেন রণক্ষেত্র হইয়াছে, আর তাহারা রণযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছে । যুদ্ধে যে কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা-রাই যেন তাহার প্রধান অংশী হইবে। তাহাদিগের নৃত্যের ধুম কি ? যখন তাহারা ঘন ঘন মাথা ঘুরাইয়া বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল এবং তাহাদিগের মাথায় বসান ময়ূর পিচ্ছ ফুর ফুর করিয়া উড়িতে লাগিল, যত ইতর লোক স্ত্রীলোক ও বালক গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই নৃত্য দর্শন ও রণবাদ্য শ্রবণ করিয়া যোধগণের মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহারা হর্ষমত্ত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের শাণিত তরবারি প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। করবাল-প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ দিগন্তে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! দুই দণ্ড পূর্ব্বে যে অরুণ নগরকে করুণ রসের মূর্ত্তি, জড়তার স্বরূপ ও অন্ধকারের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন সেই অরুণ নগরকে বীররসের অবতার উৎসাহের অধিষ্ঠান ও উল্লাসের আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দুই দণ্ড

পূর্ব্বে যে অরুণ-নগর-নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় শোকরূপ অন্ধতমসে আচ্ছন্ন ছিল, এখন উৎসাহরূপ দিবাকর-দীপ্তি তাহাকে দীপিত ও পুলকিত করিয়া তুলিল। নগরবাসিদিগের বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। রমণীগণেরও উল্লাসের পরিসীমা রহিল না। মাতা ভাবিলেন তাঁহার পুত্র শত শত বিপক্ষ সৈনিকের প্রাণসংহার করিয়া বীরখ্যাতি দ্বারা ভূষিত হইয়া আসিবেন। স্ত্রী ভাবিলেন, এই সংগ্রাম জয়ের পর তিনি বীরপত্নী বলিয়া পূজিত হইবেন।

সেনাগণ বিলাসপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। প্রাস্থানিক শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। রামভদ্র ব্যস্ত হইলেন। কুমুদিনীকান্ত স্বয়ং যাইতে পারিলেন না, রামভদ্রকে পাঠাইলেন, এ কারণ বঙ্গাধিপতি কুপিত না হন, অপরাধ গ্রহণ না করেন, এই অভিপ্রায়ে অতি বিনীত ভাবে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রখানি রামভদ্রের হস্তে প্রদান করিলেন এবং ধান্য দূর্ব্বা ও বিল্বপত্রাদি তাঁহার মস্তকে অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিঘ্ননাশকের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিদায় করিয়া দিলেন। তিনিও কুমুদিনীকান্তকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সেনাগণের সহিত মিলিত হইলেন। সে পত্রখানি এই—

যশোধবলিতদিঙ্‌মণ্ডল প্রবলপ্রতাপতাপিতারাতিকুল শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বঙ্গাধিপতি মহোদারগুণ মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়স্য সবিনয়ং নিবেদনমিদং—

এ অধীন মহারাজের আজ্ঞাকে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। কিন্তু অধীন অতি বিনীতভাবে ও দুঃখিতচিত্তে মহারাজের নিকটে নিবেদন করিতেছে যে, অধীন অতি অসুস্থ। স্বয়ং রণস্থলে গিয়া দুরাত্মা দেবের সিংহের মস্তক ছেদন করিয়া মহারাজকে যে উপহার প্রদান করে, অধীনের সে শক্তি নাই। অধীন উত্থানশক্তিরহিত। রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেনাপতি করিয়া পাঠান হইল। বামদেবের ন্যায় ইনিও একজন বীরপুরুষ। মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি বামদেবের ন্যায় অসীম সাহস ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন। মহারাজ অনেকবার ইহাঁর গুণের সমুচিত পুরস্কার করিয়া যথোচিত উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে ইনি দুরাত্মার শিরশ্ছেদন করিয়া মহারাজের প্রীতি সম্পাদনে

সমর্থ হইবেন। আপনি বামদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন, তিনি আর ভূতলে নাই। আপনার সেই প্রিয়তম বীরবরের গুণরাশি এখন বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত কল্য রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে বামদেব অনুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার অনুদ্দেশই অধীনের অসুস্থতার একমাত্র কারণ। অধীন স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিল না। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মহারাজ স্বীয় গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

১৩৯৭ শকাব্দাঃ
২রা মাঘ। } স্বাক্ষর
শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়স্য
অরুণনগর

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

মনুসংহিতা।

পূর্ব্বে উপনয়ন প্রকরণ ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে উপনীতের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥ ৬৯ ॥

গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে শৌচ, স্নানাচমনাদি আচার, সায়ং প্রাতর্হোম ও সন্ধ্যাবন্দনের শিক্ষা দিবেন।

অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্‌মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যোলঘুবাসাজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥

শিষ্য অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র আচমন করিবে এবং কৃতাঞ্জলি পবিত্রবস্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উত্তর মুখে বসিবে।

ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং অধ্যয়ন শেষ হইলে উভয় সময়েই শিষ্য গুরুর পাদ বন্দন করিবে। যাবৎ অধ্যয়নকাল কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এই অঞ্জলি বন্ধনের নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যোদক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ ॥ ৭২ ॥

শিষ্য ব্যত্যস্তপাণি হইয়া গুরুর পাদ বন্দন করিবে। সেই ব্যত্যাসপ্রকার

স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। শিষ্য আপনার বামকর দ্বারা গুরুর বামপদ এবং দক্ষিণকর দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। পৈঠীনসি বলেন, উত্তান ব্যত্যস্ত হস্ত দ্বারা পাদ স্পর্শ করিবে।

অধ্যেষ্যমাণন্তু গুরুর্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ।
অধীষ ভো ইতিব্রূয়াৎ বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ॥ ৭৩॥

অধ্যয়নের আরম্ভকালে গুরু অনলস হইয়া শিষ্যকে তুমি অধ্যয়ন কর এই কথা বলিবেন এবং অবসান কালে এই স্থানে বিশ্রাম হউক, এই বলিয়া বিরত হইবেন।

ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥ ৭৪॥

ব্রাহ্মণ পাঠারম্ভে ও পাঠান্তে ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। প্রথমে যদি প্রণব উচ্চারণ না করে, অধ্যয়ন ফল ক্রমে বিনষ্ট হয়, আর শেষে যদি উচ্চারণ না করে, ফল স্থায়ী হয় না।

প্রাক্‌কূলান পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিত।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্ততওঙ্কারমর্হতি॥ ৭৫॥

পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ থাকিবে এমন কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহ
স্তকৃত প্রাণায়াম দ্বারা পবিত্রিত হইলে পর ব্রাহ্মণ ওঙ্কার উচ্চারণের

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতি।
বেদত্রয়ান্নিরদুহৎ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি ৭৬॥

প্রজাপতি ওঙ্কারের অঙ্গভূত অকার উকার ...র এই তিনটী
ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী ব্যাহৃতি ঋক্‌ যজুঃ সাম এই তিন বেদ হই...
করিয়াছেন। অকার উকার মকার এই তিনটী অক্ষরের যোগে ওঙ্কার
ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥ ৭৭॥

পরম স্থানস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা তৎসবিতুরিত্যাদি ঋকত্রয়াত্মক গায়ত্রীর তিনটী চরণ ঋক যজু সাম এই তিন বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্‌ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্বেদ বিৎবিপ্রোবেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ৭৮॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক ওঙ্কার ও ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিয়া বেদত্রয়ের অধ্যয়ন জন্য পুণ্যলাভ করিয়া থাকে।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসোমাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ যদি গ্রামের বাহিরে নদীতীরাদিতে একমাস কাল ব্যাহৃতি ও ওঙ্কার সহিত গায়ত্রী সহস্রবার জপ করে, সর্প যেমন কঞ্চুকমুক্ত হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ মহৎ পাপ হইতেও মুক্ত হয়।

এতয়ার্চ্চা বিসংযুক্তঃ কালেচ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহারা যদি সন্ধ্যাকালে অথবা অন্য সময়ে গায়ত্রী- ও সায়ং প্রাতর্হোমাদিরূপ নিজ কর্ম্মে পরিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সাধুগণের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং ॥ ৮১ ॥

ওঙ্কার পূর্ব্বক ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি ও ত্রিপদা সাবিত্রী বেদের আদ্য। বেদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে ইহার জপ করিতে হয়। টীকাকার কুল্লূকভট্ট—"ব্রহ্মণোমুখং" ইহার পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ এই অর্থ করিয়াছেন।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান ॥ ৮২ ॥

যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বৎসর প্রতিদিন প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করে, সে বায়ুর ন্যায় কামচারী ও ব্রহ্মমূর্ত্তি হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥ ৮৩ ॥

ওঙ্কার পরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। প্রণবব্যাহৃতিসহিত গায়ত্রী দ্বারা ত্রিরাবৃত্ত প্রাণায়াম চান্দ্রায়ণাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন মন্ত্র নাই। মৌনব্রত অপেক্ষা সত্যবাক্য শ্রেষ্ঠ।

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতিযজতিক্রিয়াঃ।

অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ৮৪ ॥

বেদবিহিত হোমযাগাদি ক্রিয়ার ক্ষয় হয়। প্রণবই কেবল অক্ষয়। ইহার অক্ষয়তার কারণ এই, এই প্রণব ব্রহ্ম স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞোবিশিষ্টোদশভির্গুণৈঃ।

উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ। ৮৫ ॥

প্রণবাদির জপরূপযজ্ঞ বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ বিধিবিষয়ক যজ্ঞ দর্শ পৌর্ণমাসাদি অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি শুনিতে না পায়, যদি এরূপে জপ করা হয়, তাহা হইলে সে জপ শতগুণ অধিক হয়। আর সেই জপ যদি মানস অর্থাৎ জপকালে যদি জিহ্বা ও ওষ্ঠাদি বিচলিত না হয়, তাহা হইলে সহস্রগুণ অধিক হয়।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারোবিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।

সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৮৬ ॥

বৈশ্বদেব হোম বলিকর্ম্ম নিত্যশ্রাদ্ধ অতিথিভোজনরূপ যে চতুর্ব্বিধ পাক যজ্ঞ ও বিধিযজ্ঞ যে দর্শ পৌর্ণমাসাদি, তাহা জপযজ্ঞের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নয়।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে ॥ ৮৭ ॥

ব্রাহ্মণ অন্য কিছু করুক না করুক, জপ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি যোগ্য হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

টীকাকার বলেন, এতদ্বারা জপেরই প্রশংসা করা হইতেছে, যাগযজ্ঞাদির নিষেধ করা হইতেছে না।

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। এক্ষণে সেই ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে যত্নবিধানের উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥ ৮৮ ॥

সারথি অশ্বের ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তি চিত্তের আকর্ষণকারী রূপরসগন্ধাদি বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের সংযমে যত্ন বিধান করিবেন।

একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।

তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন, আমি ক্রমে তাহার নাম ও কর্ম্ম বলিব।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥ ৯০॥

কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা পায়ু উপস্থ হস্ত পদ আর বাক্য এই দশটী বাহ্য ইন্দ্রিয়।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষতে॥ ৯১॥

পণ্ডিতেরা শ্রোত্রাদি প্রথমোক্ত পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শেষোক্ত পায্বাদি পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। শ্রোত্রাদি পাঁচটী শ্রবণাদি জ্ঞানসাধন বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি কর্ম্মের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥ ৯২॥

মন অন্তরিন্দ্রিয়, গণনায় একাদশ। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক। এই নিমিত্ত ইহাকে উভয়াত্মক বলে। মনকে বশে আনিতে পারিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এই দশটীকেই বশে আনয়ন করা যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিবচ্ছতি॥ ৯৩॥

ইন্দ্রিয়সকল যদি বিষয়ে আসক্ত হয়, নিঃসংশয় দোষ জন্মে, আর যদি ইন্দ্রিয় দমনে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ হয়।

ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা এবং ইন্দ্রিয় দমনে যে ফললাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইল। প্রতিবাদী যদি এ কথা বলে, ইন্দ্রিয় দমনার্থ এত প্রয়াস পাই-বার প্রয়োজন কি? ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ মনু কহিতেছেন।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৯৪॥

বিষয়ভোগ দ্বারা কখন অভিলাষের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ক্ষেপ

করিলে অগ্নির যেমন বৃদ্ধি হয়, বিষয় ভোগ করিয়া ভোগ বাসনার তেমনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যশ্চৈতান্ প্রপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চ তান্ কেবলাংস্তজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগোবিশিষ্যতে॥ ৯৫॥

উপভোগযোগ্য যাবতীয় বিষয় প্রাপ্তি অর্থাৎ ভোগ, আর বিষয় পরিত্যাগ, এ উভয়ের মধ্যে পরিত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ৯৬॥

বিষয় ক্ষণবিনশ্বর পরিণামবিরস, দেহ মূত্র পুরীষাদির আধার অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ইত্যাদি জ্ঞান দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে যেমন নিবর্ত্তিত করা যায়, সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সেরূপ নিবর্ত্তিত করা যায় না।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্ট ভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥ ৯৭॥

যাহার চিত্ত দূষিত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, বেদাধ্যয়ন বল, দান বল, যজ্ঞ বল, নিয়ম বল আর তপস্যা বল, এ সকলের কিছুরই ফল লাভ তাহার হয় না।

জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলা যায়, একণে তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বাচ দৃষ্ট্বাচ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যোনরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা সবিজ্ঞেয়োজিতেন্দ্রিয়ঃ। ৯৮॥

যে ব্যক্তি স্তুতিবাক্য বা নিন্দাবাক্য শ্রবণ করিয়া সুখস্পর্শ সূক্ষ্ম দুকূলাদি ও দুঃখস্পর্শ কর্কশ মেষকম্বলাদি স্পর্শ করিয়া, সুরূপ ও কুরূপ বস্তু দর্শন করিয়া, সুস্বাদু ও অস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া, সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ লইয়া যাহার মন হৃষ্ট বা বিরক্ত না হয়, সেই জিতেন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥ ৯৯॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় অনায়ত্ত অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে চর্ম্ম পাত্রের এক স্থানে ছিদ্র হইলে পাত্রস্থ সমুদায় জল যেমন নির্গত হইয়া যায়, তেমনি সেই এক ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥ ১০০॥

ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে স্ববশে আনিয়া স্বদেহকে পীড়িত না করিয়া মানুষ যাবতীয় অর্থ সাধন করিতে পারে.

এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনের সময় নির্ণয় করা হইতেছে।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥ ১০১॥

প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য দর্শন হয়, সেই পর্য্যন্ত এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, আর সায়ংকালে উপবিষ্ট হইয়া নক্ষত্র দর্শনকাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনোব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনোমলং হন্তি দিবাকৃতং॥ ১০২॥

পূর্ব্বসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপে রাত্রিকৃত পাপ এবং সায়ংকালে গায়ত্রীজপে দিবাকৃত পাপ ধ্বংস হয়।

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাং।
সশূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১০৩॥

যে ব্যক্তি উল্লিখিত উভয় সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় দ্বিজাতি কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

যে ব্যক্তি বহুবেদের অধ্যয়নে অশক্ত হয়, তাহার প্রতি গায়ত্রী মাত্র জপের উপদেশ দিতেছেন।

অপাং সমীপে নিয়তোনৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ ১০৪॥

যে ব্যক্তির নিত্য বিধির অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা আছে, সে অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া জলের নিকটে নিয়তেন্দ্রিয় ও অনন্য-মনা হইয়া অন্ততঃ গায়ত্রী জপও করিবে।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥ ১০৫॥

বেদাঙ্গ শিক্ষাদি, নিত্যানুষ্ঠেয় বেদাধ্যয়ন এবং হোমমন্ত্রপাঠ, ইহাতে অনধ্যায় নাই।

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়োব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতং।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতং॥ ১০৬॥

নিত্য কর্তব্য গায়ত্রীজপে অনধ্যায় নাই। যেহেতুক গায়ত্রী জপ ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মই ইহার আহুতি এবং অনধ্যায় বষটকার স্বরূপ।

যঃ স্বাধ্যায়মধীতেঽব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়োদধি ঘৃতং মধু॥ ১০৭॥

যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর কাল জপযজ্ঞ করে, তাহার নিত্য দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু লাভ হইয়া থাকে।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতং।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নোদ্বিজঃ॥ ১০৮॥

যে পর্য্যন্ত না সমাবর্ত্তন স্নান হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী সায়ং প্রাতর্হোম, ভিক্ষা, ভূতলে শয়ন, গুরুর জলকুম্ভাদির আনয়নরূপ হিত কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই এব্রাহিমের শাসন সময়ে বাঙ্গালাতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। একারণ তৎকালে শিল্প, কৃষি ও তজ্জনিত বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঢাকায় মলমল ও মালদহে রেশমী বস্ত্র সকল অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। দেশীয় ব্যবসায়িগণ তৎকালে বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। মাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে ব্যবসায়ীগণের অন্ন হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ প্রসাদে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতে শিখিয়া দেশীয় শিল্পকার ও ব্যবসায়ীগণের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন। স্বদেশজাত দ্রব্যাদি আর তাঁহাদিগের বিলাস প্রিয়তার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেছে না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে বলিয়াছেন "সুয়া-ব্যক্তি যদি নিম্বও প্রদান করে, তাহা হইলে তাহা চিনি ও দুয়া চিনি প্রদান করিলেও তাহা কপাল গুণে নিম্ব হইয়া পড়ে।" এ কথার যাথার্থ্য আজ আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত যখন স্বাধীন বা সুয়া ছিলেন, তখন তাঁহার সামান্য দ্রব্যও ভারতবাসীর বিশেষ আদরের ধন ছিল, কিন্তু

এখন ভারত ছুয়া হইয়াছেন বলিয়া আর তাঁহার সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বস্তুগুলিও ভারতসন্তানগণের নয়নরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। সেই ব্যবসায়ীগণ উপায়াভাবে এখন বিষম দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পরগলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা আর দেখা যায় না। যাহা হউক, এব্রাহিমের এই শান্তিপূর্ণ শাসন সময়ে কোথায় বঙ্গবাসিগণ শান্তি সুখভোগ করিবেন, না দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় এমত একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যে বঙ্গালার সমুদয় বিষয়কার্য্য সম্পূর্নরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। বাণিজ্য প্রিয় ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ জাতিরও বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে বিষম বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। আমরা নিম্নে সংক্ষেপতঃ সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে, দাক্ষিণাত্যের একটী রাজ্য বিপ্লব নিবারণের নিমিত্ত তাঁহার তৃতীয় পুত্র সাজেহান তৎপ্রদেশে প্রেরিত হন। তিনি প্রভূত পরাক্রমসহকারে সেই বিপ্লবের নিবারণ করিয়া বিলক্ষণ [illegible]-তাশালী হইয়া উঠেন। তৎকালে বাদশাহ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একারণ যাহাতে দিল্লী সাম্রাজ্য সম্রাটের চতুর্থ পুত্র সাহরিয়ার "ইনি সেরখাঁর ঔররজাত নুরজাহানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন" হস্তগত হয়, তজ্জন্য সম্রাটপত্নী নুরজাহান বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সাজেহান তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেনএবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীর অনতিদূরে গিয়া পিতার নিকট পত্র দ্বারা কতিপয় অন্যায় বিষয়ের প্রার্থনাকরিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে অসম্মত হইলেন, পিতা পুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে বিজয় লক্ষ্মী জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইলেন। সাজেহান নিরুপায় হইয়া, দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নর্ম্মদানদীরতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হওয়াতে তিনি দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যা দিয়া একবারে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ঐ নগর হস্তগত করিয়া লইলেন। এই সময়ে পর্ত্তুগিজদিগের বাঙ্গালা দেশে বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল। সাজেহান তাঁহাদিগের তদানীন্তন গবর্ণর মাইকেল রড্রিকের নিকট স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে কতিপয় কামান ও তদুপযুক্ত ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রড্রিক, পাছে সাজেহান পরিণামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে না পারেন, এই শঙ্কায় তাঁহার প্রার্থনা

পরিপূরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে পরিণামে বিলক্ষণ ফলভোগও করিতে হইয়াছিল। ভাবী সম্রাট সাজেহানের মনে পর্তুগীজদিগের উপরে বিলক্ষণ বিদ্বেষ জন্মিয়া রহিল। যখন দিল্লীর সিংহাসন তাঁহার করতলগত হয়, তিনি পর্তুগীজদিগের অনিষ্টসাধনে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, অতঃপর সাজেহান বর্দ্ধমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহলে যাত্রা করিলেন এবং সুবেদার এব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বহস্তে বাঙ্গালার সুবেদারী ভার গ্রহণ করিলেন।

সাজেহানের পর খানাজাদ খাঁ নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গালার সুবেদার হন। তিনি দিল্লীশ্বরকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। এই জন্য বাদশাহ ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে ফেদো খাঁ নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব লই-বেন নিয়ম করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবেদারী পদ প্রদান করেন। কিন্তু ফেদো খাঁর অদৃষ্ট দোষে ঐ বৎসরেই সম্রাটের মৃত্যু হইল এবং সাজেহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি অবিলম্বে ফেদো খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র কাসিম খাঁকে বঙ্গদেশের সুবেদার করিয়া পাঠা-ইলেন। কাসিম বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই সম্রাটকে পত্র লিখিলেন " যে পর্তুগীজেরা হুগলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা নিজে হুগলীর নিকটস্থ বাণিজ্যতরী সমূহের শুল্ক আদায় করিতেছে এবং অনেকে আরাকানের নিকট জলদস্যুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) (২০) হইতে আপনাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমুদায় উঠাইয়া হুগলীতে আনিয়াছে এবং অধিকাংশ সময় আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনের বিঘ্ন জন্মাইতেছে।" সাজেহান এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধের উপযুক্ত অবসর বুঝিতে পারিয়া কাসিমকে লিখিলেন, "তুমি অবিলম্বে তাহাদিগকে আমার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেও।" এ স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য, পর্তুগীজেরা একেবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য-কার্য্যের বিষম বিশৃঙ্খলা ও হীনদশা উপস্থিত হইল। কাসিম খাঁ ১৬৩১ খ্রীঃ

(২০) Satgong was known to the Romans by the name of Ganges region. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the Kings of the country ; and said to have been of all immense size.

অব্দে তাহাদিগকে হুগলীতে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৩০০ শত জাহাজ ভস্মীভূত ও ১০০০ সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজকে হত এবং স্ত্রীলোক সমেত ৪৪০০ লোককে বন্দী করেন। তাহার মধ্য হইতে যাজকেরা সম্রাটের পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও সুন্দরী রমণীগণ দিল্লীর অন্তঃপুর শোভার্থ প্রেরিত হন। এই সময়ে হুগলীতে একজন স্বতন্ত্র শান্তিরক্ষক ফৌজদার নামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার কোন স্থানেই বাণিজ্য করিতে আসিতে পারেন নাই। ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে কাসিম খাঁর মৃত্যু হইলে আজিম খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইহাঁরই সময়ে সম্রাট সাজেহানের আদেশানুসারে (২১) ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বালেশ্বরের অন্তর্গত পিপ্‌লীতে বাণিজ্য করিবার প্রথম অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তথায় তাঁহারা বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন (২২)। গঙ্গার মধ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলে ইংরেজেরাও পাছে পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, এই আশঙ্কা করিয়া সুবেদার তাঁহাদিগকে গঙ্গার মধ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে কোন প্রতিবন্ধকই অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই সময়ে ইংরেজদিগের পক্ষে এমন একটী অনুকূল ঘটনা হইল, যে তাঁহারা সহজে সিদ্ধকাম হইয়া কেবল গঙ্গায় আসিয়া

(২১) সম্রাট সাজেহান ইংরেজদিগকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে যে সনন্দ (ফারমান) দিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত কোম্পানিকে অবগত করিবার জন্য উইলিয়ম মেথ্‌ওল্‌ড সুরাট হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার অবিকল অংশ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসের উপসংহার ভাগ হইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Extract of a letter from William Methwold &c dated Surat 21 st February 1633 to the Company.

The second present, we received from Agra the King's Firmand, which gives liberty of trade unto us in his whole Country of Bengal, but restrains of our shipping only unto the port of Piply; which firmand was sent unto us by a servant of our own, which was dispeeded unto Agra.

(২২) See the Bruce's annals of the East Indian Company A. D 1633.

বাণিজ্য করা দূরে থাকুক, সমুদয় বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট সাজেহান যখন দাক্ষিণাত্যে শিবির সন্নিবেশন করিয়াছিলেন, তখন ঐ স্থানে তাঁহার এক কন্যার গাত্রবস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ভীত ও ব্যস্ত হইয়া একজন সুচিকিৎসকের জন্য মন্ত্রী আসফ খাঁকে দিয়া সুরাটে ইংরেজ শিবিরে বলিয়া পাঠান। বাউটন সাহেব তৎকালে "হোপওয়েল" নামক একখানি জাহাজের সার্জ্জন হইয়া আইসেন। তিনি ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট শিবিরে প্রেরিত হইলেন; এবং অনতিকাল মধ্যে বাদশাহকন্যাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এই ঘটনায় সম্রাট তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত পারিতোষিক গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন প্রার্থনা করিলেন না। যে স্বদেশহিতৈষিতাগুণে বৃটনবাসিরা প্রসিদ্ধ, তিনি তাহার বশবর্ত্তী হইয়া বিনা শুল্কে কোম্পানির বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার ও কুঠি নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই প্রার্থনায় বাদসাহ সম্মত হইলেন। তিনি তথা হইতে যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে একখানি জাহাজ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি সেই জাহাজের সমুদায় দ্রব্য সম্রাটদত্ত ক্ষমতানুসারে বিনা শুল্কে বিক্রয় করিলেন (২৩)। এই অবধি কোম্পানির বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লাভ হইল।

---

(২৩) "In the year of the Hejira 1046 A D 1636 a daughter of the emperor Shah Jehan having been dreadfully burnt, by her clothes catching fire, an express was sent to Surat, through the recommendation of the Vazier Assuf Khan, to desire the assistance of an European Surgeon. For this Service the council at Surat nominated Mr. Gabriel Boughton, Surgeon of the Ship Hopewell, who immidiately proceeded to the Emperor's Camp, then in the Dekkan, and had the good fortune to cure the young Princess of the effects of her accident. Mr Boughton, in consequence, became a great favourite at Court; and having been desired to name his reward, he, with that liberality which characterizes Britons, sought not for any private emolument; but solicited that his nation might have

আজিম খাঁর পর ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট সাজেহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার সুবেদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে সম্রাট বিহার প্রদেশকে বাঙ্গলা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেন। সুজা বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াই ঢাকা হইতে আপনার রাজধানী রাজমহলে উঠাইয়া আনেন এবং ঐ নগরকে বিবিধ সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত করেন। তাঁহার পরিজনগণ তথায় অবস্থিতি করিতেন (২৪)। তথায় সুজার অবরোধবাসিনী কোন এক রমণীর পীড়া উপস্থিত হইল। বাউটন সাহেব তথায় গমন ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় কোম্পানির বাণিজ্যোন্নতির জন্য রাজমহল ও হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন।

অতঃপর ব্রিজমান নামে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বাণিজ্য ও কুঠি স্থাপনার্থ রাজমহলে প্রেরিত হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই বাউটন মানবলীলা সম্বরণ করেন, তথাপিও সুজা ইংরেজদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ প্রকাশে বিরত হন নাই (২৫)।

সুজা অত্যন্ত শান্ত সুশীল নিরপেক্ষ ও সুন্দরীরমণীপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই শান্তিসুখ বিরাজমান থাকাতে বঙ্গবাসিগণ তৎকালে পরম সুখে দিনযাপন করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি শেষে আরঙ্গেবের সেনানী মীরজুম্লার নিকটে পরাভূত হইয়া আরাকানে পলায়ন করেন। অবশেষে নদীতে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এস্থলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্তের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। অতএব তাহা

---

liberty to trade, free of all duties, to Bengal, and to establish factories in that country. His request complied with, and he was furnished with the means of travelling across the country to Bengal. Upon his arrival in that province, he proceeded to Pipley, and in the year 1638 an English ship happening to arrive in that port, he, in virtue of the Emperor's 3rman, and the privileges granted to him, negociated the whole of the concerns of that Vessel without the payment of any duties. See the History of Bengal. Section 1. By Charles Stewart.

(২৪) See the translation of Faria De Souza's History Vol III.

(২৫) See the Bruce's annals of the History of India A D 1651—2.

পরিত্যক্ত হইল। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তাঁহার সময়ে ইংরেজ বণিকগণ পাটনার নিকটস্থিত সিঙ্গির প্রভৃতি স্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরা সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেন। তখন ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব নিবন্ধন সোরা অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত বলিয়া এদেশীয় ইংরেজগণ সোরার বাণিজ্যে এমত রত ছিলেন, যে তজ্জন্য পিকক সাহেবের সহিত সুবেদারের লোকদিগের দুই একটী বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদে পিকক সাহেবই জয় লাভ করেন।

ইতিপূর্ব্বেই কোম্পানি করমণ্ডল উপকূলে মছলিপত্তনে আপনাদিগের বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে ঐ কুঠি আরমিগাঁমে উঠাইয়া লইয়া যান। কিন্তু সেখানেও বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফ্রান্সিস ডে, চন্দ্রগিরির অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ বিজয় নগরীর শেষ হিন্দু রাজার আহ্বানানুসারে তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। তথায় ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে সমুদ্রের উপকূলে একখণ্ড ভূমি লইয়া বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করা হয়। এই সামান্য ভূমিখণ্ডই শেষে প্রকাণ্ড মান্দ্রাজ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। ডে সাহেব দেশীয় বণিকদিগের প্রত্যয়ের জন্য তাহা দুর্গবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং তদুপরি ১২ টী কামান স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ যোদ্ধার সম্মান বৃদ্ধির জন্য উহার নাম ফোর্টসেণ্টজর্জ্জ রাখিয়া দিলেন (২৬) এইরূপে মান্দ্রাজ মহানগরীর সূত্রপাত

(২৬) "The first factory of the Company on the Coromondel Coast, was opened at Musulipatan, whence it was removed in 1625 to Armegan. The trade was not however, found to be remunerative, and Mr. Day. the Superintendent, accepted the invitation of the Raja of Chundergiry the last representative of the great Hindoo dynasty of Bejoynagar, to remove the establishment to his territories. In a small village, on the coast of a plot of ground, was marked out, on which in 1639. he erected the factory; which afterwards expanded into the great City of Madras. To give confidence to the native merchants it was surrounded by a fortification, with twelve guns, and in honour of the great champion of England was called Fort St. George. History of India. By John Clark Marshman. Chapter VIII.

হইলে ঢাকা হইতে মসলিন ও দাক্ষিণাত্য হইতে তুলাদি লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হইল। ভারত এই সময় হইতে মাঞ্চেষ্টারের তুলা যোগাইবার ভার লইলেন!! কোম্পানি ক্রমে ক্রমে ইহার নিকটস্থিত অন্য অন্য স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজকে একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ইংলণ্ডেশ্বর রাজা প্রথম চারল্‌সের (২৭) পার্লিয়ামেণ্টের সহিত তুমুল বিবাদ এবং ভারতবর্ষে সাজেহানের মৃত্যু হওয়াতে দারা আরঞ্জেব সুজা ও মোরাদের পরস্পর ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন বঙ্গদেশে কোম্পানির বাণিজ্য কার্য্যের ক্রমশঃ দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠে। ইতিহাসতত্বজ্ঞ পাঠকেরা অবগত আছেন, পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিবাদে প্রথম চার্লস ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে হত এবং ক্রমওয়েল নামে (ইনি প্রথমতঃ কৃষকের কার্য্য করিতেন) একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন, কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি 'প্রোটেক্টর' উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। নানাপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজ্যতন্ত্র বিষম গোলযোগ পূর্ণ হয়। অবশেষে ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজবংশীয় (দ্বিতীয় চার্লস) পুনঃ সিংহা-

---

(২৭) প্রথম চারল্‌স ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি ইংরেজদিগকে বাণিজ্য কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করার পরিবর্ত্তে বরং "সিপ ট্যাক্স" নামক একটী ট্যাক্স পুনঃ স্থাপিত করিয়া বকিংহাম বাসী হাম্‌ডেন নামা জনৈক ব্যক্তিকে ও পিউরিটানদিগকে অপমান ও অত্যাচার করায়, কতকগুলি পিউরিটান ইংলণ্ড পরিত্যাগ পুর্ব্বক আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কৃষিকর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হন। এইরূপে বিখ্যাত ইউনাইটেড ষ্টেটে ইংরেজ জাতির প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহা ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে দল প্রথমতঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা "পিলগ্রিম ফাদার" নামে খ্যাত। ফল কথা চারল্‌স পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা নিবন্ধন ইংলণ্ডের বা ভারতবাসী ইংরাজদিগের কোনরূপ উপকার করিতে পারেন নাই। "The King Charles first opposed them (to the Puritans) cruelly for ship moneytax, and some Puritans left England and went to America; which was then very little inhabited, and they settled and tilled the land, and their descendants live there to this day. This was the commencement of the great English nation in America called the United States; and this first band of colonist are known as the Pilgrim Father. History of England. Complied under the direction of E. Lethbridge M. A.

সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোম্পানিকে একখানি নূতন সনন্দ (চার্টার) লিখিয়া দিলেন। ভারতবর্ষে আরঙ্গেব কৌশল জাল বিস্তার করিয়া আপন সহোদর দারা সুজা ও মোরাদকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ইহার পর অবধি ইংরেজদিগের বাণিজ্য কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তৃত ও উন্নত হইতে লাগিল। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের গতিবিধি হইতে আরম্ভ হইল। মুসলমানদিগের সৌভাগ্য সূর্য্যও এই সময় হইতে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই নগর কিরূপে কোম্পানির হস্তগত হইল, এবং কিরূপে আজ সমৃদ্ধিতে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল, তদ্বর্ণনাও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। তদ্বর্ণনার সঙ্গে ইংরেজ বাণিজ্য বহুল পরিমাণে অনুস্যূত আছে। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডাধীশ্বর দ্বিতীয় চারল্‌স পর্ত্তুগালের রাজকন্যা, ক্যাথেরাইন অব ব্রগেঞ্জাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ পর্ত্তুগালের রাজার নিকট হইতে বোম্বাই ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী ক্ষুদ্র জনপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ স্থান শাসনের জন্য আরল অব মারলবোর্গকে একখানি অর্ণবপোত ও কতকগুলি লোক দিয়া বোম্বাইয়ে প্রেরণ করেন। আরল ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থান স্বহস্তে রাখিয়া আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া সমুদায় বিষয় ইংলণ্ডেশ্বরের গোচর করিলেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আর উহা অধিক কাল স্বহস্তে রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কোম্পানিকে বিক্রয় করিলেন (২৮)। এক্ষণে বোম্বাই নগর কোম্পানির বন্দোবস্তের ও বাণিজ্যের গুণে ১০০০০ হইতে ৫০০০০০ অধিবাসীর আবসথ ও প্রায় ৩০০০০০০০ কোটী টাকা বাণিজ্যের আলয় হইয়াছে। দুই এক বিষয়ে কলিকাতা ভিন্ন ভারতে ইহার সমকক্ষ আর কোন নগরই নাই। বাণিজ্য প্রভাবে কি না হইতে পারে? টাকা হইলে জঙ্গলও সুসমৃদ্ধ নগর হইয়া উঠে।

ঐ সময়ে বোম্বাই নগরে চা-র বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। টমাস গ্যারাওয়ে ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে ভারতীয় চা বাণিজ্যের পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন। তখন ইংলণ্ডে চা প্রতি সের ১০০ টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। তখন রাজা রাজপুত্র ও প্রধান ধনশালী ব্যক্তিরাই চা

(২৮) See the Bruce's annals of the East Indian Company.

খাইতেন। পরে মধ্যবিত্ত লোকেরা চা খাইতে আরম্ভ করিলেও প্রতি সের প্রায় ৮ হইতে ১৬ টাকা ১৬ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। এখন ইহা সামান্য নাবিকেরাও খাইতেছে। লণ্ডন নগরে টমাস গ্যারাওয়ের কফি-হাউস অদ্যাপিও আছে। কোম্পানি প্রথমতঃ এদেশ হইতে ১০০ পাউণ্ড— উৎকৃষ্ট চা লইয়া যান। এখন এদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮৫০০০০০ পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভাগলপুর। শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

উপরে পঞ্চবিংশতি পদার্থের কথা বলা হইল, ইহার সমুদায় প্রত্যক্ষ হয় না। যে সকল পদার্থ চক্ষুগ্রাহ্য না হয়, সূত্রকার স্বয়ংই কহিয়াছেন, অনুমান-রূপ প্রমাণ দ্বারা সে গুলির জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই অপ্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থের কোন্ হেতু বলে অনুমান হয়, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইতেছে।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য। ৬২ ॥ সূ।

বোধ ইত্যনুবর্ত্ততে স্থূলং তাবচ্চাক্ষুষমেব তচ্চ তন্মাত্রকার্য্যতয়া উক্তং। ততঃ স্থূলভূতাৎ কার্য্যাৎ তৎকারণতয়া তন্মাত্রানুমানেন স্থূলবিবেকতোবোধ ইত্যর্থঃ। আকাশসাধারণ্যায় স্থূলত্বমত্র বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণকত্বং শান্তাদি-বিশেষবত্বং বা। তন্মাত্রাণিচ স্বজাতীয়েষু শান্তাদিবিশেষত্রয়ং ন তিষ্ঠতি তজ্জাতীয়ানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানামাধারভূতানি সূক্ষ্মদ্রব্যাণি স্থূলানা-মবিশেষাঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়। পঞ্চতন্মাত্রশব্দে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত। এই সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম ভূত যখন স্থূল ভূতের কারণ হইল, তখন কার্য্যভূত স্থূল ভূত হইতে সেই কারণরূপ সূক্ষ্ম ভূতের অনুমান দুরূহ হইতেছে না।

বাহ্যান্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য। ৬৩ ॥ সূ।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যামিন্দ্রিয়াভ্যাং তৈঃ পঞ্চতন্মাত্রৈশ্চ কার্য্যৈস্তৎকারণতয়া অহ-ঙ্কারস্য অনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা অহঙ্কারের অনুমান হয়। সূক্ষ্ম

পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারের কার্য্য। কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান লোকসিদ্ধ।

তেনান্তঃকরণস্য। ৬৪ ॥ সূ।

তেন অহঙ্কারেণ কার্য্যেণ তৎকারণতয়া মুখ্যস্য অন্তঃকরণস্য মহদাখ্য-বুদ্ধেরনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

অহঙ্কার দ্বারা অন্তঃকরণের অনুমান হয়।

অন্তঃকরণ শব্দের অর্থ মহত্তত্ত্ব। ইহার অপর পর্য্যায় বুদ্ধি। এই মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার। কার্য্যভূত অহঙ্কার হইতে কারণভূত মহত্তত্ত্বের অনুমান হওয়া বিচারসঙ্গত।

ততঃ প্রকৃতেঃ। ৬৫ ॥ সূ।

ততোমহত্তত্বাৎ কার্য্যাৎ কারণতয়া প্রকৃতেরনুমানেন বোধইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

কার্য্যভূত মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে।

মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতি যদি না থাকিত, মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইত না, এইরূপ তর্ক দ্বারা প্রকৃতি অনুমানসিদ্ধ হইতেছে।

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য। ৬৬ ॥ সূ।

সংহননমারম্ভকসংযোগঃ সচাবয়বাবয়ব্যভেদাৎ প্রকৃতিকার্য্যসাধারণঃ। তথা চ সংহতানাং প্রকৃতিতৎকার্য্যাণাং পরার্থত্বানুমানেন পুরুষস্য বোধ ইত্যর্থঃ। তদযথা বিবাদাস্পদং প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবদিত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহতএব পুরুষঃ সিদ্ধ্যতি তস্যাপি সংহতত্বেঽনবস্থাপত্তেঃ। ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদির পরার্থতা হেতুক পুরুষের অনুমান হইতেছে।

সংহত শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদি। এ সকলের নিজের ভোগাপবর্গ নাই, ইহারা শয্যাসনাদির ন্যায় পরের ভোগার্থ হয়। পুরুষ অসংহত স্বতঃ প্রকাশ। সংহত শব্দের প্রকৃত অর্থ এই, মিলিয়া কার্য্যকারী। প্রকৃতি মহদাদি পরস্পর সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু পুরুষের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অপরের সাহায্য গ্রহণের অপেক্ষা নাই। পুরুষ চিন্ময় স্বতঃপ্রকাশ।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতি মহদহংকারাদি সমুদায়ের মূল। সকলের মূলীভূত সেই প্রকৃতি নিত্য কি অনিত্য তাহার মূল আছে কি না; এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা হইতেছে।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলং। ৬৭ । সূ।

ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং মূলমুপাদানং প্রধানং মূলশূন্যং। অনবস্থাপত্ত্যা তত্র মূলান্তরাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ভা।

সকলের মূল যে প্রকৃতি, তাহার মূল নাই, অতএব যে মূলশূন্য হইল; তাহার মূল আছে, এ কথা বলিলে অনবস্থা প্রসঙ্গ হয়।

তুমি বলিলে প্রকৃতির মূল নাই, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব পুরুষ প্রকৃতির মূল হউক, প্রতিবাদির এই আশঙ্কিত বাক্যের নিরাসার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যেপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রং। ৬৮। সূ।

অবিদ্যাদিদ্বারেণ পরম্পরয়া পুরুষস্য জগন্মূলকারণত্বেপি একস্মিন্ বিদ্যাদৌ যত্র কুত্রচিন্নিত্যো দ্বারে পরম্পরায়াঃ পর্য্যবসানং ভবিষ্যতি পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ। অতোযত্র পর্য্যবসানং সৈব নিত্যা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ। ভা।

প্রকৃতি পরিণামী। এই দৃশ্যমান পদার্থ সকল প্রকৃতিরই পরিণাম অর্থাৎ বিকার। পক্ষান্তরে পুরুষ অপরিণামী। অতএব পুরুষ পরম্পরাসম্বন্ধে সকলের মূল হইতে পারেন না। পুরুষ যদি মূল না হইলেন, পরম্পরাসম্বন্ধে অবিদ্যা হউক, আর প্রকৃতি হউক, এক জনকে মূল বলিতে হইবে। যেখানে গিয়া পরম্পরার শেষ হইবে, তাহাকে আমি নিত্য প্রকৃতি বলিব। প্রকৃতি মূল কারণের সংজ্ঞামাত্র। যে মূল কারণ, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষের পরিণাম নাই, প্রকৃতি অথবা অবিদ্যা ইহার অন্যতর কে মূল কারণ? এই লইয়া যে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সমাধান করা হইতেছে।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ। ৬৯। সূ।

বস্তুতস্তু প্রকৃতের্মূলকারণবিচারে দ্বয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোরাবয়োঃ সমানঃ পক্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা প্রকৃতেরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবমবিদ্যায়া-অপি ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতিকে মূল কারণ বল, আর অবিদ্যাকে মূল কারণ বল, সমান কথা। প্রকৃতির যেমন গৌণ উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যারও তেমনি উৎপত্তি শুনা গিয়া থাকে।

যেরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান জন্য জ্ঞান হয়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। সে জ্ঞান সকলেরই হইতে পারে। তবে আর তত্ত্বজ্ঞানমূলক প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ বিবেক সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা কি? সূত্রকার এই আশঙ্কায় নিম্ন লিখিত পরিহার করিতেছেন।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৭০। সূ।

শ্রবণাদাবিব মননেঽপি অধিকারিণস্ত্রিবিধামন্দমধ্যমোত্তমাইত্যতোন সর্ব্বেষামেব মননিয়মঃ কুতর্কাদিভির্মন্দমধ্যময়োর্বাধসৎপ্রতিপক্ষতাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। মন্দৈর্হি বৌদ্ধাদ্যুক্তকুতর্কজাতেনোক্তানুমানানি বাধ্যন্তে। মধ্যমৈশ্চ বুদ্ধাদ্যুক্তৈরেব বিরুদ্ধাসল্লিঙ্গৈঃ সৎপ্রতিপক্ষিতানি ক্রিয়ন্তে অত উত্তমাধিকারিণামেবৈতাদৃশমননং ভবতীতি ভাবঃ। প্রকৃতেঃ স্বরূপং গুণসাম্যংপ্রাগেবোক্তং। সূক্ষ্মভূতাদিকং চ প্রসিদ্ধমেবাস্তীতি। ভা।

উত্তম মধ্যম অধম এই তিন প্রকার অধিকারী আছে। বৌদ্ধাদির কুতর্ক পূর্ণ বাক্যে মধ্যম ও অধমের বুদ্ধি বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব সকলেরই বিবেক জন্মিবে এ নিয়ম নয়।

এক্ষণে মহৎ ও অহঙ্কারের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ৭১। সূ।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনোমননবৃত্তিকং। মননমত্র নিশ্চয়স্তদ্বৃত্তিকা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য। উহারই নাম মন, উহাকে বুদ্ধি বলিয়া থাকে।

চরমোঽহঙ্কারঃ। ৭২। সূ।

তস্যানন্তরোষঃ সোঽহঙ্করোতীতি অহঙ্কারোঽভিমানবৃত্তিকইত্যর্থঃ। ভা।

মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার। আমি করিতেছি, অহঙ্কার শব্দের এই ব্যুৎপত্তি। উহার অর্থ অভিমান।

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাং। ৭৩। সূ।

সুগমং। এবং ত্রিসূত্রীং ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা অপাস্তা। ভা।

সূক্ষ্ম ভূত স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা অহঙ্কারের কার্য্য।

তুমি প্রকৃতিকে সকলের কারণ বলিতেছ, কিন্তু সৃষ্টির যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতি অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, তোমার মতেই মহত্তত্ব অহঙ্কারের কারণ, প্রকৃতি অহঙ্কারের কারণ নয়। অতএব তোমার স্ববাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে। এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ। ৭৪। সূ।

পারম্পর্য্যেপি সাক্ষাদহেতুত্বেঽপি আদ্যায়াঃ প্রকৃতের্হেতুতাঽহঙ্কারাদিষু মহদাদিদ্বারাস্তি। যথা বৈশেষিকমতে অণূনাং ঘটাদিহেতুতা দ্ব্যণুকাদিদ্বারৈবেত্যর্থঃ। ভা।

যেমন বৈশেষিকমতে পরমাণু দ্ব্যণুকাদিদ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে ঘটাদির কারণ হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু ইত্যাদিক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়, তেমনি প্রকৃতি মহদাদিদ্বারা অহঙ্কারাদির কারণ হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, পরম্পরা সম্বন্ধে অহঙ্কারাদির কারণ।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, পুরুষ কারণ না হইয়া প্রকৃতি জগতের কারণ হইল, ইহার কারণ কি? সূত্রকার এই আপত্তির নিম্নলিখিত খণ্ডন করিয়াছেন।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ। ৭৫ ॥ সূ ॥

দ্বয়োরেব পুম্প্রকৃত্যোরখিলকার্য্যপূর্ব্বভাবিত্বেঽপ্যেকতরস্য পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন কারণতাহান্যা অন্যতরস্যাঃ কারণত্বৌচিত্যমিত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় নিত্য হইলেও পুরুষের পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই। বিকারের নামই সৃষ্টি। অতএব পুরুষ কারণ হইতে পারেন না। পুরুষ যদি কারণ না হইলেন, তাহার যদি কারণতার হানি হইল, তাহা হইলে প্রকৃতির কারণতা সুতরাং ঘটিয়া উঠিল।

সম্প্রতি প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানং ॥ ৭৬ ॥ সূ।

সর্ব্বোপাদানং প্রধানং ন পরিচ্ছিন্নং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাদানত্ব-মত্র হেতুগর্ভবিশেষণং। পরিচ্ছিন্নে তদসম্ভবাদিতি। ইত্যাদি॥ ভা॥

সকলের কারণ যে প্রকৃতি, তিনি পরিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যিনি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অব্যাপক হন, তিনি সকলের কারণ হইতে পারেন না। প্রকৃতি সকলের কারণ বলিয়া ব্যাপক। অন্য অন্য পদার্থ ব্যাপ্য।

প্রকৃতি যে ব্যাপক, তাহার আরো প্রমাণ আছে।

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥ ৭৭॥ সূ।

তেষাং পরিচ্ছিন্নানাং উৎপত্তিশ্রবণাচ্চ। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যমিত্যাদিশ্রুতিষু মরণধর্ম্মকত্বেন পরিচ্ছিন্নস্যোৎপত্ত্যবগমাৎ। শ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চেত্যর্থঃ॥ ভা॥

যে সকল পদার্থ পরিচ্ছিন্ন, তাহার উৎপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে সকল পদার্থ জন্য তাহারা ব্যাপ্য আর যে সকল পদার্থ জন্য নয়, তাহারা ব্যাপক।

সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের কারণ। এই মতের সমর্থনার্থ সূত্রকার অন্য অন্য মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ॥ ৭৮॥

অবস্তুনোঽভাবান্ন বস্তুসিদ্ধির্ভাবোৎপত্তিঃ। শশশৃঙ্গাজ্জগদুৎপত্ত্যা মোক্ষাদ্যনুপপত্তেঃ। তদদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ॥ ভা॥

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।

অভাববাদিরা বলেন অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সূত্রকার এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন, জগৎ ভাবপদার্থ, সে অভাব হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

যদি বল জগৎ স্বপ্নের ন্যায়, অভাব পদার্থ। এই আশঙ্কায় সূত্রকার সূত্রান্তরের অবতারণা করিতেছেন।

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বং। ৭৯॥ সূ॥

স্বপ্নপদার্থস্যেব প্রপঞ্চস্য বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নাস্তি। তথা শঙ্খপীতি-মাদেরিব দুষ্টেন্দ্রিয়াদিজন্যত্বমপি নাস্তি দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাদিত্যতো ন কার্য্যস্য অবস্তুত্বমিত্যর্থঃ॥ ভা॥

জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, শ্রুতিতে এ কথা বলে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিলে শঙ্খকে পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সে পীতত্বজ্ঞান দুষ্ট ইন্দ্রিয় জন্য। জগৎ তেমন কোন দুষ্ট কারণ জন্য নয়, অতএব শঙ্খে পীতত্বজ্ঞানের ন্যায় জগৎ অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক পদার্থ নহে।

এ স্থলে বৈদান্তিকের সহিত সাঙ্খ্যমতাবলম্বিদিগের মহান্ বিরোধ দেখা যাইতেছে। বেদান্তিকেরা বলেন, বস্তু পরব্রহ্ম, তাহাতে অবস্তু জগতের আরোপ করা হয়। জগৎ ভ্রমাত্মক পদার্থ, প্রকৃত পদার্থ নয়। কিন্তু সাঙ্খ্যেরা ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন। ইহাঁরা জগৎকে সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সূত্রকার অভাববাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বেদান্তমতেরও খণ্ডন করিতেছেন।

অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয় না বলা হইয়াছে, কেন হয় না, এক্ষণে সেই কারণের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

ভাবে তদ্যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮০ ॥ সূ।

ভাবে কারণস্য সদ্রূপত্বে তদ্যোগেন সত্তাযোগেন কার্য্যসিদ্ধির্ঘটেত কারণস্য অভাবে অসদ্রূপত্বে তু তদভাবাৎ কার্য্যস্যাপ্যসত্বাৎ কথং বস্তুভূতকার্য্যসিদ্ধিঃ কারণস্বরূপস্যৈব কার্য্যস্যৌচিত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

কারণ যেরূপ, কার্য্যের সেইরূপ হওয়াই উচিত, কারণ যদি ভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইতে ভাবরূপ কার্য্যোৎপত্তি হওয়াই সঙ্গত হয়; আর কারণ যদি অভাবরূপ হয়, তাহা হইতে কিরূপে ভাবরূপ কার্য্যোৎপত্তি ঘটিতে পারে।

যদি বল কর্ম্মই জগৎ কারণ, প্রকৃতি কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

ন কর্ম্মণউপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১ ॥ সূ।

কর্ম্মণোঽপি ন বস্তুসিদ্ধিঃ নিমিত্তকারণস্য কর্ম্মণো ন মূলকারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানত্বাযোগাৎ। কল্পনাহি দৃষ্টান্তানুসারেণৈব ভবতি বৈশেষিকোক্তগুণানাং চোপাদানত্বং ন কাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্মশব্দোঽবিদ্যাদীনামপ্যুপলক্ষকো গুণত্বাবিশেষেণ তেষামপ্যুপাদানত্বাযোগাৎ। চক্ষুষঃ পটলাদিবদবিদ্যায়াশ্চেতনগতদ্রব্যত্বে তু প্রধানস্য সংজ্ঞামাত্রভেদইতি ॥ ভা ॥

প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ, কিন্তু কর্ম্ম সে উপাদান কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যমতে কর্ম্ম গুণমধ্যে পরিগণিত। গুণ কখন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না।

আর্য্যধর্ম্মের অবনতির কারণ।

পরম পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ক্রমিক অবনতির যে যে কারণ পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয়ই প্রধান।

১। প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস।

২। সংস্কৃত ভাষার উত্তমরূপ আলোচনার অভাব।

৩। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতা।

৪। হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালনের সমধিক কষ্টসাধ্যতা।

৫। রীতিমত ধর্ম্ম প্রচারাভাব।

৬। শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীর অনুচিত ব্যবহার।

৭। ধর্ম্ম সংস্কারে উপেক্ষা।

৮। গুরুদিগের শিক্ষার অভাব এবং অসচ্চরিত্রতা।

উল্লিখিত কারণসমষ্টির প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

১। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস।

প্রকৃতির রঙ্গভূমিসদৃশ এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে অতীব রমণীয় পদার্থ সমূহে পরিশোভিত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে যে সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একমাত্র ভারতে তদনুরূপ সমুদায়ই বিশ্বপতির বিচিত্র নির্ম্মাণ কৌশলে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সংস্থাপিত ছিল। কোথাও উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী নগেন্দ্র রাজী, কোথাও নয়নাভিরাম শ্যামল শস্য-পরিশোভিত সমতল ক্ষেত্র; কোথাও সৌরকর-প্রতপ্ত ভীষণ-দর্শন বিস্তীর্ণ মরুভূমি; আবার কোথাও কলস্বনা মৃদুগামিনী অমৃতবর্ষিণী স্রোতস্বতী। এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক পদার্থ নয়ন পথে পতিত হইলে কাহার না মন ও প্রাণ কাড়িয়া লয়? কাহার হৃদয় ভক্তিভাব ও প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া সেই বিশ্বশিল্পির অপ্রতিম কারুকার্য্যের অশেষ প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যদিও কালের প্রচণ্ড আবর্ত্তনে তাদৃশ

শোভার অনেক রূপান্তর সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নয়, তথাপি ভারত এখনও নৈসর্গিক শোভায় পৃথিবীর নন্দন কানন। যে দেশের প্রাকৃতিক পদার্থ সকল যত মনোহর, সে দেশের অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণ তত কল্পনাপ্রিয় হইবে; ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং তাদৃশ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত দেখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ ভক্তিভাবে পুলকিত হইয়া কল্পনানুরূপ স্বীয় অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিলেন। যখন দেবর্ষি নারদ মহর্ষি ব্যাসকে তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন ব্যাসদেব অন্তরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং বাহিরে স্বীয় আরাধ্য দেবতা সেই নিরাকার পরব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং।"

হে প্রভো! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু আমি ধ্যানদ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; হে অখিলগুরো! তুমি বচনাতীত, কিন্তু আমি যে পদ্ধতিতে তোমার স্তুতি করিয়াছি, তদ্দ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদির বিধান করিয়া তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়াছি। অতএব হে জগদীশ! আমি তোমার বিকলতারূপ যে এই তিনটী দোষ করিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর।

আবার ধর্ম্মশাস্ত্র কহিতেছেনঃ—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"

সাধকদিগের হিতের (উপাসনার সুবিধার) নিমিত্তই ব্রহ্মের রূপকল্পনার আবশ্যকতা।

সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং যাঁহার কল্পনা যে দিকে পরিচালিত হইল, তিনি স্বীয় আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি তদনুরূপ গঠিত করিলেন। কেহ বা দিন দিন নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষ্যাদি আকৃতিমৎ পদার্থের উদ্ভব দর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ভাবককেও

আকৃতিমান্ জ্ঞান করিলেন। এইরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। কেহ বা অনন্ত জীবরাজির প্রাত্যহিক আহারের আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া একজন অসীম ক্ষমতাশালী শরীরী পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। এইরূপে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর উদ্ভব হইল। আবার কেহ ব্যাধি প্রভৃতিতে জীবপ্রবাহের আংশিক সংহার দ্বারা জীবের আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবীর ভাবী অকল্যাণ তিরোহিত হইতেছে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুতে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত প্রসারিত দেখিলেন, তদনুসারে সংহর্ত্তা রুদ্র দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিলেন। কেহ বা সদ্বক্তার মুখকন্দরনিঃসৃত অমৃতায়মান বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বাগ্‌দেবীর সৃষ্টি করিলেন। আবার কেহ বা শস্য সম্পত্তির জীবন সংরক্ষণোপযোগিতা ধ্যান করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করিলেন। এইরূপে সৌভাগ্যবিধায়িনী লক্ষ্মীর সৃষ্টি হইল। এইরূপে শত শত লোকে শত শত রূপে একমাত্র নিরাকার ও নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের রূপকল্পনা করিলেন। ক্রমে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রাকারে পরিণত হইল। এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলদেশে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" ব্রহ্ম নিহিত থাকিতেও উপাস্য দেবতাভেদে উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রকাশিত হইল। তাই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেনঃ—

" বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নানাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনোযেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ভাবার্থ—ভিন্ন ভিন্ন বেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক মুনি আবার ভিন্ন ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, অতএব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব পর্ব্বত গুহায় নিহিত (মনুষ্যের অপরিজ্ঞাত) রহিয়াছে, সুতরাং মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পন্থা (তদ্রূপ আচরণই আমাদিগের কর্ত্তব্য।)

যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর দেশ হইতে মূল সত্য নিষ্কাশিত করিতে যাইয়া জগন্মান্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নরদেব যুধিষ্ঠিরও পরাভব মানিয়াছেন, জড়বুদ্ধি অধুনাতন জনগণ তাহাতে কিরূপে দন্তস্ফুট করিবে? আমরা যে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ, তাহারই দোষ গুণ বিচার আমাদিগের দ্বারা সম্ভবে। যাহা আমাদিগের দুরধিগম্য, তাহার আপাত-

প্রতীয়মান অংশ সদোষ অনুভূত হইলেই আমরা স্বভাবতঃ তৎপ্রতি অবিশ্বাস করি। অন্যান্য বিষয়ের দোষভাগ দোষের পরিমাণানুরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত তিল পরিমাণ দোষও তাল পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়। শুভ্রবস্ত্রোপরিস্থ সামান্য কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বিশেষরূপে সকলের নয়ন আকর্ষণ করে।

অতএব অধুনাতন ভ্রমরবৃত্তিপরায়ণ বঙ্গীয় যুবকগণ শাস্ত্রোক্ত কল্পনারাজি ভেদ করিয়া তাহার অন্তস্তলনিহিত জ্বলন্ত সত্য গ্রহণ করিতে যে অনিচ্ছু ও অশক্ত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শাস্ত্রমধ্যে আবেশময়ী কল্পনার যথেচ্ছ ক্রীড়া দেখিয়াই তাঁহারা উহাকে সুদূরে নিক্ষেপ করেন। শাস্ত্রই যে ধর্ম্মের একমাত্র না হউক প্রধানতম অবলম্বন, সে ধর্ম্ম, সেই শাস্ত্রের অনাদরে উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে?

সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেনঃ—

"অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ।"

অধিকারী তিন প্রকার, উত্তম মধ্যম অধম। মধ্যম ও অধম অধিকারিরা বৌদ্ধাদির কুতর্কপূর্ণ বাক্যে বিভ্রান্ত হয়। সুতরাং তাহাদিগের বিবেক জন্মে না। আমরাও তেমনি নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলিকে মধ্যম ও অধম অধিকারী দেখিতেছি। আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী কুতর্কবাদিদিগের কুতর্কপূর্ণ বাক্যে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভেদে অসমর্থ হন। সুতরাং আর্য্যধর্ম্মে তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মে। যে কারণে যাঁহার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস হউক, নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসই যে আর্য্য ধর্ম্মের অবনতির প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। সংস্কৃত ভাষার উত্তমরূপ আলোচনার অভাব।

ভূমণ্ডলের যাবতীয় ভাষামধ্যে সংস্কৃত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। আর্য্যদিগের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই দেবভাষায় লিখিত। সুতরাং এই ভাষার আলোচনার ন্যূনাধিক্যের উপর আর্য্যধর্ম্মের অবনতি ও উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই দেবভাষা অতিব্যাপক। ইহাতে কত কত মহাত্মা কত কত সাধুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি জনের বর্ণনার অতীত। ঈদৃশ বহুবিস্তৃত ভাষার সম্যক্ চর্চ্চা না থাকিলে কিরূপে শাস্ত্রোক্ত অশেষবিধ উপদেশরত্ন মানবনিচয়ের হৃদয়-

মন্দির আলোকিত করিবে? কিন্তু যে পাপ জগৎ অর্থের অনুরোধে ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেও কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না, সে যে অর্থকরী বিদ্যার অনুরোধে উপদেশরত্ন-প্রদায়িনী সংস্কৃত ভাষার অনাদর করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহাতে আবার সংস্কৃত ভাষা সহজ নয়।

চতুষ্পাঠীই সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান আবসথ স্থান। এক্ষণে তাহার বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে চারি বেদ, ষড়্ দর্শন ও ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা হইত, এখন আর সে আলোচনা নাই, এখন অনেক চতুষ্পাঠীই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সামান্যমাত্র আলোচনা দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত শাস্ত্র যে কেমন অগাধ অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন, নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কাজেই অধুনা সংস্কৃত চর্চ্চার স্রোতঃ রহিতপ্রায় হইয়াছে। কোন সংস্কৃত গ্রন্থকার বলিয়াছেন:—"মাহেশরূপ মহাসমুদ্রে যে যে রত্ন আছে, পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি তাহা সম্ভবে?" যদিও এইরূপ নির্ব্বাচন অতিশয়োক্তিতে অলঙ্কৃত হউক, তথাপি পাণিনি হইতে মাহেশের উৎকর্ষ বুঝাইবার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ব্যাকরণ শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "যে ব্যক্তি ব্যাকরণ না জানিয়া সংস্কৃত আলোচনা করিতে যায়, সে অমাবস্যা রাত্রিতে ঘোর ঘনঘটার সময় নদীসন্তরমাণ ভুজগের পদচিহ্নও গণনা করিতে পারে।" ঈদৃশ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ব্যাকরণানভিজ্ঞের সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনা যে কীদৃশ বিড়ম্বনাকর, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ যে ভাষা কি পদ লালিত্য, কি বর্ণনানৈপুণ্য সমস্ত বিষয়েই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার শীর্ষস্থানীয় তাহা নিয়মিত করা ব্যাকরণের বিশেষ জ্ঞান ব্যতিরেকে কি কদাপি সম্ভবে? কিন্তু বলিতে লজ্জা পায়, আমরা বহ্বায়াসসাধ্য বলিয়া যে দেবদুর্লভ ভাষাকে পদ তলে দলিত করিতেছি, ইদানীন্তন সভ্যতম ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাহাকেই মস্তকে লইয়া প্রাচীন আর্য্যগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং জ্ঞানপিপাসু আমেরিক জাতি শত শত নদ নদী ও বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাজির বক্ষ বিদারণ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রনিচয়ের গূঢ়ার্থ অবগত হইতে ভারতে আগমন করিতেছেন।

চতুষ্পাঠী বিভাগেই যে কেবল সংস্কৃতের সমধিক চর্চ্চার অভাব তাহা

নয়, স্কুল বিভাগেও বরং উহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। ভাষার সম্যক জ্ঞানের অভাবে কোন শাস্ত্রেরই গূঢ়ার্থ বোধগম্য হয় না এবং গূঢ়ার্থ পরিজ্ঞাত না হইলেও অশিক্ষিত বা শিক্ষিত জনগণ শাস্ত্রের স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সুতরাং তাদৃশ অযথাযথ ব্যাখ্যা হইতে নানা প্রকার কুসংস্কারের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী এবং এইরূপ কুসংস্কার যে ধর্ম্মের মহান্ শত্রু, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ কুসংস্কার হইতে ভারতে নানাবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নানাবিধ কুপ্রথা হিন্দু সমাজের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছে। সুতরাং সংস্কৃতের আলোচনার ত্রুটিতে যে, আর্য্যধর্ম্মের যথোচিত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন ব্যাঘাত নিবন্ধন নানা প্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়া আর্য্য ধর্ম্মের বহুল অবনতি সাধন করিতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে।

৩। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতা।

যে দিন সোণার ভারতে দস্যুরূপী যবন প্রবেশ করিল, যে দিন হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ বিশ্বাসঘাতক নৃশংস যবন হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন এবং যে দিন ভারতের সুখরবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, ভারতবাসীর পক্ষে সে দিন কি ভয়ানক? সে দিন পরম পবিত্র আর্য্যমস্তকে যে যবন-পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে, সাহারা নামক বিস্তীর্ণ মরুভূমির সমস্ত বালুকারাশি তাহা আবৃত করিতে কিম্বা প্রশান্ত মহার্ণবের সমস্ত জলরাশি তাহা বিধৌত করিতে সমর্থ হইবে না। সেই দিন হইতে সিংহকে শৃগালের দাসত্ব করিতে হইল, নাগকুলান্তক গরুড়কে চুণ্টুভের বাহন হইতে হইল, জম্বুকচাতুর্য্যে পতিত হইয়া আর্য্যগণকে স্বীয় ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া যবনধর্ম্মে দীক্ষিতপ্রায় হইতে হইল। সেই দিন যবনদিগের কঠোর শাসন কুঠারাঘাতে আর্য্যদিগের পরম পবিত্র ধর্ম্মতরু ছিন্নশাখ হইল। "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ" এই গৌরবার্হ জাতি ব্যাখ্যা হিন্দুদিগের রসনা পরিত্যাগ করিল, এবং অস্পৃশ্য যবনকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিতে হইল!! যে হিন্দু নিয়মিত সন্ধ্যা বন্দনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন না করিয়া জলগ্রহণও দূষণীয় মনে করিতেন, সেই হিন্দু গায়ত্রী জপের সময়েও যবন প্রভুর আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ কুশাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাজামা চাপকান প্রভৃতি যাবনিক পরিচ্ছদে দেহ সুশোভিত করিলেন এবং যাইয়া কয় ত কোরাণ

শ্রবণ করিয়া কৃত্রিমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে আর্য্যধর্ম্মের অবনতির একশেষ হইল। আর্য্যধর্ম্মবিলোপী দুরাত্মা যবনগণ আর্য্যগ্রন্থসমুদায়কে প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নিরুপায় আর্য্য কি করিবেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভস্মাবশেষ গ্রন্থ নিচয় এবং আরাধ্যতম বিগ্রহগণকে বিশাল অরণ্যানীর অন্ধকারময় মধ্যদেশে লুকায়িত করিয়া রাখিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যের কোন মহারণ্যে একটী ইষ্টকরচিত গৃহে স্তূপীকৃত আর্য্য গ্রন্থ এবং আর্য্য বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া কে সন্দেহ করিতে পারে যে ঐ সমস্ত পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় সময়ের লুকায়িত রত্ন নয়? কিন্তু হায়, কালের কি বিচিত্র গতি! কাল কি দুরতিক্রমণীয়। ভগবান বেদব্যাসোক্ত

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

এই মহাবাক্য কেমন সার্থক!! যে নরশোণিত-লোলুপ প্রচণ্ড শার্দ্দূল-সদৃশ যবন পরম পবিত্র আর্য্যশিরে পদাঘাত পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার এক শেষ করিয়া স্বর্ণ সিংহাসন কাড়িয়া লইল, কাল ক্রমে প্রভূত বল বিক্রমাধার সুদূর দেশান্তর-সমাগত মৃগেন্দ্রের ভয়ঙ্কর নখরাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অজস্র শোণিতধারায় পরিপ্লুত হইল। সিংহরূপী বিজেতা ইংলণ্ডাধিবাসীর মস্তোকোপরি আর্য্য রাজছত্র শোভমান হইল। কিন্তু মুসলমানদিগের অধঃপতনে আমাদের কি লাভ হইল? যদিও ক্রূরকর্ম্মা যবনহস্ত হইতে রাজদণ্ড অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ইংরাজদিগের হস্তে শোভমান হইয়াছে, যদিও আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক গূঢ়তত্ত্ব জানিতে শক্ত হইয়াছি, তথাপি আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কিছুমাত্র উপকার লাভ করি নাই। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বাহিরে সাহেব সজ্জায় সজ্জিত হইতেছি, অথচ জঘন্য অনুকরণ নিবন্ধন অন্তঃকরণকে দিন দিন নীচ করিয়া তুলিতেছি। জাতীয় ব্যবহার পরিরক্ষণ ধর্ম্মরক্ষার একটী প্রধান উপায়, কিন্তু রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলে বাধ্য হইয়া প্রজাদিগকে অনেকাংশে রাজমতে চলিতে হয়। অতএব ভিন্নধার্ম্মবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতা নিবন্ধন যে আর্য্যধর্ম্মের অনেক অবনতি হইতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

৪। হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালনের সমধিক কষ্টসাধ্যতা।

পৃথ্বীতলে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম বোধ হয় আর নাই। একমাত্র বাইবেল পাঠ করিলে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের এবং একমাত্র কোরাণ পাঠ করিলে মহম্মদীয় ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তুমি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মানুসন্ধিৎসু হইলে তোমাকে সহস্র সহস্র পত্র-বিশিষ্ট বহ্বায়তন কতকগুলি বেদ, কতকগুলি স্মৃতি, কতকগুলি মহাপুরাণ, কতকগুলি উপপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে হইবে। শুধু পাঠ করিলে চলিবে না, এক বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। মত-দ্বৈধ নিরাকৃত করিয়া সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এক এক বার করিয়া পাঠ করাও বিষয়ী লোকের জীবনে সচরাচর সম্ভবে না। যদি স্বীকারও করি যে তুমি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ এবং তাহার মর্ম্মও সুপরিজ্ঞাত হইয়াছ, তথাপি তদনুসারে চলিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার পক্ষে এত ক্লেশ সাধ্য যে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ তুমি যবনসংস্পর্শে তাম্রকূট সেবন কিম্বা তাম্বুল ভক্ষণ করিলে, তোমাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে অন্যথা তুমি পতিত। আজ তুমি রাজপথে ভ্রমণকালে চাণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করি-য়াছ, অতএব তোমাকে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। ঐ শুন মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন:—

" বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
পঞ্চরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥ "

উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্র স্পর্শ করে তাহা হইলে পাঁচ দিন উপবাস করিয়া (উক্ত ব্রাহ্মণ) পঞ্চগব্য দ্বারা ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

" অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রের জল পান করিলে এক দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

" তৈলাভ্যক্তোঘৃতাভ্যক্তোবিণ্মূত্রং কুরুতে দ্বিজঃ।
তৈলাভ্যক্তোঘৃতাভ্যক্তশ্চাণ্ডালং স্পৃশতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি। "

যে দ্বিজ তৈল ও ঘৃত শরীরে মর্দ্দন করিয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ বা চণ্ডাল স্পর্শ করে, সে এক দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

"গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্যুপসঙ্গমে।
সমুদ্রদর্শনেনৈব ব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ॥" হিংস্র জন্তু কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গের জলে এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া সমুদ্র দর্শন করিলে শুচি হয়। ইত্যাদি—

কোন্ সংসারী ব্যক্তি ঈদৃশ শত শত দুষ্প্রতিপাল্য নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে সক্ষম? হিংস্র জন্তুর ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে কাহার সাধ্য? ইষ্টকরচিত সুবিশাল অট্টালিকার সুরম্য পর্য্যঙ্কোপরি শায়িত, প্রহরিগণ বেষ্টিত রাজাধিরাজেরও যখন সর্পাদি হিংস্র জন্তুর ভয় সম্যক নিরাকৃত হয় না, তখন তুমি আমি কতবার যে হিংস্রদষ্ট হইব তাহার ইয়ত্তা কি? অথচ একবার হিংস্রদষ্ট হইলেই শতযোজন দূরস্থিত গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিতে হইবে!! কি ভয়ানক শাসন!! অসাধ্যপক্ষে যদিও প্রায় প্রত্যেক পাপের প্রায়শ্চিত্তান্তর কথিত আছে, তথাপি তাহাও সহজসাধ্য নয়, বিশেষতঃ তাহা অসাধ্যপক্ষে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। এইরূপে ঊনবিংশ সংহিতায় হয় ত ঊনবিংশতিশত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বিহিত আছে। প্রতিপাদবিক্ষেপে যে ধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের আশঙ্কা লক্ষিত হয়, তাহা কি সংসারী লোকের পালনযোগ্য? আমরা সংসারের দাস, সাংসারিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম আচরিত হইতে পারে, তাহাই আমরা ভাল বাসি। সংসারে চলিতে আমাদিগকে সর্ব্বদা নানাজাতীয় নানা ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। এমত স্থলে প্রতি পদক্ষেপে প্রায়শ্চিত্তের আশঙ্কা দেখিয়া আমরা কিরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইব? দেখ, ধার্ম্মিক কুলাগ্রগণ্য মহাত্মা ভরত বহুকাল ধরিয়া কত কষ্টে তপশ্চর্য্যা করিলেন, অথচ মৃত্যুসময়ে তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত পরমাত্মার পরিবর্ত্তে পালিত মৃগপোতক স্থান লাভ করিল বলিয়া তাঁহার মুক্তির পথ রুদ্ধ হইল। তদনন্তর তাঁহার মৃগযোনি প্রাপ্তি হইল, পরিশেষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়া বহুক্লেশসাধ্য সুদীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণের পর তাঁহার মুক্তি হইল। ধার্ম্মিককুলাগ্রগণ্য মহানুভব যুধিষ্ঠির আজীবন সত্যপরায়ণ

থাকিয়া একমাত্র "হত ইতি গজঃ" বলিয়াই নরক দর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা সর্ব্বজন পূজনীয় ভগবান বেদব্যাসের মুক্তির সম্বন্ধে যে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে "ব্যাসোমুক্তোন মুক্তোবা" এই শ্লোকাংশই তাহার প্রমাণ। ঈদৃশবিবরাশক্তিরহিত ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগের মুক্তিসম্বন্ধেও যদি এত যন্ত্রণা এত সন্দেহ হইল, তবে কোন্ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সম্পূর্ণ সাহসের সহিত মুক্তিকামনায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন? সুতরাং বহ্বায়াসসাধ্যতা বা অসাধ্যতা উপলব্ধি করিয়া অনেকে যে হিন্দু ধর্ম্মাচরণে শিথিলযত্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তন্নিবন্ধন যে আর্য্যধর্ম্মের বহুল অবনতি হইবে, তাহারই বা সংশয় কি?

৫। রীতিমত ধর্ম্মপ্রচারাভাব।

পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে যে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং বহ্বায়াসসাধ্য। যাহা দুর্ব্বোধ্য, তাহার মর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত এবং বহুল পরিমাণে প্রচারিত না হইলে কোন মতেই সাধারণের বোধগম্য হয় না এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হইলে কোন ধর্ম্মেরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবে না। এই জন্যই ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত এত ব্যগ্র এবং এইরূপ প্রচার নিবন্ধনই ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। যদিও মুসলমান ধর্ম্মের তাদৃশ প্রচারক নাই, তথাপি ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বলিয়া প্রচারকাভাবে তত অনিষ্ট ঘটিতেছে না। যখন সামান্য ব্যবহারাজীবগণ সত্যের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা তাহাকেই পূর্ণসত্যরূপে প্রতিভাত করিতেছেন, তখন হিন্দুশাস্ত্রনিহিত অসংখ্য জলন্ত সত্য অবলম্বন করিয়া রীতিমত ধর্ম্ম প্রচার করিলে কেন তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুদ্রিত না হইবে? কেন তাহা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত না হইবে? পাঠক! তোমার শাস্ত্রীয় ভাণ্ডারে অসংখ্য উজ্জ্বল রত্ন দীপ্তি পাইতেছে, অকাতরে তাহা সাধারণ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের পাপান্ধকারময় হৃদয়মন্দিরকে সমুজ্জ্বল কর, দেখিবে আর্য্যধর্ম্মের বিমলকান্তি ভস্মবিনির্ম্মুক্ত বহ্নিবৎ পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। আর যদি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দর-নিহিত পরম শোভমান রত্নরাজির ন্যায়, কিম্বা রত্নাকরের অতলস্পর্শ সলিলরাশির নিম্নতম ভাগে লুকায়িত মুক্তাবলীর ন্যায় তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রের অমূল্য

উপদেশরত্নসকল কেবল শাস্ত্রীয় পত্রাবলীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, তবে কোন কালেই তোমার ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না।

৬। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বয়ের অনুচিত ব্যবহার।

যদিও শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতি নানা ভাগে হিন্দু সম্প্রদায় বিভক্ত, তথাপি শাক্ত ও বৈষ্ণব এই সম্প্রাদায় দ্বয়ই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং এই সম্প্রদায়দ্বয়ের সদসৎ ব্যবহারের প্রতি হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। "শক্তিং ভজতে বা জানাতি ইতি শাক্তঃ" এবং "বিষ্ণুং ভজতে জানাতি বা ইতি বৈষ্ণবঃ" এই মূল দ্বয় হইতেই যথাক্রমে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে ঐ পদদ্বয়ের অর্থের বহুল বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন কি অধিকাংশ স্থলেই উহাদের অর্থ মাতাল ও ব্যভিচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান শাক্তদিগের অধিকাংশই কালীপুরাণোক্তঃ—

"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈতৎ সর্ব্বকার্য্যফলংপ্রদং॥"

এই বচনোদিত কার্য্যসাধনকেই জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত প্রেম পূর্ণ সরস ধর্ম্মের অপব্যবহার নিবন্ধন যখন সমস্ত দেশ বিলাপপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিল, তখন যে বীর, বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি রসযুক্ত ধর্ম্ম বাক্য দ্বারা তাহার প্রতীকার আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সদ্বোদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতৃগণ প্রাগুক্তরূপ নানা বচনের সৃষ্টি করিয়া নিদ্রিতপ্রায় ভারতকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, উহারা তাহা বুঝিল না। কেবল জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মকার-পঞ্চক-সাধন জনিত ঘৃণিত পাপে সমাজকে নরকে নিমজ্জিত করিতেছে। এই ত গেল শাক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবস্থা আবার আরো শোচনীয়। মহানুভব মহাত্মা ঈশ্বরপরায়ণ চৈতন্যদেব জগতে যে অতুল স্বর্গীয় প্রেমসুধা অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন বৈষ্ণবগণ সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের পরিবর্ত্তে জঘন্য পৈশাচ প্রেমের হস্তে হৃদয়কে বিক্রয় করিতেছে। পূর্ব্বে "প্রেম, প্রীতি" প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চ এবং গভীর ভাব প্রকাশ পাইত, এখন এই দুরাত্মাদিগের দুর্ব্যবহার নিবন্ধন ঐ সমস্ত শব্দের আর সে পবিত্র ভাব নাই।

" বিগতোরাগঃ সংসারাশক্তির্যস্যাসৌ বৈরাগী সংসারবীতস্পৃহ ইত্যর্থঃ " এই পবিত্রার্থক বৈরাগী শব্দ উচ্চারণ করিলেও এখন কেমন এক জঘন্যভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। যাহারা গৃহে থাকিয়া আপনাদের পাপ কামনা সম্যক চরিতার্থ করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারাই এখন প্রাতঃস্মরণীয় চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধনামে কলঙ্ক লেপন করিয়া বৈরাগীনাম ধারণপূর্ব্বক অকথ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। সত্য সত্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নাম লইয়া যত অধর্ম্মসমাচরিত হইতেছে, অধর্ম্মের নাম লইয়া তত হইতেছে না। চৈতন্যদেবের অবমাননাকারী ঈদৃশ দুরাত্মাদিগকে ভিক্ষাদিদ্বারা প্রতিপালন করা আর অধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহের সহায়তা করা যে এক কথা হিন্দুসমাজ তাহা বুঝিল না। যাহা হউক, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণবমাত্রকেই যে আমরা উক্ত দোষে দোষী বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে কথিতরূপ দোষ সমূহে লিপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপে যে দুই প্রধান সম্প্রদায় লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত, তাহার দুর্ব্যবহার নিবন্ধন আর্য্যধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে।

৭। ধর্ম্ম সংস্কারে উপেক্ষা।

প্রিয় পাঠক! তুমি হয় ত ধর্ম্মের সংস্কার "এই বাক্য শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যাহা ধর্ম্ম তাহা চিরকালই ধর্ম্ম—তাহার আবার সংস্কার কি? জঘন্যতা দূর করিয়া পবিত্রতা সাধনের নামই সংস্কার? ধর্ম্ম চিরকালই জঘন্যতাপরিশূন্য, সুতরাং কিরূপে তাহার সংস্কার সম্ভবে? হাঁ, অবশ্য স্বীকার করি, ধর্ম্মের মূলসত্য চিরকালই অপরিবর্ত্তনীয়;—তস্করবৃত্তিকে কোন কালে কোন ধর্ম্ম সাধুকার্য্য অথবা পরোপকারকে কোন কালে কোন ধর্ম্ম অসাধু কার্য্য বলেন নাই অথবা বলিবেন না। কিন্তু অশিক্ষা অসদ্দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নিবন্ধন ধর্ম্মমতের অপব্যবহার হইয়া অনেক ধর্ম্মের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হয়, তুমি তাহা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তজ্জন্যই উহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। অশিক্ষা ও তজ্জনিত শাস্ত্রানভিজ্ঞতানিবন্ধন আর্য্যধর্ম্মের যে মহান্ অনর্থ সঞ্জাত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে। অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার ততোধিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। দেখ, ঐ যে ধর্ম্মাভিমানী রক্তনয়ন রক্তত্রিপুণ্ড্রকধারী শাক্ত কালীনামাঙ্কিত নামাবলীতে অঙ্গ সংবৃত করিয়া

ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে " কালী, কালী " বলিয়া গগনকেও বিকম্পিত করিতেছে, পাপ সমাজ উহার জিঘাংসা, ব্যভিচার, পানদোষ, কপটতা প্রভৃতির অসংখ্য উদাহরণ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও উহার চরণে মস্তক অবনত করিতেছে এবং সহস্র জিহ্বায় উহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে! আর ঐ যে তুলসী-মালাধারী শ্বেতচন্দনানুলিপ্ত বৈষ্ণব সহস্র সহস্র পাপে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়াও কেবল হরিনামাঙ্কিত নামাবলী অঙ্গে ধারণ করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছে, দেখ এই পাপ সমাজ তাহার কত পরিচর্য্যা কত প্রশংসাবাদ করিতেছে!! পক্ষান্তরে দেখ, ঐ যে স্বদেশানুরাগী ধর্ম্মপরায়ণ নীতিমান্ যুবক সমাজের দুঃখে ব্যথিত হইয়া জঘন্য দেশাচারের বিরুদ্ধে মুক্ত কণ্ঠে অগ্নিময় বক্তৃতায় সাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন, এই ধর্ম্মাভিমানী সমাজ সরোষে উহাঁর রসনায় সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্ধ করিতেছে! আবার দেখ, আমি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, ব্যভিচার প্রভৃতির হস্তে ক্রীড়াকন্দুক হইয়াও কেবল ব্রাহ্মণবংশজ বলিয়া সমাজে পূজনীয়, আর তুমি উদারতা, প্রীতি, ন্যায়-পরতা প্রভৃতি সদ্গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়াও চণ্ডালবংশসম্ভূত বলিয়া সমাজে অস্পৃশ্য। আমি নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি গুরুতর পাপে পাপী হইয়াও একমাত্র দেবমূর্ত্তি চরণে প্রণাম করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হিন্দু, আর তুমি স্ফটিকস্বচ্ছ নিষ্কলঙ্কচেতা সদ্দারচরিত হইয়াও একমাত্র বিগ্রহকে প্রণাম না করিয়া নরাধম বলিয়া কীর্ত্তিত। আমি সারাদিন সামান্য নায়ক নায়িকার জঘন্য প্রণয়ঘটিত অশ্লীল অশ্রাব্য গীতিতে রসনাকে কলুষিত করিয়াও মুখে দুর্গানাম উচ্চারণ করি বলিয়া সমাজের অশেষ সম্মান লাভ করিতেছি; আর তুমি বিমল সন্ধ্যাসমাগমে দশদিকে বিশ্বশিল্পির পরম রমণীয় শিল্পনৈপুণ্যের বিকাশ নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে তাঁহার নাম গান করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ বলিয়া সমাজের চক্ষে বিষময় কণ্টকবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছ। যে সমাজে এত অনুদারতা, এত স্বেচ্ছাচারিতা, এত অবিচার, বিনা সংস্কারে কি দীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ব সম্ভবে? অতএব হে হিন্দুধর্ম্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিন্! তুমি ঈদৃশ অনুদারতা, কপটতা প্রভৃতির সীমা হইতে তোমার ধর্ম্মকে উর্দ্ধে উত্তোলিত কর, দেখিবে তোমার ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জগতে বিকীর্ণ হইবে।

৮। গুরুদিগের শিক্ষার অভাব এবং অসচ্চরিত্রতা।

গুরু এই শব্দটি যেমন উচ্চ যেমন গভীরভাবব্যঞ্জক এমন শব্দ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। কিন্তু, বলিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ উপস্থিত হয়, ঐ শব্দ শ্রবণে অধুনা ভক্তি প্রীতি সদ্গুণের উচ্ছ্বাস হওয়া দূরে থাকুক বরং বিদ্বেষ বিরক্তি প্রভৃতিরই উদ্রেক হয়। যে গুরু শিষ্যের আত্মার মঙ্গলের জন্য শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত ক্ষয় করিবেন, যিনি শিষ্যের ধর্ম্মপথের একমাত্র না হউন প্রধানতম সহায়, যিনি শিষ্যের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নহৃদয়ে সেই পরাৎপর ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন, যিনি পার্থিব কামনার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মকামনায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন, যাহাঁকে হিন্দুশাস্ত্র " অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" এই প্রণাম বাক্য দ্বারা সর্ব্বজনপূজনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ধর্ম্মপথপ্রদর্শক, দেববৎ পূজনীয় গুরুর নাম শ্রবণে এখন বিদ্বেষ উপস্থিত হয় কেন? কে এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে? পাঠক! তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, হৃদয় বলিবেঃ—" যে গুরু নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য সংবৎসরেও একটী দিন ব্যয় করে না, যে গুরু স্বার্থসাধনোদ্দেশে শিষ্যের বিত্তাপহরণেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, যে গুরু পাপপ্রণোদিত হইয়া শিষ্যের পবিত্র কুলে কলঙ্কের রেখা নিপাতিত করিতেও সঙ্কোচ করে না, সেই অজ্ঞানান্ধ, পাপান্ধ, দীনাত্মা কিরূপে শিষ্যের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে? যে স্বয়ং চক্ষুষ্মান্ নয়, সে কিরূপে অন্যকে পথ প্রদর্শন করিবে?" প্রিয় পাঠক! তোমার হৃদয়ের বাক্য শুনিলে আবার ঐ শুন, হৃদয়ের অভ্যন্তরে সমাসীন হইয়া তোমার বিবেক তোমাকে কি বলিতেছেনঃ—" গুরু কুলকলঙ্কস্বরূপ যে গুরু ঈদৃশ পাপপঙ্কে নিমগ্ন অথচ আপনাকে ধার্ম্মিকপ্রবর বলিয়া প্রদর্শন করে, সেই আত্মাপহারী চোরকে তুমি তোমার ধর্ম্মপথের নেতৃপদে বরণ করিলে আমি সুদূরে পলায়ন করিব।" এই বলিয়া তোমার বিবেক গমনোন্মুখ হইলে তুমি কি কেবল শুষ্ক হৃদয় লইয়া অবস্থান করিবে? কখনই নয়। কেমন পাঠক! এখন বুঝিলে, কি জন্য এখন পরমারাধ্য গুরুর নাম শ্রবণেও বিদ্বেষ উপস্থিত হয়? আবার দেখ, গুরুদিগের অশিক্ষা আমাদের ধর্ম্মপথের কেমন অন্তরায়— তাঁহারা আমাদিগকে যে পূজা, সন্ধ্যাবন্দনাদির শিক্ষা দেন, তাহা বিশুদ্ধ এবং উচ্চ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বটে; কিন্তু যখন তাঁহারাই শিক্ষা নিবন্ধন

তাহার তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহণে অসমর্থ, তখন শিষ্যকে আর কি বুঝাইবেন? মর্ম্মপরিগ্রহ ব্যতিরেকে মন্ত্রোচ্চারণ সর্পব্যবসায়ীর কুহক-মন্ত্রবৎ অসম্বদ্ধপ্রলাপতুল্য। সন্ধ্যাবন্দনাদি—উপাসনা; উপাসনা শব্দে নয়,—হৃদয়ে; সুতরাং যে মন্ত্রোচ্চারণে হৃদয় নাই, তাহা কখনও উপাসনা শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা ধর্ম্মসাধনের বিশেষ সহায়তা অসম্ভব। পাঠক! তুমি মনে করিও না আমি সকল গুরুকেই নিন্দা করিতেছি। যে গুরুর অন্তরে নিয়ত ধর্ম্মভাব জাগরূক, যিনি উল্লিখিত পাপনিচয়ের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে কহিতে পারেনঃ—

"আস্তামকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্যং
ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি দেব তৃণায় মন্যে।
নিঃশঙ্কচিত্তহরিণীকুলসঙ্কুলাসুচেতঃ পরং বসতি শৈলবনস্থলীষু॥"

হে দেব! এই বসুধার অকণ্টক আধিপত্য (একাধিপত্য) দূরে থাকুক ত্রৈলোক্যরাজ্যকেও আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি, কেবল যে স্থানে হরিণী কুল নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছে, এইরূপ (জনসমাগমশূন্য) বনস্থলে (শরীর রক্ষার জন্য) আমার চিত্ত যাইতেছে (একটুকু স্থান প্রার্থনা করিতেছে।)

ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত কর; তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তুমি হয় ত বলিবে—ঈদৃশ পবিত্র হৃদয় গুরু যখন পৃথিবীতে অতিদুর্লভ, তখন কি কেবল প্রতীক্ষায় থাকিয়া অশিক্ষিত অবস্থায় জীবন কাটাইব? আমি বলি "না" যদি তুমি সেই স্বর্গীয় পিতা জগৎগুরু জগদীশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্র গ্রহণ করিতে না পার, তবে পার্থিব গুরুর শরণাপন্ন হও এবং মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার জীবনকে বিশেষরূপে পরীক্ষা কর। যদি তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত দেখ, যদি ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ আছে বলিয়া অনুভব কর এবং যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে আঘাত না করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণরাজি বিভূষিত না হইলেও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ কর।

এই সমস্ত কারণ ভিন্ন বিলাতিশিক্ষাও তজ্জনিত রুচিভেদ, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব, প্রভৃতি কারণ বশতও আর্য্যধর্ম্মের অনেক অবনতি হইতেছে।

এ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কিছু কিছু বলাও হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে আর অধিক কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলাম না।

শ্রীগঙ্গাদাস বসু
করটীয়া।

কুসুমে কীট।

এক দিন বনে
কল্পনা সঙ্গিনী সনে ভ্রমিতেছি অন্য মনে
বিষাদে মগন
কিছুতেই সুখ নাই শূন্যময় সর্ব্ব ঠাঁই,
সংসার যাহার পক্ষে হইয়াছে বন
কি সুখ তাহারে দিবে ভীষণ কানন ?

ধাই চারি দিকে—
দেখিলাম হেন কালে উচ্চ সহকার কোলে
উঠিছে কৌতুকে
মোহিনী মাধবীলতা মোহন কুসুম যুতা—
সহকার তলে আমি দাঁড়াণু যেমনি
গাত্রে মোর খসিয়া পড়িল পল্লবিনী

যতনে আদরে
সে লতা-প্রশাখা লয়ে, বিগত-বিষাদ হয়ে
ফিরিলাম ঘরে ;
যামিনীতে মহোল্লাসে রাখিলাম শয্যা পাশে—
হায় সেই লতা—গুপ্ত কীট দুরাচার
দয়াহীন দংশিলেক শরীরে আমার।

চন্দ্রের কিরণ
সংসার-বৃশ্চিক-দষ্ট, চিত্তের উৎকট কষ্ট
করে নিবারণ

এত ভাবি ভাগ্যহীন　　সেবে তাহা প্রতিদিন—
ভাগ্য দোষে সেই চন্দ্র অমৃত আধার
করে হায় পক্ষাঘাত রোগের সঞ্চার

হতভাগ্য আমি
জানিতাম আগে যদি　　বিধির এ ঘোর বিধি
কোন পথ গামী
তা হলে সুখের জন্য,　　সতত হৃদয় ক্ষুণ্ণ
নিরাশা কি লইতাম শান্তিবিনিময়ে
হইতাম উপনীত এ ঘোর নিরয়ে ?

তবু সেই দিন
প্রথম মিলন দিন,　　স্মৃতিপথে সম্মুখীন
হয় যেই ক্ষণ
সব শোক ভুলে যাই　　হস্তে যেন স্বর্গ পাই
সহসা দর্শন যবে দিলে প্রাণেশ্বরি
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া মোহিনী মাধুরী !

সে দিবস হায়
প্রকৃতির চারু ছবি　　গগনে কুটিল রবি
মধুরতাময়
নর নারী বৃক্ষ শাখা　　সব মধুরতা মাখা—
মধুর মধুর ভিন্ন নয়ন উপরে
কি আর দেখিব বল এমন মুকুরে ?

কর না বাখান
নিতি নিতি অভিনব　　কোমল ও মুখ তব
সরল নয়ান
[illegible]য়া করি জর জর　　কেমনে বিষাক্ত শর
তোমার আশ্রিত জনে করিলে সন্ধান ?
প্রতিমে ! কেমনে তুমি হইলে পাষাণ ?

কেন দেখাইলে ?
স্বর্গের সোপান দিয়া স্বর্গের মোহিনী ছায়া
পশিতে না দিলে ?
ছিনু ভাল ধরা পরে জনিতাম ভাল করে
রোগ শোক জরা মৃত্যু মানব প্রকৃতি
অদৃষ্ট শৃঙ্খল হ'তে নাহি অব্যাহতি

চাহ কি দেখিতে
অন্তর্জ্জলা ফল্গু মত কেমনে অভাগা চিত
ভাসিছে শোণিতে ?
কি ঘোর যাতনা সই জান না কাঁদাও তাই
হৃদভাঙ্গা কারে বলে যদি তা জানিতে
তুমি অয়ি কৃপাময়ি শোণিতে ভাসিতে।

শ্রী দেঃ——